জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

দশম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

স্বাধীনতা
এনেছি
সংস্কারও
আনবো

মা, আমার রক্ত বৃথা যায়নি তো?
১৯৫২, ১৯৬
১৯৭১, ১৯৯
২০২৪ এর
নাফিসদের ম

বাংলাদেশ

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

৬ষ্ঠ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	১০ম খন্ড (ময়মনসিংহ বিভাগ)	
৬১৮	শহীদ জাকির হোসেন	৭-৯
৬১৯	শহীদ ওমর ফারুক	১০-১২
৬২০	শহীদ সাইফুল ইসলাম	১৩-১৪
৬২১	শহীদ মো: মাসুম বিল্লাহ	১৫-১৭
৬২২	শহীদ মো: আহাদুন	১৮-২০
৬২৩	শহীদ সোহাগ মিয়া	২১-২৩
৬২৪	শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন	২৪-২৬
৬২৫	শহীদ মো: নাজিম উদ্দিন	২৭-২৯
৬২৬	শহীদ সাব্বির ইসলাম	৩০-৩৩
৬২৭	শহীদ মো: জিন্নাতুল ইসলাম খোকন	৩৪-৩৬
৬২৮	শহীদ মো: আলী হুসেন	৩৭-৩৯
৬২৯	শহীদ তোফাজ্জল হোসেন	৪০-৪২
৬৩০	শহীদ মো: তরিকুল ইসলাম রুবেল	৪৩-৪৫
৬৩১	শহীদ শিফাত উল্লাহ	৪৬-৪৮
৬৩২	শহীদ তনয় চন্দ্র দাস	৪৯-৫১
৬৩৩	শহীদ জোবায়েদ	৫২-৫৪
৬৩৪	শহীদ কুদ্দুস মিয়া	৫৫-৫৭
৬৩৫	শহীদ মো: রাহুল	৫৮-৬০
৬৩৬	শহীদ মোবারক হোসেন	৬১-৬৩
৬৩৭	শহীদ মো: রুবেল	৬৪-৬৬
৬৩৮	শহীদ রহমত মিয়া	৬৭-৬৯
৬৩৯	শহীদ মো: ফারুক	৭০-৭১
৬৪০	শহীদ সাফওয়ান আকতার সদ্য	৭২-৭৪
৬৪১	শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম	৭৫-৭৬
৬৪২	শহীদ মো: লিটন	৭৭-৭৯
৬৪৩	শহীদ মো: মিজানুর রহমান	৮০-৮২
৬৪৪	শহীদ মো: মোস্তফা	৮৩-৮৫
৬৪৫	শহীদ মো: সবুজ	৮৬-৮৮
৬৪৬	শহীদ মো: আমজাদ	৮৯-৯১
৬৪৭	শহীদ মো: জসীম উদ্দিন	৯২-৯৪
৬৪৮	শহীদ মো: আবুজর শেখ	৯৫-৯৭
৬৪৯	শহীদ মোখলেসুর রহমান	৯৮-১০০
৬৫০	শহীদ মো: রাব্বি মিয়া	১০১-১০৩
৬৫১	শহীদ রবিউল ইসলাম	১০৪-১০৬
৬৫২	শহীদ সফিক মিয়া	১০৭-১১০
৬৫৩	শহীদ আব্দুল আজিজ	১১১-১১৩

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৬৫৪	মো: মাহবুব আলম	১১৪-১১৭
৬৫৫	শহীদ সুমন হাসান	১১৮-১২০
৬৫৬	শহীদ মো: সবুজ মিয়া	১২১-১২৩
৬৫৭	শহীদ শাহিন মাহমুদ শেখ	১২৪-১২৬
৬৫৮	শহীদ শাহাদাত হোসেন	১২৭-১২৯
৬৫৯	শহীদ মো: আশরাফুল ইসলাম	১৩০-১৩২
৬৬০	শহীদ সারদুল আশীষ সৌরভ	১৩৩-১৩৫
৬৬১	শহীদ মো: বকুল মিয়া	১৩৬-১৩৮
৬৬২	শহীদ আব্দুল রাকিব	১৩৯-১৪১
৬৬৩	শহীদ আব্দুল্লাহ	১৪২-১৪৫
৬৬৪	শহীদ ফারহান ফায়াজ	১৪৬-১৪৯
৬৬৫	শহীদ জুনায়েদ ইসলাম রাতুল	১৫০-১৫৩
৬৬৬	শহীদ খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ	১৫৪-১৫৬
৬৬৭	শহীদ মো: আক্কাস আলী	১৫৭-১৫৯
৬৬৮	শহীদ মো: ইমরান	১৬০-১৬৩
৬৬৯	শহীদ মো: সাকিব হাসান	১৬৪-১৬৬
৬৭০	শহীদ পারবেজ মিয়া	১৬৭-১৬৯
৬৭১	শহীদ রফিকুল ইসলাম	১৭০-১৭২
৬৭২	শহীদ হাফিজুল শিকদার	১৭৩-১৭৫
৬৭৩	শহীদ সাব্বির হাওলাদার	১৭৬-১৭৮
৬৭৪	শহীদ সাইফুল ইসলাম তন্ময়	১৭৯-১৮১
৬৭৫	শহীদ সায়েম হোসেন	১৮২-১৮৪
৬৭৬	শহীদ শাহিনুর বেগম	১৮৫-১৮৭
৬৭৭	শহীদ শামছুল ইসলাম	১৮৮-১৯২
৬৭৮	শহীদ শেখ মেহেদী হাসান জুনায়েদ	১৯৩-১৯৫
৬৭৯	শহীদ সোহাগ	১৯৬-১৯৯
৬৮০	শহীদ তাহিদুল ইসলাম	২০০-২০৪
৬৮১	ওয়াশিম শেখ	২০৫-২০৮
৬৮২	শহীদ শাওন তালুকদার	২০৯-২১০
৬৮৩	শহীদ রুবেল ইসলাম	২১১-২১৩
৬৮৪	শহীদ রুবাইদুজ্জামান রেজওয়ান	২১৪-২১৬
৬৮৫	শহীদ মাহফুজুর রহমান	২১৭-২১৮
৬৮৬	শহীদ মো: আয়াতুল্লাহ	২১৯-২২১
৬৮৭	শহীদ মো: ছমেছ উদ্দিন	২২২-২২৩
৬৮৮	শহীদ মো: সাজ্জাদ হোসেন	২২৪-২২৬
৬৮৯	শহীদ রুদ্র সেন	২২৭-২২৮
৬৯০	শহীদ মো: সোহেল আখঞ্জী	২২৯
৬৯১	শহীদ মো: ইউসুফ	২৩০-২৩১

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫
পঞ্চগড়
০৪
ঠাকুরগাও
০৪
নিলফামারী
০৮
লালমনিরহাট
০৪
কুড়িগ্রাম
১৭
রংপুর
০৮
দিনাজপুর
রংপুর
৫০
গাইবান্ধা
০৪
জয়পুরহাট
০৭
নওগাঁ
১৫
বগুড়া
০১
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী
৫৫
০৩
রাজশাহী
০৮
নাটোর
১০
সিরাজগঞ্জ
০৭
পাবনা
১৮
শেরপুর
১৪
জামালপুর
৭৫
ময়মনসিংহ
১২
নেত্রকোনা
৩০
ময়মনসিংহ
০১
সুনামগঞ্জ
১৩
সিলেট
সিলেট
২৮
১৪
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
০৭
টাঙ্গাইল
০৭
কিশোরগঞ্জ
২৪
গাজীপুর
১২৭
ঢাকা
১৮
নরসিংদী
২১
ঢাকা
জেলা
০৩
মানিকগঞ্জ
০১
রাজবাড়ী
১১৮
ঢাকা
সিটি
১৯
নারায়ণ
গঞ্জ
০৭
ফরিদপুর
০৯
মুন্সিগঞ্জ
০৫
শরীয়তপুর
০৯
মাদারীপুর
০৪
গোপালগঞ্জ
১২
কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২
চুয়াডাঙ্গা
০২
ঝিনাইদহ
০৭
মাগুরা
২৪
যশোর
নড়াইল
খুলনা
৫৯
০৪
সাতক্ষীরা
০৪
খুলনা
০৪
বাগেরহাট
০৭
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৭
কুমিল্লা
১৮
চাঁদপুর
০৮
লক্ষীপুর
২১
নোয়াখালী
১২
ফেনী
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
১৩
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম
১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার
২০
বরিশাল
বরিশাল
৭৪
০৪
পিরোজ
পুর
২২
ভোলা
০৫
ঝালকাঠি
২১
পটুয়াখালী
০৫
বরগুনা

শহীদ জাকির হোসেন

ক্রমিক : ৬১৮

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩১

শহীদের জন্ম পরিচয়

শহীদ জাকির হোসেন ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা মৃত মো: ফজলু মিয়া এবং মা রোকিয়া শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। তার এক পা অচল। শহীদ ওয়াসার লাইন শ্রমিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম মানুষ। ২১ জুলাই ২০২৪ সারাদিন দেশ উত্তাল। মাগরিবের ঠিক আগে চিটাগাং রোডে পুলিশের সাথে ছাত্র জনতার তুমুল সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। জাকির হোসেনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ পুলিশের ছোড়া একটি গুলিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

শহীদ জাকির হোসেন ছিলেন একজন খেটে খাওয়া মানুষ। শ্রমিক জাকির হোসেনরাই এদেশের মানুষের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। কতদিন পাতে মাছ মাংস উঠেনি তা নিজেও হয়ত বলতে পারবেন না। দ্রব্যমূল্যের যে উগ্রগতি তাতে মাছ মাংস তো দূরে থাক ঠিকমতো

মানুষ সবজিও কিনতে পারে না। অথচ আওয়ামী দুর্নীতিবাজরা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে সামান্য কর্মী পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হাজার কোটি টাকার মালিক। নরপিশাচ শেখ হাসিনার বাড়ির চাকর পর্যন্ত ৪০০ কোটি টাকার মালিক বনে গিয়েছিল এবং হেলিকপ্টার ছাড়া যাতায়াত করত না। মন্ত্রী এমপি থেকে শুরু করে অভিনেতা পাতিনেতা, আওয়ামী সমর্থক চোর ছেচঁড় লুটেরা বাটপাররা এদেশের সিংহভাগ সম্পত্তির দখল নিয়েছিল। দেশটা তাদের বাপের সম্পত্তি মনে করে সবকিছু ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছিল। কানাডা, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ভারতের ধনীদের সাথে টেক্কা দিয়ে জায়গা জমি সম্পদ বাড়াতে ব্যস্ত ছিল। অথচ দেশের সাধারণ মানুষ সবজি বাজারে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তো। মুরগির বাজারে গিয়ে সন্তানের কথা মনে করে কান্না করতো দিত। আওয়ামী সিন্ডিকেট পণ্য সামগ্রীর দাম ইচ্ছেমতো বাড়াতো। অথচ সন্ত্রাসের জননী, মিথ্যুক, প্রতারক জীঘাংসা বাস্তবায়নকারী মাদার অফ মাফিয়া খ্যাত খুনি হাসিনা দশ টাকা কেজি চাল আর ঘরে ঘরে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু বাজারের কি অবস্থা করে ফেলেছিল? ষাট থেকে সত্তর টাকা কেজি আলু, দুইশ বা তিনশ টাকা কেজি ধরে রসুন, পেঁয়াজ, যেকোনো সবজির দাম শতাধিক টাকার কাছাকাছি আর মাছ-মাংসের দামের কথা তো বলাই বাহুল্য। এ অবস্থায় কোন বিবেকবান মানুষ আদালত কর্তৃক রং হেডেড ঘোষিত অসুস্থ খুনি হাসিনার কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা না করে থাকতে পারেন না। খুনি হাসিনা, তার কুপুত্র জয়, হাসাও মাহমুদ খ্যাত হাসান মাহমুদ, রাজাকারের দোসর কামরুল, মিথ্যুক প্রতারক আরাফাত এ রহমান, বাংলা ভাষার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শনকারী ব্যাংক ও শেয়ার বাজার লুণ্ঠনকারী দরবেশ হিসেবে খ্যাত সালমান এফ রহমান,শাহরিয়ার কবির, ওবায়দুল , বিপ্লব কুমার,মমতাজ, অহংকারী সাকিব জাতির সাথে তামাশা করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা করত না।

মাদার অফ মাফিয়া খুনী হাসিনা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ না করে জনগণের সাথে নিষ্ঠুর তামশা করত। বেগুনের পরিবর্তে মিষ্টি কুমড়া খাও, খেজুরের পরিবর্তে বড়ই, কাঁচা মরিচ ডিম ফ্রিজে রেখে খাও, মাংসের বদলে কাঁঠাল খাও, বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেব যেন লোডশেডিং এর মজা পাও, মোবাইল তো আমরা দিয়েছি, আমরা তোমাদের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি অবান্তর হাস্যকর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে জাতির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিত। এইসব নিষ্ঠুর রসিকতা একজন অতি সাধারণ নাগরিকও বুঝতে পারতেন। তাই তো হাসিনা বিরোধী আন্দোলনে এত গণজোয়ার। এই গণজোয়ারে কাউকে অর্থ দিয়ে ম্যানেজ করতে হয়নি, কাউকে ডান্ডার ভয় দেখানো লাগেনি কিংবা চাকুরিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে কর্মসূচি পালনে বাধ্য করা হয়নি। নিজের স্বীয় পবিত্র দায়িত্ব মনে করে সবাই এ আন্দোলন অংশগ্রহণ করেছিল। অতি দরিদ্র ঘরের নিঃস্ব সন্তান, রাস্তার ছিন্নমূল পথ শিশুসহ একেবারে নিম্ন শ্রেণির মানুষও ছাত্র জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

শহীদ জাকির হোসেন ছিলেন ওয়াসা লাইন শ্রমিক। প্রতিবন্ধী মায়ের একমাত্র ছেলে সন্তান ছিলেন তিনি। বাবা মৃত। সহায় সম্বলহীন এই মানুষটি চিটাগাং রোডে গত ২১ জুলাই ২০২৪ পুলিশের ছোড়া বুলেটে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যান। একটি বুলেট জাকির হোসেনের পেট ভেদ করে বেরিয়ে যায়। প্রচন্ড রক্তক্ষরণের এক পর্যায়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

শহীদের মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনের প্রতিক্রিয়া

শহীদের খালাতো ভাই এন্তাজ মিয়া বলেন, "জাকিরের আচরণ ভালো ছিল। সে নিয়মিত নামাজ পড়তে পড়তো।"

শহীদের মা বলেন, "আমি বেঁচে থাকতে ঘাতক খুনির শাস্তি দেখতে চাই। "

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের বাবা মৃত। মা শারীরিক প্রতিবন্ধী (এক পা অচল)। বাড়িঘর নেই, জমি অন্যের দখলে। শহীদের মা তার বোনের বাসায় বসবাস করেন। শহীদ ছিলেন মায়ের একমাত্র সম্বল। অসুস্থ হলেও ছেলেকে কোলে পিঠে মানুষ করেছিলেন শহীদ জননী।

আশা ছিল শেষ বয়সে একটু আশ্রয় পাবেন সন্তানের কাছে। কিন্তু ঘাতকরা সে আশা আজ নিরাশা করে দিয়েছে।

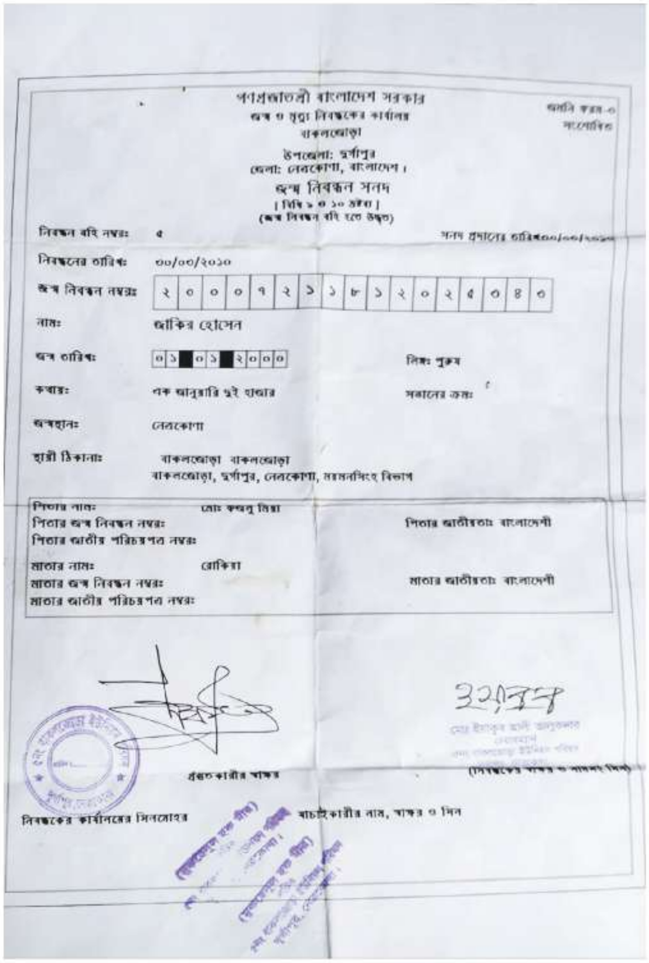

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
বাকলজোড়া
উপজেলা: দুর্গাপুর
জেলা: নেত্রকোণা, বাংলাদেশ।
জন্ম নিবন্ধন সনদ
[বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নম্বর: ৫

সনদ প্রদানের তারিখ: ০০/০০/২০২৪

নিবন্ধনের তারিখ: ০০/০০/২০১০

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২ ০ ০ ০ ৭ ২ ১ ১ ৮ ১ ২ ০ ২ ৫ ০ ৪ ০

নাম: জাকির হোসেন

জন্ম তারিখ: ০১ ০১ ২০০০

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: এক জানুয়ারি দুই হাজার

সন্তানের ক্রম:

জন্মস্থান: নেত্রকোণা

স্থায়ী ঠিকানা: বাকলজোড়া বাকলজোড়া
বাকলজোড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ বিভাগ

পিতার নাম: মো: ফজলু মিয়া
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: রোকিয়া
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও সাধারণ সিল)

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর

যাচাইকারীর নাম, স্বাক্ষর ও দিন

শহীদ প্রোফাইল

নাম	: জাকির হোসেন
পিতা	: মো: ফজলু মিয়া (মৃত)
মাতা	: রোকিয়া
জন্ম তারিখ	: ১ জানুয়ারি ২০০০
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বাকল জোড়া, ইউনিয়ন: বাকলজোড়া, থানা: দুর্গাপুর, জেলা: নেত্রকোনা
বর্তমান ঠিকানা	: বাকলজোড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা
আহত হওয়ার স্থান	: চিটাগাং রোড,ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২১ জুলাই ২০২৪, মাগরিবের আগে
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২১ জুলাই ২০২৪, চিটাগাং রোড, ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন ।
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: বাকলজোড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. প্রতিবন্ধী মাকে মাসিক অথবা এককালীন সহায়তা করা যেতে পারে

২. শহীদদের জমিটি উদ্ধারে সাহায্য করা যেতে পারে

শহীদ উমর ফারুক

ক্রমিক : ৬১৯

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩২

শহীদের জন্ম পরিচয়

উমর ফারুক ২০০০ সালের ৩০ জানুয়ারি নেত্রকোনার দুর্গাপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা আব্দুল খালেক (৫২) দুবাই প্রবাসী এবং মা কুলছুমা আক্তার (৪১) গৃহিণী। শহীদ ফারুক কবি নজরুল সরকারি কলেজে ইসলাম শিক্ষা বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করতেন। পরোপকারী এই মানুষটি দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার সোসাইটি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রধান ছিলেন। ১৯ জুলাই বাইতুল মোকাররম মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করে সহপাঠীদের সঙ্গে কোটা সংস্কার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পুরান ঢাকার লক্ষীবাজার এলাকায় তার বুকে দুটি নাভিতে একটি মোট তিনটি গুলি করা হয়। আহত উমর ফারুককে উদ্ধার করে সহপাঠীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে তিনি মৃত্যুবরন করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২০২৪ জুলাইয়ের মাঝামাঝি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এক ক্রান্তিকাল মুহূর্ত অতিক্রম করছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার আন্দোলন দমন করতে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করেছে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের শিকারে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকা সহ সারাদেশে ব্যাপক হতাহত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের হলত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখনই এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে যায়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাত পা বেঁধে ফেলা হলেও সামনে দাড়ায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্তানেরা, যা ছিল কল্পনার ও বাইরে। আন্দোলন সংগ্রাম নেতৃত্বের ভার যেন তারা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়। আন্দোলন নতুন করে গতি ফিরে পায়। সরকারের রক্তচক্ষুকে অপেক্ষা করে ময়দানে সরব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে তারা বাস্তবায়ন করে যায় বিভিন্ন কর্মসূচি। ১৯ জুলাই ২০২৪ জুমার দিন। এই দিন বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে বের হওয়ার কথা ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার মিছিল। শহীদ উমর ফারুক তার সহপাঠীদের সাথে কোটা সংস্কার আন্দোলনে যোগদান করেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদ হতে মিছিল বের হয়ে রাজধানীর লক্ষী বাজার এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হয়। সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী শিক্ষার্থীদের উপর গুলি বর্ষন করলে উমর ফারুক গুলিবিদ্ধ হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে তার দেহে তিনটি গুলি লাগে। প্রথম গুলিটি লাগে নাভিতে। গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। পরে পুলিশ ধরে তার বুকে আরো দুইটি গুলি করে। রাস্তায় ফেলে রাখে শহীদ ওমর ফারুককে। সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু রাস্তাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ৫ দিন পর বিদেশ থেকে দেশে ফেরার কথা ছিল বাবা আব্দুল খালেকের। কিন্তু ছেলের গায়ে ছররা গুলি লেগেছে শুনেই তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন।

লাশ নিয়ে ভোগান্তি

শহীদের পিতার দেশে ফেরার কথা ছিল ২৪ জুলাই। বাবাকে সাথে নিয়েই তিনি ফিরতে চেয়েছিলেন বাসায়। কিন্তু তার আগেই কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় শহীদ ওমর ফারুকের। বন্ধুদের মাধ্যমে এই খবর জানতে পেরে পরিবারের লোকজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান লাশ আনতে। তবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাশ খুঁজতে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না স্বজনদের। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলে, পুলিশের অনুমতি লাগবে। শাহবাগ থানায় গেলে পুলিশ জানাই উমর ফারুক নামে কেউ এখানে নেই অন্য কোথাও খুঁজতে। সূত্রাপুর থানায় গেলে বলে, সেখানেও এই নামের কোন লাশ নেই। হাসপাতালে খোঁজার জন্য বলে। হাসপাতালে ফিরে আসলে বলে খোঁজার অনুমতি নাই। রাত দিন দৌড়াদৌড়ি করেও কোন কূলকিনারা পায় না তার পরিবার। এরপর দুর্গাপুরের তৎকালীন এমপি মোস্তাক আহমেদ রুহিকে বিষয়টি জানালে সে থানায় কথা বলে দেয়। পরে পুলিশ অনুমতি দেয় হাসপাতালে গিয়ে লাশ খোঁজার জন্য। হাসপাতালে গিয়ে স্বজনরা দেখে,একটি সাধারণ ঘরে অর্ধশতের বেশি লাশ পড়ে আছে। সেখানেই মেলে শহীদ উমর ফারুকের লাশ। পোস্টমর্টেমসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষ করে মৃত্যুর দুই দিন পর লাশ নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেয় তারা। গ্রামের বাড়িতে জানাজা শেষে সামাজিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ ওমর ফারুকের ছোট ভাই আব্দুল্লাহ অনিক বলে, "আমার ভাইয়া খুবই পরোপকারী মানুষ ছিলেন। তার জানাজায় হাজার হাজার মানুষ এসেছে। মানুষের বিপদ শুনলে সবার আগে সহায়তার জন্য ছুটে যেতেন। যে ক্ষতি হয়েছে তা কিছুতেই পূরণ হবার নাই।" তিনি আরো বলেন, "নিহতের আগের দিনও

ভাইয়াকে বলেছি বাসায় চলে আসার জন্য। বাসায় আম্মা কান্নাকাটি করছে। ভাই আমাকে বলেছিল চিন্তা না করার জন্য। আর আম্মার প্রতি খেয়াল রাখতে বলেছিল। আব্বাকে নিয়ে একসাথেই বাড়ি ফিরবে বলেছিল কিন্তু আমার ভাই লাশ হয়ে ফিরল।" শহীদের পিতা কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমার ছেলে রক্ত দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাত। এখন সে দুনিয়াতে নাই। পরোপকারী ছেলেটার জীবন প্রদীপ নিভে গেল। আমি সবার কাছে দোয়া চাই আমার ছেলের জন্য।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের বাবা দুবাই প্রবাসী। আম্মা গৃহিণী। ছোট ভাই আব্দুল্লাহ অনিক ডিগ্রি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক।

Medical Certificate of Cause of Death

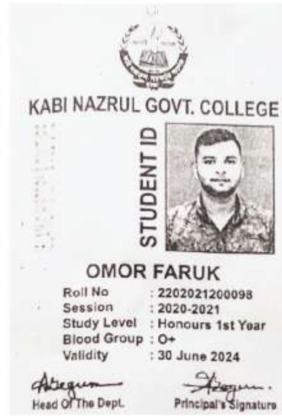

শহীদ প্রোফাইল

নাম	: উমর ফারুক
পিতা	: আব্দুল খালেক
মাতা	: কুলছুমা আক্তার
জন্ম তারিখ	: ৩০ জানুয়ারি ২০০০
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: দুর্গাপুর দক্ষিণপাড়া, ওয়ার্ড: ০৫, থানা: দুর্গাপুর, জেলা: নেত্রকোনা
আহত হওয়ার স্থান	: লক্ষীবাজার, পুরান ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩:৪৫ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিকেল ৪:৩০ মিনিট
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: দুর্গাপুর দক্ষিণপাড়া, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের ভাইকে শিক্ষাবৃত্তি দেয়া যেতে পারে
২. এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ মোঃ সাইফুল ইসলাম (সেকুল)

ক্রমিক : ৬২০

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো:সাইফুল ইসলাম (সেকুল) ১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি নেত্রকোনার দুর্গাপুরের বারইকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মো: তৈয়ব আলী এবং মা রোকেয়া খাতুন। জীবিকার তাগিদে প্রবাসী হিসেবে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন সেকুল। মালয়েশিয়া থেকে এক বছর পর ৩ আগস্ট রাত বারোটা এয়ারপোর্টে নেমে উত্তরায় এক আত্মীয়র বাসায় উঠেন। ৪ আগস্ট সারাদিন মিছিলে অংশ নেন। ৫ আগস্ট দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

জীবিকার তাগিদে শহীদ সাইফুল ইসলাম সেকুল মালয়েশিয়া পাড়ি জমিয়েছিলেন। তার মাসিক আয় ছিল ৫০ হাজার টাকারও বেশি। ইচ্ছে করলেই তিনি সেখানে সুখী জীবন যাপন করতে পারতেন। কিংবা বাংলাদেশে এসেও নিজেকে আন্দোলন সংগ্রাম হতে দূরে রাখতে পারতেন। কিন্তু দেশের এই বিপদের দিনে স্বার্থপরের মতো তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাননি। তাইতো মাত্র রাত বারোটায় বিমান থেকে নেমেই পরেরদিন সকালে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। জানা ছিল না কবে হাসিনা সরকারের পতন হবে, জানা ছিল না কবে স্বৈরাচার মুক্ত হবে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। তবুও তিনি অংশ নিয়েছিলেন আন্দোলনে। বাড়িতে অপেক্ষারত স্বজন, প্রিয়জন, শুভাকাঙ্ক্ষী তবে সব কিছুর চেয়ে দেশ এবং দেশের জনগণ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। দেশের এই সংকটে গ্রামের ফিরে যাওয়ার চেয়ে আন্দোলনকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বোনকে সাথে নিয়েই ৪ আগস্ট যোগদান করেছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। ৫ আগস্ট বিজয়ের মুহূর্তে বিকালে রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানার সামনে গুলি বিদ্ধ হন সেকুল। এরপর মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। বোনসহ সাথে থাকা লোকজন

সেকুলকে উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাতেই লাশ নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বড়ইকান্দি গ্রামে। পরদিন সকালে জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদের আন্দোলন সংগ্রামের সাথী ছোট বোন লিমা আক্তার রিমু বলেন, "চোখের সামনে গুলিতে ভাইয়ের মৃত্যু দেখেছি। এ দৃশ্য ভোলার মত নয়। দুজন একসাথে বাসা থেকে বের হলাম, চোখের সামনে ভাইয়ের শরীরে গুলি লাগলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল,মৃত্যু ও হলো চোখের সামনে। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যেভাই আর নেই। ভাই বাড়ি ফিরবে সবাই অপেক্ষা করছে। কত আনন্দ হবে। অথচ ফিরতে হলো ভাইয়ের লাশ নিয়ে। এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।"

শহীদের মা রোকেয়া খাতুন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "সেকুল আমাকে ফোন দিয়ে বলেছিল ঢাকার অবস্থা খুবই ভয়াবহ। কিন্তু চিন্তা করিও না আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। এভাবে বাড়ি ফিরবে কল্পনাও করিনি। বাড়ি ফেরার কথা বলে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল ছেলেটা। এই মৃত্যুতে দায়ীদের কঠিন শাস্তি চাই এবং আমি আমার ছেলের জন্য সবার কাছে দোয়া চাই।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

সাইফুল ইসলাম সেকুল নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরি ইউনিয়নের বড়ইকান্দি গ্রামের তৈয়ব আলীর ছেলে। দুই ভাই ও ২ বোনের মধ্যে সেকুল দ্বিতীয়। হাল ধরতে গিয়েছিলেন মালয়েশিয়া। তার আয়েই চলত পরিবারের সকলের ভরণ পোষণ। বড় ভাই খাইরুল ইসলাম কৃষক। বোন হিমু আখতার (২৭) বিবাহিত এবং ছোট বোন লিমা আক্তার রিমু (২২) অনার্স চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

শহীদ প্রোফাইল

নাম	: মোঃ সাইফুল ইসলাম (সেকুল)
পিতা	: তৈয়ব আলী
মাতা	: রেকেয়া খাতুন।
জন্ম তারিখ	: ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭
স্থায়ী ঠিকানা	: নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরের বারইকান্দি
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, উত্তরা পূর্ব থানার সামনে
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান, দুর্গাপুর, বারইকান্দি, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেওয়া যেতে পারে

২. শহীদের পিতামাতাকে মাসিক আর্থিক সহায়তা করা দরকার। তাদের শারীরিক এবং আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ

শহীদ মো: মাছুম বিল্লাহ

ক্রমিক : ৬২১

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩৪

পরিচিতি

শহীদ মো: মাছুম বিল্লাহ ১৯৯৬ সালের ৭ অক্টোবর নেত্রকোনার দুর্গাপুরের নালুয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: সাইফুল ইসলাম এবং মা মুর্শিদা খাতুন। ছোটবেলায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসায় ভর্তি হলেও দারিদ্রতার কারণে বেশি দূর পড়া হয়নি মাছুমের। জীবিকার তাগিদে তিনি গাজীপুর মাওনাতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। শহীদ মাছুম বিল্লাহ ৫ আগস্ট সোমবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন চলাকালীন গাজীপুরের মাওনা এলাকায় ঘাতক পুলিশের ছোঁড়া গুলি বিদ্ধ হন তিনি। পরে সেখানকার লোকজন ভালুকা হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে স্বজনরা মরদেহ নিয়ে ওই দিন রাতে গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার নালুয়াপাড়া গ্রামে চলে আসেন। পরদিন ৬ আগস্ট মঙ্গলবার সকাল ১১টায় জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মাছুম বিল্লাহ নিজে খুব বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি। তবে দেশের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন। সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেন। পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন মাছুম ,জমিজমা কিছুই নেই তিনি প্রিয়তমা স্ত্রী ও পরিবার সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে। তাইতো সব পিছুটান পিছে ফেলে সারাদিনের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতেন আন্দোলনের ময়দানে। গাজীপুরের মাওনাতে কাজ শেষে অংশ নিতেন আন্দোলনের কর্মসূচিতে।

৫ আগস্ট। দিনটি ছিল সোমবার। সারাদিন মাছুম ছিলেন আন্দোলনের মাঠে। বিকাল তিনটার দিকে অবস্থানরত জনতার ওপর ফ্যাসিস্ট সরকারের ঘাতক পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করলে পুলিশের ছোঁড়া দুটি গুলিতে মারাত্মক জখম হন মাছুম। একটি বুলেট সরাসরি তার বুকে লাগে এবং অপরটি তার পায়ে আঘাত হানে। ঘটনাস্থল থেকে ছাত্র-জনতা উদ্ধার করে পরবর্তীতে তাকে ভালুকা উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানকায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদের এমন মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনসহ পুরো এলাকায় শোকের মাতম চলছে। স্বামীকে হারিয়ে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন শহীদ মাছুমের স্ত্রী। আহাজারি করছেন শহীদের বোনেরা। মৃত্যুর পর প্রতিরাতে কবরস্থানে ঘুরপাক করেন শহীদের বাবা।

শহীদের প্রতিবেশী আমিনুল ইসলাম বলেন, "মাছুম বিল্লাহ পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হওয়ার কারণে তিনি বেশিরভাগ সময় গাজীপুরে থাকতেন। সেখানে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি বাড়িতে আসতেন। যতদিন এলাকায় থাকতেন সবার সাথে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করতেন এবং পরিবারের খেয়াল রাখতেন।"

শহীদ মাছুমের মা মুর্শিদা আক্তার বলেন, "আমার ছেলেরে মাইরাইলসে। আমি কেমনে বাচবাম। আমার মাথার উপর তো বটগাছ সইরা গেছে। এখন আর আমাদের দেখার মত কেউ রইল নাই। আর ভালো মন্দ খাইতে পারতাম নাই। আপনারা আমার ছেলের হত্যাকারীদের বিচার করেন এবং আমার বাপজানের জন্য দোয়া করবেন। "

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মাছুম বিল্লাহ মাওনা তে কাজ করলেও তার পুরো পরিবার গ্রামের বাড়িতে বসবাস করে। পাঁচ বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে শহীদ মাছুম ছিলেন দ্বিতীয়। বোন সুরাইয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, সুমাইয়া আক্তার, সাইদা আক্তার বিবাহিত এবং সানজিদা আক্তার অবিবাহিত। বৃদ্ধ বাবা পূর্বে অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করলেও এখন আর করতে পারছেন না। শহীদের পরিবারে কোনো সন্তান না থাকায় বর্তমানে তার স্ত্রী বাবার বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

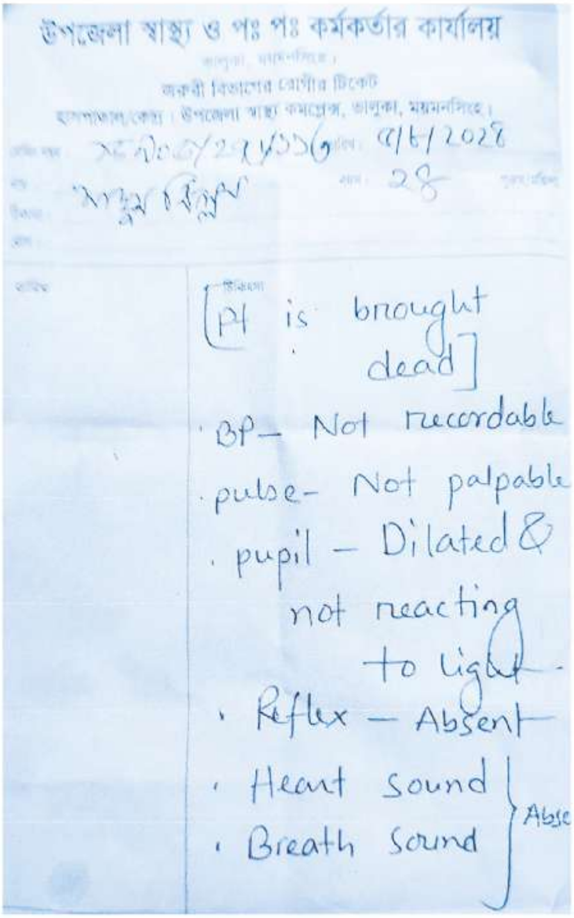
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তার কার্যালয়

জরুরী বিভাগের রোগীর টিকেট

হাসপাতাল/কেন্দ্র: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

[Pt is brought dead]

· BP- Not recordable

· pulse- Not palpable

· pupil - Dilated & not reacting to light.

· Reflex - Absent

· Heart sound
· Breath sound } Abse

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: মাছুম বিল্লাহ
পিতা	: মো: সাইফুল ইসলাম (৫৯)
মাতা	: মুর্শিদা খাতুন (৫০)
জন্ম তারিখ	: ৭ অক্টোবর, ১৯৯৬
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: নালুয়াপাড়া, ইউনিয়ন: ২ নং দুর্গাপুর, থানা: দুর্গাপুর, জেলা: নেত্রকোনা
আহত হওয়ার স্থান	: মাওনা, গাজীপুর
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩.০০টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ঘটনাস্থলেই
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নালুয়াপাড়া, ২ নং দুর্গাপুর, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেওয়া যেতে পারে

২. শহীদের পিতামাতাকে মাসিক আর্থিক সহায়তা করা দরকার।

শহীদ মোঃ আহাদুন

ক্রমিক : ৬২২

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আহাদুন ০১ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে নেত্রকোনার শ্যামপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শহীদ পিতা মজিবুর রহমানের চায়ের দোকান আছে। মা মোসাঃ কল্পনা আক্তার গৃহিণী। আহাদুন হাজী সিকান্দার আলী টেকনিক্যাল স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই কর্মী ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের অনুগত বাহিনী কর্তৃক হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলিতে আহত হয়ে ইন্তেকাল করেন। মেধাবী এই তরুণের ইলেকট্রনিক্সের প্রতি ছিল অগাধ আগ্রহ।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

পতিত স্বৈরাচার খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে সারাদেশব্যাপী সর্বাত্মক গণআন্দোলন শুরু হয়। এমন গণ-আন্দোলন ইতিপূর্বে কখনো বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেনি। অবৈধ দখলদার হাসিনা সরকার আন্দোলনকে দমাতে মানুষদের ঘর বন্দী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জারি করে কারফিউ। আন্দোলনরত জনতা কারফিউকে

খোড়াই কেয়ার করলে আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করে খুনি হাসিনা। হেলিকপ্টার থেকে স্নাইপার দিয়ে গুলি করে জনগণকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ১৮ জুলাই ২০২৪ রাজধানীর ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে হেলিকপ্টার থেকে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ শুরু করলে দুধের বাচ্চাসহ সব শ্রেণির মানুষ হতাহতের শিকারে পরিণত হয়। আহাদুনের পরিবার বসবাস করে ঢাকার মেরুল বাড্ডা এলাকায়। এই এলাকাতেও হেলিকপ্টার হতে নির্বিচারে গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয়। তেমনি হেলিকপ্টার থেকে বর্ষিত গুলির আঘাতে আহাদুনও প্রাণ হারায়।

লাশ নিয়ে ব্যাবসা ও রাজনীতি

আওয়ামী হায়েনা গোষ্ঠীর তৎপরতা পতনের একমুহূর্তে আগে একটুও কমে ছিল না। লুটপাট করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ধ্বংস করে দিলেও লুটের নেশা তাদের কমছিল না। কি নিয়ে তারা ব্যবসা করেনি? মদ, নারী, জুয়া, জমি, জায়গা এবং শেষ পর্যন্ত মরা লাশ নিয়েও তারা ব্যাবসায় নামে। শহীদ আহাদুনের লাশ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তার বাবা। রাতভর ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের মর্গে ছেলের লাশ খুঁজতে থাকেন। কিন্তু নিরাশ হয়ে সারারাত কাটানোর পর ১৯ জুলাই দুপুর বারোটায় বাড়ি ফিরে আসেন। অতঃপর লাশের সন্ধানে ঘুরতে থাকেন থানায় থানায়। ১৯ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত হন্য হয়ে খুঁজতে থাকেন লাশ। অবশেষে ২১ জুলাই তিনি লাশ ফিরে পান। এজন্যে মর্গে এক ছাত্রলীগ নেতা লাশ ছাড়ার জন্য ২০ হাজার টাকা দাবি করে, যা ছিল পরিবারের সামর্থ্যের বাহিরে। শেষ পর্যন্ত ১৮ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি লাশ সংগ্রহ করেন।

শহীদ আহাদুনের প্রথম জানাজা ২১ জুলাই বিকালে রাজধানীর মেরুল বাড্ডা আলিফ টাওয়ারের কাছে অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ সেখানে এসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ২২ জুলাই বিকাল তিনটায় তার নিজ গ্রামে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আরো হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে তার জীবন ও ত্যাগের প্রতি সম্মান জানায়।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ আহাদুনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭, বর্তমানে ৬ জন। বড় ভাই সামায়ন কবির (১৯) অনার্স ভর্তিচ্ছু। পরের জন হুমায়ুন কবির (১৭) পড়াশোনা করেন। সবচেয়ে ছোট জন জাহিদ হাসান (১৪) সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল বাবার ছোট্ট মুদি দোকান মেরুল বাড্ডার গলির এক কোণে অবস্থিত। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

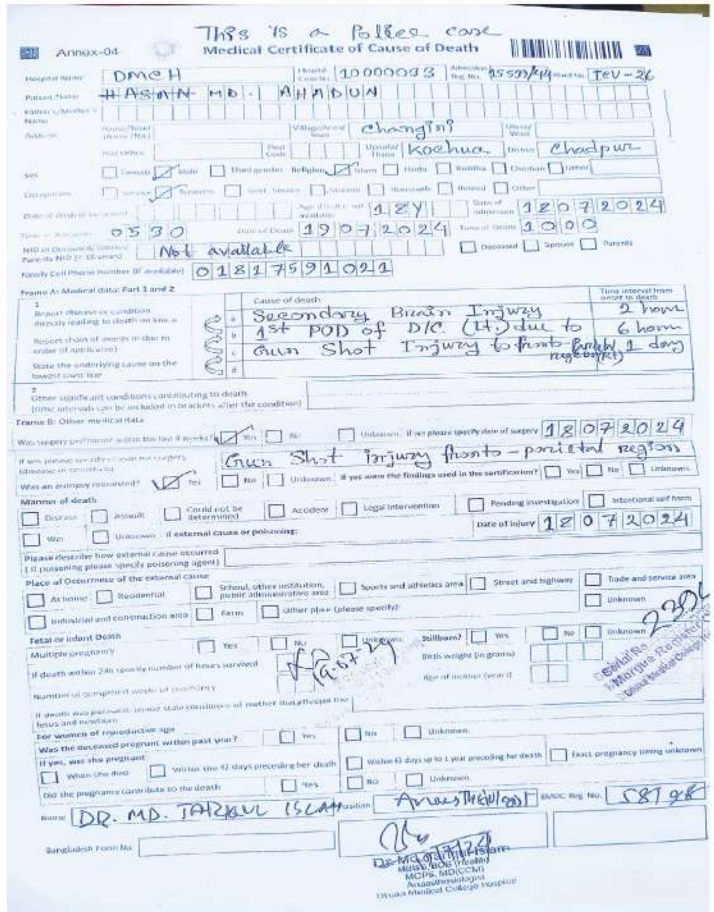
This is a Police case
Annex-04
Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH
Hospital Code No: 10000093
Admission Reg. No: 15593/424
Ward No: TEV-26
Patient Name: HASAN MD. AHADUN
Village/Area: Changini
Upazila/Thana: Kochua
District: Chadpur
Sex: Male
Religion: Islam
Age: 18Y
Date of admission: 18 07 2024
Time of Admission: 0530
Date of Death: 19 07 2024
Time of Death: 1000
NID of Deceased/Spouse/Parents NID: Not available
Family Cell Phone Number (if available): 01817591021

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

	Cause of death	Time interval from onset to death
a	Secondary Brain Injury	2 hour
b	1st POD of D/C (Lt.) due to	6 hour
c	Gun Shot Injury to fronto-parietal region (Rt)	1 day
d		

Frame B: Other medical data
Was surgery performed within the last 4 weeks? Yes. If yes please specify date of surgery: 18 07 2024
If yes please specify reason for surgery: Gun Shot injury fronto-parietal region
Was an autopsy requested? Yes
Date of Injury: 18 07 2024

Name: DR. MD. TARIQUL ISLAM
Position: Anaesthesiologist
BMDC Reg. No.: 58798
Dr. Md. Tariqul Islam
MBBS, BCS (Health)
MCPS, MD(CCM)
Anaesthesiologist
Dhaka Medical College Hospital

শহীদ প্রোফাইল

নাম	: মো: আহাদুন
পিতা	: মো: মুজিবুর রহমান
মাতা	: মোসা: কল্পনা আক্তার
জন্ম তারিখ	: ১ ডিসেম্বর ২০০৭
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শ্যামপুর, ইউনিয়ন : বিষমপুর, থানা: কমলাকান্তা, জেলা: নেত্রকোনা
বর্তমান ঠিকানা	: মেরুল বাড্ডা, আলিফ নগর, বাড্ডা, ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান	: মেরুল বাড্ডা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৮ জুলাই, ২০২৪, রাত ৮টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ১৮ জুলাই, রাত ১০টা, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: র‍্যাব
শহীদের কবরস্থান	: শ্যামপুর, কৈলাটি, কমলাকান্দা, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেওয়া যেতে পারে
২. শহীদের পিতাকে ব্যবসার পুঁজি বাড়াতে সাহায্য করা যেতে পারে
৩. শহীদের ভাইদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে

আমাদের ছোট আহাদুন দেশ মাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। জীবন অতি সংক্ষিপ্ত হলেও যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষের অন্তরে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল জাগরুক থাকবে এক আলোকবর্তিকা হয়ে।

শহীদ মোঃ সোহাগ মিয়া

ক্রমিক : ৬২৩

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩৬

শহীদ পরিচিতি

মোঃ সোহাগ মিয়া ১ আগস্ট ২০০৮ সালে নেত্রকোনার কমলাকান্দা থানার বড়খাপন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শহীদ মোঃ সোহাগ মিয়ার বাবা শাফায়েত হোসেন পেশায় একজন কৃষক। মা শমলা আক্তার গৃহিণী। সোহাগ বাবার সাথে ঢাকা শহরে রিকশা চালাতেন। চার ভাই বোনের মাঝে তিনি ছিলেন সবার বড়। বোন সুমা আক্তার ১২ মাদ্রাসা ছাত্রী, ছোট ভাই মাহাদি হাসান (৯) ও বোন সোহাগী আক্তার (৫)। ১৯ জুলাই ২০২৪,শুক্রবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিনি যোগদান করেছিলেন। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের অনুগত পুলিশ বাহিনীর ছেররাগুলির অনেকগুলা তার শরীরে বিদ্ধ হয় । একটি গুলি কান দিয়ে প্রবেশ করে তার মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রচন্ড রক্তক্ষরণ এবং মগজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

দেশব্যাপী সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, বাংলা ব্লকেড আর কমপ্লিট শাটডাউনের মুখে সরকার বেসামাল। এ আন্দোলনকে দমাতে জারি করে কারফিউ। কারফিউ এর মধ্যে ঘর হতে বেরুনো সম্ভব হয় না, কিন্তু পেট তো থেমে থাকে না। তাইতো শত বাস্তবতা উপেক্ষা করে শ্রমজীবি মানুষ বের হয়ে আসে রাস্তায় দু'মুঠো চাল কিনতে। দিন এনে দিন খাওয়া পরিবারের সন্তান মো: সোহাগ মিয়া। আন্দোলন সংগ্রামের

মাঝেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রিকশা নিয়ে বের হয়েছিলেন তিনি। ১৯ জুলাই শুক্রবার ২০২৪ । জুমার নামাজের পর বিকাল চারটায় পুলিশের অতর্কিত হামলার মধ্যে পড়েন তিনি। ঢাকার নতুন বাজার ফরাজী হাসপাতালের সামনে অসংখ্য ছররা গুলির মধ্যে একটি গুলি তার কানে আঘাত হোন কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু দেন। পরিবারকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে শহীদ সোহাগ মিয়া পরপারে পাড়ি জমান।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মো: সোহাগ মিয়ার বয়স ১৫ বছর হলেও তিনি ছিলেন পরিবারের বড় সন্তান। তার মৃত্যু যেন কোনভাবেই পরিবার মেনে নিতে পারছে না। অভিমান করে রাজধানী ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল আবার সেই গ্রামে। কোনক্রমে কৃষিকাজ করে বেঁচে আছেন। তারা ছেলের হত্যাকাণ্ডের বিচার চায়। তাদের দাবি, ছেলের হত্যাকারীদের দ্রুত বিচার এবং তার রাষ্ট্রীয় সম্মাননা। বাবার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে সরকার যেন তাদের সহায়তা করে।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

মা-বাবা ও চার ভাই বোন এই নিয়ে ছয়জনের সংসার তাদের। সবার বড় ছিলেন মো: সোহাগ মিয়া। তার বয়স সবে ১৫ হয়েছিল। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে বাবার সাথে তিনি রিক্সা চালাতেন। ছোট ভাইবোনদের মধ্যে সুমা আক্তার (১২),মাহাদি হাসান(০৯), সোহাগী আক্তার (০৫) পড়াশোনা করে। জীবিকার তাগিদেই বাবা শাফায়েত হোসেন ঢাকা শহরে এসেছিলেন। যে শহর তার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছে সেই শহরে তিনি আর থাকতে চান না। তাই স্বপরিবারে আবার গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বেঁচে থাকার তাগিদে অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও বেছে নিয়েছেন কৃষিকাজ।

নং বড়খাপন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যাল

মৃত্যু সনদপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

শহীদ প্রোফাইল

নাম	: মো: সোহাগ মিয়া
পিতা	: মো: সাফায়েত মিয়া
মাতা	: মোসা: শমলা আক্তার
জন্ম তারিখ	: ১ আগস্ট, ২০০৮
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বড়খাপন, ইউনিয়ন : বড়খাপন থানা: কমলাকান্দা, জেলা: নেত্রকোনা
আহত হওয়ার স্থান	: নতুন বাজার ১০০ ফিট, ফরাজী হাসপাতালের সামনে, ঢাকা
আহত ও শহীদ হওয়ার সময় কাল	: ১৯ জুলাই, ২০২৪, বিকাল: ৪:৩০
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজ গ্রাম, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেওয়া যেতে পারে

২. শহীদের ভাই-বোনদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

ক্রমিক : ৬২৪

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩৭

পরিচিতি

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালে নেত্রকোনার কমলাকান্দা ইউনিয়নের বটতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা মৃত আব্দুল অহেদ এবং মা জোহরা বেগম একজন গৃহিণী। শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন ছিলেন একজন গার্মেন্টস কর্মী। শ্রমিক কল্যাণের একজন কর্মী হিসেবে সকল আন্দোলন সংগ্রামেই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার, বিজয় মিছিলে ঘাতক পুলিশ গুলি চালালে অতর্কিত গুলির মুখে পড়েন তিনি। তার শরীরে দুটি বুলেট আঘাত হানে। একটি তার বাম হাতকে আঘাত করে এবং আরেকটি তার পেটে গিয়ে কিডনিতে আঘাত করে পিছন দিক থেকে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

দেশের বিত্তশালীদের পাহাড়সম করে তোলার একটি মাধ্যম হচ্ছে গার্মেন্টস কারখানা। পৃথিবীর যত বৈষম্য সবটাই যেন এখানে

প্রতিষ্ঠিত। সস্তা শ্রমের এমন বেপরোয়া ও নীতিহীন ব্যবহার পৃথিবীর আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। গার্মেন্টস শ্রমিক মানেই যেন আধুনিক দাসত্বের ক্ষতচিহ্ন। পেটের তাগিদে জীবন বাঁচাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। মালিকের ভাগ্যের পরিবর্তন এত দ্রুত এখানে ছাড়া আর কোথাও হয় না। একটা থেকে দুইটা গার্মেন্টস হয় দুইটা থেকে কুড়িটা, মালিক আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয় কিন্তু শ্রমিকের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। আজন্ম বৈষম্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা এই মানুষগুলো তীব্র দহন সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত। তাইতো বৈষম্য প্রতিরোধের কথা আসলেই রক্তে তাদের আগুন লেগে যায়। সব পিছুটান ফেলে সামনে এগিয়ে আসে। স্বল্প বেতনের চাকুরে শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুনও ছিলেন একজন গার্মেন্টস শ্রমিক। সেই সাথে তিনি শ্রমিক কল্যাণের একজন সক্রিয় কর্মী। তাই শুরু থেকেই তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। আপাতত আন্দোলন সংগ্রাম শেষ, খুনি হাসিনা তার দোসরদের মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার তোপের মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে দিল্লিতে। দেশের মানুষ মিছিলে মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে উল্লাস প্রকাশ করছিল। শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন উল্লাসিত-উচ্ছ্বসিত জনতার সাথে আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ মিছিল সহ্য হয়নি হাসিনার অনুগত পিশাচ পুলিশ এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের নিকৃষ্টতম সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের। তারা অতর্কিত হামলা চালায় এই বিজয় মিছিলে। একটি বুলেট মামুনের বাম হাতে এবং আরেকটি বুলেট তার কিডনি ভেদ করে বেরিয়ে যায়। স্ত্রী আর সন্তানদের এতিম করে চিরনিদ্রায় তখন শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

মা স্ত্রী আর তিন সন্তানের সবকিছু ছিলেন তিনি। সবার আবদার পূরণের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। সবার মুখে হাসি ফোটাতে তিনিও নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। সাধ্য অনুযায়ী তাদেরকে খুশী রাখার চেষ্টা করেছেন সবসময়। তার মৃত্যুতে পরিবারের হাসি বিলীন হয়ে গেছে। তারা যেন সবাই ভাগ্যবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় তাদের মুখ বিষাদময়। পরিবার ও সন্তানদের দাবি তার বাবার হত্যাকারীদের যেন খুঁজে বের করে সুষ্ঠু বিচার করা হয়।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মামুন বিধবা মা, গৃহিণী স্ত্রী এবং তিন সন্তানকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করতেন। গার্মেন্টস শ্রমিক শহীদ আল মামুন স্বল্প বেতনের অর্থ দিয়েই কোনক্রমে দিনানিপাত করতেন। শহীদের মৃত্যুর পর তিন সন্তান, স্ত্রী এবং মা গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে খুবই মানবেতর জীবনযাপন করছে তারা। বসবাস করছেন নাজুক অবস্থায় উপনীত হওয়া একটি গৃহে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: আব্দুল্লাহ আল মামুন
পিতা	: আব্দুল অহেদ (মৃত)
মাতা	: জোহরা বেগম
জন্ম তারিখ	: ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বটতলা, ইউনিয়ন : কমলাকান্দা, থানা: কমলাকান্দা, জেলা: নেত্রকোনা
আহত হওয়ার স্থান	: যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার , ঢাকা ।
আহত ও শহীদ হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৪:৩০, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: বটতলা, কমলাকান্দা, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেওয়া যেতে পারে

২. শহীদের বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া যেতে পারে

৩. শহীদের সন্তানদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে

৪. স্থায়ীভাবে নিয়মিত মাসিক অনুদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ মো: নাজিম উদ্দিন

ক্রমিক : ৬২৫

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩৮

পরিচিতি

শহীদ মো: নাজিম উদ্দিন ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে নেত্রকোনার ভাটগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা রোস্তম আলী (৫৫) বর্তমানে অসুস্থ এবং মা শিমুলা আক্তার টঙ্গীর চেরাগআলীতে সার্ফ এক্সেল কোম্পানিতে শ্রমিকের কাজ করেন। এখানেই তারা টিনের ছোট্ট একটি ঘরে ভাড়ায় বসবাস করতেন। বাবা অসুস্থ তাই মা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। নাজিম উদ্দিন ছিলেন বারহাট্টা কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী একজন ছাত্র। ছাত্র হিসেবে শহীদ নাজিম উদ্দিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ৫ আগস্ট দেশ স্বৈরাচারমুক্ত হবার পর তিনি উত্তরার আজমপুরে বিজয়মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ঘাতক পুলিশ এই মিছিলে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়লে তার গায়ে বেশ কিছু বুলেট লাগে। একটি গুলি তার বাম চোখ দিয়ে ঢুকে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ঘটনাস্থলেই ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড ও আর সেই শিক্ষাকে ধারণ করে ছাত্ররা। নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করতে পারলে ভবিষ্যতের দেশ হয় অনেক উন্নত, সমৃদ্ধ, মানবিক এবং কল্যাণকর। জাতি হিসেবে আমাদের দুর্ভাগ্য এখানে স্যান্ডেল বিক্রি হয় এসি রুমে আর বই বিক্রি হয় ফুটপাতে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা তো আরও করুণ। অতি নিম্নমানের খাবার, থাকার জায়গা নেই, গণরুমে গাদাগাদি করে থাকা, কখনো বারান্দায় পলিথিন টাংগিয়ে অবস্থান করা, রেগিং এর শিকার, রাজনীতির নামে সন্ত্রাসীদের কর্তৃত্ব, বিরোধী মত দমনে টর্চার সেল, ফ্রি খাওয়া, সিট বাণিজ্য, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বাণিজ্য, একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। তার ওপর 'মরার উপর খাড়ার ঘা' হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোটাপ্রথা। এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এজন্য ছাত্রদের বাঁচা মারার লড়াই। সব স্তরের ছাত্র জনতা এই আন্দোলনে স্বপ্রণোদিত হয়েই অংশগ্রহণ করেছিল। সদা চঞ্চল উচ্ছ্বসিত মেধাবী সন্তান শহীদ নাজিম উদ্দিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

৫ আগস্ট, সোমবার। স্বৈরাচার খুনি হাসিনার পতনের দিন। সেই সাথে এদেশের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দিনও এটি। ফ্যাসিস্ট হাসিনা পালিয়ে গেছে এই সাংবাদে চারিদিকে খুশির হিল্লোল বয়ে যায়। এই আনন্দে অবগাহন করতে শহীদ নাজিম উদ্দিনও বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাস ও নৃশংসতায় সিদ্ধহস্ত পুলিশবাহিনী সেই বিজয় মিছিলে বেপরয়া গুলিবর্ষণ শুরু করে নিরীহ-নিরস্ত্র মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার উপর। ঘাতক পুলিশের সেই বেপরোয়া গুলিবর্ষণে একের পর এক গুলিবিদ্ধ হয়ে মানুষ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। শহীদ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনের গায়ে কয়েকটি গুলি এসে বিদ্ধ হয়। একটি গুলি তার চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং মগজের রগ ছিঁড়ে যাওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

পরিবারের দাবি শহীদের হত্যাকারীদের যেন বিচার করা হয় এবং তাকে যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। শহীদ নাজিমুদ্দিন ছিলেন পরিবারের ছোট ছেলে। অভাব অভিযোগের সংসারেও তার আনন্দের কমতি ছিল না। অসুস্থ বাবা আর শ্রমজীবী মা তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হলো কিন্তু তার পরিবারের খুশি ম্লান হয়ে গেল।

পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের বাবা অসুস্থ। এক বোন ও এক ভাই এই চারজন নিয়ে তাদের সংসার। বাবা উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় মা সার্ফ এক্সেল কোম্পানিতে শ্রমিকের কাজ করতেন। তার আয়ে মূলত পরিবারটির দিন চলে যেত। টিনের ছোট খুপড়ি ঘরে সবাই মিলে কোন রকমে বেঁচে ছিলেন। শহীদ মো: নাজিম উদ্দিনের মৃত্যুর পর সবাই গ্রামে ফিরে গিয়েছেন।

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MYMENSINGH

Registration Card

Secondary School Certificate Examination

Session: 2022-23

Gender: Male

Group: Science

JSC Information

Subject

Sub Code	Name of Subject
101	Bangla
102	Bangla II
107	English
108	English II
154	Information & Communication Technology
111	Islam & Moral Education
136	Physics
137	Chemistry
150	Bangladesh & Global Studies
138	Biology
126	Higher Mathematics (Optional)

Subject (Continuous Assessment)

Sub Code	Name of Subject
147	Physical Education, Health Science & Sports
156	Career Education

Student

Inspector of Schools

Uttara Crescent Hospital

Death Certificate

DR. MIRZA ISTIAK AHMED

Uttara Crescent Diagnostic & Consultation Centre

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ নাজিম উদ্দিন

Name: MD. NAJIM UDDIN

পিতা: রোস্তম আলী

মাতা: শিমুলা আক্তার

Date of Birth: 09 Sep 2005

ID NO: 8723046150

এক নজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: নাজিম উদ্দিন
পিতা	: রোস্তম আলী (৫৫)
মাতা	: শিমুল আক্তার (৪২)
জন্ম তারিখ	: ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫
স্থায়ী ঠিকানা	গ্রাম: ভাটগাঁও, ইউনিয়ন: চিরাম, থানা: বারহাট্টা, জেলা: নেত্রকোনা
বর্তমান ঠিকানা	: চেরাগ আলী, টঙ্গী, গাজীপুর
আহত হওয়ার স্থান	: আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫টা, আজমপুর, উত্তরা
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: ভাটগাঁও, চিরাম, বারহাট্টা, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেয়া যেতে পারে
২. বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া যেতে পারে
৩. শহীদের বোনের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে
৪. অসুস্থ পিতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার

শহীদ সাব্বির ইসলাম

ক্রমিক : ৬২৬

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৩৯

শহীদের পরিচয়

শহীদ সাব্বির ইসলাম ১৯৮০ সালের ২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মস্থান বানিয়াজান। বানিয়াজান গ্রামটির নেত্রকোনা জেলার আটপাড়া থানার অন্তর্গত। তার পিতার নাম মৃত শুক্কুর আলী এবং মাতার নাম মৃত আয়শা।

চার সন্তানের জনক শহীদ সাব্বির ইসলাম স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকতেন ঢাকার সাভারের বাইপাইল এলাকায়। তার স্ত্রী ফরিদা আক্তার (৪০) একজন গৃহিণী। তিনি পেশায় ছিলেন শ্রমিক। কাজ করতেন সাভারের একটি সরিষা তেলের কারখানায়। এই কারখানায় দিনরাত শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জন করতেন তিনি, তা দিয়েই চলতো তার ছয় সদস্যের পরিবার। সাব্বির ইসলামের চার সন্তানের মধ্যে তিন মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলে মো: মমিন মিয়া (১৪) বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও বড় মেয়ে লিজা আক্তার (২১) বিবাহিতা। মেজো মেয়ে সাদিয়া আক্তার (১১) এবং ছোট মেয়ে নাদিয়া আক্তার (৯)।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন শহীদ সাব্বির ইসলাম। তার উপরে নির্ভরশীল ছিল পুরো পরিবার। গ্রামের বাড়িতে তাদের নিজস্ব কোনো জমিজমা নেই। তিনি জীবিত থাকাকালীন পুরো পরিবার নিয়েই ঢাকাতে থাকতেন। মৃত্যুর পর পরিবার গ্রামে গিয়ে তার বড় শ্যালকের বাড়িতে উঠেছেন।

যেভাবে সাড়া দিলেন আল্লাহর ডাকে

জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তার কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে সাব্বির ইসলামও কর্মহীন হয়ে পড়েন। বন্ধ হয়ে যায় তার উপার্জন। বেকার হয়ে অবস্থান করছিলেন বাসায়। এর মধ্যে পরিবারের খাবার চাহিদায় হাতে জমানো টাকাও শেষ হয়ে যায় তার।

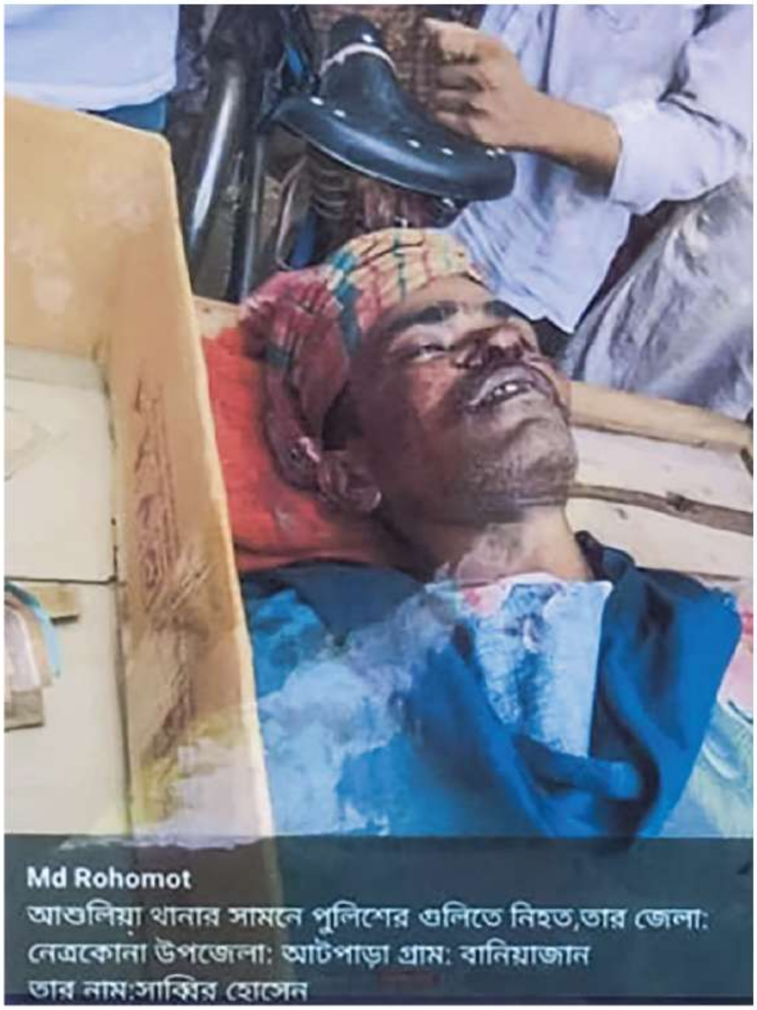

পরিবারের খাবার চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল তাকে। শুরু হয় ধার-দেনা। বাকিতে বিভিন্ন দোকান থেকে কিনতে থাকেন বাজার সদাই। এক পর্যায়ে দোকানিরাও আর বাকি দিতে চাইছিলেন না। ফলে এ অবস্থায় তিনি মানসিকভাবে বেশ চাপে ছিলেন।

অন্যদিকে সারাদেশব্যাপী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে স্বৈরাচারের পেটুয়া বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ছাত্র-জনতা হত্যা দেখে শাসক দলের উপর ক্ষোভ বাড়ছিল তার। ধীরে ধীরে সেই ক্ষোভ সহ্যের বাইরে চলে গেলে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেন সাব্বির ইসলাম।

দিনটি ছিল ৫ আগস্ট, ২০২৪, সোমবার। স্বৈরাচার পতনের দিন এবং ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত বিজয়ের দিন। এদিন সকাল ১০ টার দিকে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রাজপথে ছিলেন তিনি। বিক্ষোভ করছিলেন আশুলিয়া থানার সামনে। হঠাৎ তাদের বিক্ষোভ আন্দোলনে ঘাতক পুলিশের গুলিবর্ষণ। গুলিবিদ্ধ হন সাব্বির। গুলিটি তার ডান কানের পাশ দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি।

রাতে তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার বানিয়াজান গ্রামে নিয়ে যান স্বজনেরা। পরদিন সকালে জানাজা শেষে গ্রামের কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে।

আরো যা জানা যায়

শহীদ সাব্বির ইসলামের জীবন কেবল তার পরিবারের জন্যই নয়, সমগ্র জাতির জন্য একটি বেদনাময় অধ্যায়। নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার খিলা-বাউন্দি (বানিয়াজান) গ্রামের বাসিন্দা সাব্বির ইসলাম ছিলেন এক সংগ্রামী, পরিশ্রমী এবং পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার মৃত্যু একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতা হয়ে উঠে এসেছে, যা তার পরিবারের জীবনকে চিরতরে বদলে দিয়েছে। সাব্বিরের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, বরং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের জন্য একটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

সাব্বির ইসলাম ছিলেন চার সন্তানের জনক এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ। ঢাকার সাভারে একটি সরিষার তেলের কারখানায় কাজ করে তিনি। তার স্ত্রী ফরিদা বেগম ও চার সন্তানসহ পরিবারের ছয় সদস্যের ভরণপোষণ করতেন তিনি। তার জীবনের প্রতিটি দিন ছিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত।

শহীদ সাব্বির ইসলামের আচানক মৃত্যুতে তার পরিবারের স্বপ্নগুলো মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তার শোকাহত স্ত্রী ফরিদা বেগম পাগলপ্রায় হয়ে পড়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি বলেন, "আমার সব শেষ হয়ে গেল! এখন আমার প্রতিবন্ধী ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে কীভাবে সংসার চালাবো?"

ফরিদার মতো একজন গৃহিণী, যার স্বামী ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, তার জীবনে এখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। ফরিদা আরো বলেন, "সাব্বির আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সময় বলেছিল, 'বাজার সদাই নিয়ে আসব, না হয় জীবন দেবো! কিছু একটা ফয়সালা করেই ফিরব।' তিনি কথা রাখলেন কিন্তু ফিরলেন না।" তার এই বক্তব্য তার স্বামীর সংগ্রামী চেতনা এবং বীরত্বকে প্রতিফলিত করে।

সাব্বিরের মৃত্যুতে সমাজের মানুষেরাও শোকাহত হয়েছেন। স্থানীয় মানুষ এবং তার বন্ধু-বান্ধবরা মনে করেন, সাব্বির একজন ভালো মনের মানুষ। তার শ্যালক মোহাম্মদ চঞ্চল মিয়া বলেন, "সাব্বির ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক এবং পরিশ্রমী। তিনি সবসময় হাসিমুখে কথা বলতেন। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে পছন্দ করতেন BNP-কে।"

সাব্বিরের মৃত্যুর পর তার পরিবার চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। বর্তমানে তার পরিবার শ্যালকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ তাদের নিজস্ব কোনো জমিজমা বা ঘরবাড়ি নেই। সাব্বিরের শ্যালক চঞ্চল মিয়া বলেন, "আমরা খুবই গরিব মানুষ। আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করে জীবন চালাই কিন্তু বোনের এই বিপদে যতটুকু পারছি, সাহায্য করছি।

সাব্বিরের পরিবার ও এলাকাবাসী তার আত্মত্যাগকে শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন। তার স্ত্রী ফরিদা বলেন, "আমি আমার স্বামীকে আর কখনো ফিরে পাবো না। কিন্তু আমি গর্বিত যে, তিনি শহীদ হয়েছেন। তিনি দেশের জনগণের মুক্তির জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। আমি তার মৃত্যুর ন্যায্য বিচার এবং দোষীদের শাস্তি চাই।"

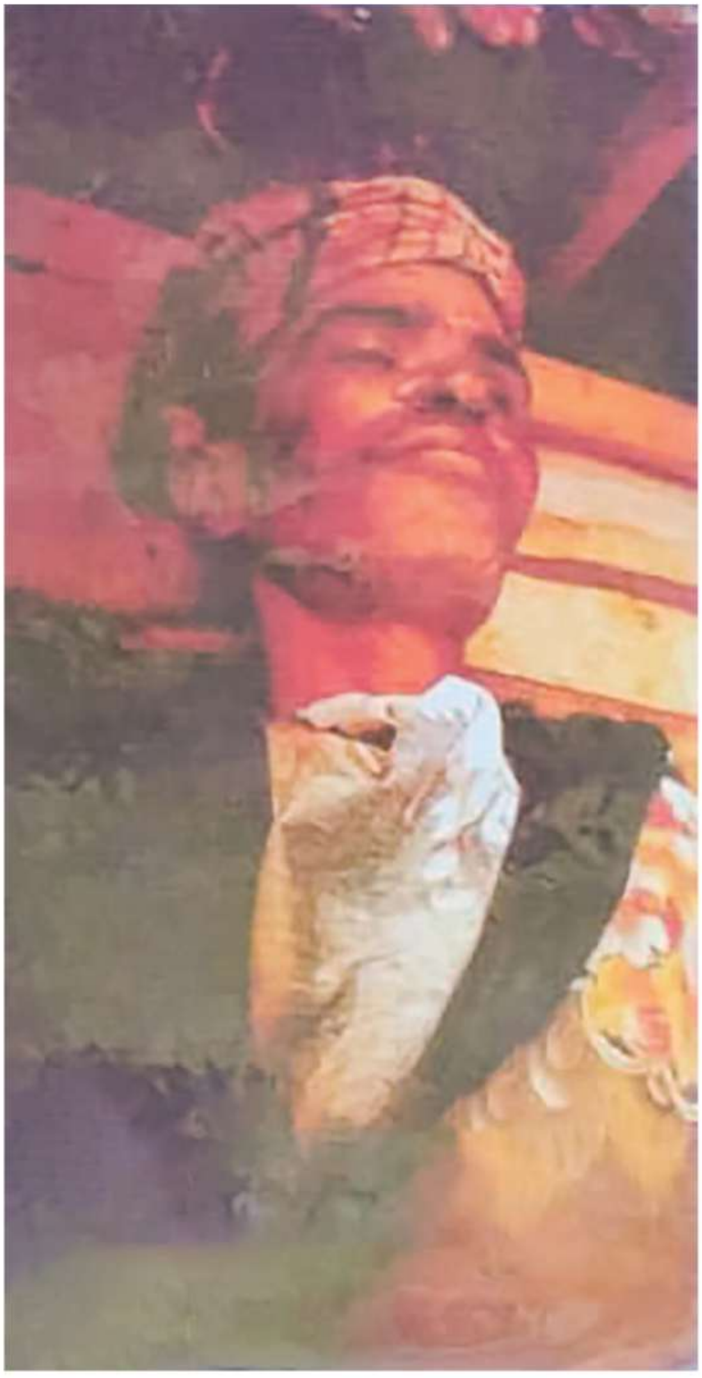

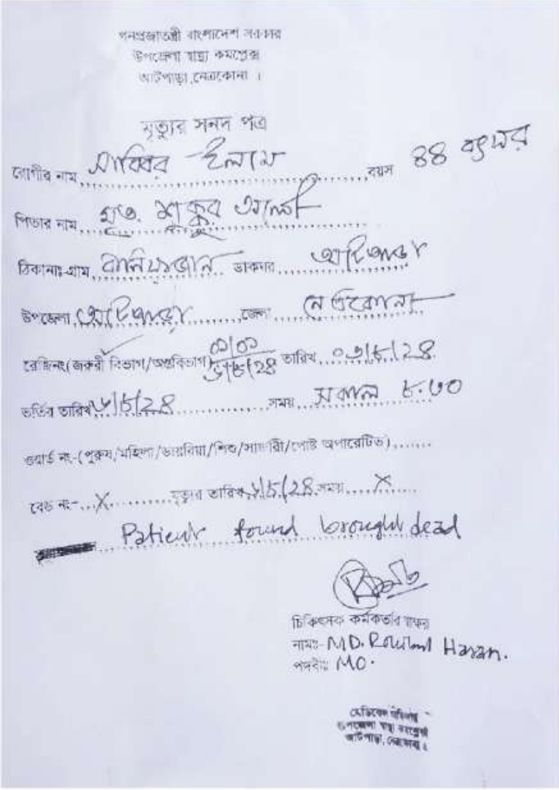

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
আটপাড়া, নেত্রকোনা।

মৃত্যুর সনদ পত্র

রোগীর নাম সাব্বির ইসলাম .... বয়স ৪৪ বছর

পিতার নাম ....

ঠিকানাঃ গ্রাম .... ডাকঘর আটপাড়া

উপজেলা আটপাড়া .... জেলা নেত্রকোনা

রেজিঃনং (জরুরী বিভাগ/অন্তঃবিভাগ) .... তারিখ ....

ভর্তির তারিখ .... সময় সকাল ....

ওয়ার্ড নং-(পুরুষ/মহিলা/ডায়রিয়া/শিশু/সার্জারী/পোষ্ট অপারেটিভ) ....

বেড নং- X .... মৃত্যুর তারিখ .... সময় X

[redacted] Patient found brought dead

চিকিৎসক কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নামঃ- MD. Rowshon Hasan.
পদবীঃ MO.

মেডিকেল অফিসার
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
আটপাড়া, নেত্রকোনা।

সাব্বিরের মৃত্যুতে তার পরিবারের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ফলে তার অনুপস্থিতিতে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তার ছোট ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারে নিমজ্জিত।

সাব্বির ইসলামের মতো মানুষেরা আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, একটি আন্দোলনের পেছনে থাকে অনেক ব্যক্তিগত ত্যাগ। তার জীবন সংগ্রাম ও মৃত্যু আমাদেরকে জাতির মুক্তির পথের দিকে এগিয়ে যেতে প্রেরণা জোগায়।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: সাব্বির ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ২ অক্টোবর, ১৯৮০
পেশা	: শ্রমিক
পিতা	: মৃত শুক্কুর আলী
মাতা	: মৃত আয়শা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বানিয়াজান, ইউনিয়ন: বানিয়াজান, থানা: আটপাড়া, জেলা: নেত্রকোনা
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী ফরিদা আক্তার, বয়স: ৪০, গৃহিণী
পরিবারের সদস্য	: ৩ মেয়ে, ১ ছেলে, বড় মেয়ে লিজা আক্তার, বয়স ২১, বিবাহিতা, মেজো মেয়ে সাদিয়া আক্তার, বয়স ১১, শিক্ষার্থী, ছোট মেয়ে নাদিয়া আক্তার, বয়স ৯, শিক্ষার্থী, একমাত্র ছেলে মোমিন মিয়া, বয়স ১৪, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: আশুলিয়া থানার সামনে, বাইপাইল, সাভার, ঢাকা; ৫ আগস্ট ২০২৪; সকাল ১০টা
আঘাতের ধরণ	: মাথায় গুলিবিদ্ধ
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ
কবরস্থান	: নিজগ্রাম, নেত্রকোনা

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

২. এতিম বাচ্চাদের লালন পালনের ভার নেওয়া প্রয়োজন

শহীদ মো: জিন্নাতুল ইসলাম খোকন

ক্রমিক : ৬২৭

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪০

শহীদ পরিচিতি

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানাধীন দলপাড়া ইউনিয়নের ভূঁইয়া পাড়ায় শহীদ জিন্নাতুল ইসলাম খোকন ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। আলোক ঝলমলে সুন্দর এই দিনটাতে ভূঁইয়াপাড়া গ্রামের মৃত গোলাম মোস্তফা ও চম্পা আক্তার দম্পতির কোল জুড়ে আগমন ঘটে তার। বছর খানেক আগে শহীদ জিন্নাতুল ইসলাম খোকন তার পিতাকে হারান। তার মা মোসা: চম্পা আক্তার একজন মাঝ বয়সী নারী। থাকতেন তার সাথেই।

শহীদ জিন্নাতুলরা দুই ভাই। তার বড়ভাই আশরাফুল ইসলাম। তাদের পরিবার হতদরিদ্র হওয়ায় দু ভাইয়ের কারও পক্ষেই বেশি পড়ালেখা করার সুযোগ হয়নি। অভাব ছিল তাদের পরিবারের নিত্যসঙ্গী।

পরিবারের সেই দরিদ্রতা ঘোচাতে তাদের পুরো পরিবার গাজীপুরে চলে আসে। সেখানে তার বাবা গোলাম মোস্তফাসহ সবাই পোশাক কারখানায় কাজ নেন। বছরখানেক আগে জিন্নাতুল তার বাবাকে হারানোর পরপরই তারা যে কারখানায় কাজ করতেন, সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর জিন্নাতুল বালু পরিবহনের গাড়িতে শ্রমিকের কাজ নেন। তার বড় ভাই আশরাফুল ইসলাম জয়দেবপুরের অন্য আরেকটি কারখানায় যোগ দেন। দুই ভাইয়ের আয় দিয়েই চলছিল পরিবারটি। পরবর্তীতে তার বড় ভাই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে হোসেন মার্কেট এলাকায় চলে যান।

জিন্নাতুল এক বছর আগে ময়মনসিংহের গৌরীপুর এলাকার রিনা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি শহীদ হওয়ার কালে তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

যেভাবে শহীদ হন জিন্নাতুল ইসলাম খোকন

গত ৫ আগস্ট ২০২৪ ছিল জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন। এদিন স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী সরকার প্রধান গণখুনি শেখ হাসিনা পালিয়ে যান দেশ থেকে। যবনিকাপাত ঘটে তার দীর্ঘ ১৬ বছরের স্বৈরশাসনের। বাংলার আপামর ছাত্র-জনতা বিজয়ের আনন্দে এদিন হয়ে উঠেছিল উলসিত। কিন্তু এই আনন্দ-উল্লাসের মিছিলেও স্বৈরাচারী হাসিনার পোষা পুলিশ বাহিনী ও ক্যাডার বাহিনী কুখ্যাত ছাত্রলীগ যুবলীগ নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় শহীদ জিন্নাতুল ইসলামও।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে, সারা দেশ থেকে যখন ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে আসে, সেই সময় জিন্নাতুলের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তখন থেকেই তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

৫ আগস্ট স্বৈরাচারের চূড়ান্ত পতনের দিন দুপুর ৩টার দিকে গাজীপুরের বাসন থানার সামনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জিন্নাতুল অংশ নেন। এ সময় আন্দোলন দমাতে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের ঘাতক পুলিশ নির্বিচারে গুলি ছোঁড়ে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। এমতাবস্থায় হঠাৎ দুটি গুলি লাগে জিন্নাতুলের শরীরে। একটি পেটে ও আরেকটি উরুতে। এই দুটো বুলেটের আঘাতে সাথে সাথেই জিন্নাতুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

বুলেটের আঘাতে থেমে যায় জিন্নাতুল। কিছুদিন আগে বিয়ে করা স্ত্রী অকালে হয়ে যায় বিধবা আর তার স্ত্রীর গর্ভে থাকা অনাগত সন্তান পৃথিবীতে আসার আগেই হয়ে যায় এতিম। যে সন্তানের আগমনের খুশিতে আত্মহারা ছিল জিন্নাতুল, সেই সন্তানকে দেখে যাওয়ার সৌভাগ্যও হলো না তার। নিয়তি তাদেরকে এমন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাবে, তা কি জানতো কেউ?

শহীদ সম্পর্কিত আরো কিছু বিবরণ

শহীদ জিন্নাতুল ইসলাম খোকন ছিলেন সংগ্রামী জীবনযাপনকারী এক যুবক। তার জীবনের প্রতিটি দিন কেটেছে কঠিন বাস্তবতার সাথে যুদ্ধ করে। বালুর পরিবহন গাড়িতে শ্রমিকের কাজ করতেন তিনি। তবে তার হৃদয়ে ছিল মানুষের জন্য, ন্যায়ের জন্য কিছু করার অদম্য ইচ্ছা। সংসারের অভাব মেটাতে ১০ বছর আগে পুরো পরিবার নিয়ে গাজীপুরে চলে আসেন তিনি। বাবার মৃত্যু, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব কিছু মিলিয়ে জীবন যুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছিল তাকে। তাদের পরিবারটি ছিল নিম্নবিত্ত, যেখানে প্রতিটি টাকার মূল্য ছিল অনেক ।

।

জিন্নাতুলের বড় ভাই আশরাফুল ইসলাম একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে সংসার চালাতেন। দুই ভাইয়ের আয়েই চলছিল তাদের পরিবার। বালুর ট্রাকে শ্রমিকের কাজ করতে থাকা জিন্নাতুলের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বলে উঠেছিল বছরখানেক আগে যখন তিনি ময়মনসিংহের রিনা আক্তারকে বিয়ে করেন। সদ্য বিবাহিত জীবন শুরুর সাথে সাথে জিন্নাতুলের সংসারে নতুন অতিথি আসার অপেক্ষায় ছিল। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রিনা আক্তারের গর্ভে ছিল তাদের প্রথম সন্তান।

সুখময় দিনগুলো হঠাৎ করেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তাদের। ৫ আগস্টের একই সাথে আলো ঝলমল উজ্জ্বল ও তিমির ঘন কালো দিনে গাজীপুরের বাসন থানার সামনে নিভে যায় তার জীবন প্রদীপ।

তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের, যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার থাকবে। তবে তার সেই স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগেই তিনি বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

তার মৃত্যু শুধু পরিবারকে নয়, পুরো সমাজকে শোকাবহ করে তোলে। অন্তঃসত্ত্বা রিনা আক্তার এখন অনাগত সন্তান নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। তার সন্তানটি পৃথিবীতে আসার আগেই বাবাকে হারালো। আর সেই সন্তানটির জীবন এখন শুরু হবে একটি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। স্বামীহারা শোকাহত রিনার এখন প্রশ্ন, কীভাবে চলবে তাদের সংসার? কীভাবে টিকে থাকবে সন্তানটি, যার কখনোই বাবার মুখ দেখার সুযোগ হবে না?

জিন্নাতুলের মা চম্পা আক্তার বলেন, "আমার ছেলে এতদিন বালুর গাড়িতে শ্রমিকের কাজ করত। আন্দোলনের সময় কাজ বন্ধ ছিল। সেই থেকে ছাত্রদের সাথে মিলে আন্দোলনে যেত। তাকে নিষেধ করলেও সে শোনেনি। আমার ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো, তাকে হত্যার বিচার কে করবে? আমরা গরিব মানুষ, একদিন কাজ না করলে খেতে পারি না। এখন বিপদ কাটবে কীভাবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

জিন্নাতুলের বড় ভাই আশরাফুল ইসলাম বলেন, "ছোট ভাইয়ের লাশ দেখে নিজেকে বোঝানোর ভাষা নেই আমার। আমার ভাইয়ের সন্তান বাবার মুখ দেখতে পারবে না–এটা ভাবতেই কষ্টে বুক ফেটে যায়।"

শহীদ জিন্নাতুল ইসলাম খোকনের এই অকাল মৃত্যু শুধু তার পরিবারেই নয়, সমগ্র সমাজকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তার এই আত্মত্যাগ একটি অন্যায় ও বৈষম্যমুক্ত সমাজের জন্য লড়াইয়ের মশাল হয়ে থাকবে। তার পরিবারের দাবি, জিন্নাতেরহত্যাকারীদের যেন বিচার করা হয় এবং জিন্নাতকে যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই সাথে তারা তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে সরকারিভাবে আর্থিক সহযোগিতারও প্রত্যাশী।

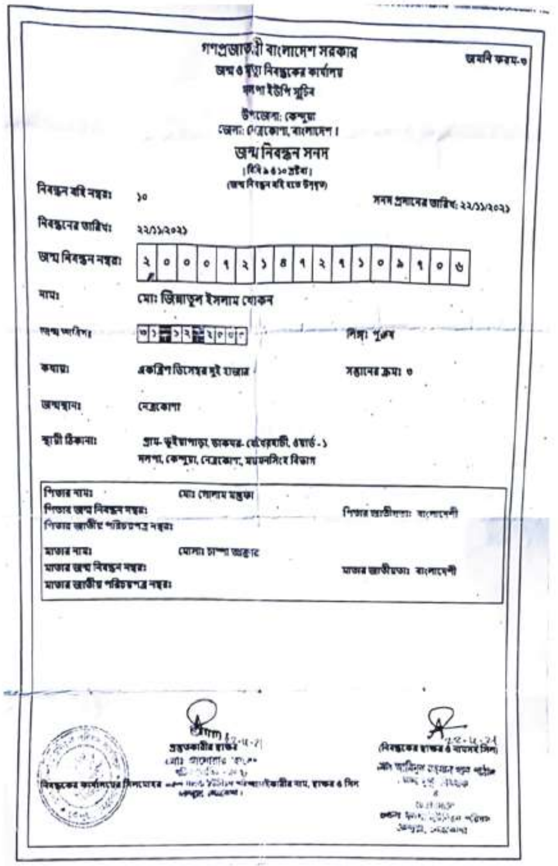

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

দলপা ইউপি সুচিব

উপজেলা: কেন্দুয়া

জেলা: নেত্রকোণা, বাংলাদেশ।

জননি ফরম-৩

জন্ম নিবন্ধন সনদ

(বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য)

(জন্ম নিবন্ধন বহি হতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নম্বর: ১০

সনদ প্রদানের তারিখ: ২২/১১/২০২১

নিবন্ধনের তারিখ: ২২/১১/২০২১

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০০৭২১৪৭২৭১০৯৭০৬

নাম: মো: জিন্নাতুল ইসলাম খোকন

জন্ম তারিখ: ৩১ ১২ ২০০০

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার

সন্তানের ক্রম: ৩

জন্মস্থান: নেত্রকোণা

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- ভূইয়াপাড়া, ডাকঘর- বৌয়রাটী, ওয়ার্ড-১ দলপা, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ বিভাগ

পিতার নাম: মো: গোলাম মস্তুফা

পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:

পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

মাতার নাম: মোসা: চাম্পা আক্তার

মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:

মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর

নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও তারিখ সিল

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর

এক নজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মো: জিন্নাতুল ইসলাম খোকন
জন্ম তারিখ	: ৩১ ডিসেম্বর, ২০০০
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: গাজীপুর বাসন থানার সামনে, ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল: ৩:৩০ মিনিট
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের ঘাতক পুলিশ
দাফনস্থল	: নিজগ্রাম, নেত্রকোনা
পেশা	: শ্রমিক
পিতা	: মৃত গোলাম মোস্তফা
মাতা	: চম্পা আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভূঁইয়াপাড়া, ইউনিয়ন: দলপাড়া, থানা: কেন্দুয়া, জেলা: নেত্রকোনা
স্ত্রী	: রিনা আক্তার, গৃহিণী (অন্তঃসত্ত্বা)

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

২. অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এবং অনাগত সন্তানের ভরণপোষণ প্রয়োজন

শহীদ মোঃ আলী হুসেন

ক্রমিক : ৬২৮

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪১

শহীদের জন্ম ও পরিচয়

শহীদ আলী হুসেনের জন্ম ১৯৮০ সালের ২ জানুয়ারি। তার জন্মস্থান নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার মোজাফরপুর গ্রামে। তার পিতা মৃত আসন আলী এবং মাতা বেদেনা বিবি। তার মা বর্তমানে একজন বয়োবৃদ্ধা মহিলা, তার বয়স ৬৫ পেরিয়েছে।

শহীদ আলী হুসেন ছিলেন ভ্রাম্যমান দোকানি। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন পান সিগারেট। তার স্ত্রী খাইরুন্নেছা অন্যের বাসা বাড়িতে কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আয়ে পরিশোধ হতো ঋণ, চলতো বড় পরিবারের ভরণপোষণ। আলী হুসেনের পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে তিন কন্যা সন্তান; সাদিয়া (১৩), মারুফা (৬), মাহিবা (৩), বৃদ্ধা মা বেদেনা এবং অসুস্থ ছোট ভাই আবু বক্কর। তার বড় মেয়ে সাদিয়া একটি মহিলা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে। শহীদ আলী হুসেন স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন ঢাকার উত্তরা ১৪ নং সেক্টরে। তার কন্যাদেরকে রাখতেন গ্রামের বাড়িতে বৃদ্ধা মায়ের কাছে। ঢাকার কষ্টের জীবনে যে ইনকামটুকু করতেন তারা, তা পাঠাতেন গ্রামে তার পরিবারে। এভাবেই চলছিল হত দরিদ্র আলী হুসেনের সংসার। এই নিরপরাধ নিরীহ মানুষটির মৃত্যুতে তার পরিবারের অবস্থা এখন দুর্বিষহ।

যেভাবে শহীদ হন আলী হুসেন

দারিদ্রের যাঁতাকলে পিষ্ট শহীদ আলী হুসেন সরাসরি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও দীর্ঘ দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে এদেশে চলতে থাকা স্বৈরাচারি শোষক খুনি হাসিনার আওয়ামী সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মনে পুষে রেখেছিলেন সুপ্ত ক্ষোভ। হতদরিদ্র যে মানুষটির দুবেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করার জন্য পেরিয়ে যেত সারাটা দিন, যে মানুষটির মাথায় ছিল ঋণ পরিশোধের বোঝা, যে মানুষটির কাঁধে ছিল তিন-তিনটি কন্যা সন্তানকে লালনপালন করার ভার, অসুস্থ মা-ভাইয়ের চিকিৎসার খরচ, সে মানুষটির অন্য কিছু নিয়ে ভাববার সময় কই? অথচ সেই মানুষটি যখন পেটের ভাত জোগাড় করতে নাভিশ্বাস তখন আন্দোলন চলাকালীন নরখাদক হাসিনার ঘাতক পুলিশের গুলিতে নিহত হতে হয়েছে নির্মমভাবে।

দিনটি ছিল ১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার। সারাদেশের ন্যায় পুরো ঢাকা শহর ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে উত্তাল। অভাবের তাড়নায়, সন্তানদের মুখে ভাত তুলে দিতে, বৃদ্ধ মায়ের চিকিৎসার খরচ জোগাতে এই উত্তাল আন্দোলনের মধ্যেও তাকে নামতে হয়েছিল রাস্তায়। পান-সিগারেট বিক্রির জন্য তখন তিনি অবস্থান করছিলেন উত্তরার রাজলক্ষ্মীতে। দুপুর আড়াইটা নাগাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেওয়া মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা সেখানে অবস্থান করছিল। ঠিক সেই সময় আন্দোলনরত নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে স্বৈরাচার সরকারের আজ্ঞাবহ পিশাচ পুলিশ সদস্যরা গুলি নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। এসময় আকস্মিক একটা বুলেট গিয়ে আঘাত হানে আলী হুসেনের পেটের বাম পাশে। সেই সাথে তার সারা শরীরে লাগে অসংখ্য ছররা গুলি। সাথে সাথে তিনি লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। ঘটনাস্থল থেকে ছাত্র-জনতা আলী হুসেনকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হয় কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে কিন্তু কোন লাভ হয়নি। হাসপাতেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পর্যবেক্ষণের পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিভে যায় নিরীহ নিরপরাধ খেটে খাওয়া এক হত দরিদ্রের জীবন, যার দিকে চেয়ে ছিল এক অসহায় পরিবার।

শহীদ সম্পর্কে সামগ্রিক বর্ণনা

ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ছোট ছোট শিশু কন্যাকে গ্রামের বাড়িতে বৃদ্ধ মায়ের কাছে রেখে বছরখানেক আগে ঢাকায় গিয়েছিলেন আলী হুসেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে স্ত্রী খাইরুন্নেছাকেও। ঢাকার উত্তরার মুন্সি মার্কেটে একটি ভাড়া বাসায় থেকে রাস্তার পাশে বসে পান-সিগারেট বিক্রি করতেন আলী হুসেন। কখনো কখনো রাস্তায় হেঁটে হেঁটে হাকারী করে চালাতেন তার ভ্রাম্যমান দোকান। স্ত্রী খায়রুন্নেছা কাজ করতেন মানুষের বাসাবাড়িতে। এভাবেই কষ্ট করে উপার্জিত টাকা প্রতি মাসে গ্রামে পাঠিয়ে ঋণ পরিশোধ করতেন এবং পরিবারের ভরণপোষণ চালিয়ে যেতেন।

এই মেহনতী মানুষটির এভাবে নিহত হওয়ার খবরে নির্বাক তার তিন শিশুকন্যাসহ পরিবারের সবাই। হতবাক এলাকাবাসীও। আলী হুসেনের তিন মেয়েকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই কারও। বাবা হারিয়ে মেয়েদের আহাজারি থামছেই না। এখন কে দেখবে তাদের।

গ্রামের বাজারে কাঁচামালের ব্যবসা করে কোনোরকম সংসার চালিয়ে আসছিলেন আলী হুসেন। এতে অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ পরিস্থিতিতে ভাগ্য ফেরাতে ঢাকায় চলে যান তিনি। উত্তরার আজমপুর রেল স্টেশন সংলগ্ন রাস্তায় বসেই অধিকাংশ সময় তিনি তার দোকানটি পরিচালনা করতেন।

স্ত্রী খায়রুন্নেসা জানান, ১৮ জুলাই সকাল আটটার দিকে পান্তা ভাত খেয়ে দোকান নিয়ে বের হন তার স্বামী। তিনিও কাজে চলে যান। দুপুরে বাসায় খেতে গিয়ে দেখেন স্বামী আসেননি। অথচ প্রতিদিনই তিনি দুপুরে খেতে আসেন। একপর্যায়ে স্বামীর খোঁজে বাসা থেকে বেরিয়ে যান খাইরুন্নেছা। যেখানে স্বামী নিয়মিত দোকান নিয়ে বসতেন,সেখানে গিয়ে জানতে পারেন দোকানটি পাশের একজনের কাছে রেখে আলী হুসেন সামনে গিয়েছিলেন। কিন্তু ২-৩ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও তিনি ফিরে আসেননি। পরে কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালে আলী হুসেনের মরদেহ পড়ে থাকার খবর পান। রাত প্রায় বারোটার দিকে হাসপাতাল থেকে অসহায় স্ত্রী তার স্বামীর লাশ নিয়ে কেন্দুয়ার গ্রামের বাড়িতে যান। পরদিন শুক্রবার সকাল আটটার দিকে দাফন করা হয় তাকে।

তার স্বামী একজন সহজ-সরল মানুষ ছিলেন জানিয়ে খায়রুন্নেসা বলেন, "আমার সব শেষ হয়ে গেল! আমার ছোট ছোট তিনটি। অসহায় মেয়ে সন্তান নিয়ে আমি এখন কীভাবে চলবো, বুঝতে পারছি না। কে দেখবে আমাদের?"

কাঁদতে কাঁদতে বড় মেয়ে সাদিয়া আক্তার বলে, "বাবাই ছিল আমাদের সব। বাবাকে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে। আমরা এর বিচার চাই। আল্লাহ যেন খুনিদের সঠিক বিচার করেন।"

স্থানীয় মোজাফরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির আলম ভূঁইয়া বলেন,"আলী হুসেনের মৃত্যুর ঘটনাটি আমাদের চরমভাবে ব্যথিত করেছে। তিনি ছিলেন খুবই গরিব, একজন খেটে খাওয়া মানুষ। তার মৃত্যুতে পরিবারটি খুব অসহায় হয়ে পড়েছে। আমি তাদের নগদ ১০ হাজার টাকা সহায়তা দিয়েছি। তবে পরিবারটিকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে সরকারি সহায়তা প্রদানের বিকল্প নেই।"

মো: আলী হুসেন আজ তার পরিবারের জন্য একটি করুণ পরিণতি রেখে গেছেন, যারা শুধু তার হত্যার বিচারই চায় না, সেই সাথে সুন্দর ভবিষ্যতের আশাও করেন, যা আজ তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার পরিবার ও গ্রামবাসী শহীদ আলী হুসেনসহ নিরপরাধ সাধারণ মানুষ হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানায়।

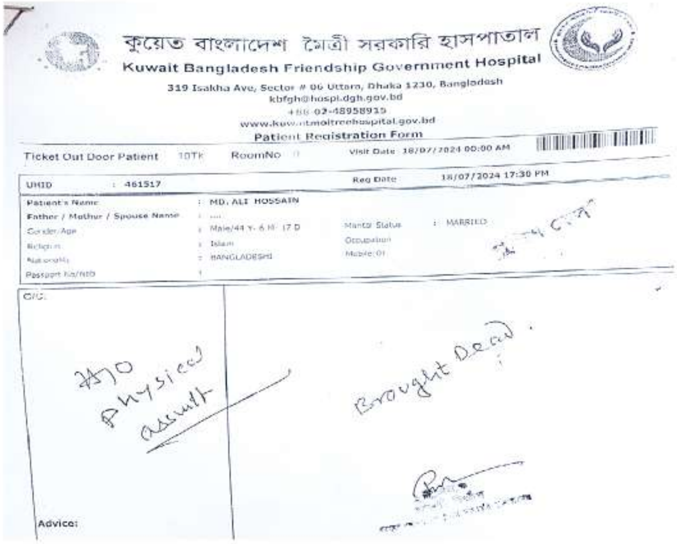

কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল
Kuwait Bangladesh Friendship Government Hospital
319 Isakha Ave, Sector # 06 Uttara, Dhaka 1230, Bangladesh
kbfgh@hospi.dgh.gov.bd
+88-02-48958915
www.kuw.itmoitreehospital.gov.bd
Patient Registration Form

Ticket Out Door Patient 10TK RoomNo Visit Date: 18/07/2024 00:00 AM

UHID : 461517 Reg Date 18/07/2024 17:30 PM

Patient's Name : MD. ALI HOSSAIN
Father / Mother / Spouse Name : ....
Gender/Age : Male/44 Y. 6 M. 17 D Marital Status : MARRIED
Religion : Islam Occupation
Nationality : BANGLADESHI Mobile:01
Passport No/NID :

C/C:
H/O physical assult

Brought Dead.

Advice:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ আলী হুসেন
Name: Md Ali Hosen
পিতা: আসন আলী
মাতা: বেদেনা
Date of Birth: 02 Jan 1980
ID NO: 7214767105915

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আলি হুসেন
জন্ম তারিখ	: ০২-০১-১৯৮০
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: রাজলক্ষ্মী, উত্তরা, ঢাকা; ১৮ জুলাই ২০২৪, দুপুর: ২টা ৩০ মিনিট
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারি সরকারের ঘাতক পুলিশ
দাফনস্থল	: নিজগ্রাম
পেশা	: ভ্রাম্যমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
পিতা	: মৃত আসন আলী
মাতা	: বেদেনা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম ও ইউনিয়ন: মোজাফরপুর, থানা: কেন্দুয়া, জেলা: নেত্রকোনা
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী খাইরুন্নেছা (গৃহিণী), ৩ কন্যা: সাদিয়া, মারুফা ও মাহিবা

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন
২. স্ত্রীর জন্য কর্মসংস্থানের প্রয়োজন
৩. শহীদের সন্তানদের নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করা অতীব জরুরি

শহীদ তোফাজ্জল হোসেন

ক্রমিক : ৬২৯

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪২

শহীদের পরিচয়

শহীদ তোফাজ্জল হোসেন জন্মগ্রহণ করেন ২০০৩ সালে। তার জন্মের দিন এবং মাস সম্পর্কে পরিবার কোনো তথ্য দিতে পারেনি। তার পিতা মৃত রশিদ মিয়া এবং মাতা হারেসা আক্তার। তার গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের পিজাহাতি গ্রামে। তোফাজ্জল হোসেন তার বাবাকে হারান প্রায় ২০ বছর আগে। বিধবা মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। ৩ বোন এবং ২ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন ৪র্থ। বড় ৩ বোন সবাই বিবাহিতা। তোফাজ্জল মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে থাকতেন গাজীপুরে।

পরিবারের দৈন্যদশার দরুণ কারো পড়াশুনা বেশি দূর এগোয়নি। তাছাড়া পিতৃহীন পরিবারের বড় ছেলে হওয়ায় তার ওপর ছিল গুরুদায়িত্ব। বড় তিন বোনের ভারও ছিল তার কাঁধে। তাই ছোটবেলা থেকেই তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সংগ্রামী এই তরুণ পেশায় ছিলেন শ্রমিক। গাজীপুরের শ্রীপুর থানার স্কয়ার মাস্টারবাড়ি এলাকায় আর এ কে সিরামিকস কোম্পানিতে তিনি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

বড় তিন বোনকে বিয়ে দিয়ে ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন তিনি। তাইতো মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে এসেছিলেন গাজীপুরে। ঋণ পরিশোধ আর পরিবারের সুদিন ফেরানোর আশা ছিল তার দুচোখে। কিন্তু স্বৈরাচারের ক্যাডার বাহিনীর কালো থাবায় থেমে যায় স্বপ্ন পিপাসু এই তরুণের সকল আশা ভরসা।

যেভাবে শহীদ হন তিনি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত বিজয়ের আগের দিন। ৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার। কোটা সংস্কারের যৌক্তিক আন্দোলন তখন স্বৈরাচার পতনের এক দফা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সারা দেশ থেকে লাখ লাখ ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছে আন্দোলনে।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার স্কয়ার মাস্টারবাড়ি এলাকাও সেদিন আন্দোলনে উত্তাল। শহীদ তোফাজ্জল হোসেনও যোগ দেন আন্দোলনে। ঠিক সন্ধ্যার সময় নিরীহ-নিরস্ত্র মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের ক্যাডার বাহিনী যুবলীগ-ছাত্রলীগের কুখ্যাত নেতাকর্মীরা। এরা শহীদ তোফাজ্জল হোসেনকে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ডান পা হাঁটুর নিচ থেকে কুপিয়ে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মারাত্মক জখম করে তার মাথাসহ শরীরের অন্যান্য স্থানে। সহযোদ্ধারা তাকে স্থানীয় আলহেরা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে শ্রীপুর উপজেলা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। থেমে যায় এক তরুণের সকল স্বপ্ন আশা ভরসা। নিভে যায় জীবন প্রদীপ।

৫ আগস্ট তার মরদেহ আনা হয় গ্রামের বাড়ি কেন্দুয়ার পিজাহাতি গ্রামে। এরপর নামাজে জানাজা শেষে গ্রামের কবরস্থানে চিরনিদ্রায় তাকে শায়িত করা হয়।

শহীদ তোফাজ্জলের সংগ্রামী জীবন

২১ বছরের টগবগে যুবক তোফাজ্জল। জমিজমা বলতে কিছুই নেই তাদের। বাবা মারা গিয়েছেন প্রায় ২০ বছর আগে। বড় তিন বোনেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। মা ও ভাইকে নিয়ে নিতান্তই অভাবের সংসার তার। এছাড়া সংসারে রয়েছে ঋণের বোঝা। তাই পেটের তাগিদ ও ভবিষ্যৎ স্বপ্নে মা এবং ভাইকে নিয়ে বছর তিনেক আগে পাড়ি জমান গাজীপুরে। শ্রমিকের কাজ নেন আর এ কে সিরামিকস কোম্পানিতে।

মোটামুটি ভালোই চলছিল সংসার কিন্তু সরকার পতনের আন্দোলন যেন তাকে উদ্বেলিত করে তোলে। তাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে যোগ দিলেও স্বৈরাচারী হাসিনার পতন দেখে যেতে পারেননি তিনি। পতনের একদিন আগে খুনি হাসিনার পোষা আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিভিয়ে দেয় তার জীবন প্রদীপ।

বিয়ের কথাবার্তা চলছিল তোফাজ্জলের কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে বসার নতুন জীবনে পা দেওয়ার সৌভাগ্য আর হলো না।

সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, তার দোচালা টিনের ভাড়া বাসাটিতে তালা ঝুলছে। মা, ছোট ভাই এবং বোনেরা যার যার কর্মে চলে গিয়েছেন। মুঠোফোনে তার বড় বোন আকলিমা আক্তারের সাথে যোগাযোগ করা হলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমার ভাইয়ের কোনো অন্যায় ছিল না। গিয়েছিল অধিকার আদায়ের মিছিলে কিন্তু আমার ভাইকে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। আমার ভাইয়ের অনেক স্বপ্ন ছিল। সে বিয়ে করবে, সুন্দর সংসার সাজাবে কিন্তু তার সেই স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল। পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ ও আমাদের বিয়ে দিতে গিয়ে সংসারে প্রায় ২ লাখ টাকা ঋণ করতে হয়েছে। আমার ভাই সেই ঋণের টাকা, কাজ করে পরিশোধ করতে চেয়েছিল কিন্তু সেটা করে যেতে পারল না। এই ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আমার অসহায় মা এবং ছোট ভাই পাগলপারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

প্রতিবেশী আবুল কালাম, "বলেন এরা অত্যন্ত গরিব মানুষ। এই ঘরের জায়গাটুকু ছাড়া আর জমিজমা বলতে কিছুই নেই। তোফাজ্জলের পরিশ্রমের উপর সংসার চলত। তার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। খুব ভালো ছেলে ছিল তোফাজ্জল।"

এ সময় তোফাজ্জলের মা হারেসা আক্তারের কান্নায় আকাশ ভারী হয়ে ওঠে। তিনি শুধু বলতে থাকেন, "আমার কী হলো রে আমার কী হলো রে! তার বিলাপে সমবেত কেউ ধরে রাখতে পারেনি চোখের জল। চোখ মুছতে মুছতে এই নিষ্ঠুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন তার ছোট ভাই মোফাজ্জল এবং এলাকাবাসী।

শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

নাম	: মো: তোফাজ্জল হোসেন
জন্ম সাল	: ২০০৩
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: জায়নবাজার, গাজীপুর, ৪ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক সন্ধ্যায়
আঘাতের ধরন	: কুপিয়ে হত্যা
আক্রমণকারী	: যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী নেতাকর্মী
দাফনস্থল	: নিজগ্রাম
পেশা	: শ্রমিক
পিতা	: মৃত আব্দুর রশিদ মিয়া
মাতা	: হারেসা আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পিজাহাতি, ইউনিয়ন: মাসকা, থানা: কেন্দুয়া, জেলা: নেত্রকোনা
ভাইবোন	: ৩ বোন, ১ ভাই
বাড়িঘর ও সম্পদ	: গ্রামের বাড়িতে ১টি ঘর, সম্পদ নেই, ২ লাখ টাকা ঋণ

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন
২. ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা দরকার
৩. ছোট ভাইয়ের একটা চাকরির ব্যবস্থা করা জরুরী

শহীদ মো: তরিকুল ইসলাম রুবেল

ক্রমিক : ৬৩০

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪৩

শহীদ পরিচিতি

কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল উপজেলার দামিহা ইউনিয়নের সবুজ শ্যামল এবং সুন্দর একটি গ্রাম হাছলা। এই গ্রামে বাস করেন মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন এবং হেলেনা আক্তার দম্পতি। এই দম্পতির কোলজুড়ে ২০০০ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্ম হয় শহীদ তরিকুল ইসলাম রুবেলের। ২ বোন ও ৪ ভাইয়ের মধ্যে রুবেল ছিলেন তৃতীয়। গ্রামের বাড়িতে ভাই-বোনদের সাথে আনন্দ আহ্লাদে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। কৃষক পিতা অনেক কষ্টে সন্তানদেরকে লালন-পালন করেন।

বড় ভাই মো: সোহেল ছোট্ট একটা চাকরি করেন। মেজ ভাই জুয়েল শিক্ষার্থী, আর সবার ছোট ভাই আশরাফুল ইসলাম রয়েল বর্তমানে বেকার। বড় ভাইয়ের চাকরির সামান্য বেতন আর পিতার অক্লান্ত পরিশ্রমেই চলছিল তাদের সংসার। এরই মধ্যে এই সংসারে আশীর্বাদ হয়ে আসে রুবেলের ভালো বেতনের চাকরি।

পেশায় চাকরিজীবী রুবেল ঢাকার মিরপুর-১৩ নম্বরে রাকিন সিটিতে চাকরি করতেন। তার মাসিক বেতন ছিল প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকা। পরিবারের সবার মুখে ফুটে ছিল স্বস্তির হাসি। কার্যত এই চাকরির কারণেই পরিবারের সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন শহীদ তরিকুল ইসলাম রুবেল।

তরিকুল ইসলাম রুবেলের বড় দুই বোন বিবাহিতা আর মেজ ভাই বিএ অনার্সের ছাত্র। তার চাকরির অর্থেই ভাইয়ের পড়াশোনা চলছিল। রুবেলের মৃত্যুতে তার ভাইয়ের পড়াশুনা এবং তার পরিবার গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছে। বর্তমানে তার বড় ভাইয়ের চাকরির অল্প বেতন ও বাবার কৃষি কাজের মাধ্যমে সামান্য যা আয় হয়, তা দিয়েই পুরো পরিবার কষ্টে দিন যাপন করছেন। তাদের নিজেদের কোনো কৃষি জমি নেই। ফলে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের জমিতে চাষাবাদ করতে হয়।

যেভাবে শহীদ হন তিনি

জুলাইয়ে উত্তাল সারা দেশ। চলছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন। ১৬ জুলাই আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার পর থেকে সারা দেশের ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। একদিকে চলছিল ছাত্রদের কমপ্লিট শাটডাউন, অন্যদিকে আন্দোলন দমাতে স্বৈরাচার সরকারের কারফিউ।

সেদিন ছিল ১৯ জুলাই। রুবেল তার ডিউটি শেষে মিরপুরের অফিস থেকে বাসার দিকে ফিরছিলেন। রাত তখন আনুমানিক ৮টা। রাজপথে তখন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র আর পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল। তিনি পড়ে যান সেই সংঘর্ষের মধ্যে। নিজেকে রক্ষা করার জন্য রাস্তার পাশে থাকা একটি ভ্যান গাড়ির নিচে লুকিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি দেখার জন্য তিনি ভ্যান গাড়ির নিচ থেকে মাথা তুলে উঁকি দেন। সাথে সাথে ঘাতক পুলিশের ছোঁড়া দুটি বুলেট এসে লাগে তার মাথায়। দুটি গুলিই একই সাথে লাগার কারণে তার মাথার খুলি উড়ে গিয়ে মগজ ছিটকে পড়ে ১০ হাত দূরে। সাথে সাথেই মৃত্যু হয় তার। ঘটনাস্থলে থাকা আন্দোলনকারীরা তার লাশ হেফাজত করে রাখে। পরিবারের ভাষ্যমতে, লাশ যদি সেদিন আন্দোলনকারীরা না সরিয়ে নিতো, তবে হয়তো পুলিশ রুবেলের লাশ গায়েব করে ফেলতো এবং পরিবার তার লাশ কখনোই খুঁজে পেত না।

পরবর্তীতে আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে রুবেলের চাচাতো ভাই লাশ নিয়ে আসে এবং কিশোরগঞ্জের তাড়াইল থানার দামিহা ইউনিয়নের অন্তর্গত হাছলা গ্রামের পঞ্চগ্রাম গোরস্থানে দাফন করেন। শহীদের জানাজায় বিপুল পরিমাণ মানুষের উপস্থিতি হয়েছিল এবং উপস্থিত সকল গ্রামবাসী রুবেলের জন্য চোখের পানি ফেলেছিল।

শহীদ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

বাবামায়ের চক্ষু শীতলকারী সন্তান কেমন হয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শহীদ তরিকুল ইসলাম রুবেল। বাবা-মায়ের চোখের মণি এবং মনের শান্তি ছিলেন রুবেল। কৈশোর থেকেই পরিবার ও এলাকাবাসীর কাছে সহজসরল ও চরিত্রবান ছেলে হিসেবে সুনাম ছিল তার।

কৃষি কাজের সামান্য আয় দিয়ে ৮ সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে বৃদ্ধ বাবাকে হিমশিম খেতে হতো। তাই সংসারের অভাব দূর করার জন্য রুবেল ঢাকায় একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। বেতন ভালো হওয়ার সুবাদে প্রতি মাসে বাবা-মাকে সামর্থ্য অনুযায়ী অনেক অর্থ দিতে পারতেন তিনি। বলতে গেলে পুরো পরিবারের দায়িত্ব রুবেল নিজ কাঁধে নিয়ে নেন। এভাবে তাদের সংসার বেশ ভালই চলছিল। বাবা-মা, ভাই-বোনকে কখনো মুখ ফুটে কিছু চাইতে হয়নি রুবেলের কাছে। ২৩ বছর বয়সী রুবেল সবার সব চাহিদাটুকুই পূরণ করার চেষ্টা করতেন। হঠাৎ করেই সুন্দর ও সুখী এই পরিবারের উপর বিষাদের কালো মেঘ নেমে আসে। স্বৈরাচারী রাক্ষুসী খুনি হাসিনা ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য নিরীহ ছাত্র-জনতার উপর হত্যাকাণ্ড চালায়। তার মধ্যেই পড়ে যান তিনি। থেমে যায় তার জীবন প্রদীপ। বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে একটি সুখী সংসারে।

রুবেলের প্রতিবেশী ও এলাকাবাসী জানিয়েছেন, খুব ভালো ছিলেন তিনি। ঈদের সময় বাড়িতে আসলে সাধ্যমত গরিব মানুষকে সহযোগিতা করতেন। গ্রামের ছেলেদের খেলাধুলার জন্য ব্যাট, ক্রিকেট বল, ফুটবল কিনে দিতেন। তিনি নিজেও খেলাধুলা করতে পছন্দ করতেন। তার স্বপ্ন ছিল, বাবা-মায়ের জন্য একটা পাকা ঘর বানিয়ে দিবেন। তিনি কখনো কারো সাথে ঝগড়াঝাটি, মারামারি, গালাগালি করতেন না। অনেক ভালো ছেলে ছিলেন রুবেল।

রুবেলের মৃত্যুর পর পুরো গ্রামবাসী তার জন্য কান্না করেছে। উপার্জনক্ষম এবং যুবক ছেলেকে হারিয়ে তার বাবা-মা দিশেহারা, শোকে মূহ্যমান।

রুবেলের বড় ভাইয়ের ছোট্ট চাকরির সামান্য বেতন আর বাবার অন্য মানুষের জমিতে কৃষি কাজের অল্প আয় দিয়ে এত বড় সংসার কোনো মতেই চলে না। তাই সংসারে সহযোগিতা করতে ছোট ভাই রয়েলও কাজ শেখা শুরু করেছেন।

এমতাবস্থায় রুবেলের পরিবারের দাবি, রুবেলের হত্যাকারীদের যেন উপযুক্ত বিচার করা হয় এবং রুবেলকে যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া হয়। একই সাথে পরিবারের আর্থিক ভার বহনকারী রুবেল দেশের জন্য জীবন দেওয়ার ফলে তারা আর্থিকভাবে দুরবস্থায় পড়ার কারণে সরকারিভাবে সহযোগিতাও প্রত্যাশা করেন।

শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

নাম	: মো: তরিকুল ইসলাম রুবেল
জন্ম তারিখ	: ১২-১২-২০০০
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: জিরো পয়েন্ট, মিরপুর-১৩, ১৯ জুলাই, ২০২৪, রাত ৮টা
আঘাতের ধরন	: মাথায় বুলেট লেগে খুলি ও মগজ বিচ্ছিন্ন
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: নিজগ্রাম
পেশা	: চাকরিজীবী
কর্মস্থল	: রাকিন সিটি, মিরপুর-১৩
পিতা	: মো: ফরিদ উদ্দিন
মাতা	: হেলেনা আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হাছলা, ইউনিয়ন: দামিহা, থানা: তারাইল, জেলা: কিশোরগঞ্জ
ভাইবোন	: ২ বোন, ৩ ভাই, সাবিনা (৩৭), হিমা আক্তার (৩৬), সোহেল (৩৫), জুয়েল (২৫), আশরাফুল রয়েল (২০)

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

২. বিএ পড়ুয়া মেজ ভাইয়ের একটা চাকরির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন

শহীদ শিফাত উল্লাহ

ক্রমিক : ৬৩১

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪৪

শহীদ শিফাতের পরিচয়

কিশোরগঞ্জ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জেলা। এখানেরই এক উপজেলা জাঙ্গালিয়ার গ্রাম উত্তর চরকাওনায় জন্মগ্রহণ করে শিফাত উল্লাহ। শিফাত উল্লাহ আলেম পরিবারের সন্তান, তার বাবা যেমন আলেম ছিলেন তেমনি তার দাদাও। বাবা হাফেজ মাওঃ নুরুজ্জামান একটি কওমী মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন, তেমনি মা মোছাঃ কামরুন্নাহার একটি মাদরাসার শিক্ষিকা। ও এই শিক্ষক দম্পতির কোলকে আলোকিত করে শিফাত উল্লাহ খুশির ঝরনা বইয়ে দিয়েছিল ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখে। চার ভাইবোনের ভেতর দ্বিতীয় ছিল সে। পরিবারেই পড়াশোনার হাতেখড়ি হয় তার। সবশেষ শ্রীপুর মাওনায় জামেয়া ইসলামিয়া এমদাদ উলুম মাদ্রাসায় সরহে বেকায়া জামাতে পড়াশোনা করত সে।

সদা নম্র-ভদ্র একটি ছেলে ছিল শিফাত উল্লাহ। স্বপ্ন ছিল বাবার মতই একজন আলেম হয়ে দ্বীনের খেদমত করার।

যেভাবে শহীন হন মো: শিফাত উল্লাহ

ছেলে একজন বড় আলেম হবেন, এমনই স্বপ্ন ছিল শিফাত উল্লাহর আলেম বাবার। এজন্য ছেলেকে তিনি ঢাকায় পাঠান পড়াশোনা করানোর জন্য। গাজীপুরের শ্রীপুর মাওনায় ভর্তি হয় শিফাত উল্লাহ। সেখানের এক মাদরাসা জামেয়া ইসলামিয়া এমদাদ উলুম-এ সরহে বেকায়া জামাতে পড়ত সে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয়ের দিন, ৫ আগস্ট, সোমবার। যেদিন সারাদেশের ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশের কুখ্যাত ও স্বৈরাচার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালিয়ে যায়, সেদিনও এই ডাইনি পান করে যায় অনেক শহীদের রক্ত।

গাজীপুরে সংঘর্ষে নিহত পাকুন্দিয়ার শিক্ষার্থী শিফাত উল্লাহর বাড়িতে মাতম

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা

গাজীপুরে বিজিবি ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ার শিক্ষার্থী শিফাত উল্লাহর (১৯) গ্রামের বাড়িতে চলছে মাতম। নিহত শিফাত উপজেলার চুনিয়াড়িকান্দা গ্রামের হাফেজ মাওলানা নুরুজ্জামানের ছেলে। তিনি শ্রীপুর মাওনা এলাকার জমিয়া ইসলামিয়া এমদাদুল উলুম মাদ্রাসার নূরহে বেকায়া জামায়াতের শিক্ষার্থী ছিলেন।

গত সোমবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ মোড় এলাকায় দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় শিফাত নিহত হন। পরে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জানাজা শেষে নিহতের লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। ঘটনায় ছেলেকে হারিয়ে পরিবারের আর্তনাদে ভারী

থামান। এক বিজিবি সদস্যদের লক্ষ্য করে তারা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকেন। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মুহূর্তেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় পুরো এলাকা। এ সময় আন্দোলনকারীরা কিছু বিজিবি সদস্যকে আটকে রাখেন এবং তাদের বহনকারী দুটি গাড়ি পুড়ে ফেলেন।

পরে দফায় দফায় সেখানে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায়। সংঘর্ষ থেমে যাওয়ার পর দুপুর দেড়টার দিকে সড়ক জুড়ে আহত ও নিহতদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনায় ঐদিন শিফাতসহ পাঁচ জন নিহত হন।

শিফাত উল্লাহর পিতা মাওলানা নুরুজ্জামান নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন,

ঘটনার দিন, বিজিবির দুইটি গাড়ি যাচ্ছিল ময়মনসিংহের দিকে। এ সময় আন্দোলনকারীরা পল্লীবিদ্যুতের মোড়ে তাদের গাড়িকে আটকে দেন। বিজিবি সদস্যদের দিকে লোকজন ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকেন। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। মুহূর্তেই রণক্ষেত্রে পরিণত হয় পুরো এলাকা। এসময় আন্দোলনকারীরা কিছু বিজিবি সদস্যকে আটকে রাখেন এবং তাদের দুটি গাড়ি পুড়িয়ে দেন। পরে দফায় দফায় সেখানে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যায়। সংঘর্ষ থেমে যাওয়ার পর দুপুর দেড়টার দিকে সড়কজুড়ে আহত ও নিহতদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন শিফাতসহ অন্তত ৫ জন শহীদ হন।

স্বজনদের বক্তব্য

স্বপ্ন ছিল বড় আলেম বানানোর, যে খেদমত করবে আল্লাহর দ্বীনের। তেমনই সন্তানকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে গেল বাবা। কলিজার টুকরা সন্তানকে হারিয়ে কাতর মা।

বাবা মাওলানা নুরুজ্জামান বলেন, "৫ আগস্ট সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বিজিবির গুলিতে আমার বাবা শহীদ হন। আমি জানতাম না। সন্ধ্যার পর মাদরাসার শিক্ষকেরা আমাকে ফোন দিয়ে বলেন, আপনার ছেলে আল্লাহর নিয়ামত। আল্লাহ তাকে নিয়া গেছে। আপনারা এসে তার লাশ নিয়ে যান। আমার ছেলেকে হারিয়ে আমরা শোকাহত। আলহামদুলিল্লাহ, আমার ছেলে আল্লাহর নিয়ামত ছিল। আমার ছেলের আচার আচরণে এলাকার সবাই খুশি ছিল। সে তিন বছর পর দাওরা পাশ করত। তার স্বপ্ন ছিল সে দ্বীনের খেদমত করবে। সে আমার স্বপ্ন ছিল। তার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ ছিল। তার শহীদ হওয়াতে সকলেই শোকাহত। সকলেই আফসোস করে এমন একটা ছেলে এলাকায় নাই। আল্লাহ তাকে পছন্দ করেছেন তাই তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।"

শহীদের বড় ভাই সাকিব বলেন, "আমার ছোট ভাই অনেক ভালো-ভদ্র ব্যবহারের ছিল। সে কখনো কারও সাথে খারাপ ব্যবহার করত না। সে শহীদ হয়েছে। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।"

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ শিফাতের বাবা ও মা দুজনই কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক কিন্তু তাদের মোট আয়ের পরিমাণ খুব বেশি নয়। শিফাতের দুটি বোন এখনও পড়াশোনা করছে। বড় ভাই বিবাহিত, তিনিও একটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: শিফাত উল্লাহ
Name: SIFAT ULLAH
পিতা: হাফেজ মাওলানা নুরুজ্জামান
মাতা: মোছাঃ কামরুন্নাহার
Date of Birth: 12 Nov 2005
ID NO: 2871859472

আল হেরা মেডিকেল সেন্টার
AL HERA MEDICAL CENTER

Death Certificate

Certified that *Mr. MD. Sifatullah,* Age about 17 Years, Son of MD. Nurjaman, Vill: Char Kaona, P/S: Pakundia, District: Kishorganj. He was brought to Al Hera Medical Center on 05/08/2024 at 08:00pm. On examination there was **lacerated injury on the mid chest** and found no evidence of life. So, He was declared as a case of brought dead.

I pray for his departed soul rest in peace.

5.8.2024
Dr. Partho Sarkar
MBBS (mmc), CMU (USG)
BMDC: 116383

Al Hera Medical Center

প্রশিকা মোড়, মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর
মোবাইল : ০১৭১১-৬৭৭৩০৯, ০১৭২৭-৯৯২২০৩

শহীদ শিফাত উল্লাহর ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শিফাত উল্লাহ
জন্ম তারিখ	: ১২.১১.২০০৫
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, রাত ৮টা
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকেল: ৫টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: গাজীপুর, শ্রীপুর, ২ নং সি এন্ড বি বাজার
আঘাতের ধরণ	: গুলিবিদ্ধ
হত্যাকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার বিজিবি বাহিনী
সমাধিস্থল	: পারিবারিক কবরস্থান
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: হাফেজ মাওলানা নুরুজ্জামান
মাতা	: মোসা: কামরুন্নাহার
স্থায়ী ঠিকানা	: উত্তর চরকাওনা, জাঙ্গালিয়া, কিশোরগঞ্জ

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগীতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. বাবা ও মা দুজনই শিক্ষক কিন্তু মোট আয়ের পরিমাণ কম, ১৫০০০ টাকা মাত্র। তাদেরকে অর্থ সহায়তা করা যেতে পারে

২. শহীদের ছোট দুই বোনের পড়াশুনা সহ ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়াবলীর নিশ্চয়তা দরকার ।

শহীদ তনয় চন্দ্র দাস

ক্রমিক : ৬৩২

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪৫

শহীদ তনয়ের পরিচয়

হাওড় এলাকা হিসেবে কিশোরগঞ্জের রয়েছে বেশ সুখ্যাতি। চারিদিকে থই থই পানি, তার ভেতরেই মানুষের বসবাস চলছে। তেমনই এক এলাকা ভাটিনগর। ভাটিনগর কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলার অন্তর্ভুক্ত। এখানেরই বাসিন্দা হরিকান্ত দাস ও সবিতা রানি দাসের কোলকে আলোকিত করে এক শিশুর আগমন হয়। যার নাম রাখা হয় তনয় চন্দ্র দাস। তনয় চন্দ্র দাস পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় আগমন করে ২০০৫ সালের আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে। যে শিশুর জন্মে সবাই হয়ে ওঠে উৎফুল্লিত বিশেষ করে বাবা এবং মায়ের মনে এনে দেয় সুখের পরশ। তনয় দাসের পূর্বে হরিকান্ত দাসের আরো দুই সন্তানের জন্ম হয়েছিল কিন্তু জন্মের পর তারা উভয়েই মারা যায়। এজন্য তনয় দাসের জন্ম পরিবারকে করে তোলে অনন্য সুখে আলোকিত। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে থাকে পরিবার। বলা যায়, নতুন করে সুখী ও আশাবাদী হয়ে উঠেছিল পরিবারটি।

ছোটবেলাতেই পড়াশোনার হাতেখড়ি হয়েছিল তনয় চন্দ্র দাসের। প্রাইমারি ও মাধ্যমিক লেভেল শেষ করে সে ভর্তি হয় কুরিয়ার চর সরকারি ডিগ্রি কলেজে। এখানে সে একাদশ শ্রেণিতে পড়ছিল। তনয় ছিল মেধাবী কিন্তু পারিবারিক দারিদ্রতা ছিল তার সঙ্গী। এজন্য তনয় যোগ দেয় কাজে। ঢাকার গাজীপুরের বোর্ডবাজারে একটি দোকানে সে কাজ করত।

তনয়ের শহীদ হওয়া

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন তখন বেশ জোরেশোরে চলছে। সারাদেশের বিপুল ছাত্র-জনতা নেমে এসেছে রাজপথে। এদিকে সরকার বন্ধ করে দিয়েছে ইন্টারনেট। সবখানে চলছে যোগাযোগহীনতা কিন্তু থেমে নেই আন্দোলন। সবাই যে যার জায়গা থেকে নিজস্ব উদ্যোগেই নেমে পড়ছেন রাস্তায়। দিন থেকে দিন আন্দোলন আরো কঠোর হচ্ছে। সারাদেশের অন্যান্য জায়গার মত তখন ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলছিল গাজীপুরের বোর্ডবাজারেও। এখানেই থাকত তনয় চন্দ্র দাস। সে একটি দোকানের কর্মচারী হিসেবে ছিল। তারসাথে সেখানে কর্মচারী ছিলো আরোও চারজন। ঘটনার দিন তারা কয়েকজন মিলে, তাদের নিত্যদিনকার কাজের ফাঁকে চা-নাস্তা করতে বের হয়েছিল দোকান থেকে। বোর্ডবাজার দিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপকহারে গোলাগুলি চলছিল। সেখানের একটি গুলি এসে লাগে তনয় চন্দ্র দাসের গলায়। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু ততক্ষণে সে মৃত্যুবরণ করে।

নেমে এলো শোকের ছায়া

পরপর দু'সন্তানের মারা যাওয়ার পর, তনয় চন্দ্র দাসের জন্ম বেশ আনন্দিত করে তুলেছিল পরিবারকে। কিন্তু হায়! হায়াতের মায়া তাকে শেষ করতে হলো। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার রক্ত পিপাসা কেড়ে নিলো তনয় চন্দ্র দাসের জীবনকে। পরিবারের একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে আরো নিঃস্ব হলো বাবা। কলিজার টুকরো ধনকে বিদায় দিয়ে দিশেহারা মা।

মা সবিতা রানী দাস ছেলের ছবি বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমার ছেলে কী দোষ করেছিল? আমার নিষ্পাপ নিরপরাধ ছেলেকে কেন গুলি করে মারা হলো? আমি কার কাছে বিচার দিব?"

তিনি কাঁদতে কাঁদতে আরো বলেন, "আমার ছেলে কখনোই আমাকে ছাড়া ভাত খেতো না। সে সবসময় সবার সাথে ভালো ব্যবহার করত। সবার সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলত। আমার ছেলেকে আমি অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছি। আমার একটা মাত্র সন্তান।"

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

তনয় চন্দ্র দাসের বাবা হরিকান্ত দাস পেশায় একজন জেলে। তার মা একজন গৃহিণী। হরিকান্ত দাসের আর কোনো সন্তান নেই। হরিকান্ত হাওড়ে মাছ ধরে বিক্রি করে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে। তার আর কোনো আয়ের উৎস নেই। মাসিক আয় আট হাজার টাকার মত।

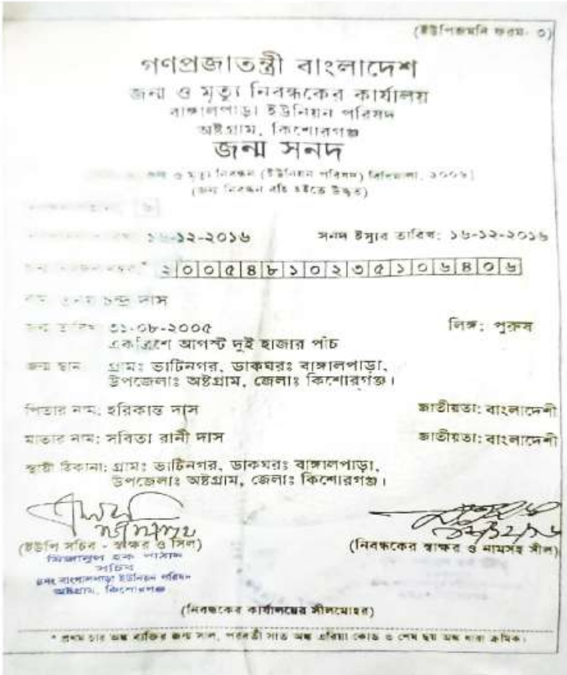

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
বাঙ্গালপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ
অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

জন্ম সনদ

১৬-১২-২০১৬ — সনদ ইস্যুর তারিখ: ১৬-১২-২০১৬

২০০৫৪৮১০২৩৫১০৬৪০৬

তনয় চন্দ্র দাস

৩১-০৮-২০০৫ — লিঙ্গ: পুরুষ
একত্রিশে আগস্ট দুই হাজার পাঁচ

জন্ম স্থান: গ্রামঃ ভাটিনগর, ডাকঘরঃ বাঙ্গালপাড়া, উপজেলাঃ অষ্টগ্রাম, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।

পিতার নাম: হরিকান্ত দাস — জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: সবিতা রানী দাস — জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ ভাটিনগর, ডাকঘরঃ বাঙ্গালপাড়া, উপজেলাঃ অষ্টগ্রাম, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) — (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: হরিকান্ত দাস
Name: HARI KANTA DAS
পিতা: মন্ত দাস
মাতা: মৃত জ্যোৎস্না রানী দাস
Date of Birth: 26 Jul 1973
ID NO: 4810235755418

শহীদের পিতার আইডি কার্ড

এক নজরে তনয় চন্দ্র দাসের ব্যাক্তিগত তথ্য

নাম : তনয় চন্দ্র দাস
জন্ম তারিখ : ৩১.০৮.২০০৫
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময় : ২০.০৭.২০২৪, রাত ৮টা
আহত হওয়ার সময় : সন্ধ্যা ৬টা
শহীদ হওয়ার স্থান : বোর্ডবাজার, গাজীপুর
আঘাতের ধরণ : গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে
সমাধিস্থল : নিজ গ্রাম
পিতা : হরিকান্ত দাস
মাতা : সবিতা রানী দাস
স্থায়ী ঠিকানা : ভাটিনগর, হুমাইপুর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. বাসস্থান করে দেয়া
২. বাবার জন্য ভালো কোনো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান করে দেয়া

শহীদ জোবায়েদ

ক্রমিক : ৬৩৩

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪৬

শহীদের পরিচয়

অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এক সাহসী তরুণ শহীদ জোবায়েদ। জীবনযুদ্ধে অভাব-অনটনের সাথে লড়াই করা একটি দরিদ্র পরিবারের বড় সন্তান ছিলেন মো: জোবায়েদ। কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানার গকূল নগর গ্রামে ২০০৭ সালের ৬ জুলাই জন্মগ্রহণ করে সে। বাবা নাজির হোসেন সি.এন.জি চালক এবং মা হোসনারা বেগম একজন গৃহিণী। ছোট্ট এই পরিবারটি জীবিকার তাকিদে নিয়মিত সংগ্রাম করে চলছিল। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে মো: জোবায়েদ দায়িত্ববোধে পরিপূর্ণ ছিলেন। জোবায়েদ ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছিলেন কিন্তু পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে তার শিক্ষাজীবন বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারেননি। সপ্তম শ্রেণির পর পড়াশোনা বন্ধ করে তাকে কাজের পথে নামতে হয়। জীবিকার তাকিদে তিনি কাঠমিস্ত্রির কাজ বেছে নেন। পরিবারের আরো আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য ছোট ভাই যোনায়েরকেও তার পথ ধরতে হয়। যোনায়ের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর একটি টেইলারিং দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ শুরু করে।

জোবায়েদের বাবা নাজির হোসেনও একজন সাহসী মানুষ। এত দারিদ্রতা সত্তেও তিনি ছিলেন এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার।

জোবায়েদের শহীদ হওয়া

পরিবারের আর্থিক সংকটের মুখে পড়ে জোবায়েদ ঢাকায় এসেছিল কাজের জন্য। সে আসে ঢাকার শনির আখড়াতে। এখানেই কাজে যোগ দেয়। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের প্রথম থেকেই সে ছিল সক্রিয়

একজন। আন্দোলনের প্রতি ছিল গভীর ভালোবাসা। এর মাধ্যমেই সে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে। তার মা হোসনারা বেগম তার আন্দোলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সবসময়ই উদ্বিগ্ন থাকতেন। মা তাকে প্রথমবার আন্দোলন থেকে খুঁজে বের করে আনলেও সে থেমে থাকেনি। ১৯ জুলাইয়ের একটি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের পরও, জোবায়েদ ৫ আগস্টের আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করে। এই দিনটি তার জন্য মর্মান্তিক হয়ে থাকলো।

৫ আগস্ট, সোমবার, সকাল ১০ ঘটিকা। জোবায়েদ বাসা থেকে বের হয়। প্রথমে দোকানে যায় কাজের জন্য কিন্তু ১টার দিকে সে যাত্রাবাড়ীর কাজলার দিকে রওয়ানা দেয় আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য। দুপুর ২টার দিকে কাজলায় যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের মুখে স্বৈরাচারী হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশের গুলিতে তার মাথায় এবং চোখে আঘাত লাগে। সেই মুহূর্তে ঠিক কারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তা পরিবারের কেউ জানত না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর, অবশেষে রাত ১১.৩০ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে তার নিথর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়। গভীর রাত ৪ টায় জোবায়েদের লাশ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায় তার পরিবার।

মায়ের বক্তব্য

জোবায়েদ শহীদ হওয়ার পর থেকে শোকের সাগরে ভাসে পুরো পরিবার। মায়ের বুকে নেমে আসে এক ঘন অন্ধকার শোকের ছায়া। মা হোসনারা বেগম বলেন- " আমার ছেলে শহীদ জোবায়েদ ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। পড়াশোনায় সে ভালো ছিল। অভাবের কারণে বেশি পড়াশোনা করতে পারেনি। পাঁচ-ছয় মাস আগে শনির আখড়ায় কাজের জন্য আসে। প্রথম আন্দোলনে সে অংশগ্রহণ করে, আমি খুঁজে বের করে তাকে নিয়ে আসি। পরে ৫ আগস্ট বড় আন্দোলনে সে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। "

কান্নাজড়িত কণ্ঠে মা আরো বলেন, " আমি পুত্রের জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করি। ছেলে আসে না, আমি খাবার না খেয়ে থাকি। ৩-৪টা বাজে আমার মন মানে না, অশান্তি লাগে। আমরা খোঁজ করতে বের হয়ে পড়ি। সারা যাত্রাবাড়ীর কোনো হাসপাতালে খুঁজে পাই না। এক হাসপাতাল থেকে বলা হয় আপনারা ঢাকা মেডিকেলে যান। ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে আমরা মর্গে তার লাশ খুঁজে পাই। " কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তিনি আরো বলেন, " যখন আমার পুত্রের লাশ দাফন কাফনের জন্য প্রস্তুত করা হয় তখন আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি নাই। আমার ছেলে আন্দোলন ভালোবাসত। আমি না বললেই বলত অত কথা বইলো না মা। আমার সমবয়সীরা আন্দোলন করতেছে, আজ দেশ স্বাধীন হবে। আমি সরকারের কাছে বিচার চাই। সরকার যেন আমাদের পাশে থাকে। আমার মত আর কোনো মা যেন তার অল্প বয়সের সন্তান হারা না হয়। "

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

জোবায়েদ অর্থসংকটে কাজে যোগ দিয়েছিল, তার ছোট ভাইও একটি টেইলারে যোগ দিয়েছে। বাবা নাজির হোসেন সিএনজি চালক, তার মাসিক আয় ১৫ হাজারের মত।

শহীদ জোবায়েদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: জোবায়েদ
জন্ম তারিখ	: ০৬.০৭.২০০৭
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ০৫.০৮.২০২৪, দুপুর ২:৩০
শহীদ হওয়ার স্থান	: কাজলা যাত্রাবাড়ীর কাছাকাছি ফ্লাইওভারের মুখে
আঘাতের ধরণ	: মাথায় ও চোখে গুলি লাগে
আঘাতকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
সমাধিস্থল	: নিজ গ্রাম
পিতা	: নাজির হোসেন
মাতা	: হোসনারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গকূল নগর, আগা নগর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. এককালীন আর্থিক সহযোগীতা করা

২. ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার ব্যাবস্থা করা

শহীদ কুদ্দুস মিয়া

ক্রমিক : ৬৩৪

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪৭

শহীদের পরিচয়

অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শহীদ কুদ্দুস মিয়া। অপরূপ সৌন্দর্যের জেলা কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর থানার চেংগাহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। বাবা মো: জালাল মিয়া পেশায় একজন কৃষক এবং মা রাবেয়া খাতুন একজন গৃহিণী। কুদ্দুস মিয়ার রয়েছে আরো এক ভাই ও এক বোন। তিনি ভাই বোনদের ভেতরে ছিলেন মেজো। ছিলো অভাব-অনটনের সংসার। যার ফলে পড়াশোনা করতে পারেননি কুদ্দুস মিয়া। ছোটবেলাতেই পিতার সাথে হাল ধরেন কৃষিকাজের। বাবাকে কাজে সহযোগিতা করতেন তিনি। ভালো স্বভাবের একজন মানুষ ছিলেন।

কুদ্দুস মিয়া বিবাহিত ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম ফারজানা আক্তার। তিনি একজন গৃহিণী। তাদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে আছে। ছেলে নয়ন মিয়া ও মেয়ে মুনি আক্তার পড়াশোনা করে। আরেক ছেলে ছোট, যার বয়স বর্তমানে আড়াই বছরের মত। কুদ্দুস মিয়া শহীদ হওয়ার সময় তার স্ত্রী ৮ মাসের গর্ভবতী ছিলেন।

কুদ্দুস মিয়া যেভাবে শহীদ হন

৫ আগস্ট, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের পক্ষ থেকে ঘোষণা হয় এক দফার। প্রধান আন্দোলনের স্থান ছিলো ঢাকার শাহবাগ। কিন্তু সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। যার ফলে, যে যার জায়গা থেকেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

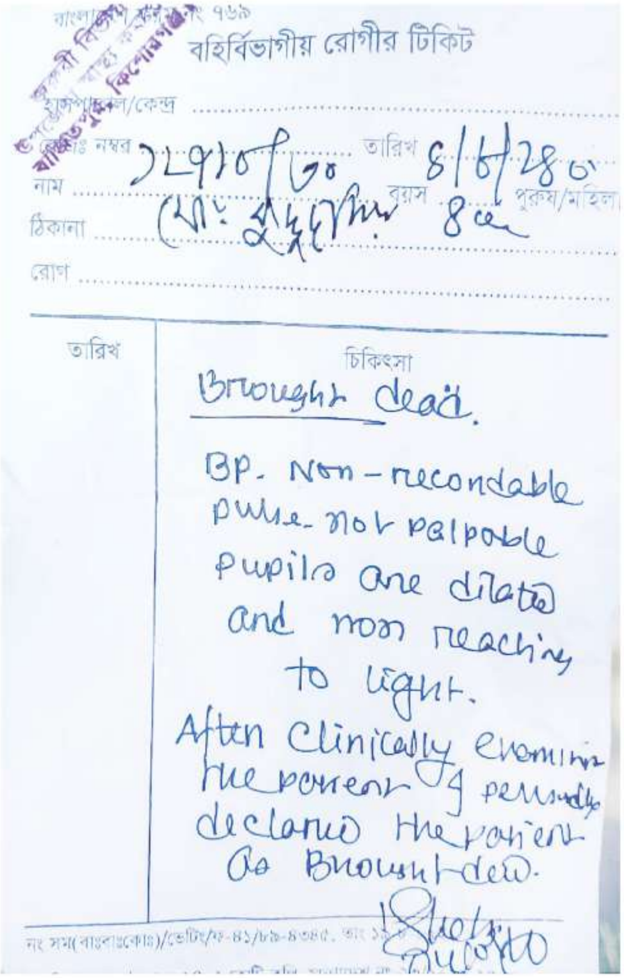
বহির্বিভাগীয় রোগীর টিকিট

হাসপাতাল/কেন্দ্র

নম্বর .... তারিখ 8/8/280

নাম মোঃ কুদ্দুস মিয়া বয়স 8০ পুরুষ/মহিলা

ঠিকানা

রোগ

তারিখ | চিকিৎসা

Brought dead.

BP. Non-recordable
pulse not palpable
pupils are dilated
and non reacting
to light.
After clinically examining the patient I personally declared the patient as Brought dead.

সারাদেশের মত ছাত্র-জনতা নেমে এসেছিল কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর বাজারেও। এখানেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল শহীদ কুদ্দুস মিয়া। জানা যায়, সকালের দিকে বাসা থেকে বের হন তিনি। বাজিতপুর বাজারের মোরগ মহলের সামনে আন্দোলনরত নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার সাথে বিক্ষোভে এসে যোগ দেন তিনি। চলতে থাকে বিক্ষোভ। আন্দোলনকারীদের ঘাতক পুলিশ এবং সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ এসে বাঁধা দেয়। যার ফলে, ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ-ছাত্রলীগের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ চলতে থাকে। একপর্যায়ে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের একটি ইট এসে আঘাত করে কুদ্দুস মিয়াকে। ইটটি এসে লাগে তার বুকে। সেখানেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ছাত্ররা তখন সাথে সাথেই তাকে পার্শ্ববর্তী একবাসায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে পরিবার ও ছাত্রদের সহায়তায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার পরীক্ষা করার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরিবারের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ কুদ্দুস মিয়ার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। এক ছেলে, এক মেয়ে পড়ালেখা করছে। আরেকজন ছোট, আড়াই বছর বয়স। স্ত্রী ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা । তার আয়ের কোনো উৎস নেই। বর্তমানে শহীদের ভাই সহযোগিতা করলেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তারা চরম অর্থনৈতিক সংকটে দিন যাপন করছেন।

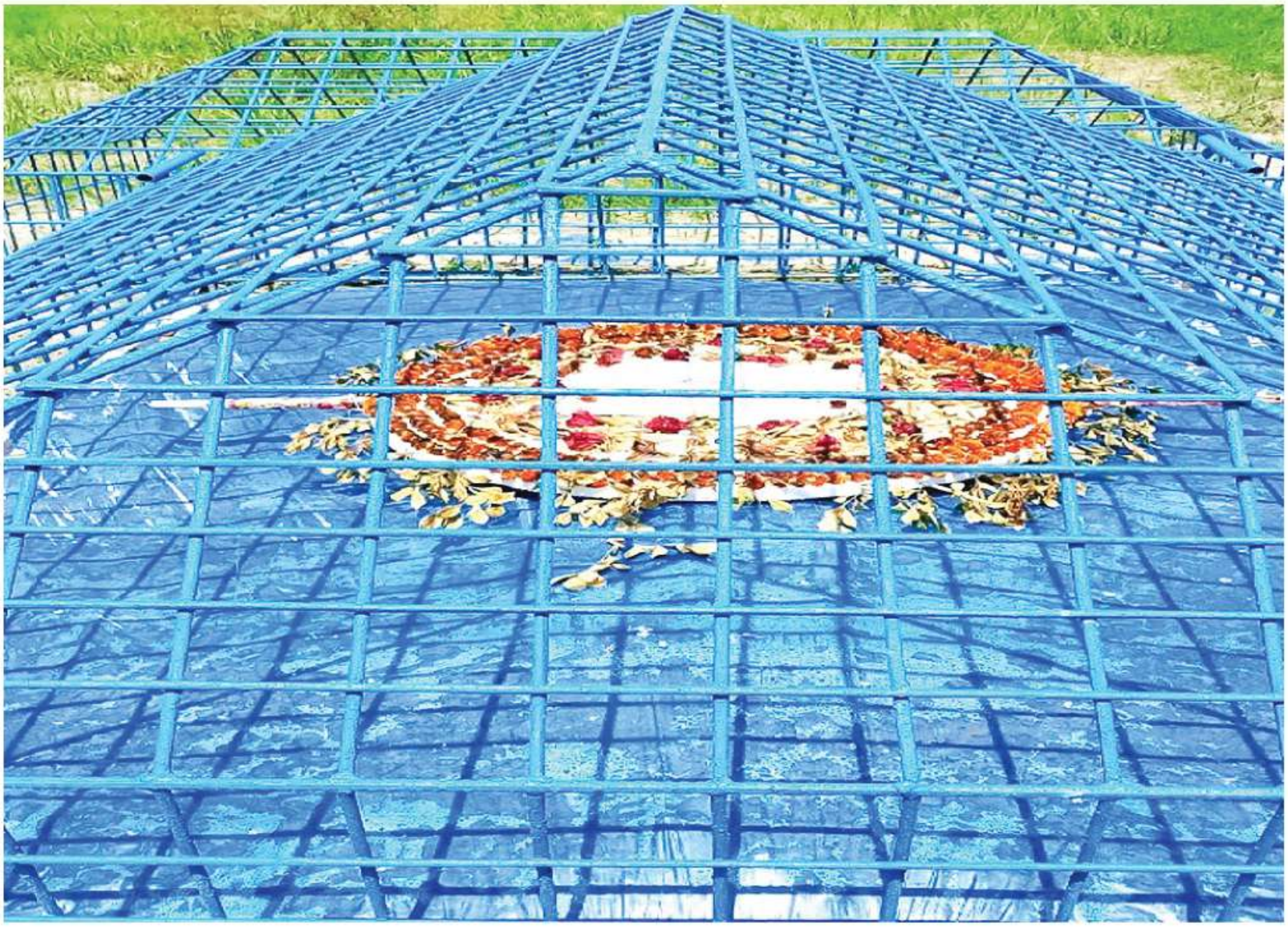

একনজরে শহীদ কুদ্দুস মিয়ার ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: কুদ্দুস মিয়া
জন্ম তারিখ	: ০১.১০.১৯৮৮
পেশা	: কৃষিকাজ
পিতা	: জামাল মিয়া
মাতা	: রাবেয়া খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: চেংগাহাটি, দিঘীর পাড়, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ০৫.০৮.২০২৪, বিকাল: ৪:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার স্থান	: মোরগ মহল, এমপি মার্কেটের সামনে, বাজিতপুর
আঘাতের ধরণ	: বুকে ইটের আঘাত লাগে
আঘাতকারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ
সমাধিস্থল	: নিজ গ্রাম

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. পরিবারের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা
২. ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খোঁজ রাখা

শহীদ মোঃ রাহুল

ক্রমিক : ৬৩৫

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪৮

শহীদ রাহুলের পরিচয়

বাবা-মায়ের চক্ষু শীতলকারী এক সন্তান শহীদ মো: রাহুল। একইসাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী যুবক। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলায় জন্ম তার। এখানের এক গ্রাম পাটুনিতে ২০০২ সালের মে মাসের ১০ তারিখে বাবা মিজান ও মা রুমা আক্তারের কোল আলোকিত করে পৃথিবীর আলো হাওয়ায় আগমন করে শহীদ রাহুল।

রাহুল ছিল বেশ ভদ্র একটি ছেলে। ছোটবেলা থেকেই পরিবার ও এলাকাবাসীর কাছে সহজ-সরল, সৎ ও চরিত্রবান হিসেবে সুনাম ছিল। সকলের ভালোবাসার পাত্র ছিল সে।

রাহুল প্রাইমারি ও মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে ভর্তি হয়েছিল কলেজে। বাজিতপুর সরকারি কলেজের ছাত্র ছিল সে। অভাব-অনটনের পরিবারে নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতে রাহুল চলে গিয়েছিল ঢাকায়। এখানে এসে একটি জুতার দোকানে কাজ করত সে। নিজের পড়াশোনা, ঢাকায় থাকার খরচের পাশাপাশি পরিবারকেও কিছুটা খরচের যোগান দিত সে। রাহুল ছিলো পরিবারের আশার আলো।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

১৮ জুলাই, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন তখন বেশ জোরালো হচ্ছে। সারাদেশেই পালিত হচ্ছে আন্দোলন। বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সরকার সবখানেই কঠোরভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। পাখির মত গুলি করে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে অহরহ। আন্দোলনকে দমন করার জন্য বন্ধ করে দিয়েছে সারাদেশের ইন্টারনেট। আন্দোলনকারীরা একে অপরের সাথে সারাদেশে যোগাযোগ করতে পারছে না। যে যার মত ভাইটাল পয়েন্টগুলোতে আন্দোলনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এমনই একটি পয়েন্ট ঢাকা যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে এসে আন্দোলনে যোগ দেয় মোঃ রাহুল। ছাত্র-জনতার সাথে নিজেকেও তুলে ধরে কোটাবিরোধী আন্দোলনে। কিন্তু স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। টিয়ার শেল গ্যাসের তীব্রতায় শ্বাসকষ্ট শুরু হয় রাহুলের। সহযোদ্ধা বন্ধুদের সহায়তায় তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হতে শুরু করে। তাকে বাজিতপুরের জহিরুল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ আছে, সেখানে করা হয়নি তাকে ঠিকমতো চিকিৎসা। এমনকি তাকে দেখানো হয় ভয়-ভীতি। যা তার অসুস্থতার ভেতর দাঁড়ায় আরেক বিভীষিকা হয়ে।

১৪ দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা চলেছে রাহুলের। এরপর তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তখনও শরীর ভালো হয়নি। অবস্থা আরো খারাপ হলে আবারও তাকে জহিরুল মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানের ডাক্তারগণ তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। ঢাকা নিয়ে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সেই মৃত্যুবরণ করে রাহুল। দিনটি ছিলো ৮ আগস্ট ২০২৪।

স্বজনদের বক্তব্য

নম্র-ভদ্র মোঃ রাহুলের জীবনাবসানের পর পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। মা-বাবা হয়ে যান দিশেহারা। শোকার্ত বাবা মোঃ মিজান বলেন, " আমার ছেলে আন্দোলনের আগে ফোনে বলল আমি আন্দোলনে আছি। আমার জন্য তোমরা চিন্তা করবা না। তারপর তো আমার ছেলে টিয়ার গ্যাসে আহত হয়। সে আমার সংসারের হাল ধরত। সে এখন আর নেই।"

ছোট ভাই রাতুল বলেন, "শহীদ রাহুল আমার বড় ভাই, তিনি ঢাকায় আন্দোলনে শহীদ হন। ভাইয়া বাজিতপুর কলেজে পড়াশোনা করতো। ঢাকায় একটি জুতার দোকানে কাজ করে নিজের পড়াশোনার খরচ চালাত এবং পরিবারকে টাকা দিত। সে বড় ভাই হিসেবে নিজের পাশাপাশি আমাদের পরিবারেরও খেয়াল রাখত। আমার ভাই অনেক ভালো ছিল। আমাকে অনেক আদর করতো। আমাদের পরিবারের আশার আলো ছিল রাহুল ভাইয়া। আমরা গর্বিত, কারণ আমার ভাই দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন। "

শহীদ রাহুল এলাকার মানুষের প্রিয় ছিলেন। তার মৃত্যুতে সবার ভেতর শোক নেমে এসেছে। তার আত্মত্যাগের কথা সবাই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

শহীদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ রাহুলের বাবা বালুর ট্রলারের চালক। তার ছোট ছেলে বাবাকে সহযোগীতা করে। মাসিক আয় ১২০০০ টাকার মত। এছাড়া আয়ের অন্য উৎস নেই। শহীদের এক বোন পড়াশোনা করে।

এক নজরে শহীদ রাহুলের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: রাহুল
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: মিজান
মাতা	: রুমা আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	: পাটুনী, দিঘীরপাড়, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
জন্ম তারিখ	: ১০.০৫.২০০২
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৮.০৭.২০২৪, দুপুর: ২.৩০
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ০৮.০৮.২০২৪, বিকেল: ৫টায়
শহীদ হওয়ার স্থান	: যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে
আঘাতের ধরণ	: টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে
আঘাতকারী	: ঘাতক পুলিশ
সমাধিস্থল	: নিজ গ্রাম

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগীতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. পরিবারের স্থায়ী কোনো আয়ের ব্যাবস্থা করা
২. পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
৩. শহীদের ছোট বোনের পড়াশুনার পাশাপাশি ভবিষ্যতের সকল খরচের নিশ্চয়তা প্রদান

শহীদ মোবারক হোসেন

ক্রমিক : ৬৩৬

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৪৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোবারক হোসেন ১৯৯২ সালের ১৫ নভেম্বর কিশোরগঞ্জের নোয়াকান্দিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা মো: হাশেম দিনমজুর এবং মা আমেনা একজন গৃহিণী। শহীদের বাবা অন্যত্র বিবাহ করে স্ত্রী নিয়ে আলাদা থাকেন। মোবারক মেসার্স শতরূপা ট্রেডার্স, দীপা ইলেকট্রনিক্স মার্কেট, ১৫৯ নবাবপুর রোড, ঢাকায় ইলেকট্রিক্যাল দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বিবাহিত শহীদ মোবারক-এর আদিবা নামে দুই বছরের একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে মা ও ভাই মোশাররফ হোসেনের সাথে ঢাকার রায়েরবাগের আপন বাজার এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের সমর্থকদের সাথে সরকার সমর্থক ও পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। শহীদ মোবারক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের মিছিলে যোগদান করে। মিছিলটি কদমতলার সামনে আসলে ঘাতক পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। একটি গুলি মোবারকের এক পাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। তখন তাকে পাশের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং ব্যান্ডেজ করা হয়। পরবর্তীতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

একই দেশের নাগরিক আমরা। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা তৃতীয় বিশ্বের অতি সাধারণ নাগরিক। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানি হানাদার গোষ্ঠীকে এ দেশ হতে বিতাড়িত করেছিলাম। দেশ হানাদার মুক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটেনি কখনোই। দুর্নীতি, অনিয়ম আর বৈষম্য এদেশের প্রতিটি পরতে পরতে গেঁথে গিয়েছিল। চেপে বসেছিল কোটানামক নানাবিধ বৈষম্য। যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতি কোটা অন্যতম। মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের মহান সন্তান। তাদের মহান আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভাতা দেয়া হোক, সম্মান প্রদর্শন করা হোক, সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হোক এতে কোন মানুষের কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে জাতি কখনো কার্পণ্য করেনি। তার সন্তানদের মূল্যায়নের প্রশ্ন আসলে সেখানেও জাতি কোন কথা বলেনি। কিন্তু বিপত্তি বেধেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুক্তিযোদ্ধার নামে সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে। দৈনিক প্রথম আলোর মতে, এদেশে ৫৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে যাদের জন্ম ৭১ সালের পরে। এর মানে হচ্ছে চেতনা ব্যবসায়ী স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধকে উপলক্ষ করে তাদের দলীয় ক্যাডারদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনের দায়িত্ব হস্তান্তর করা। আওয়ামীলীগের এই জাতি বিনাশী অপতৎপরতাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী কাজ। তাইতো এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত হলো অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানে সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষের সমান অংশীদারিত্ব ছিল। শহীদ মোবারক হোসেনও এ আন্দোলনের গর্বিত অংশীদার।

১৯ জুলাই ছিল শুক্রবার। সারাদেশ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে টালমাটাল। শহীদ মোবারক হোসেন জুমার নামাজ আদায় করে বাসায় ফিরছিলেন। বাসায় আসলে একমাত্র মেয়ে আদিবা চিপস খাওয়ার জন্য বায়না ধরে। বাসার নিচে তখন ঘাতক পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে। চিপস আনতে বাসার বাইরে হলেও ভুলে যান চিপস কেনার কথা। যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার মিছিলে। মিছিলটি এক সময় কদমতলী থানার সামনে আসে এবং খুনি পুলিশ তাতে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে একটি গুলি শহীদ মোবারক এর মাথায় আঘাত হানে। রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। সহকর্মীরা ধরে হাসপাতালে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

লাশ গুমের সেই পুরনো খেলায় আওয়ামীলীগ

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ নিয়ম তান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিপক্ষের নাম। জন্ম হতে এই অবধি তারা কখনোই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত না। অপরাজনীতির এমন গলি নেই যেখানে আওয়ামী লীগের পদচারণা নাই। লাশের রাজনীতিকরণ এবং লাশ গুম করে ফেলা, এসব কাজে সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগের প্রতিপক্ষ কেবল আওয়ামীলীগ। লাশ গুম করে ফেলেছিল শহীদ মোবারক হোসেনের। দুইদিন কোন খোঁজই ছিল না লাশের। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুইদিন পর পাওয়া যায় তার লাশ। অতঃপর গ্রামের বাসায় নিয়ে গিয়ে ২২ জুলাই তাকে গ্রামে দাফন করা হয়।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মোবারক হোসেনদের গল্পটা অনেক কষ্টের। তার ছোট ভাই মোশাররফ হোসেন বলেন, "ছোটবেলাতেই বাবা তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মা ঢাকায় গৃহকর্মীর কাজ করে তাদের বড় করেছেন। দুই ভাই নবাবপুর এলাকার একটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানে বিক্রয় কর্মী হিসেবে কাজ করতাম। মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকার মতো বেতন পেতাম। সংসারটা কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যুতে হঠাৎ যেন সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল। তার স্ত্রী ও দেড় বছরের একটি সন্তান রয়েছে। একার

আয়ে ৬ সদস্যের এই সংসার কিভাবে চলবে? স্বামীকে হারিয়ে যেন শোকে পাথর হয়ে গেছেন স্ত্রী শান্তা আক্তার। কথা বলার সময় মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেন। বলেন, কি অপরাধ ছিল আমার স্বামীর?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ মোবারক হোসেন
Name: MD. MOBAROK HOSSAIN
পিতা: মোঃ আবুল হাশেম
মাতা: মোছাঃ জামেনা খাতুন
Date of Birth: 15 Nov 1992
ID NO: 5546854794

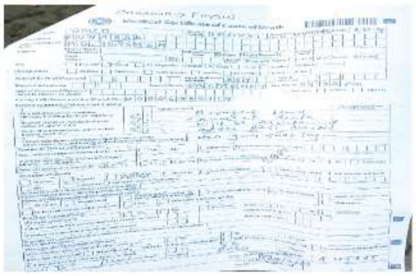

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: মোবারক হোসেন
পিতা	: মো: আবুল হাশেম
মাতা	: মোসা: জামেনা খাতুন
জন্ম তারিখ	: ১৫ নভেম্বর, ১৯৯২
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নোয়াকান্দি, ইউনিয়ন: ৮ নং আনন্দ বাজার, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: রায়েরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা সিটি দক্ষিণ
আহত হওয়ার স্থান	: রায়েরবাগ, কদমতলী থানার সামনে, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল: ৩.২০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ১৯ জুলাই বিকাল: ৫টা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজ গ্রাম, করিমগঞ্জ মডেল মসজিদ সংলগ্ন মাঠ

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেয়া
২. শহীদের বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া
৩. শহীদের মেয়ের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা
৪. শহীদের স্ত্রীর কর্মসংস্থানে সহায়তা করা

শহীদ মোঃ রুবেল

ক্রমিক : ৬৩৭

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আব্দুল্লাহ রুবেল কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার নোয়াবাদ ইউনিয়নের সিন্দ্রীপ গ্রামে ১৯৮৯ সালের ১০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মো: আজহারুল ইসলাম (৬৩) সরকারি চাকরি করতেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এবং অসুস্থ। মা মোসা: মাহমুদা আক্তার (৫০) একজন গৃহিণী। তারা পাঁচ ভাইবোন। রুবেল ছিলেন মেজ এবং বিবাহিত। তার এক ছেলে ২ মেয়ে রয়েছে। তারা পড়াশোনা করে। কিশোরগঞ্জ সদরে তিনি ব্যবসা করতেন। পরোপকারী এবং অনেক ভালো মনের মানুষ শহীদ রুবেল। কেউ অসুস্থ হয়েছে শুনলে তার সাথে দেখা করতে যেতেন, প্রয়োজন হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেন। রোগীর সেবা করতেন। মাঝে মধ্যে তাবলীগের সাথে চিল্লায় যেতেন। মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত করতেন।

৪ আগস্ট শহীদ রুবেল সকাল দশটায় বাসা থেকে বের হয়ে নিজের দোকানের দিকে যান। কিন্তু দোকান না খুলে তিনি ছাত্র-জনতার সাথে আন্দোলনে যোগ দেন এবং অনেক মানুষকে পানি পান করান। আন্দোলনে আহত ছাত্র-জনতাকে নিয়ে মেডিকেলে দৌড়ঝাঁপ করেন অনেকক্ষণ। এরপর আবার বাসায় ফিরে এসে ৩০ মিনিটের মত বিশ্রাম নেন। আবার আন্দোলনে যোগ দেন এবং সবাইকে পানি পান করান। ইতিমধ্যে তিনি ঘাতক পুলিশদের নিক্ষিপ্ত টিয়ার শেলের ভিতরে পড়েন। এত দৌড়ঝাঁপ, পরিশ্রম আর টিয়ারশেলের গ্যাসের কারণে তিনি হার্ট অ্যাটাক করেন। তাকে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা তাকে রেফার করে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওখানে নেওয়ার পর ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

একজন ভালো মনের পরোপকারী মানুষ ছিলেন শহীদ মোঃ রুবেল। ভালো-মন্দের পার্থক্য তিনি ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কোটাপ্রথা একটি চরম অবিচার। তাই সারা বাংলার মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল- " কোটা না মেধা মেধা মেধা "। সরকারের এই অবিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা বাংলার

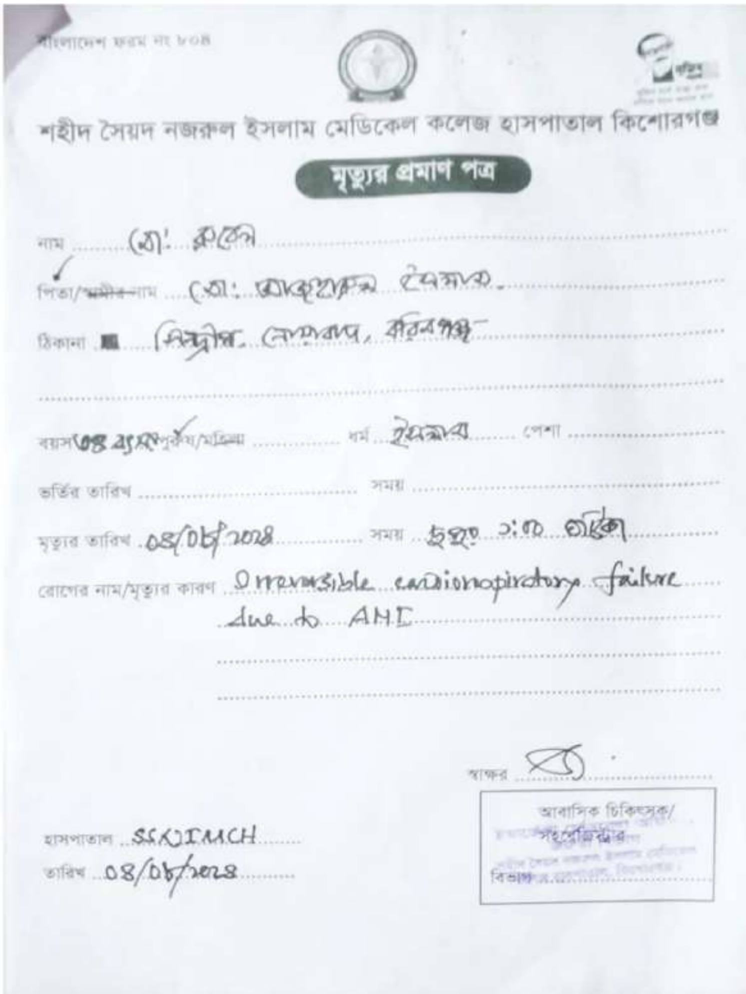

বাংলাদেশ ফরম নং ৮০৪

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কিশোরগঞ্জ

মৃত্যুর প্রমাণ পত্র

নাম মো: রুবেল

পিতা/স্বামীর নাম

ঠিকানা [redacted]

বয়স পুরুষ/মহিলা ধর্ম ইসলাম পেশা

ভর্তির তারিখ সময়

মৃত্যুর তারিখ ০৪/০৮/২০২৪ সময়

রোগের নাম/মৃত্যুর কারণ Irreversible cardiorespiratory failure due to AMI

স্বাক্ষর

আবাসিক চিকিৎসক/

হাসপাতাল SSNIMCH

তারিখ ০৪/০৮/২০২৪

মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। কোটা নামক এই বৈষম্যের নীতি তারা বাস্তবায়িত হতে দিবে না। যার যার অবস্থান থেকে তাইতো মানুষ এই আন্দোলনের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শহীদ মো: রুবেলও এইসব প্রতিবাদী মানুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিজের ইচ্ছায় যোগদান করেছিলেন। ধর্মপ্রাণ এই মানুষটার কাছে কোটাবিরোধী ছাত্রদের মাঠকে মনে হয়েছিল একটি যুদ্ধের মাঠ। এই মাঠে তিনি পানি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে। আহত নিহতদের সেবার পাশাপাশি তিনি তাদের পৌঁছে দিচ্ছিলেন হাসপাতালে। সারাদিনের দৌড়াদৌড়ি আর অন্যের সেবা করতে গিয়ে তিনি হয়ে পড়েছিলেন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। সরকারের অনুগত পেটুয়া বাহিনী মুর্মুহু সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট আর অসংখ্য টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে পরিবেশকে বিষিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিষাক্ত পরিবেশে ধোঁয়ায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কল্যাণকামী মানুষের প্রতিচ্ছবি শহীদ মোঃ রুবেল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে তার সহকর্মীরা দৌড়াদৌড়ি করেন। কিন্তু তাকে আর বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মানুষের পরম কল্যাণকামী এই পরোপকারী মানুষটি মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মোহাম্মদ রুবেল ছিলেন অতি বিনয়ী মানুষ। শহীদের মামা লুৎফর রহমান লতিফ বলেন, " রুবেল অনেক ভালো পরোপকারী মানুষ ছিল। কেউ অসুস্থ শুনলে সাথে সাথে তাকে দেখতে যেত।"

শহীদ রুবেলের ভাগ্নে আল আমিন বলেন,"আব্দুল্লাহ মামা অনেক ভালো মানুষ ছিল। তার মৃত্যুর সংবাদে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। দুপুরে জোহরের নামাজ পড়তে যাব এমন সময় শুনলাম রুবেল মামা মারা গিয়েছেন। উনি আমাকে সন্তানের মত ভালবাসতেন, গ্রামের বাড়ি আসলে আমার খোঁজ খবর নিতেন। অল্প বয়স হলেও সবার ভালবাসা অর্জন করেছেন। তিনি সবসময় গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াতেন, সাহায্য করতেন। এক এতিম মহিলাকে উনি দেড় বছর যাবত খাবার দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। মামা মারা যাওয়ার পর উনি এসে কান্না করতে করতে বলেন এখন আমাকে কে খাওয়াবে? এটা শোনার পর থেকে রুবেল মামার বাবা ঐ মহিলাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ রুবেল নিজের ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তার বাবা অবসরপ্রাপ্ত (সরকারি চাকরি করতেন)। তিনি মাসে ১০,০০০ টাকা পেনশন পান। তার আরো দুই ভাই ও দুই বোন রয়েছে। এক ভাই ও দুই বোন পড়াশোনা করে। বড় ভাই মারুফ মিষ্টির দোকানে কর্মচারী হিসেবে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে শ্রম দেন। শহীদের বাবা ও ভাই তাদের উপার্জন থেকে সামান্য আর্থিক সহযোগিতা করছেন শহীদ রুবেলের স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য। শহীদের স্ত্রী মাজেদা (২৭) একজন গৃহিণী। তাদের ঘরে জান্নাতুল ফেরদৌস নুন(১০), জান্নাতুল মাওয়া (৮) এবং মুহাম্মদ (৩) নামে তিন ছেলে মেয়ে রয়েছে। মেয়ে দুইটা পড়াশোনা করে। ভাই তোফায়েল (২২) বোন সুমাইয়া (২৪) এবং মুনিয়া(২১) অনার্সের শিক্ষার্থী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ রুবেল
Name: Md Rubel
পিতা: মোঃ আজহারুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ মাহমুদা আক্তার
Date of Birth: 10 Oct 1989
ID NO: 2693015033037

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: রুবেল
পিতা	: মো: আজহারুল ইসলাম
মাতা	: মোসা: মাহমুদা আক্তার
জন্ম তারিখ	: ১০ অক্টোবর, ১৯৮৯
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: সিন্দ্রিপ, ইউনিয়ন: নোয়াবাজার, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ
আহত হওয়ার স্থান	: কালিবাড়ি রোড, (থানার পশ্চিম পাশে), কিশোরগঞ্জ সদর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর: ১২ টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট, দুপুর ১টা, কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতাল থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: সিন্দ্রিপ, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দেয়া যেতে পারে
২. শহীদের ক্রয়কৃত জমিতে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া যেতে পারে
৩. শহীদের ছেলে-মেয়ের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে
৪. শহীদের স্ত্রীর কর্মসংস্থানে সহায়তা করা
৫. শহীদের বোনদের বিবাহে সহায়তা করা যেতে পারে

শহীদ রহমত মিয়া

ক্রমিক : ৬৩৮

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫১

পরিচিতি

শহীদ রহমত মিয়া বগুড়া জেলার জামতল গ্রামে ১২ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দিনমজুর পিতা মঞ্জু মিয়া কৃষিকাজ করেন। মা সুফিয়া বেগম গৃহিণী। ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি গাজীপুরে এস এম নেটওয়ার্ক লিমিটেড কোম্পানিতে চাকরি শুরু করেন। এই গার্মেন্টস কর্মী সুইং অপারেটরের দায়িত্ব পালন করতেন। ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিজয় পরবর্তী সময়ে বিজিবির গুলিতে তিনি শহিদ হন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪। স্বৈরাচার হাসিনার পতন হয়। একই সাথে বড় রকমের ধাক্কা খেল আগ্রাসী ভারত এ দেশ যেন দ্বিতীয় বারের মত স্বাধীনতা অর্জন করে। পুরো দেশের মানুষ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে আপামর জনসাধারণ উল্লাস শুরু করে। এই বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দ জোয়ারে তারা যেন খেই হারিয়ে ফেলে। বুক-হাতে-মাথায়-কবজিতে পতাকা বেঁধে, কেউবা সন্তানকে কাঁধে নিয়ে, বউ ছেলেমেয়ে সহ পুরো পরিবার নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। এই মাহেন্দ্রক্ষণের, এই বিজয়ের, এই শুভ

লগ্নের সবাই সাক্ষী হতে চায়।

দীর্ঘ ১৬ টা বছর। কি দুর্বিষহ যন্ত্রণাই না পাড়ি দিতে হয়েছে এদেশের মানুষকে। জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল ভারতের সেবাদাস খ্যাত আওয়ামী হায়েনা গোষ্ঠী। মানুষ ধরেই নিয়েছিল হয়তো বা আর এই জগদ্দল পাথরকে নামানো সম্ভব না। তাইতো এই ফ্যাসিস্ট খুনি সরকারের পতনে এমন বাধ ভাঙ্গা উল্লাস।

দুপুর দুইটার খাবারের পর এলাকার বাসা থেকে বের হন শহীদ রহমত মিয়া। যোগদেন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে। বিজয়ের এই মুহূর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সেনাবাহিনীর গাড়িতে উঠে পড়েন তারা কয়জন বন্ধু। বন্ধুরা গাড়ি থেকে নেমে গেলেও তিনি ঘোরার আশায় আরো দূর চলে যান। দেশটা স্বাধীন আজ মনের মত করে ঘুরবো, গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত যাব। কিছুদূর যাবার পর রহমত মিয়া গাজীপুর চৌরাস্তায় নেমে যান এবং আবারো আন্দোলনকারীদের সাথে যোগদান করেন। এখানে আর্টকাপড়া বিজিবি জনগণকে ভয় দেখানোর লক্ষ্যে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ে। আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিছু আন্দোলনকারী আবারও একত্রিত হয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। এবার বিজিবি আন্দোলনকারীদের দিকে গুলি ছুঁড়ে। এ সময় একটি গুলি রহমত মিয়ার ডান বগলের পাশ দিয়ে ঢুকে পিট দিয়ে বেরিয়ে যায়। রহমত মিয়া কিছুক্ষণ পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তবে তার মৃতদেহ আলহেরা মেডিকেল সেন্টারে পাওয়া যায়।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ রহমতের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ছোট ভাই আল আমিন বলেন, " বড় ভাই আমাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করে আমাকে বাসাতেই থাকতে বলেছিলেন। আমাকে বাসায় থাকতে বলে সে নিজেই আন্দোলনে যাবে এবং পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিবে সেটা আমি কখনোই বুঝতে পারিনি।" শহীদ রহমতের প্রতিবেশী মো: আশরাফ বলেন, "রহমত বেশ শান্তশিষ্ট ভালো ছেলে ছিল। কয়েক বছর যাবত গার্মেন্টসে চাকরি করে পরিবারকে সহযোগিতা করত। আচার ব্যবহার বেশ ভালো ছিল। আমরা এলাকাবাসী তার মত মানুষ হারিয়ে শোকাহত। আমরা এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই এবং রহমতকে যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শহীদ হিসেবে ঘোষণা করে ও তার পরিবারকে সুযোগ-সুবিধা দেয় সেই দাবি জানাচ্ছি।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ রহমত আলীর বাড়ি বগুড়ার সারিয়াকান্দির দুর্গম চর জামথল এলাকায়। তার বাবা মঞ্জু মিয়া একজন দিনমজুর, যিনি নিজের ভিটেমাটি হারিয়ে বর্তমানে একটি ইউপি সদস্যের জমিতে আশ্রয় নিয়েছেন। দীর্ঘদিনের নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে তারা অনেক কিছু হারিয়েছেন। পরিবারের অভাব ঘুচাতে শহীদ রহমত আলী পড়াশোনা ছেড়ে গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পরিবারের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ও একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি। জামথল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম রিপন বলেন, "নিহত রহমানের পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতই খারাপ যে অভাবের তাড়নায় রহমত পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে গার্মেন্টসে গিয়েছে চাকরি করতে। এখন তার পরিবার একেবারেই মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাবার দিনমজুরির আয় ও গ্রামবাসীর সহায়তায় এখন তাদের সংসার চলছে।" ভাই আল আমিন ছাত্র এবং পুত্রশোকে কাতর বাবা এখনো কাজ করতে পারছেন না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: রহমত মিয়া
Name: RAHMOT MIA
পিতা: মোঃ মুনজু মিয়া
মাতা: মোছাঃ সুফিয়া বেগম
Date of Birth: 12 Dec 2005
ID NO: 7367293318

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: রহমত মিয়া
পিতা	: মঞ্জু মিয়া
মাতা	: সুফিয়া বেগম
জন্ম তারিখ	: ১২ ডিসেম্বর ২০০৫
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: জামথল, ইউনিয়ন : কাজলা, থানা: সারিয়াকান্দি, জেলা: বগুড়া
আহত হওয়ার স্থান	: মাওনা, চৌরাস্তা, গাজীপুর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, দুপুর ৩.৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট, বিকাল ৪টা
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক বিজিবি
শহীদের কবরস্থান	: জামথল কাজলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দিতে হবে
২. শহীদের স্বজনদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে
৩. শহীদের ভাইয়ের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে
৪. শহীদের পিতা মাতাকে মাসিক অর্থ সহায়তা দেওয়া দরকার

শহীদ মো: ফারুক

ক্রমিক : ৬৩৯

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: ফারুক জামালপুরের ডেংগারনগর গ্রামে ১৯৮৫ সালের ৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা মৃত হায়দার আলী এবং মা মৃত ফাতেমা। তিনি ছিলেন পোল্ট্রি ফার্মের একজন সাধারণ কর্মচারী। ২০ জুলাই ২০২৪ তারিখে ঢাকার সাভারে তীব্র হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন। অনেক ছাত্র আহত হয়। তারা বাঁচার জন্য দোকানে দোকানে আশ্রয় নেয়। তখন ঘাতক পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। একটি গুলি শহীদ ফারুকের মাথায় লাগলে তিনি গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ সময় তার মালিকও আহত হয়। দুপুর দেড়টার দিকে বাড়িতে ফোন দিয়ে জানানো হয় ফারুক আহত। তার মালিককে ফোন দিলে জানান আমি ও আহত, ফারুক কোথায় জানিনা, হাসপাতালে আছে মনে হয়। পরে খোঁজ নিয়ে সন্ধ্যা ছয়টায় জানা যায় সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফারুক বারান্দায় শুয়ে আছে। তখনো তার চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। ফারুকের শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। ডাক্তার বললেন, তার প্রাণ আছে কিন্তু রক্ত নাই। তারপর তার সিটি স্ক্যান করা হয়। সিটি স্ক্যান করার পর ডাক্তার বলেন, তার মাথায় অনেক গুলি এটা অপারেশন করা সম্ভব না। আপনারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। পরদিন রাত সাড়ে আটটায় খবর আসে শহীদ ফারুক ইন্তেকাল করেছেন। ২২ জুলাই সকাল ১১ টায় নিজ এলাকায় তার জানাজা সম্পন্ন হয় এবং বাড়ির পাশেই তাকে দাফন করা হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ ফারুক ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের একজন সমর্থক। তিনি আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও আন্দোলনের প্রতি ছিল তার পূর্ণ সমর্থন। ঘটনার দিন ২০ জুলাই সকাল থেকেই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলছিল। সকাল ১২ টার দিকে ছাত্ররা পুলিশের গুলি থেকে বাঁচার জন্য তার দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেনও। এ সময় পুলিশ তার দোকানের দিকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে ফারুক ও তার মালিক দুজনই আহত হন। গুলি ফারুকের মাথায় তীব্র আঘাত হানে। এই আঘাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ মো: ফারুক অতি সহজ সরল ভালো মানুষ ছিলেন। শহীদের এলাকাবাসীর দাবি, যেহেতু সে আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে, তাই তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভূষিত করা হোক এবং তার হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় আনা হোক।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ ফারুক ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। তিনি সাভারে একটি মুরগির দোকানের কর্মচারী ছিলেন। মাসে ১০ হাজার টাকা উপার্জন করতেন। তার মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে পড়াশোনা করে এবং স্ত্রী গৃহিণী। আত্মীয়-স্বজন এবং চ্যারিটি সংস্থার কিছু সহযোগিতায় তাদের দিন চলছে। তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। বড় ছেলে মাহফুজ (১২) পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং মেয়ে তাবাসসুম (৮) প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

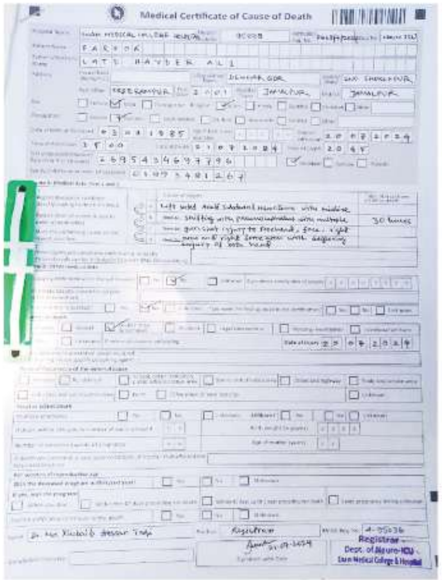

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: ফারুক
পিতা	: হায়দার আলী
মাতা	: ফাতেমা
জন্ম তারিখ	: ৩ জুলাই, ১৯৮৫
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: ডেংগার নগর, ইউনিয়ন: ২ নং শ্রীরামপুর, জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর
আহত হওয়ার স্থান ও সময়	: সাভার
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২১ জুলাই ২০২৪, রাত ৮টা, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাভার, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: স্বৈরাচার হাসিনার ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজ গ্রাম

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন অনুদান দিতে হবে
২. শহীদের স্বজনদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করতে হবে
৩. শহীদের সন্তানদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ সাফওয়ান আখতার সদ্য

ক্রমিক : ৬৪০

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫৩

শহীদ পরিচিতি

২০০৯ সালের ২ অক্টোবর জামালপুর জেলার শরীফপুর ইউনিয়নের সবুজ শ্যামল গ্রাম রঘুনাথপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম নায়ক বীর সেনানী সাফওয়ান আখতার সদ্য। বাবা মো: আখতারুজ্জামান (৪৮) ভেটেরিনারি ডাক্তার (মিল্ক ভিটা) এবং মা সমাজ সেবিকা খাদিজা বিন জুবায়েদ (৪৪)। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণীর শাপলা সেকশনের বিজ্ঞান বিভাগ শিক্ষার্থী সদ্যের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হবে। স্কুলের বিজ্ঞান মেলায় বরাবরই ছিল তার সরব উপস্থিতি। ঝোঁক ছিল খেলাধুলায়, ছবি আঁকায় আর এনিমেশন বানানোতে। কোরআন-হাদিস আর বিজ্ঞানের বই থাকত তার টেবিল জুড়ে। জানতে চাইত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন বিষয়াদি। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শুরু থেকেই যোগদান করার জন্য বাবার কাছে বায়না ধরতো দশম শ্রেণি পড়ুয়া সদ্য।

৫ আগস্ট ইতিহাসের নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার খুনি হাসিনার পলায়নের দিন অর্থাৎ সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে শহীদ সদ্য গিয়েছিলেন বিজয় মিছিলে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ তিনি এই বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। পলাতক হাসিনার পেটুয়া বাহিনী তখনো সরব ছিল। ঘাতক সেই বাহিনীর গুলিতেই চিরতরে হারিয়ে যায় মেধাবী সন্তান শহীদ সাফওয়ান।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার। নিকৃষ্ট ফ্যাসিবাদের কবর থেকে পুনর্জন্ম ঘটে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের। বন্ধুবেশী ভিনদেশী শকুন খামচে ধরেছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা, স্বপ্ন দেখেছিল এই দেশটিকে তাবেদার-করদ রাজ্যে পরিণত করার। দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় চিরতরু দামাল ছাত্র-জনতা। শত শত মানুষ তরুণ-যুবক অকাতরে রক্ত ঢেলে দেয় খুনি হাসিনার রক্তপিপাসা মিটাতে। অবশেষে রক্ত রাঙ্গা পিচ্ছিল পথ বেয়ে আসে এদেশের মুক্তি। জন্ম হয় প্রকৃত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এই দিন দুপুর একটার দিকে বাবার সাথে বিজয় মিছিলে অংশ নিতে বেরিয়েছিলেন শহীদ সদ্য। বাবা ছেলে মিলে হেঁটে হেঁটে চলে গিয়েছিলেন সাভারের পাকিজা স্ট্যান্ডে। বিকেল ৪:১৫টা পর্যন্ত বাবার সাথেই ছিলেন তিনি। এরপর বন্ধুদের সাথে চলে যান সদ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে হয়তোবা পেটোয়া হাসিনার বাহিনী আর গুলি করবে না এই ভরসায়। তার বাবা আখতারুজ্জামান এর ধারণা, পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ঘাতক পুলিশের গুলি লেগেছে সদ্যর গায়ে। একটা গুলি লেগেছিল ওর হাতে অন্যটা বুকের পাঁজরে। রাত ৯ টা পর্যন্ত সদ্য ফিরে না আসায়; বাবা খুঁজতে খুঁজতে রাত সাড়ে নয়টার দিকে চলে যান এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই স্ট্রেচারে পড়েছিল ছিলো সদ্যের লাশ। ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে সাফওয়ান আখতার সদ্য।

শহীদের স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সদ্যের শাহাদাতের খবরে তার বিদ্যালয়ে, সাভারের আশেপাশের লোকজনের মধ্যে এবং গ্রামের বাড়ি জামালপুরে নামে শোকের ছায়া। শহীদের মা খাদিজা বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন ছেলের মৃত্যুর সংবাদে। মনে হচ্ছিল সময় যেন থমকে দাঁড়িয়েছে।

শহীদ সাফওয়ান আখতার সদ্যর মা বলেন, "সদ্য আমাকে বলতো মা তুমি আমাকে কি বানাতে চাও"। আমি বলতাম আমি তোমাকে কিছুই বানাতে চাই না, তুমি অলরেডি আমার সবকিছু হয়ে গেছো। সদ্য সারাদিন আমাকে মা মা বলে ডাকাডাকি করত। কারণেও ডাকতো অকারণেও ডাকতো। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতো আপু তো কথা বলতে পারেনা তোমাকে মা বলেও ডাকতে পারে না। তাই আমি তোমাকে এতবার মা বলে ডাকি আমার ভাগেরটা ডাকি, আপুর ভাগেরটাও ডাকি। সদ্যের উপর কখনো রাগ বা অভিমান করে বেশীক্ষণ থাকতে পারতাম না। এসে জড়িয়ে ধরে বলতো মা তুমি কেন রাগ-অভিমান কর? বাবাকে সারাদিন বাসায় পাই না। এখন তুমি যদি রাগ করে থাকো তাহলে আমি কি করবো? কোথায় যাবো বলোতো? আমার তো ভালো লাগে না তুমি রাগ করলে।" সদ্যের মা আরো বলেন, "কত যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম আমার ছেলেকে নিয়ে। সব শেষ হয়ে গেল।" ঢুকরে কাঁদতে কাঁদতে শহীদ সাফওয়ান আখতার সদ্যের গর্ভধারিণী মা খাদিজা বিনতে জুবায়েদ বলেন, "আমার সদ্য কে যদি বলতাম সদ্য আজকে টিফিনে কি খেতে চাও বাবা? আমি কি বানাবো আজ তোমার জন্য? সদ্য জবাব দিতো, মা আমি আজ টিফিন নিব না। তোমাকে কিছু বানাতে হবে না। তুমি এমনিতেই সারাদিন কষ্ট কর। বাসায় কাজ করো, রান্না করো। তোমাকে এত কষ্ট করে এত সকালে উঠে আমার টিফিন বানাতে হবে না। তুমি বিশ্রাম নাও মা।"

শহীদ সদ্যর চাচা মো: তমল উদ্দিন বলেন, "সদ্য খুব মেধাবী এবং বুদ্ধিমান ছেলে ছিল। শুধু লেখাপড়া নয় চেহারার দিক দিয়েও সদ্য ছিল অনন্য। সবাই তাকে খুব পছন্দ করত। আমাদের অনেক স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে সদ্য দেশের নেতৃত্ব দিবে। বড় আর্মি অফিসার হবে কিন্তু তা আর হলো না। সদ্যর মৃত্যুতে আমাদের পুরো এলাকাবাসী শোকাহত। এতটাই কষ্ট আমাদের মনে হয় যে, ওর চেহারা মনে পড়লে সেদিন আর আমি ভাত খেতে পারি না। সদ্য কখনো সালাম না দিয়ে কথা বলতো না। সবসময় মানুষকে সালাম দিয়ে চলতো। বর্তমানে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন একটাই সদ্যকে যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার চাই। আমার ভাতিজার হত্যার সুষ্ঠু বিচার হলে কেবল আমাদের মন শান্ত হবে। আপনারা সবাই আমার ভাতিজার জন্য দোয়া করবেন; যেন আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতবাসী করেন।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের গর্বিত পিতা মো: আকতারুজ্জামান পেশায় একজন ভেটেরিনারি ডাক্তার। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য মিল্কভিটা কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। চাকুরীর সুবাদে জনাব আখতারুজ্জামান এর আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। তিনি বর্তমানে পিএইচডি ফেলো। শহীদের মা খাদিজা বিন জুবায়েদ একজন সমাজসেবিকা। শহীদ সদ্যের বড়বোন আতিয়া জামান তিশমা (১৯) একজন ছাত্রী।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Savar Paurasava
Savar, Dhaka
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration: 27/08/2024
Death Registration Number: 20093913677114699
Date of Issuance: 01/09/2024

Date of Birth : 02/10/2009 Sex : Male
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

Name : Safwan Akhtar
Mother : Khadiza Bin Jubaid
Nationality : Bangladeshi
Father : Muhammad Aktaruzzaman
Nationality : Bangladeshi
Place of Death : Dhaka, Bangladesh
Cause of Death : Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Peeyush Kanti Sarkar
Sanitary Inspector
Savar Pourashava
Savar, Dhaka

Seal & Signature
Registrar
Dr. Kazi Afroza Siddiqa
Medical Officer
Savar Pourashava
Savar, Dhaka

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

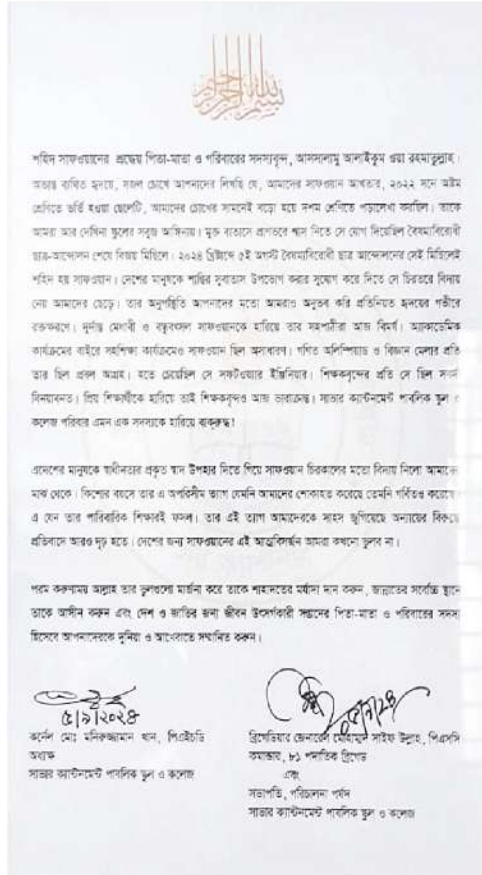

শহিদ সাফওয়ানের শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে, সজল চোখে আপনাদের লিখছি যে, আমাদের সাফওয়ান আখতার, ২০২২ সনে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছেলেটি, আমাদের চোখের সামনেই বড়ো হয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ালেখা করছিল। তাকে আমরা আর দেখিনা স্কুলের সবুজ অঙ্গিনায়। মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে শ্বাস নিতে সে যোগ দিয়েছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন শেষে বিজয় মিছিলে। ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দে ৫ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সেই মিছিলেই শহিদ হয় সাফওয়ান। দেশের মানুষকে শান্তির সুবাতাস উপভোগ করার সুযোগ করে দিতে সে চিরতরে বিদায় নেয় আমাদের ছেড়ে। তার অনুপস্থিতি আপনাদের মতো আমরাও অনুভব করি প্রতিনিয়ত হৃদয়ের গভীরে রক্তক্ষরণে। দুর্দান্ত মেধাবী ও বন্ধুবৎসল সাফওয়ানকে হারিয়ে তার সহপাঠীরা আজ বিমর্ষ। অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের বাইরে সহশিক্ষা কার্যক্রমেও সাফওয়ান ছিল অসাধারণ। গণিত অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান মেলার প্রতি তার ছিল প্রবল আগ্রহ। হতে চেয়েছিল সে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। শিক্ষকবৃন্দের প্রতি সে ছিল সদা বিনয়াবনত। প্রিয় শিক্ষার্থীকে হারিয়ে তাই শিক্ষকবৃন্দও আজ ভারাক্রান্ত। সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ পরিবার এমন এক সদস্যকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ!

এদেশের মানুষকে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ উপহার দিতে গিয়ে সাফওয়ান চিরকালের মতো বিদায় নিলো আমাদের মাঝ থেকে। কিশোর বয়সে তার এ অপরিসীম ত্যাগ যেমনি আমাদের শোকাহত করেছে তেমনি গর্বিতও করেছে। এ যেন তার পারিবারিক শিক্ষারই ফসল। তার এই ত্যাগ আমাদেরকে সাহস জুগিয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আরও দৃঢ় হতে। দেশের জন্য সাফওয়ানের এই আত্মবিসর্জন আমরা কখনো ভুলব না।

পরম করুণাময় আল্লাহ তার ভুলত্রুটি মার্জনা করে তাকে শাহাদতের মর্যাদা দান করুন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে তাকে আসীন করুন এবং দেশ ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গকারী সন্তানের পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্য হিসেবে আপনাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত করুন।

৫/৯/২০২৪
কর্নেল মোঃ মনিরুজ্জামান খান, পিএইচডি
অধ্যক্ষ
সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইফ উল্লাহ, পিএসসি
কমান্ডার, ৮১ পদাতিক ব্রিগেড
এবং
সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ
সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: সাফওয়ান আখতার সদ্য
পিতা	: মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান (৪৮)
মাতা	: খাদিজা বিন জুবায়েদ (৪৪)
জন্ম তারিখ	: ২ অক্টোবর ২০০৯
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রঘুনাথপুর, ইউনিয়ন: শরীফপুর, শ্রীরামপুর, জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর
বর্তমান ঠিকানা	: ১০৮/৫ মামনি প্রপার্টিস টু, সিআরপি রোড, সাভার, ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান ও সময়	: পাকিজা স্ট্যান্ডের সামনে, সাভার
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল: ৫টা, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাভার, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজ গ্রাম

১. শহীদের পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল। শহীদের স্মৃতি রক্ষার্থে তার বাবা জনাব মো: আখতারুজ্জামান শহীদ সদ্যের নামে চিকিৎসা কেন্দ্র, মসজিদ, মাদ্রাসা, ওযুখানা, স্কুল ইত্যাদি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছেন। এইসব উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আর্থিক সহায়তা করা প্রয়োজন।

শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম

ক্রমিক : ৬৪১

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ রফিকুল ইসলাম ১৯৯৩ সালের ১৩ মার্চ কুড়িগ্রামের হিংরন রায়ের ডাকবাংলা পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা মৃত আমির হোসেন এবং মা রওশন আরা গার্মেন্টস কর্মী। শহীদ রফিকুল ইসলাম ছিলেন দুই ভাইয়ের মধ্যে বড়। তার বয়স যখন সাত বছর তখনই তার বাবা মৃত্যুবরণ করেন। সাভারের গেন্ডিতে রিকশা চালিয়ে তিনি সংসারের ব্যয়ভার বহন করতেন। ছোট ভাই রমজান আলী রিকশাচালক।

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম বের হয়েছিলেন বিজয় মিছিল দেখতে। বিকেল চারটার সময় বিজয় মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে একটি গুলি তার গায়ে এসে লাগে। ঘটনাস্থলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। আহত রফিকুল ইসলামকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ রফিকুল ইসলাম ছিলেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাদের জীবন যেন সংগ্রাম আমার ত্যাগের। ছোটবেলা থেকেই বড় হয়েছেন অভাব আর কষ্টের মধ্যে। সাত বছর বয়সে বাবা মারা গিয়েছিলেন। ছিল আরো একটি ছোট ভাই। টিকে থাকার লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল গৃহিণী মাকে। গার্মেন্টস শ্রমিক হিসাবে কঠোর পরিশ্রম করে বড় করে তোলেন দুই ছেলেকে। তবুও যেন জীবন চলে না। ছোট ভাই বেছে নেন রিকশা চালকের জীবন। ভাগ্যের পরিবর্তনের আশায় রফিকুল ইসলাম সাভারের গেন্ডাতে মাকে নিয়ে আসেন এবং অটোরিকশা চালাতে শুরু করেন। মাঝে সেরে ফেলেন বিবাহের কাজটিও।

৫ আগস্ট খুনী হাসিনা পালিয়ে গেলে সাভারের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে। পুলিশের সাথে শিক্ষার্থীদের উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আন্দোলনকারীরা রাস্তা অবরোধ করে এবং স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশও আন্দোলনকারীদের ছত্র ভঙ্গ করতে গুলি চালায়। রফিকুল ইসলাম আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। তিনি ওই সময় বিজয় মিছিল দেখতে বের হয়েছিলেন। বিকাল চারটার দিকে পুলিশের ছোঁড়া একটা গুলি তার গায়ে লাগে। তাকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসারত অবস্থায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার পরিবার মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে ২২ হাজার টাকা খরচ দিয়ে গ্রহণ করেন শহীদ রফিকুল ইসলাম এর লাশ। পরে গ্রামের বানারের পাড়া সামাজিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের মা রওশন আরা একজন গার্মেন্টস শ্রমিক। ছোট ভাই মোঃ রমজান (২৫) রিকশাচালক। শহীদের স্ত্রী আয়েশা মনি এখন বিধবা, তিনি হিফজ করেছেন ১১ পারা পর্যন্ত। বর্তমানে তিনি বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন। পরিবারটি আর্থিক ভাবে দুরাবস্থায় পতিত হয়ে ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে এসেছে। বাবার থেকে প্রাপ্ত জমির উপর একটি ছোট্ট ঘর তৈরি করে তারা কুড়িগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন।

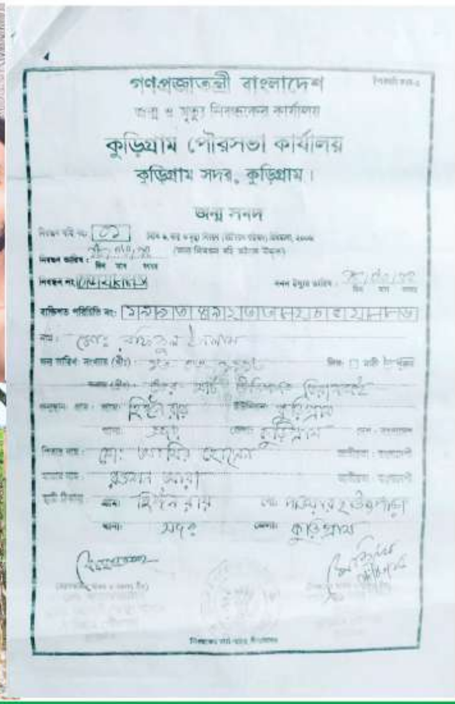
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
কুড়িগ্রাম পৌরসভা কার্যালয়
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।
জন্ম সনদ

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মোঃ রফিকুল ইসলাম
পিতা	: মৃত আমির হোসেন
মাতা	: রওশন আরা
জন্ম তারিখ	: ১৩ মার্চ ১৯৯৩
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ডাকবাংলাপাড়া, ইউনিয়ন: হিংরন রায়, কুড়িগ্রাম সদর, জেলা: কুড়িগ্রাম
বর্তমান ঠিকানা	: ছাপরা মসজিদ, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান	: গেন্ডা, সাভার, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: বিকাল: ৪টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা: ৭:৩০টা, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাভার, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশ বাহিনী
শহীদের কবরস্থান	: নিজ গ্রাম, বানারের পাড়া সামাজিক কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের মাকে বাড়ি তৈরি করে দেয়া দরকার
২. মায়ের জন্য মাসিক আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন করা দরকার
৩. শহীদের বিধবা স্ত্রীকে সহায়তা করা প্রয়োজন

শহীদ মো: লিটন

ক্রমিক : ৬৪২

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: লিটন জামালপুর জেলার চিনাডুলি ইউনিয়নের খামারিয়া পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৬ জুলাই ২০০৬ সালে। বাবা সবুর মন্ডল (৫৭) পেশায় একজন কৃষক এবং মা মোছা: জাম্বি বেগম (৫৪) একজন গৃহিণী। তিনি সাত ভাই-বোনের মধ্যে ছিলেন সবার ছোট। মধ্য বাড্ডার রিস্টমেন্ট গার্মেন্টস কাটিং সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মোহাম্মদ লিটন ছিলেন একজন কঠোর পরিশ্রমী গার্মেন্টস কর্মী। নিজে যা আয় করতেন তা থেকে পিতাকেও সহায়তা করতেন। মোটামুটি স্বচ্ছলতায় তার দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ২০ জুলাই ২০২৪ তার জীবনের সব কিছু এলোমেলো করে দেয়। দিনটি তার পরিবারের কাছে একটি বেদনাময় দিন হিসাবে গৃহীত হবে। এদিন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারের কিছু নীতির

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঢাকার বাড্ডা এলাকায় বিক্ষোভ করছিল। সকাল সাড়ে দশটার দিকে লিটন বাড়ি থেকে বের হন। অনুমানিক সাড়ে ১১ টার দিকে তিনি মধ্য বাড্ডার ইউলুপের কাছে অবস্থান করছিলেন। শিক্ষার্থীরা বাড্ডা এলাকার রাস্তায় অবস্থান নেয়। আন্দোলনকারীদের হটাতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। ফলে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের একটি গুলি লিটনের মাথায় আঘাত করে। গুলিটি এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ সময় লিটনের সঙ্গে তার ভাইও ছিলেন। কিন্তু বাজে পরিস্থিতির কারণে তাকে হাসপাতালে নিতে পারেননি। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অক্সিজেন দিলেও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তার জীবন রক্ষা করা যায়নি। কিছুক্ষণ পরে শহীদ লিটন মহান আল্লাহর দরবারে চলে যান।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

সাত ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট মো: লিটন ছিলেন অতি আদরের। এলাকাবাসীর সাথে ছিল তার গভীর মমতার সম্পর্ক। প্রতিবেশী ও গ্রামের লোকেরা শহীদ লিটনকে একজন বিনয়ী ও ভালো মনের মানুষ হিসেবে জানতো। তার মৃত্যুতে সবাই মর্মাহত এবং শোকাহত। এই মর্মান্তিকঘটনায় সবাই সরকারের প্রতি দাবি জানান, যেন এমন হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় এবং ভবিষ্যতে আর কোন পরিবারকে এমন শোক সইতে না হয়। এলাকাবাসী মোঃ ইউনুস বলেন, "লিটন খুবই ভালো ছেলে ছিল। এলাকার মধ্যে বেশ ভদ্র বিনয়ী হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল। তার মৃত্যুতে আমরা অনেক শোকাহত। আমরা সবাই লিটন হত্যার বিচার চাই।" শহীদের পিতা আব্দুস সবুর মন্ডল বলেন,"লিটনকে হারিয়ে আমি খুব কষ্টে আছি। আমার মনে যে ব্যাথা তা কাউকে বলতে পারবো না। লিটন আমাকে আর্থিকভাবে খুব সহযোগিতা করতো। আমার বাকি ছেলেরা যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মধ্যে টাকা-পয়সা দিলে দেয়, না দিলে দেয় না। কিন্তু লিটন আমাকে সবসময় সাহায্য করতো।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মো: লিটন সাত ভাই বোনের মধ্যে ছিলেন সবার ছোট। তিনি একটি গার্মেন্টসে কাটিং সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। একজন ভাই প্রবাসে থাকেন। তৃতীয় ভাই গার্মেন্টস কর্মী। আরেক ভাই মাদ্রাসার ছাত্র। বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা একজন কৃষক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ লিটন
Name: MD. LITON
পিতা: মোঃ সবুর মন্ডল
মাতা: মোছাঃ জাম্বি বেগম
Date of Birth: 16 Jul 2006
ID NO: 1524665963

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: লিটন
পিতা	: মো: সবুর মন্ডল
মাতা	: মোসা: জাম্বি বেগম
জন্ম তারিখ	: ১৬ জুলাই ২০০৬
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: খামারিয়া পাড়া, ইউনিয়ন: চিনাডুলি, থানা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর
আহত হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: মধ্য বাড্ডা ইউলুপের সামনে, ঢাকা, ২০ জুলাই, সকাল ১১ টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২০ জুলাই ২০২৪, দুপুর সাড়ে বারোটা, ইএমজি হাসপাতাল, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজ গ্রাম, খামারিয়া পাড়া

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের ছোট ভাইয়ের পড়া চালিয়ে নিতে বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে
২. শহীদের পিতা-মাতাকে আর্থিক সহায়তা করা যেতে পারে

শহীদ মো: মিজানুর রহমান

ক্রমিক : ৬৪৩

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: মিজানুর রহমান জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার মিলন বাজার ইউনিয়নের ভেলামারি গ্রামে ২৫ আগস্ট ১৯৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ওসমান গনি সবজি ব্যবসায়ী এবং মা জায়েদা বেগম একজন গৃহিণী। শহীদ মিজানুর রহমানরা তিন ভাই ও দুই বোন। বিবাহিত মিজানুর রহমান এক ছেলে ও এক মেয়ের সন্তানের জনক। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। পেশায় জুতা ব্যবসায়ী। স্ত্রী একজন গার্মেন্টস শ্রমিক। ৫ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিজয় মিছিল দেখার জন্য ছাদে উঠলে পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলিতে তিনি ছাদে গুলি বিদ্ধ হন। ৬ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মোঃ মিজানুর রহমান বিজয়মিছিল দেখার জন্য ছাদে ওঠেন। ছাদে থাকা অবস্থায় পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলি তার পেটের নিচে লাগে। তখন মিজানকে নিয়ে তার পরিবার বিভিন্ন হাসপাতালে ছোটাছুটি করতে থাকেন। পরে শ্যামলী ডক্টরস পয়েন্টে ডাক্তার দেখানো হয়। একদিন আইসিইউতে রাখার পর ডাক্তাররা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। ৬ আগস্ট ২০২৪ তার পরিবারের সদস্যরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অপারেশন করার পর মিজানুর রহমানের রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং পরে বিকাল সাড়ে তিনটায় তিনি মারা যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃত্যুজনিত ছাড়পত্র দিতে দেরি করায় মিজানের পরিবার রাত সাড়ে দশটার দিকে শহীদ মিজানের লাশ নিয়ে গ্রামের বাড়িতে রওনা দেন এবং রাত সাড়ে তিনটায় বাড়িতে পৌঁছান। পরের দিন ৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সকাল ১০ টায় শহীদের জানাজা সম্পন্ন হয়।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদ মিজানুর রহমান ছিলেন পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং সে তার সন্তানদের পাশাপাশি বাবা-মা ও ভাইদের আর্থিক সহায়তা করতেন। শহীদের ছোট ভাই মো: রাশিদুল ইসলাম বলেন, ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকারের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশের গুলিতে শহীদ মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। কেন তারে মারা হইল? পুলিশ কেন তারে মারলো? সে তো নিরপরাধ ছিল। সে তো কোন অপরাধ করেনি। কেন তাকে পুলিশ মারল? এখন আমাদের বয়স্ক বাবা এবং অসুস্থ মাকে কে দেখবে? তার ছোট সন্তানদের কে দেখবে? আমরা সরকারের কাছে এই হত্যার বিচার চাই। শহীদদের মামাতো ভাই মোর্শেদ আহমেদ বলেন," মিজানুর রহমান মারা যাওয়ার কারণে তার পরিবার আর্থিক সংকটে আছে। আমরা তার হত্যাকাণ্ডের সঠিক তদন্ত ও বিচার চাই। সরকার যেন তার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়, তাতে করে মিজানের পরিবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মো: মিজানুর রহমান ছিলেন জুতার ব্যবসায়ী। তার স্ত্রী গার্মেন্টস কর্মী। অসুস্থ বাবা মাঝে মাঝে সবজির ব্যবসা করেন। দুই ভাই জাহিদুল ইসলাম (৩২) বেকার এবং রাশিদুল ইসলাম (২৬) মোবাইল মেকানিক। ছেলে শুভ (১৪) হাজী সৈয়দ খান স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং মেয়ে মিনি আক্তার (৭) জান্নাতুল নিসা বালিকা মাদ্রাসার ছাত্রী। শহীদ মিজানুর রহমান স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে আশুলিয়ায় ভাড়া থাকতেন। গ্রামে তাদের কোন বাড়ি নাই। বর্তমানে স্ত্রীর আয় দিয়ে তাদের সংসার চলছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ মিজানুর রহমান
Name: MD. MIZANUR RAHMAN
পিতা: মোঃ ওসমান গনি
মাতা: মোঃ জাহানারা বেগম
Date of Birth: 25 Aug 1987
ID NO: 5533916929

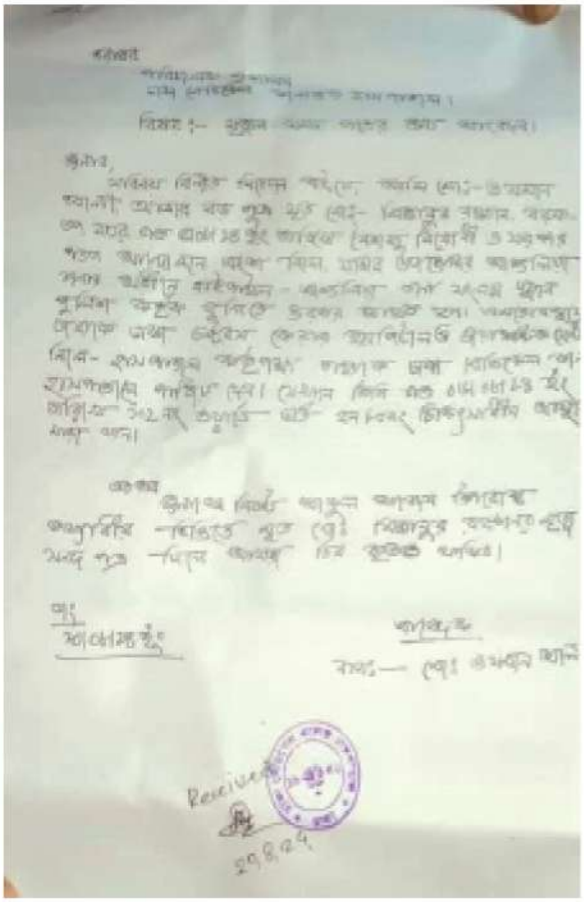

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: মিজানুর রহমান
পিতা	: মো: ওসমান গনি
মাতা	: জাহানারা বেগম
জন্ম তারিখ	: ২৫ আগস্ট ১৯৮৭
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভেলামারি, ইউনিয়ন: মিলন বাজার, থানা: মাদারগঞ্জ, জেলা: জামালপুর
বর্তমান ঠিকানা	: উত্তর গাজীর চট, মুন্সিবাড়ি, বাইপাইল আশুলিয়া, ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান	: বাইপাইল বাসার ছাদে, আশুলিয়া
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট বিকাল তিনটা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৬ আগস্ট, বিকাল সাড়ে তিনটা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: ভেলামারি, মিলনবাজার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারের জন্য বাসস্থান দরকার
২. শহীদের ছেলে মেয়ের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা
৩. শহীদের বৃদ্ধ ও অসুস্থ পিতা-মাতাকে আর্থিক সহায়তা করা যেতে পারে

শহীদ মো: মোস্তফা

ক্রমিক : ৬৪৪

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: মোস্তফা জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানার মহিষবাথান ইউনিয়নের ধলিরবন্দ গ্রামে ১৫ মার্চ ২০০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহাম্মদ স্বপন মিয়া টেক্সটাইলে চাকরি করেন এবং মা মর্জিনা বেগম গৃহিণী। মোস্তফা বিএমডি কারিগরি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেছিলেন। বাবা মা, স্ত্রী এবং ছোট দুই ভাইয়ের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নেওয়ার জন্য তিনি নিজের লেখাপড়াকে বিসর্জন দিয়ে গাজীপুর সাদমা গার্মেন্টসে প্রোডাকশন অপারেটর হিসেবে চাকরি নেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মোস্তফা ছিলেন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। বাস করতেন গাজীপুরের মৌচাক এলাকায়। ৫ আগস্ট বিকাল চারটায় তিনি বাসা থেকে বের হয়ে কোম্পানির বসের সাথে দোকানে বসে চা পান করতে করতে শুনেন শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়েছে। শহীদ মোস্তফা এ সময় যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আনন্দ মিছিলে। ওই মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে মোস্তফা গুলিবিদ্ধ হয়ে তখনই শাহাদত বরণ করেন। মোস্তফা ৫ আগস্ট মৃত্যুবরণ করলেও তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল না। পরের দিন ৬ আগস্ট সকাল দশটার দিকে সফিপুর আনসার একাডেমি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার ভেতরে এক জঙ্গলের মধ্যে শহীদ মোস্তফার লাশ পাওয়া যায়।

৫ আগস্ট তিনি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আনন্দ মিছিলে যোগ দিতে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললে স্ত্রী যেতে বারণ করেন। তাই তাকে ভিতরে রেখে দরজা মেরে প্রতিবেশীর কাছে চাবি দিয়ে বিজয় মিছিলে অংশ নিতে চলে যান। তার শরীরের সবেশ কিছু গুলির চিহ্ন পাওয়া যায়। এক প্রতিবেশীর নিকট থেকে ফোন পেয়ে পরিবারকে তার লাশ উদ্ধার করে।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদ মোস্তফা ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ। খুব ছোট থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। তিনি কখনো নামাজ কাজা করতেন না। মানুষের উপকার করার চেষ্টা করতেন। তাই বিনয় ও ভদ্র শহীদ মোস্তফার ইন্তেকালের মানুষ গভীরভাবে শোকাহত হন। স্ত্রীর বাধা অতিক্রম করে তিনি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাই তার স্ত্রী নুরুন্নাহার বলেন- " আগে যদি জানতাম আমার স্বামী আর ফিরবে না তাহলে আমার সব শক্তি দিয়ে ওনাকে আটকে রাখতাম।" তিনি আরো বলেন,"আমার কোন সন্তান নেই। উপার্জনেরও কোন পথ বা উৎস নেই। সংসার চালানোর জন্য আর্থিক সহায়তা দরকার।"

শোকে কাতর মা বলেন, "মার কিছুই নাই, জমি জিরাত,টাকা পয়সা কিছু নাই। আমার বাপ জানে আমারে চালাইতো। সবার খেয়াল রাখত। পোলারে বিয়া করাইছি এখনও বাচ্চাকাচ্চা হয় নাই। আমার পোলার জীবন শেষ হয়ে গেল। আমাদের এখন দেখবে কে?" এ অবস্থায় তার দাবি ছেলে হত্যার যেন সুষ্ঠু বিচার হয়। তাদের পরিবারের জন্য যেন সরকার আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়,যাতে তার বিধবা স্ত্রী এবং ছোট ভাইদের ভবিষ্যতে একটু হলেও সুন্দর হয়।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

পাঁচ ছয় মাস আগে মাত্র ২১ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন শহীদ মো: মোস্তফা। তারপর পারি জমিয়েছিলেন গাজীপুরে। সদ্য বিধবা স্ত্রীর আয়ের কোন উৎস নেই। তার আরও দুটি ছোট ছোট ভাই রয়েছে। মেহেদী হাসান (১৩) ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে এবং নুর আলমের বয়স মাত্র চার বছর।

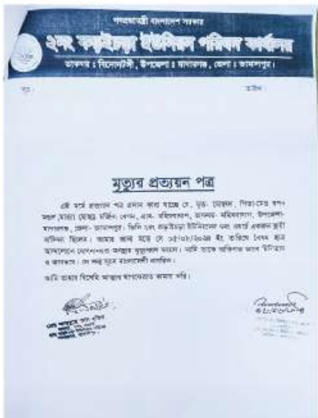

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৃত্যুর প্রত্যয়ন পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ মোস্তফা
Name: MD. MOSTOFA
পিতা: মোঃ স্বপন মিয়া
মাতা: মর্জিনা বেগম
Date of Birth: 15 Mar 2002
ID NO: 5117520766

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
কড়ইচড়া ইউনিয়ন পরিষদ
মাদারগঞ্জ, জামালপুর
জন্ম সনদ

নিবন্ধন বহি নং: ৭
নিবন্ধনের তারিখ: ২১-০৩-২০০৮
জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০২৩৯১৫৮৭১০০১৩৩৯
নাম: মো: মোস্তফা
জন্ম তারিখ: ০৫-০৩-২০০২ পাঁচই মার্চ দুই হাজার দুই
লিঙ্গ: পুরুষ
পিতার নাম: মো: স্বপন মিয়া
জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: মোছা: মর্জিনা
জাতীয়তা: বাংলাদেশী

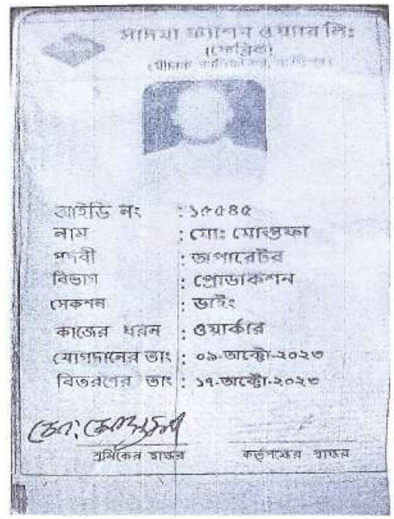

আইডি নং : ১৫০৪৫
নাম : মো: মোস্তফা
পদবী : অপারেটর
বিভাগ : প্রোডাকশন
সেকশন : ডাইং
কাজের ধরন : ওয়ার্কার
যোগদানের তাং : ০৯-অক্টো-২০২৩
বিতরণের তাং : ১৭-অক্টো-২০২৩
শ্রমিকের স্বাক্ষর
কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

জামালপুর দিনকা
বৃষ্টিতে ডেঙ্গু বিস্তারের শঙ্কা
বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) জামালপুরের অবস্থান কর্মসূচি পালিত
কম নিষ্পত্তিতে আদালতে বেড়েই

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: মোস্তফা
পিতা	: মো: স্বপন মিয়া
মাতা	: মর্জিনা বেগম
জন্ম তারিখ	: ১৫ মার্চ, ২০০২
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: ধলিরবন্দ, ইউনিয়ন : মহিষবাথান , থানা : মাদারগঞ্জ, জেলা: জামালপুর
আহত হওয়ার স্থান	: মৌচাক, গাজীপুর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪:৪০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪ বিকাল, ৪:৪৫ মিনিট
যাদের আঘাতে শহীদ	: বিজিবি ও পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম ধলিরবন্দ, মহিষবাথান, মাদারগঞ্জ, জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা যেতে পারে
২. শহীদের স্ত্রী ও বাবাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা প্রয়োজন
৩. শহীদের ছোট ভাইদের শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ মোঃ সবুজ

ক্রমিক : ৬৪৫

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: সবুজ জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার কোনামালঞ্চ গ্রামের মোহাম্মদ আলী এবং জরিনা বেগমের সন্তান। তিনি ২০০৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শহীদরা দুই ভাই। দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। বাবা মোহাম্মদ আলী (৪২) পেশায় রিকশাচালক এবং মা জরিনা বেগম (৩৪) একজন গৃহিণী। শহীদের বাবা রিকশা চালিয়ে স্ত্রী সন্তানসহ চার সদস্যের পরিবার একা চালাতেন। বাবার কষ্ট লাঘব করার জন্য ১৮ বছর বয়সে কিশোর সবুজ নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সংসারের সহযোগিতার দায়িত্ব। তিনি ঢাকার আশুলিয়া এলাকায় রিক্সা চালাতেন। বিয়ে শাদী করেনি বিধায় নিজের থাকা খাওয়ার সমস্ত উপার্জন তুলে দিতেন মায়ের হাতে।

৫ আগস্ট ২০২৪, স্বৈরাচার পতনের খবরে সারা দেশে আনন্দ মিছিল এবং সমাবেশ হচ্ছিল। সাভারের আশুলিয়াও তার ব্যতিক্রম ছিল না। প্রতিদিনের মতো জীবিকার জন্য শহীদ সবুজ বের হলেও সেদিন তিনি বের হয়েছিলেন বিজয় মিছিলে যোগদান করার জন্য। মিছিলের উদ্দেশ্য দমনের জন্য পুলিশ ছাত্র-জনতার উপর অতর্কিত গুলিবর্ষণ শুরু করতে থাকে। সেই সময় সবুজ মিছিলের ভিতরে ছিলেন। বিকাল ৫টা নাগাদ তিনি পুলিশের ছোঁড়া তিনটি বুলেটে মারাত্মকভাবে যখম হন। দুটি বুলেট সরাসরি বুকের বাম পাশে আঘাত করে এবং আরেকটি তার তলপেটে আঘাত হানে। পরবর্তীতে তাকে ৬ টা ৪৫ মিনিটে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর দুই ঘন্টা পর ৮টা ৫৭ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাতে শহীদের লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন সকালে নিজ গ্রামে তাকে দাফন করা হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

"ছাত্ররা দেশের সম্পদ। তাদের উন্নয়ন মানে দেশের উন্নয়ন। তাদের প্রতি বৈষম্য আচরণ করা মানে ভবিষ্যতের দেশের ওপর বৈষম্য করা। " এই সহজ কথাগুলো বোঝার জন্য অনেক বড় বড় পণ্ডিত হবার দরকার নেই। কিন্তু ক্ষমতার মোহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ক্ষমতা পেলে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ। ধরাকে

সরা জ্ঞান করতে থাকে। মনে করে তার ক্ষমতার কাছে সবকিছুই নগণ্য তুচ্ছ। সে তুড়ি মেরে সবকিছু উড়িয়ে দিতে চায়। অথচ ইচ্ছা করলেই তা পারা যায় না। হয়তোবা দুদিনের জন্য সফলতা অর্জন করা যায় কিন্তু অনন্তকালের ইতিহাসে ঘৃণিতের তালিকায় স্থান পেতে হয়। দেশের বড় বড় কর্তা ব্যক্তিরা কোটাকে বৈষম্য মানতে নারাজ ছিল। কিন্তু রিকশা চালক শহীদ মো: সবুজ বুঝতে পেরেছিলেন কোটা পদ্ধতি বৈষম্যের একটি হাতিয়ার। ছাত্রদের মেধার অবমূল্যায়ন, সর্বোপরি এটা ন্যায়ের পরিপন্থী। শহীদ সবুজ অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার কাতারে সমবেত হয়েছিলেন। তাদের কর্মসূচির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। তাদের আনন্দে শরিক হতে চেয়েছিলেন। ছাত্রদের আনন্দকে নিজের আনন্দ মনে করে ৫ আগস্ট যোগদান করেছিলেন আশুলিয়ার আনন্দ মিছিলে। কিন্তু হাসিনার রেখে যাওয়া ঘাতক বাহিনী সেই আনন্দ মিছিলে গুলি চালিয়েছিল ছাত্র-জনতার উপর। তাদের ছোঁড়া সেই গুলির তিনটি বুলেট আঘাত হেনেছিল মাংসহীন শ্রমে পিষ্ট শরীরটাকে। হয়তোবা শহীদ মো: সবুজ জীবনটাকে হারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ঘাতকেরা কি পেরেছে তার বৈষম্যহীনতার চেতনাকে ধ্বংস করতে?

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদ সবুজ সবে মাত্র ১৮-তে পা দিয়েছিলেন। অতি দরিদ্র ঘরের সন্তান সবুজকে হারিয়ে বাবা-মা গভীর শোকাহত। শহীদের মা জরিনা বেগম কেঁদে কেঁদে চোখের পানি শুকিয়ে ফেলেছেন। শরীরের কাঁপুনিতে কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তবুও তিনি বলছিলেন, আমার ঘরের সম্রাটকে কেন মারল? তার কি দোষ ছিল?" শহীদের মা আরো বলেন,"আমার ছেলে অনেক ছোট ছিল, অনেক ভালো ছিল। আমি আমার ছেলের হত্যাকারীদের বিচার চাই।"

শহীদের চাচা হাবিবুর রহমান বলেন," সে বয়সে ছোট মানুষ ছিল। অভাবে সে বাবার সাথে রিকশা চালাতো। বাবাকে সাহায্য করত। ৫ আগস্ট শহীদ হয়। সে অনেক নম্র ভদ্র ছিল। আমরা তার হত্যাকারীদের সঠিক বিচার চাই।"

শহীদের মামা হাফিজুর রহমান বলেন, সে বরাবরই পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সহজ সরলভাবে এলাকায় চলাফেরা করতেন। দারিদ্রতা কাটাতেই তিনি শহরে পাড়ি জমান। বাবার সাথে রিকশা চালানোর জন্য।"

তার বাবা দাবি করে বলেন, "আমার সাথে সংসারের হাল ধরা সহযোগী ছেলের নির্মম খুনের যেন বিচার হয়। এর সাথে সরকারের থেকে যেন তাদেরকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হয়।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

বাবা মোহাম্মদ আলী রিকশা চালিয়া স্ত্রী সন্তানের খরচ একা চালাতেন। বাবার কষ্ট দূর করার জন্য ১৮ বছর বয়সে কিশোর সবুজ নিজেও পেশা হিসাবে রিকশা চালানোকে বেছে নেন। অবিবাহিত সবুজের মোহাম্মদ সজীব নামে ১৬ বছরের একটি ভাই রয়েছে। শহীদ সবুজ অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার জন্য দেশ ও জাতির অনেক কিছু করার রয়েছে। সে তো নিজের মহা মূল্যবান জীবনটাকেই দেশের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়ে গেল।

Medical Certificate of Cause of Death

HYPOVOLUMIC SHOCK

GUN SHOT INJURY

০৮নং ফুলকোচা ইউনিয়ন পরিষদ

মৃত্যুর প্রত্যয়ন পত্র

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: সবুজ
জন্ম তারিখ	: ২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
পিতা	: মোহাম্মদ আলী (৪২)
মাতা	: জরিনা বেগম (৩৪)
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: কোনামালঞ্চ, ইউনিয়ন: ৮ নং ফুলকুচা, থানা: মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর
আহত হওয়ার স্থান	: আশুলিয়া থানার সামনে, ঢাকা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকেল: ৫টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, রাত: ৯টা, এনাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, পশ্চিম শ্যামপুর মেলান্দহ, জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা

২. শহীদের পরিবারের সদস্যের কর্মসংস্থান তৈরিতে আর্থিকভাবে সহায়তা করা

শহীদ মোঃ আমজাদ

ক্রমিক : ৬৪৬

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৫৯

পরিচিতি

জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার পশ্চিম শ্যামপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা শহীদ মোঃ আমজাদ ১০ অক্টোবর ১৯৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মৃত আকি মোল্লা এবং মা আয়নালি হক একজন গৃহিণী। স্ত্রী কুহুলা, ছেলে মোঃ সোনাহার (১৯) ও মোঃ কবির (১২) এই চারজন নিয়ে ছিল তার সংসার। রাজধানী ঢাকার কালাচাঁদপুরে ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন তিনি। আশে-পাশে এলাকাগুলোতে বাসা বাড়িতে ঘুরে ঘুরে তিনি মাছ বিক্রি করতেন। ২০ জুলাই সকালে শহীদ মোঃ আমজাদ রাজধানী ঢাকার বসুন্ধরা এলাকার পাশে নদ্দা এলাকায় মাছ বিক্রি করছিলেন। ভ্রাম্যমান এই মাছ ব্যবসায়ী বাসা বাড়িতে বাকিতেও মাছ বিক্রি করতেন। ঘটনার দিন দুপুরে খেয়ে তিনি বকেয়া আদায় করতে বের হয়েছিলেন। তিনি যখন নদ্দায় অবস্থান করছিলেন তখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার মিছিল বের হয়েছিল এই এলাকায়। পুলিশ সেই মিছিলে গুলিবর্ষণ করে মিছিলটিকে ছত্র ভঙ্গ করতে চেয়েছিল। ফলে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। মোঃ আমজাদ নদ্দা ওভার ব্রিজের আশেপাশে যখন পৌঁছায় ঠিক সেই সময় পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয়। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে। মোঃ আমজাদ মূলত ওভার ব্রিজের পাশের রাস্তা ঘেঁষে থাকা দোকানের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। পুলিশ গুলি শুরু করলে তিনি দৌড় শুরু করেন কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ঘাতক পুলিশের ছোঁড়া গুলি তার চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাথে সাথে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন মোঃ আমজাদ হোসেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

জিদ, দাম্ভিকতা আর অহংকার একজন মানুষকে কত নিচে নামিয়ে দিতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ইতিহাসের নিকৃষ্টতম স্বৈরশাসক খুনি হাসিনা। এদেশের মানুষের চাওয়া খুব বেশি ছিল না। যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসা প্রার্থনা "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" এতটুকুও চায়নি এদেশের মানুষ। চাওয়া ছিল, আমার

সন্তান যতটুকু শ্রম দিয়ে, ঘাম দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করেছে তার ভিত্তিতে তাকে যেন মূল্যায়ন করা হয় আর কিছু না। কিন্তু নিকৃষ্ট স্বৈরাচার, যাদের অস্থিমজ্জা রক্ত চিন্তা-চেতনা কেবলমাত্র জিঘাংসা দিয়ে গঠিত, তারা এতটুকু অধিকারও দিতে রাজি ছিল না। দেশটা আমার, আমি যেভাবে চাবো সেভাবেই তোমাদের থাকতে হবে দাসত্বের জিঞ্জির গলায় পড়ে। এমন দাম্ভিকতার কাছে দেশের মানুষ যেন অসহায় হয়ে পড়েছিল। দেশের কোন মানুষের জীবনের ন্যূনতম মূল্য ছিল না। হানাদার টিক্কা খানদের পেতাত্মা হয়ে ঐ একই কথা বলছিল, " এদেশের মানুষ চাইনা এদেশের মাটি চাই।" এদেশের সন্তানদের মেধা নয় রক্ত চাই। তাইতো দেশকে রক্ত গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিল পতিত খুনি হাসিনা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে নির্বিচারে হত্যা করেছে মুটে, মজুর, কুলি, গার্মেন্টস শ্রমিক, মাছ ব্যবসায়ী, রিকশাচালক, তরকারি ব্যবসায়ী, সাধারণ জনতাসহ আরো অনেককে। যেন যেকোনো মূল্যে তাকে ক্ষমতায় থাকতেই হবে। তাই তো জীবন দিতে হয়েছিল শহীদ মোঃ আমজাদ হোসেনের মত ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীকেও। তিনি ঘটনার কিছুই জানতেন না। কিন্তু বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করে, লাশ ফেলে দিয়ে, ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চেয়েছিল পতিত খুনি হাসিনা সরকার। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া, পালিয়ে বেড়ানো ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী আমজাদকেও তারা ছাড়েনি খুন করতে। জীবন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, দৌড়াতে থাকা আমজাদ হোসেনকে গুলি করে। ঘাতক পুলিশের বেপরোয়া গুলি শহীদের চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যায় আমজাদ হোসেনের মত খেটে খাওয়া মানুষের।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

আমজাদ হোসেনের মত খেটে খাওয়া মানুষের রক্ত আমাদের আহত করে, ব্যথিত করে। এমন মানুষের মৃত্যুতে সমাজ শোকাহত হবে এটাই স্বাভাবিক। তিনি সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের কাছে বাকিতে মাছ বিক্রি করতেন। কতটা বিশ্বাস করতেন মানুষকে। তাইতো তারা আমজাদ হোসেনের মত নিরীহ মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করেছে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের। তার মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েছে পরিবারটি। তারা যেন কথা বলার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের হয়ে তার মামাতো বোন সাজেদা বলেন, " শহীদ আমজাদ খুব ভালো মানুষ ছিল। সে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বাসায় বাসায় মাছ বিক্রি করতো। তিনি শহীদ হওয়াতে তার পরিবার খুব অসহায় হয়ে পড়েছে। " তার পরিবারের সদস্যরা এই অন্যায়ের বিচার চায়। তার মৃত্যুতে গ্রামের মানুষ থেকে ঢাকার সহ পেশাদাররা মর্মাহত। তারাও এই ঠান্ডা মাথায় করা খুনের বিচার চায়।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মোঃ আমজাদ ঢাকার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করতেন। তার একলা উপার্জনেই চলত স্ত্রী এবং দুই পুত্র। তার মৃত্যুতে বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আমজাদ
পিতা	: মৃত আকি মোল্লা
মাতা	: আয়নালী হক
জন্ম তারিখ	: ১০ অক্টোবর, ১৯৮০
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম শ্যামপুর, ইউনিয়ন: ১১নং শ্যামপুর, থানা : মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর
বর্তমান ঠিকানা	: ক-২৫ কালাচাঁদপুর, গুলশান-১২১২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
আহত হওয়ার স্থান	: নদ্দা ওভারব্রিজের পাশের রাস্তা, বসুন্ধরা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই, ২০২৪, ১:৪৫ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২০ জুলাই, ২০২৪, দুপুর: ১:৪৫টা, ঘটনাস্থল
যাদের আঘাতে শহীদ	: স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার ঘাতক পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, পশ্চিম শ্যামপুর, মেলান্দহ, জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা
২. শহীদের পরিবারের সদস্যের কর্মসংস্থান তৈরিতে আর্থিকভাবে সহায়তা করা
৩. পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য শহীদদের সন্তানের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা

শহীদ জসিম উদ্দিন

ক্রমিক : ৬৪৭

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬০

পরিচিতি

জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানার নয়ানগর গ্রামে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহীদ জসিম উদ্দিন । পিতা মো: জাহাঙ্গীর আলম (৫৫) পেশায় মিষ্টি বিক্রেতা এবং মাতা আছিয়া বেগম (৫০) পেশায় গৃহিণী। গার্মেন্টস কর্মী স্ত্রী বানেছাহ ও চার ছেলেমেয়ে নিয়ে উত্তরখান থানার ময়নার টেক এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন। শহীদ জসীমউদ্দীন সরকার নিজেও ছিলেন একজন গার্মেন্টস শ্রমিক। ৪ আগস্ট বিকালে উত্তরার আজমপুর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার মিছিলে অংশগ্রহণ করেন তিনি। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয় এখানে। এই সময়ে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তবে শহীদের স্ত্রী তার কোথাও খোঁজ পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ১৬ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৪ আগস্ট দুপুর ১২ টায় তাদের গার্মেন্টস থেকে ছুটি দেওয়া হয় সবাইকে নিরাপত্তা জনিত সমস্যার কারণে। এরপর শহীদ জসিম বাসায় আসেন। দুপুর ১ টায় খেয়ে বিশ্রাম নেন তিনি। এরপর তার বাসায় পূর্ব পরিচিত কিছু ছাত্র বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। শহীদ জসিম ছাত্রদের সাথে বাসা থেকে বের হয়ে উত্তরার আজমপুর এলাকার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। এরপর তিনি আর বাসায় ফিরেনি। পরদিন ৫ আগস্ট

জসীম উদ্দীনের স্ত্রী ফোন দেন গ্রামের বাড়িতে থাকা জসীম উদ্দিনের মায়ের নাম্বারে। কল দিয়ে জানান যে, " মা গতকাল থেকে আপনার ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। "এভাবে ৭ আগস্ট পর্যন্ত শহীদ জসিমের কোন হদিস পাওয়া যায়নি। জসিম একাধিক সিম ব্যবহার করতেন। এর জন্য তার স্ত্রী বানেছাহ অনবরত কল দিতে থাকেন। ৮ আগস্ট এক পর্যায়ে একটি নাম্বারে কল ঢুকে এবং অপরিচিত একজন লোক ফোন রিসিভ করেন। তখন জসিমের স্ত্রী জিজ্ঞেস করেন, "আপনি নাম্বার কই পাইলেন? " জবাবের লোকটি বলে এই ফোনের মালিক যিনি তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, তার এই মোবাইল আমার কাছে আছে। এরপর ওই লোক আর কোন কলও রিসিভ করেননি এবং ফোন বন্ধ করে দেন। শহীদের স্ত্রী বানেছাহ স্বামীর খোঁজে বিভিন্ন হাসপাতালে গিয়ে খবর নেন কিন্তু কোথাও স্বামীকে খুঁজে পাননি।

১৬ আগস্ট আর একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে কেউ একজন কল দিয়ে শহীদ জসিমের স্ত্রীকে জানান তার স্বামীর লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে। এরপর শহীদের পরিবার হাসপাতালে যান। সেখানে তাদেরকে অনেক লাশ দেখানো হয়। কিন্তু অধিকাংশ লাশের চেহারা গুলিবিদ্ধ হবার কারণে বিকৃত ছিল। ফলে পরিবার তার লাশ শনাক্ত করতে পারছিলেন না। পরবর্তীতে তার পরনে লাল শার্ট এবং নেভি ব্লু জিন্স প্যান্ট দেখে শনাক্ত করেন তার স্ত্রী। লাশ হস্তান্তরের জন্য হাসপাতালের লোকজন ৫০ হাজার টাকা দাবি করে শহীদের পরিবারের কাছে। কিন্তু পরিবার সেনাবাহিনী ডেকে আনার কথা বলায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টাকা ছাড়াই লাশ দিয়ে দেয় পরিবারের কাছে। মোট ১১ দিন পর শহীদ জসিমের লাশ ফিরে পান তার পরিবার। পরবর্তীতে তার নিজ গ্রাম নয়ানগরে তাকে দাফন করা হয়।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদ জসিম উদ্দিন সরকারের মৃত্যুর পর তার বাবা-মা সব সময় কান্নাকাটি করছেন। তার বৃদ্ধ মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, " আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই। "তার বাবা শিশুর মত কান্নাকাটি করছেন। তিনি বলেন, " আমার ছেলে আন্দোলনে গিয়ে তিনটা গুলি খায়। "বাবারে নির্মমভাবে গুলি করে মারছে হাসিনার গুন্ডাবাহিনী। আমার ছেলের খুনীর ফাঁসি চাই। আমি আর কিছু চাইনা। আমি সরকারের কাছে সঠিক বিচার চাই এটাই আমার কথা। "শহীদের চাচা ওমর আলী বলেন, "খুবই ভালো আচরণের ছেলে ছিল সে। এলাকার সবাই তাকে পছন্দ করত।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সরকার এবং তার স্ত্রী বানেছাহ, উভয়ই গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। মারা যাবার সময় শহীদ জসিম উদ্দিন সরকার মোহাম্মদ বায়েজিদ (১৫), জান্নাতুল (১২), জয়া খাতুন (৭) এবং মুহাম্মদ রাব্বি (৫) নামে চার ছেলেমেয়ে রেখে গিয়েছেন। তিনি ঢাকার উত্তরা এলাকার ময়নারটেক, আব্দুল্লাহপুরে সপরিবারে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। গ্রামের বাসায় রয়েছে শহীদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা। শহীদের আরেকজন স্ত্রী নারায়ণগঞ্জে বসবাস করেন। শহীদের স্ত্রী বানেছাহ চার ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। তিনি বলেন, "একার স্বল্প আয় দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি। সরকার আমাদের আর্থিক সহযোগিতা দিক এবং আমার চার সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিক।"

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র

(২)

পৃষ্ঠা নং- 17

সূত্র নং: শাহবাগ থানা, জি. ডি. / ইউ. ডি. মামলা নং ৪০২ তারিখ ১৬।০৮।২৪

মৃতের নাম: অজ্ঞাত সনাক্তমতে জসিমউদ্দিন সরকার

ঠিকানা: সা: নয়া নগর মা: মেলান্দ জে: জামালপুর

পিতা/স্বামীর নাম: মো: জাহাঙ্গীর আলম

লিঙ্গ-পুরুষ/মহিলা বয়স (২৫) বৎসর/মাস

ধর্ম-মুসলমান/হিন্দু/বৌদ্ধ/খৃষ্টান

ময়না তদন্ত নং: ১২৮২।২৪ তারিখ ১৬।০৮।২৪

DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE
DHAKA MEDICAL COLLEGE

নাম DR. ZAKIA TASNIM
Lecturer
পদবী Forensic Medicine & Toxicology
Dhaka Medical College

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, BIRTH AND DEATH REGISTRATION
LOCAL GOVERNMENT DIVISION

Back to Previous Page

BIRTH REGISTRATION RECORD VERIFICATION

REGISTRATION DATE	REGISTRATION OFFICE	ISSUANCE DATE
25 MARCH 2008	MELANDAHA PAURASAVA	01 JANUARY 0001
DATE OF BIRTH	BIRTH REGISTRATION NUMBER	SEX
29 DECEMBER 1989	19893926101021680	MALE

REGISTERED PERSON NAME
PLACE OF BIRTH
MOTHER'S NAME
MOTHER'S NATIONALITY BANGLADESHI
FATHER'S NAME
FATHER'S NATIONALITY BANGLADESHI

NB: This record is retrieved from Birth and Death Registration Database. Location of the Register office: MELANDAHA PAURASHAVA, MELANDAHA, JAMALPUR.

Back to Previous Page

© 2024 - Developed and maintained by Office of the Registrar General, Birth and Death Registration

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: জসিম উদ্দিন
পিতা	: জাহাঙ্গীর আলম (৫৫)
মাতা	: আছিয়া বেগম (৫০)
জন্ম তারিখ	: ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৯
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নয়ানগর, ইউনিয়ন: ১নং ওয়ার্ড, পৌরসভা, থানা: মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর
বর্তমান ঠিকানা	: ময়নাটেক, আব্দুল্লাহপুর, উত্তরখান, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
আহত হওয়ার স্থান	: নন্দা ওভার ব্রিজের পাশের রাস্তা, বসুন্ধরা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল ৪:০০টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ১৪ আগস্ট, ২০২৪, সকাল ১১:২০ মিনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, নয়ানগর, মেলান্দহ, জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা
২. শহীদের পরিবারের সদস্যের কর্মসংস্থান তৈরিতে আর্থিকভাবে সহায়তা করা
৩. পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার জন্য শহীদের ছোট ছোট সন্তানের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা
৪. শহীদের সন্তানেরা যেন সমাজ থেকে পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা

শহীদ মো: আবুজর শেখ

ক্রমিক : ৬৪৮

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬১

পরিচিতি

জামালপুর জেলার মেলান্দহ থানার নয়ানগর গ্রামে ৩ মার্চ ২০০০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শহীদ মোঃ আবুজর শেখ। পিতা মৃত তারা মিয়া এবং মা মোছাঃ ছবি (৬০) একজন গৃহিণী। সংসারের দারিদ্রতা ঘোচাতে প্রায় সাত বছর আগে ঢাকায় গিয়েছিলেন আবুজর। সর্বশেষ তিনি বসুন্ধরা এলাকায় এক ব্যক্তির প্রাইভেট কারের চালক হিসাবে কাজ করতেন। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকেলে কোটা সংস্কারের আন্দোলনের সময় রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি। আহত অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় রাজধানীর একটি হাসপাতালে। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ২৭ জুলাই রাত ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদ আবুজর শেখ শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন। ১৯ জুলাই আন্দোলনের দিনও তিনি মাঠে নেমে পড়েন। বিকাল ৫টা ২০ মিনিটের দিকে যমুনা ফিউচার পার্ক এলাকার নর্দা ওভার ব্রিজের নিচে ঘাতক পুলিশের গুলিতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তার পেটে পুলিশের দুটি বুলেট বিদ্ধ

হয়। আহত আবুজরকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে আবুজরের বড় ভাই শহিদুল বলেন, গত ১৯ জুলাই সন্ধ্যায় মুঠোফোনে এক ব্যক্তি কল করে জানান আবু জরের পেটে গুলি লাগছে। পরে ওই রাতেই রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান তারা। সেখানে চিকিৎসক অস্ত্রপাচার করার পরামর্শ দেন। রাতে অস্ত্রোপচারের পর আবুজরের শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হয়। চিকিৎসকরা অন্য হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী তাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে আবারো অস্ত্রপাচার করার জন্য বলেন চিকিৎসকেরা। সেটা করালে আবুজরের শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হয়। পরে চিকিৎসকরা জানান তার ভাই আর বেঁচে নেই। এই দিন ছিল ২৭ জুলাই ২০২৪।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

বৃদ্ধা মায়ের ভরসাস্থল এবং চোখের মনি শহীদ আবুজরকে হারিয়ে চারিদিকে কেবল অন্ধকার দেখছেন। তার আর্তনাদ যেন থামছেই না। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলেন," সংসারে সব সময় অভাব লাগিয়ে থাকতো। বহু কষ্টে পোলাপানগুলারে মানুষ করছি। আমার আবুজরের বয়স যখন ছয় তখন ওর বাপে মরে গেল। তখন থেকে কি যে কষ্ট করছি। ভাবছিলাম পোলাগুলা বড় হইয়া আমার কষ্ট দূর করব। তিন পোলা ও এক মাইয়ার মধ্যে সবার ছোট আমার আবুজর। অন্য পোলারা আলাদা হয়ে গেছে। ছোট পোলাডা আমার দেখাশোনা, খাওন-দাওন, ওষুধের খরচ দিত আর সেই পোলাডারেই গুলি কইরা মারল।" তিনি আরো বলেন, " হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার পুলা আমারে বলছে কষ্ট করে হইলেও চিকিৎসা করাও। ভালো হয়ে সব টাকা দিয়ে দিমু। সবার থেকে নিয়ে কত কষ্ট করে ১৫ লাখ টাকা মিল করে পোলার চিকিৎসা করাইলাম, তবু তো পোলারে ফেরত আনতে পারলাম না। আল্লাহরে কতইনা ডাকলাম, আল্লাহ পোলাডারে রাইখা যাও।"

ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কিত এই মা জাতির কাছে প্রশ্ন করেন, "আমার পোলা কার কি ক্ষতি করছিল? যে পোলা মার জন্য পাগল সেই পোলা কারও ক্ষতি করতে পারেনা। পোলারে গুলি কইরা কেন মারতে হয়েছে? " এই মা আরও বলেন, " আমার বাবা ১৯ জুলাই আন্দোলনে গিয়া গুলি খায়। লোকজন আমার বাবারে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যায়। ৬ দিন হাসপাতালে থাকার পর ডাক্তার বলে অনেক টাকা লাগবে, আপনারা অন্য হাসপাতালে যান। পরে মেট্রোপলিটন হাসপাতালে নিয়ে অপারেশন করা হয়। দুইদিন পর আমার বাবা চলে যায়। বাবা যা কামাই করত বাড়িতে আমার কাছে পাঠাতো। আশা ছিল বাবারে বিয়া করাবো, নতুন বাসা বানাবো। আমার আশা শেষ। অনেক টাকা ঋণী হয়ে গেছি। আমার বাবার খুনিদের বিচার চাই। "

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মোহাম্মদ আবুজর শেখের পিতা মৃত। মা ষাট বছরের বৃদ্ধা মোছা: ছবি। শহীদ আবুজর মাকে দেখাশোনা করতেন এবং তার সংসারের খরচ দিতেন। শহীদের বাকি দুই ভাই স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আলাদা থাকেন। শহীদ আবুজারের চিকিৎসা বাবদ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আবু জরের চিকিৎসার জন্য এটা তার পরিবার বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ধার করেছেন, জায়গা জমি বিক্রি করেছেন, ঘরের জন্য কেনা ইট বিক্রি করে সংগ্রহ করেছেন। এরপরও প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণে পড়ে রয়েছেন।

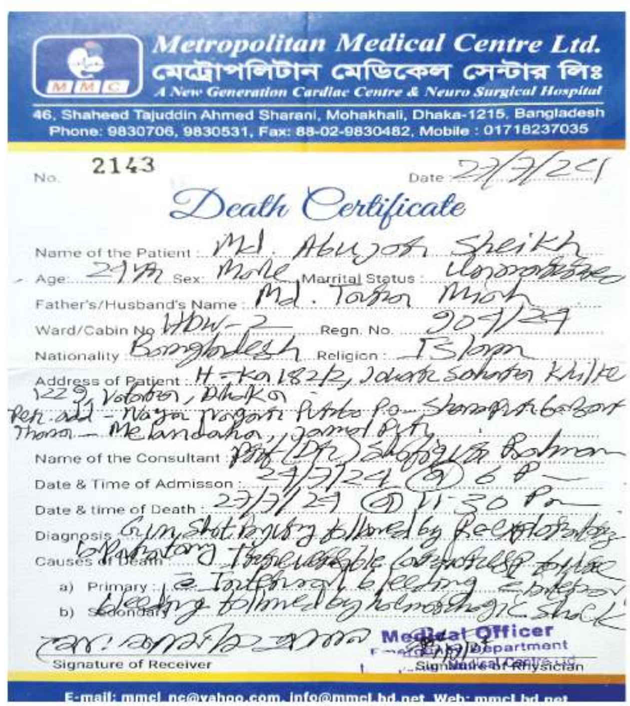

Metropolitan Medical Centre Ltd.
মেট্রোপলিটান মেডিকেল সেন্টার লিঃ
A New Generation Cardiac Centre & Neuro Surgical Hospital
46, Shaheed Tajuddin Ahmed Sharani, Mohakhali, Dhaka-1215, Bangladesh
Phone: 9830706, 9830531, Fax: 88-02-9830482, Mobile : 01718237035

No. 2143 Date: 27/7/24

Death Certificate

Name of the Patient: Md. Abujor Sheikh
Age: 24 Yr Sex: Male Marrital Status: Unmarried
Father's/Husband's Name: Md. Tahor Miah
Ward/Cabin No HDW-2 Regn. No. 907/24
Nationality: Bangladesh Religion: Islam
Address of Patient: H-Ka 182/2, Idiarh Sahara Khilkhet 1229, Vatara, Dhaka
Per. add - Naya nagar, P.O- ..., Thana - Melandaha, Jamalpur
Name of the Consultant: Prof (Dr) ... Rahman
Date & Time of Admisson: 24/7/24 @ 6 P
Date & time of Death: 27/7/24 @ 11:30 Pm
Diagnosis: Gun shot injury followed by ...
Causes of Death:
a) Primary:
b) Secondary:

Signature of Receiver

Medical Officer
Emergency Department
Signature of Physician

E-mail: mmcl_nc@yahoo.com, info@mmcl.bd.net Web: mmcl.bd.net

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ আবুজর শেখ
Name: MD. ABUJOR SHEIKH
পিতা: মোঃ তারা মিয়া
মাতা: মোছাঃ ছবি
Date of Birth: 03 Mar 2000
ID NO: 4223876394

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আবুজর শেখ
জন্ম তারিখ	: ৩ মার্চ ২০০০
পিতা	: মো: তারা মিয়া (মৃত)
মাতা	: মোসা: ছবি (৬০)
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: নয়ানগর, ইউনিয়ন: ১নং ওয়ার্ড, পৌরসভা, শ্যামপুর, থানা: মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর
আহত হওয়ার স্থান	: নদ্দা ওভার ব্রিজের পাশের রাস্তা, প্রগতি সরণি, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই, বিকাল ৫টা ২০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২৭ জুলাই, রাত ১১.৩০ মিনিট মেট্রোপলিটন মেডিকেল সেন্টার লিমিটেড, তাজউদ্দিন সরণি, মহাখালী, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, নয়ানগর, মেলান্দহ, জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের চিকিৎসা বাবদ ধার দেনা করা বড় অংকের টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করা
২. শহীদের মায়ের জন্য এককালীন কিংবা মাসিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা অথবা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা

"আমার সব জমি বিক্রি করে ছেলেকে মানুষ করলাম। আর সেই ছেলে দেশের জন্য জীবন দিল। এখন আমার আর কিছু নাই, না ছেলে না জমি"

শহীদ মোখলেসুর রহমান

ক্রমিক : ৬৪৯

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬২

শহীদ পরিচিতি

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার হিরণ্য বাড়ি গ্রামে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মোখলেসুর রহমান। পিতা মোঃ হাবিবুর রহমান (৬৫) পূর্বে কৃষি কাজ করতেন এবং মাতা মরিয়ম বেগম (৫৫) একজন গৃহিণী। কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিত শহীদ মোখলেসুর রহমান টুকটাক কাজ করে বাবা-মাকে কিছু অর্থ প্রেরণ করতেন। পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে ১৭ জুলাই মোখলেসুর রহমান ঢাকা শহরে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। সেদিন পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। মোখলেসুর রহমান আহত হন রাত ৯ টার দিকে। বাবার সঙ্গে তার কথা হয়। তিনি বাবাকে আশ্বস্ত করেন," বাবা আমি ঠিক আছি আমার কিচ্ছু হয়নি। আমার জন্য দোয়া করবেন। "এটাই ছিল তার শেষ কথোপকথন। পরদিন ১৮ জুলাই, মোকলেসুর রহমান আবারো আন্দোলনে যোগ দেন। তবে এবার বাড়িতে কোন খবর দেননি। পরিবার তার খোঁজ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ২০ জুলাই পরিবার নিশ্চিত হন, শহীদ মোখলেসুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন। ২১ জুলাই তার দাফনকার্য সম্পন্ন হয়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদের পিতা মো: হাবিবুর রহমান একসময় সচ্ছল কৃষক ছিলেন। নিজের জমিতে ফসল ফলিয়ে ছেলে মেয়েকে মানুষ করার স্বপ্ন দেখতেন। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগাড় করতে তিনি একা একা সব জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়েছেন। শহীদ মোখলেসুর রহমান সংসারের হাল ধরতে টুকটাক আয় করে বাবাকে সাহায্য করতেন।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

এক সময়ে বেশ জমিজমার মালিক ছিলেন শহীদের পিতা মো: হাবিবুর রহমান। পাঁচ সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করতে গিয়ে একে একে বিক্রি করে ফেলেছেন সব জায়গা জমি। এখন আর তার তেমন জায়গা জমি নাই নিজের আয় রোজগারও নাই। শহীদ মোখলেসুর রহমান টুকটাক আয় করে বাবার হাতে কিছু অর্থ তুলে দিতেন। এখন তিনিও পরপারে চলে গেছেন। মেয়েরা

১৭ জুলাই তিনি আন্দোলনে যোগদান করেন। আহত হন তবুও পরের দিন অর্থাৎ ১৮ জুলাই আবারো আন্দোলনে যোগদান করেন। এরপর আর তার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছিল না। ২০ জুলাই শংকিত পরিবারের কাছে অপরিচিত এক নাম্বার থেকে ফোন আসে। ওই ব্যক্তি ফোনে জানান মোখলেসুর রহমান গুরুতর আহত, কপালে বড় আঘাত পেয়েছে। হাসপাতালে আসার জন্য পরিবারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর একটা ফোন আসে থানা থেকে। পুলিশের এক এসআই জানায় মোখলেসুর রহমানের লাশ পাওয়া গেছে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে। এভাবেই আন্দোলনের মিছিলে গিয়ে এক তরুণ উদীয়মান কবি ও লেখক মোখলেসুর রহমান চিরতরে হারিয়ে যান।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

কবি আর লেখক শহীদ মোকলেসুর রহমানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বাবা হাবিবুর রহমান বলেন, "আমার সব জমি বিক্রি করে ছেলেকে মানুষ করলাম। আর সেই ছেলে দেশের জন্য জীবন দিল। এখন আমার কিছু নেই, না ছেলে না জমি।"

তাকে টুকিটাকি আর্থিক সহযোগিতা করছেন। এগুলো দিয়েই কোন মতে সংসার চলে যাচ্ছে। মেয়ে রাজিয়া (৪০), রাসপিয়া সুলতানা (৩৮), ছেলে মোতালেব হোসেন (২৭) এবং ইসরাত জাহান (২২)। ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং অনেকেই চাকুরী করছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোখলেসুর রহমান
Name: MOKHLESUR RAHMAN
পিতা: মোঃ হাবিবুর রহমান
মাতা: মোছাঃ মরিয়ম বেগম
Date of Birth: 14 Sep 1999
ID NO: 2858005313

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মোখলেসুর রহমান
পিতা	: মো: হাবিবুর রহমান
মাতা	: মরিয়ম বেগম
জন্ম তারিখ	: ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: হিরণ্য বাড়ি, ইউনিয়ন: ৮ নং মহাদান, থানা: সরিষাবাড়ী , জেলা: জামালপুর
আহত হওয়ার স্থান	: আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৭ জুলাই, ২০২৪
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২০ জুলাই (পুলিশ জানিয়েছে লাশ পাওয়া গেছে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে)
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, হিরণ্য বাড়ি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. বাসস্থান সংস্কার করা প্রয়োজন
২. শহীদের পিতার স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করা

শহীদ মোখলেসুর রহমানের এই ত্যাগ মানুষের জন্য বেদনাময় স্মৃতি হয়ে থাকবে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের এই সৈনিক জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশের জন্য লড়াই করেছেন। তার এই অবদান দেশবাসী শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

"আমার ছেলেটা প্রতিদিন ফোন করতো। সব সময় বলতো আমরা আর গরীব থাকবো না, মা দেইখো। ১২ দিন হয়ে গেল ছেলে আমাকে ফোন করে না। আর কোনদিন করবে না"

শহীদ মো: রাব্বি মিয়া

ক্রমিক : ৬৫০

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬৩

শহীদ মো: রাব্বী মিয়া

জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলার পঞ্চাশি নয়াপাড়া গ্রামের এক হতদরিদ্র পরিবারের সদস্য শহীদ মো: রাব্বী মিয়া। তিনি ১১ নভেম্বর ২০০২ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মো: আব্দুর রহিম কৃষিকাজ করেন এবং মা মোসা: রাজিয়া বেগম গৃহিণী। শহীদ রাব্বী পড়াশোনা করতেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে। পড়তেন সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্বিতীয় বর্ষে। বিদেশে পড়ার আশা ছিল তার। এর জন্য আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পড়াশুনার সাথে তিনি নারায়ণগঞ্জের ওয়ালটন বেস্ট পয়েন্টের জুনিয়র অফিসার হিসেবে কাজ করতেন। পারিবারিক আর্থিক অসংগতি থাকায় শহীদ রাব্বী মিয়া পড়াশোনার খরচ এবং ঢাকা থাকার খরচ চালানোর জন্য টিউশনিও করতেন। নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার পাইনদি নতুন মহল্লার একটি ভবনের চতুর্থ তলায় থাকতেন রাব্বী। ২০ জুলাই বাসায় থাকা অবস্থায় বাইরে বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে কৌতুহলবসত বারান্দায় যান। দেখতে পান কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন আন্দোলনরতদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলছে এবং পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায় রাব্বী তার মোবাইল বের করে পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনার ভিডিও করতে শুরু করলে একটি বুলেট তার বুকে লাগে। সেখানেই মারা যান রাব্বী।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মোঃ রাব্বী একেবারেই হতদরিদ্র পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাবা খুব কষ্ট করে অপরের জমিতে কৃষি কাজ করে দুই সন্তানকে পড়াশুনা করিয়েছেন। বাড়িতে দুইটা গরু পালেন

রাব্বীর বাবা মোঃ আব্দুর রহিম সাহেব। বড় ছেলে ঢাকার গুলশান এলাকায় একটি কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতা করেন এবং যতটুকু পারতেন সংসারের খরচ যোগাতেন। পড়াশোনা টিকিয়ে রাখতে রাব্বী প্রাইভেট পড়াতেন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম জব করতেন। এভাবেই তিনি তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুই ভাইয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় কোনক্রমে দিন চলে যাচ্ছিল পরিবারটির। এত অসংগতি, এত বাধা, এত আর্থিক দুরবস্থা, হয়তো বা সেই কারণেই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় মাঠে ছিলেন না শহীদ মোঃ রাব্বী মিয়া। হয়তোবা পরিবারের জন্যই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে শুধু মাঠে ময়দানের সংগ্রামী যে প্রকৃত সংগ্রাম এমনটি নয়। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকেও সাহায্য করা যায়। শহীদ মোঃ রাব্বী মিয়া তার একটি উদাহরণ। তিনি মাঠে ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু খুনি হাসিনার পেটুয়া বাহিনীর নৃশংসতা, গণহত্যা, বর্বরতার দৃশ্য ধারণ করে ইতিহাসের সাক্ষী হতে চেয়েছিলেন। তার ধারণকৃত দৃশ্য হতে পারতো পতিত স্বৈরাচারের নির্মমতার প্রামাণ্য দলিল। তাইতো পতিত স্বৈরাচার খুনি হাসিনার বাহিনী যখন হেলিকপ্টার থেকে স্নাইপার দিয়ে বহুতল ভবনের ওপর থেকে জনতাকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করছিল, সেই সময়ে জীবনের মায়াকে উপেক্ষা করে সেই দৃশ্য ধারণ করছিলেন শহীদ মোঃ রাব্বি মিয়া। এই সময়েই, ২০ জুলাই ঘাতকের একটি বুলেট তার বুক ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ঘটনাস্থলেই ইহলীলা সাঙ্গ হয় শহীদ মোঃ রাব্বি মিয়ার। এভাবেই শেষ হয়ে যায় অতি দরিদ্র ঘর থেকে উঠে আসা রাব্বী মিয়ার স্বপ্ন।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদের পিতা মোঃ আব্দুর রহিম বলেন, কিভাবে নিজের মনকে বুঝাই। ছেলে হারিয়ে কিভাবে বাচবো? ছোট ছেলের মৃত্যুর ১২ দিন পরও চোখের পানি আটকাচ্ছে পারছে না শহীদ রাব্বির মা রাজিয়া বেগম। শহীদ রাব্বির একটি ছবি বুকে জড়িয়ে সারাক্ষণ কাঁদছেন তো কাঁদছেন। বিলাপ করছেন আর বলছেন, আমার ছেলেটা প্রতিদিন ফোন করতো সবসময় কথা বলত। বলতো, আমরা আর গরীব থাকবো না মা, দেইখো। ১২ দিন হয়ে গেল ছেলে আমাকে ফোন করে না। আর কোনদিন করবেও না। শহীদের বন্ধু মোঃ মনিরুজ্জামান মানিক বলেন, শহীদ রাব্বি অনেক মেধাবী ছাত্র ছিল। আমরা এলাকাবাসী হিসাবে মেধাবী ছাত্র হত্যার সাথে জড়িত, দেশের সম্পদ নষ্টের সাথে জড়িত সেই হাসিনা সরকারের বিচার চাই। আমরা মামলা করতে চাই।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদের পিতা মোঃ আব্দুর রহিম কখনো রিকশা চালিয়ে আবার কখনো বা কৃষি কাজ করে সংসারের খরচ জোগাতেন। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শহীদ রাব্বির বড় ভাই অন্তর মিয়া সম্প্রতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শেষ করে সরকারি চাকরি পেতে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নিজের খরচ চালাতে ঢাকার গুলশান এলাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষকতা করেন। নিজেদের খরচ মেটানোর পর অবশিষ্ট টাকা দুই ভাই বাসায় পাঠাতেন। দুই ভাইয়ের মিলিত আর্থিক সহযোগিতা এবং নিজের কৃষিকাজের অল্প আয় দিয়ে সংসার চলতো আব্দুর রহিমের।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪ নং আওনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

"মৃত্যু নিবন্ধন সনদপত্র"

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

নাম	: মো: রাব্বী মিয়া
জন্ম তারিখ	: ১১ নভেম্বর ২০০২
পিতা	: মো: আব্দুর রহিম
মাতা	: মোসা: রাজিয়া বেগম
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পঞ্চাশী নয়াপাড়া, ইউনিয়ন: আওনা, থানা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর
আহত হওয়ার স্থান	: ঢাকার ভাড়া বাসার বারান্দার লোকেশন-১০, তালা পাইনাদি নতুন মহল্লা, জি-ফাইভ শোরুম এর সামনের বিল্ডিং এর চতুর্থ তালা, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ,নারায়ণগঞ্জ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই, ২০২৪, বিকাল ৫টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ২০ জুলাই, আনুমানিক বিকাল: ৫টা
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি (পুলিশ হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোড়ে সেগুলি বুকের এক পাশ দিয়ে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়, ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি)
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, পঞ্চাশী নয়াপাড়া, সরিষাবাড়ী ,জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. বাসস্থান সংস্কার করা প্রয়োজন

২. শহীদের পিতার স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করা কিংবা মাসিক বেতন ভাতা দিয়ে দেওয়া

"তার মৃত্যুর কথা শুনে আমার শরীর কাঁপুনি দিয়ে উঠলো। আমার বাবা মাকে সেই দেখত, খাওয়াইত। কিন্তু এখন কে খাওয়াবে?"

শহীদ রবিউল ইসলাম

ক্রমিক : ৬৫১

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬৪

শহীদ পরিতিচি

শহীদ রবিউল ইসলাম জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার কুলপাল গ্রামে ৭ জানুয়ারি ১৯৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বৃদ্ধ পিতা জুলহাস উদ্দিন (৮০) কৃষিকাজ করেন এবং মা আমিনা বেগম (৭০) গৃহিণী। শহীদ রবিউল ইসলাম নর্থ নীট ইন্ড্রাস্ট্রিস লিমিটেডে কোয়ালিটি চেক ইউনিটে চাকরি করতেন। চাকরির আয় থেকে তিনি নিজের এবং বৃদ্ধ বাবা-মায়ের ব্যায়ভার বহন করতেন। দুই বছর বয়সী কন্যা মোবাশ্বেরা ও স্ত্রী নাজমুন নাহার লাবনীকে নিয়ে ঢাকার গাজীপুরের বাসন থানার নাওরোজ এলাকায় ভাড়া থাকতেন। ৫ আগস্ট খুনি হাসিনা সরকারের পতনের খবরে সারা দেশে আনন্দ মিছিল হচ্ছিল। গাজীপুরের একটি আনন্দ মিছিলে যোগ দিয়েছিল শহীদ রবিউল ইসলাম। মিছিলে পুলিশ অতর্কিত গুলিবর্ষণ শুরু করলে পুলিশের ছোড়া চার পাঁচটি বুলেট শরীরে এসে বিদ্ধ হয় শহীদ রবিউল ইসলামের। বুলেটগুলো তার বুকে পিঠে হাতে এবং তলপেটে আঘাত হানে। হাসপাতালে নেওয়ার আগেই আনুমানিক ৫:২০ মিনিটের দিকে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনি শহীদ হন রাত ৮টার দিকে তার পরিবার মৃত্যুর খবর জানতে পারেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের পুরো জুলাই মাস যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের জোয়ারে আন্দলিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি স্বৈরশাসকের পতনে জোয়ার উঠেছিল পুরো দেশ জুড়ে। ৫ আগস্ট

যখন কাঙ্ক্ষিত সংবাদ আসে তখন সবাই বিজয় মিছিলে যোগ দিতে থাকে। শহীদ রবিউল ইসলাম আওয়ামী স্বৈরাচারের পতনে আনন্দিত হয়ে আনন্দ মিছিলে যোগ দেয়। তার ধর্মীয় লেবাস দেখে পৈশাচিক পুলিশরা হিংস্র হয়ে ওঠে। তাকে আটক করে বাসন থানার সামনে নিয়ে চার/পাঁচটা গুলি করে এবং নির্যাতন করে হত্যা করে। পুলিশ তার বুকে পিঠে হাতে এবং তলপেটে গুলি করেছিল। ঘটনাস্থলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেও রাত আটটার পর তার পরিবার মৃত্যুর খবর জানতে পারেন।

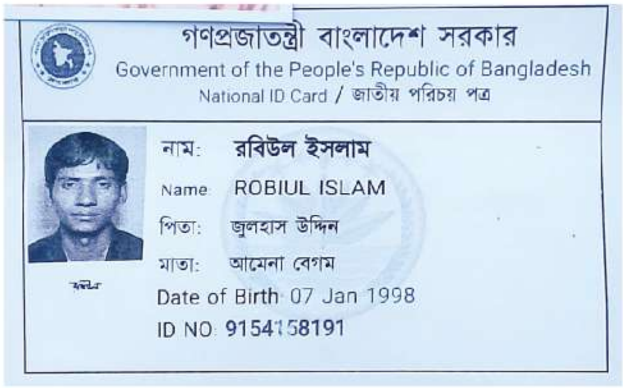

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: রবিউল ইসলাম
Name: ROBIUL ISLAM
পিতা: জুলহাস উদ্দিন
মাতা: আমেনা বেগম
Date of Birth 07 Jan 1998
ID NO: 9154158191

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদ রবিউল ইসলাম ছিলেন একজন পরহেজগার মানুষ। নিজে যেমন ধর্ম পালন করতেন তেমনি অপরকেও ধর্ম পালনের জন্য উপদেশ দিতেন। শহীদ রবিউল ইসলাম এর বড় ভাই আনোয়ার হোসেন বলেন, " আমার ভাই অনেক ধার্মিক ছিল। আমাদের থেকে সে আলাদা ছিল। বাড়ির সবাইকে দাড়ি রাখতে বলত, সব সময় নামাজের কথা বলতো এবং সবার খেয়াল রাখার চেষ্টা করতো। বাংলাদেশের কোন আইনে আছে যে একটা লোককে এভাবে হত্যা করে আইনের লোক হয়? আমরা কার কাছে বিচার চাবো? কি অপরাধ ছিল তার? সে তো কোন অন্যায় করেনি। এখন তার বয়স্ক বাবা-মাকে কে কামাই করে খাওয়াবে? "

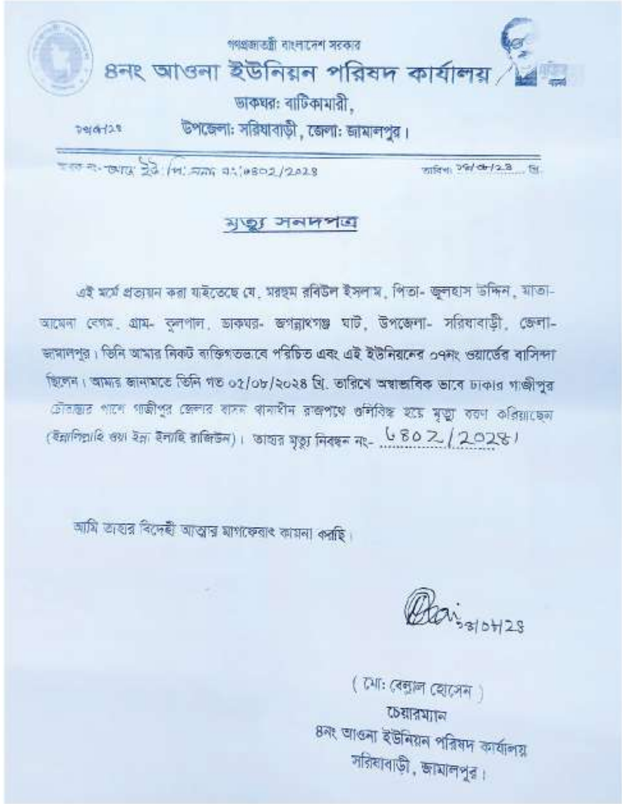

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং আওনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘর: বাটিকামারী,
উপজেলা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর।

স্মারক নং- আওনা ইউ/পি: সনদ নং: ৬৪০২/২০২৪ তারিখ: ১৩/০৮/২৪ খ্রি.

মৃত্যু সনদপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মরহুম রবিউল ইসলাম, পিতা- জুলহাস উদ্দিন, মাতা- আমেনা বেগম, গ্রাম- তুলপাল, ডাকঘর- জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, উপজেলা- সরিষাবাড়ী, জেলা- জামালপুর। তিনি আমার নিকট ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত এবং এই ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। আমার জানামতে তিনি গত ০৫/০৮/২০২৪ খ্রি. তারিখে অস্বাভাবিক ভাবে ঢাকার গাজীপুর চৌরাস্তার পাশে গাজীপুর জেলার বাসন থানাধীন রাজপথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তাহার মৃত্যু নিবন্ধন নং- ৬৪০২/২০২৪।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

১৩/০৮/২৪

(মো: বেল্লাল হোসেন)
চেয়ারম্যান
৪নং আওনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

শহীদ রবিউলের পরিবার দাবি করেছেন তার হত্যাকারী যেন বিচার হয় এবং তাকে যেন মর্যাদা দেওয়া হয়। একই সাথে তারা আর্থিক দুরাবস্থা দূর করার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতাও কামনা করেন।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ রবিউল ইসলাম মৃত্যুর সময় স্ত্রী নাজমুন নাহার লাবনী এবং দুই বছরের এক কন্যা সন্তান মোবাশ্বারাকে রেখে গেছেন। রেখে গেছেন অশীতিপর বৃদ্ধ বাবা-মাকে। শহীদের বড় দুই ভাই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। শহীদ রবিউল ইসলামের ভিন্ন কোন আয়ের উৎস নেই। তার স্ত্রী এবং মেয়ে এখন গ্রামের বাড়িতে বসবাস করছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: রবিউল ইসলাম
Name: ROBIUL ISLAM
পিতা: জুলহাস উদ্দিন
মাতা: আমেনা বেগম
Date of Birth: 07 Jan 1998
ID NO: 9154158191

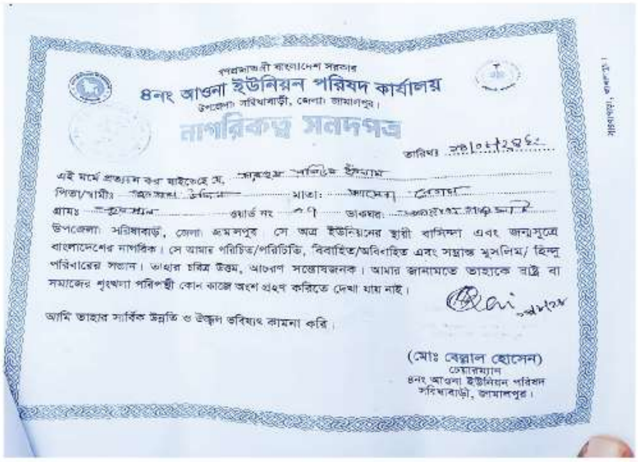

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং আওনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর।
নাগরিকত্ব সনদপত্র

তারিখঃ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে,
পিতা/স্বামীঃ মাতা:
গ্রামঃ ওয়ার্ড নং ডাকঘর:
উপজেলা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর সে অত্র ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা এবং জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। সে আমার পরিচিত/পরিচিতি, বিবাহিত/অবিবাহিত এবং সম্ভ্রান্ত মুসলিম/ হিন্দু পরিবারের সন্তান। তাহার চরিত্র উত্তম, আচরণ সন্তোষজনক। আমার জানামতে তাহাকে রাষ্ট্র বা সমাজের শৃংখলা পরিপন্থী কোন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই।

আমি তাহার সার্বিক উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

(মোঃ বেল্লাল হোসেন)
চেয়ারম্যান
৪নং আওনা ইউনিয়ন পরিষদ
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: রবিউল ইসলাম
পিতা	: জুলহাস উদ্দিন (৮০)
মাতা	: আমেনা বেগম (৭০)
জন্ম তারিখ	: ৭ জানুয়ারি ১৯৯৮
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: কুলপাল, ইউনিয়ন: আওনা, থানা: সরিষাবাড়ী, জেলা: জামালপুর
আহত হওয়ার স্থান	: বাসন থানার সামনে, গাজীপুর, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল: ৫টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, আনুমানিক বিকাল: ৫টা
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, কুলপাল, আওনা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. বাসস্থান সংস্কার ও টয়লেট নির্মাণ করা প্রয়োজন
২. শহীদের পিতার স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করা কিংবা তাদের মাসিক ভাতা প্রদান করা
৩. শহীদের স্ত্রী ও কন্যার আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা

শহীদ সফিক মিয়া

ক্রমিক : ৬৫২

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬৫

পরিচিতি

শহীদ সফিক মিয়ার জন্ম ১২ আগস্ট ১৯৮৫ সালে শেরপুর জেলার নকলা থানার চিথলিয়া গ্রামে। বাবা জুলহাস আলী (৭৬) এবং মা কাঞ্চনী (৬০), উভয়ই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। শহীদ সফিক মিয়া নারায়ণগঞ্জ এর কাঁচপুর এলাকায় স্ত্রী ও তিন কন্যা নিয়ে বাস করতেন। দিনমজুরি করে সংসার চালাতেন। স্ত্রী মুন্নি বেগম (৪০), কন্যা মেঘনা(১১) নাদিয়া (৬) এবং সাইদা (২) কে নিয়ে তার সংসার ছিল। তিনি ৪ আগস্ট বিকাল ৫টায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ সফিক মিয়া নারায়ণগঞ্জ এর কাচপুর এলাকার একজন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। পরিবারের একমাত্র এই উপার্জনকারী মানুষটিকে খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।

আগস্ট মাসের শুরু থেকেই নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর গুলি চালানো হয় এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এর প্রতিবাদের সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। জুলাই মাসে ঘটে যাওয়া ছাত্রহত্যার বিচার যাবি এবং নির্যাতনের প্রতিবাদের ছাত্রদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ ও রাজপথে নামেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র

আন্দোলনের কর্মসূচি পালিত হচ্ছিল। নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ব্রিজ এলাকাতে এই দিন ছাত্র জনতার যৌথ আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি ছুড়ে। ওই সময় শহীদ সফিক মিয়া কাঁচপুর ব্রিজে অবস্থান করছিলেন। বিকাল পাঁচটার দিকে পুলিশের ছোড়া গুলিতে তিনি ব্রিজের উপরে গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। সফিক মিয়ার নিথর দেহ ব্রিজের ওপরই পড়েছিল। পরিস্থিতি শান্ত হলে বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে সাধারণ মানুষ ও আন্দোলনকারী ছাত্ররা তার মরদেহ উদ্ধার করে পাশের একটি মসজিদে নিয়ে যান এবং সেখানে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে শহীদ সফিক মিয়ার পরিবারের সদস্যরা একটি অ্যাম্বুলেন্স করে তার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে কবরস্থ করা হয়।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদ সফিকের গ্রামের মানুষ এবং পরিবার সরকারের কাছে তার হত্যার সঠিক বিচার দাবি করেছে। তারা চায় এই মৃত্যুর ন্যায়বিচার হোক। যেন এমন ঘটনা আর কোন সাধারন পরিবারের উপর নেমে না আসে। সাধারণ পরিবারে যেন চরম বিপর্যয় ডেকে না আনে। শহীদের প্রতিবেশী মো: রফিকুল ইসলাম বলেন, " শহীদ সফিক মিয়া ৪ আগস্ট বিকাল ৫ টায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। তার পরিবারের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তার ছোট তিনটি মেয়ে আছে। তার পরিবারের প্রতি সুদৃষ্টি দেওয়ার অনুরোধ করছি। শহীদের জন্য দোয়া করবেন। "

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ সফিক মিয়া নারায়ণগঞ্জ এর কাঁচপুর এলাকায় স্ত্রী ও তিন মেয়ে নিয়ে থাকতেন। দিনমজুরি করে পাঁচ জনের সংসার চালাতেন। শহীদের স্ত্রী মুন্নি বেগম (৪০) গৃহিণী।বৃদ্ধ বাবা মা কোন কাজকর্ম করতে পারেন না। শহীদ সফিকের দুইজন বোন থাকলেও তাদের আর কোন ভাই নেই যে বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণ করবে। আর্থিকভাবে চরম দুর্দশাগ্রস্থ এই পরিবারটি সামান্য কিছু অনুদান হিসেবে যা পেয়েছিল তা কিছুদিন পরেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আশে পাশের মানুষের দানের উপরেই বৃদ্ধ বাবা মা স্ত্রী সন্তানরা এখন দিনাতিপাত করছেন কোন রকমে।

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

নাম	: সফিক মিয়া
পিতা	: জুলহাস আলী(৭৪)
মাতা	: কাঞ্চনী (৬০)
জন্ম তারিখ	: ১২ আগস্ট ১৯৮৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চিথলিয়া, ইউনিয়ন: গণপদ্দি, থানা: নকলা, জেলা: শেরপুর
আহত হওয়ার স্থান	: কাঁচপুর ব্রিজের ওপর, নারায়ণগঞ্জ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৫ টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট, আনুমানিক বিকাল: ৫:৩০ মিনিট
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশ
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, চিথলিয়া, গণপদ্দি নকলা, শেরপুর

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. বাসস্থান সংস্কার ও টয়লেট নির্মাণ করা প্রয়োজন

২. শহীদের পিতা-মাতা ও স্ত্রী সন্তানের স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা করা কিংবা তাদের মাসিক ভাতা প্রদান করা অথবা স্ত্রীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

৩. শহীদের আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ও কন্যাদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেওয়া

শহীদ আঃ আজিজ

ক্রমিক : ৬৫৩

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬৬

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ আ: আজিজের জন্ম ১৩ জুলাই ১৯৮৯ সালে শেরপুর জেলার নকলা থানার চরবাসন্তি গ্রামে। বাবা মোজাম্মেল হক মৃত এবং মা ছাহেরা খাতুন গৃহিণী। শহীদ আব্দুল আজিজ গাজীপুরের বাসন থানার টেক্স ইউরোপ বিডি লিমিটেড নামক গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে কর্মসূচি পালনের সময় তিনি পুলিশের ছোঁড়া রাবার বুলেটে আহত হন। তার চোখে মুখেও শরীরের বিভিন্ন স্থানে রাবার বুলেট আঘাত করলে তিনি মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তার সাথে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছিল তবে আব্দুল আজিজ এর আঘাত ছিল সবচেয়ে গুরুতর। দুইদিন চিকিৎসার পর সাত আগস্ট রাত ৩টায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট সারাদেশ বিক্ষোভে উত্তাল। আন্দোলনের ঢেউ গাজীপুরেও এসে পৌঁছে ছিল। শহীদ আব্দুল আজিজ এ আন্দোলনের অংশগ্রহণ করেছিলেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে। পুলিশি এ নৃশংসতার দৃশ্য অনেকেই ধারণ করছিলেন মোবাইল ফোনে। দুপুর দুইটার দিকে শহীদ আব্দুল আজিজ তার মোবাইল ফোনেও এ দৃশ্য ধারণ করছিলেন। হঠাৎই এক ঝাঁক রাবার বুলেট তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত হানে। চোখ মুখ বুক রক্তাক্ত হয়ে যায়। তার সাথে আরও বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী আহত হয়েছিলেন। তবে তার আঘাত ছিল গুরুতর। আন্দোলনের সাথীরা তাকে ধরাধরি করে স্থানীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে দুইদিন চিকিৎসারত অবস্থায় থাকার পর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করেন। ৭ আগস্ট রাত তিনটায় তিনি মারা যান। পরের দিন ৮ আগস্ট তার মরদেহ নিজ গ্রাম চরবাসন্তীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে জানাযার পর তাকে দাফন করা হয়।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদ আ: আজিজ ২০২৪ সালের পহেলা জুলাই একই গ্রামের হোসনা বেগমের সঙ্গে পারিবারিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হোসনা বেগমের এমন দুর্ভাগ্যে তিনি নিজেই বাকরুদ্ধ হয়ে যান। শহীদের ছোট ভাই এইচএসসি পরীক্ষার্থী আব্দুল মান্নান বলেন, " আমার মনে হয় আর লেখাপড়া হবে না। কে দেবে আমার লেখাপড়ার খরচ? " স্থানীয় পল্লী চিকিৎসক গোলাম সারোয়ার বলেন, " বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত আব্দুল আজিজের পরিবারের প্রতি সুদৃষ্টি দেওয়া। " শহীদের শশুর মোজামিয়া বলেন, " একমাস আগে বিয়ের কাবিন হয় আজিজের সঙ্গে কিন্তু গত পাঁচ আগস্ট পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ এখন কি হবে?" সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আহসান হাফিজ খান বলেন, "আমি পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম আব্দুল আজিজ -এর মৃত্যুর ঘটনার সঠিক বিচার দাবি করছি এবং পরিবারের প্রতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ আব্দুল আজিজ মাত্র ৫/৭ বছর বয়সে তিনি বাবাকে হারিয়েছিলেন। তাই অল্প বয়সেই তাকে কাজের ভার নিতে হয়েছিল। বড় ভাই ইটভাটার শ্রমিক। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে এক লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করে তিনি বিবাহ করেছিলেন। স্থানীয় নকলা উপজেলা জামায়াতে ইসলামের পক্ষ থেকে তার সেই দেনমোহর পরিশোধ করা হলেও স্ত্রী হোসনা বেগম এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন সহায়তা করা যেতে পারে।
২. শহীদের মায়ের জন্য মাসিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা।
৩. শহীদের ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে সাহায্য করা।

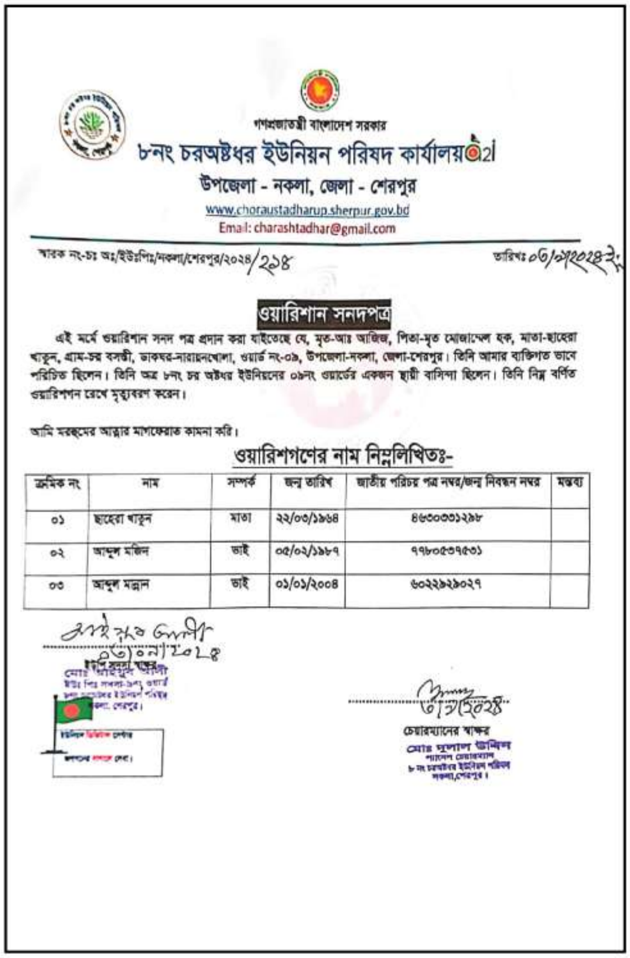

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮নং চরঅষ্টধর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

উপজেলা - নকলা, জেলা - শেরপুর

www.choraustadharup.sherpur.gov.bd

Email: charashtadhar@gmail.com

স্মারক নং-চঃ অঃ/ইউঃপিঃ/নকলা/শেরপুর/২০২৪/২১৪ তারিখঃ ০৩/০৯/২০২৪ ইং

ওয়ারিশান সনদপত্র

এই মর্মে ওয়ারিশান সনদ পত্র প্রদান করা যাইতেছে যে, মৃত-আঃ আজিজ, পিতা-মৃত মোজাম্মেল হক, মাতা-ছাহেরা খাতুন, গ্রাম-চর বসন্তী, ডাকঘর-নারায়নখোলা, ওয়ার্ড নং-০৯, উপজেলা-নকলা, জেলা-শেরপুর। তিনি আমার ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি অত্র ৮নং চর অষ্টধর ইউনিয়নের ০৯নং ওয়ার্ডের একজন স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি নিম্ন বর্ণিত ওয়ারিশগন রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

আমি মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

ওয়ারিশগণের নাম নিম্নলিখিতঃ-

ক্রমিক নং	নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর	মন্তব্য
০১	ছাহেরা খাতুন	মাতা	২২/০৩/১৯৬৪	৪৬৩০০৩১২৯৮	
০২	আব্দুল মজিদ	ভাই	০৫/০২/১৯৮৭	৭৭৮০৫৩৭৫৩১	
০৩	আব্দুল মন্নান	ভাই	০১/০১/২০০৪	৬০২২৯২৯০২৭	

ইউপি সদস্য স্বাক্ষর

চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: আ: আজিজ
পিতা	: মোজাম্মেল হক (মৃত)
মাতা	: ছাহেরা খাতুন
জন্ম তারিখ	: ১৩ জুলাই ১৯৮৯
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুন্সিবাড়ি চর বাসন্তী (১ম অংশ), ইউনিয়ন: পাঠাকাটা, থানা: নকলা, জেলা: শেরপুর।
আহত হওয়ার স্থান	: গাজীপুর চৌরাস্তা
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর দুইটা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৭ আগস্ট, রাত তিনটা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, চরবাসন্তি

শহীদ মোঃ মাহবুব আলম

ক্রমিক : ৬৫৪

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ-৬৭

শহীদ পরিচিতি

২০০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি শহীদ মোঃ মাহবুবুল আলম শেরপুর জেলার চৈতনখিলা ইউনিয়নের তারাগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: মিরাজ আলী মানসিক ভারসাম্যহীন এবং মাহফুজা খাতুন গৃহিণী। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে শহীদ মাহবুব আলম ছিলেন চতুর্থ। মেধাবী এই শিক্ষার্থী ছিলেন সৈয়দপুর সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। প্রযুক্তি ব্যাপারে অতি আগ্রহী শহীদ মাহবুব ছিলেন আইসিটি ডিভিশনের জেলার হাট পাওয়ার প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর। ঢাকার ইউ ওয়াই ল্যাব থেকে ওয়েব ডিজাইন কোর্স সম্পূর্ণ করে তিনি নিজেকে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রেনিং দিয়ে বেশ টাকা আয় করতেন যা দিয়ে নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতেন এবং পরিবারের পাশে দাঁড়াতেন। এছাড়াও উত্তরই হারপাওয়ার নামক প্রজেক্টে কো অর্ডিনেতার হিসাবে কাজ করতেন,যা নারীদের ক্ষমতা এনে বিশেষ ভূমিকা রাখছিল। জেবি আইচ ব্রেকার নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কো অর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করতেন এবং ট্রেনিং দিতেন। কাজের স্বীকৃত স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন সম্মাননা। ইউএসএ আইডির উদ্যোগে আয়োজিত ইয়ুথ কোড চেঞ্জ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়ে পেয়েছেন স্বীকৃতি। এছাড়া তিনি ২০১৮ সালের ২০ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত ট্রেনিং ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে তিনি এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রদের সুসংগঠিত করা সহপাঠীদের একত্রিত করাসহ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে অবদান রাখছিলেন। ৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে ছাত্র জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষের সময় এক ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি বেপরোয়া চালনার চাপা পড়ে মাহবুবসহ আরো চারজন ছাত্র নিহত হন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

জুলাই মাসে কোটা সংস্কার বিরোধী আন্দোলনের নিরস্ত্র ছাত্রদের হত্যার প্রতিবাদে মাসের শুরু থেকে সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলছিল। ৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে শেরপুর শহরেও এ আন্দোলন চলছিল। মাহবুব আলম এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সকাল দশটায় বাসা থেকে বের হয়ে তার আইটি ল্যাবে যান এবং বিকাল তিনটার দিকে তার ছাত্র বন্ধুদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন। সেখানে তিনি ও তার সহপাঠীরা ছাত্রদের জন্য পানি এবং পুলিশদের জন্য চকলেট বিতরণ করেন। এরপর বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে খরমপুর গুদাম ঘরের সামনে ছাত্রলীগ গুলি বর্ষণ করতে শুরু করে। গুলিবর্ষণে এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীরা প্রাণ ভয়ে পিছুহটার চেষ্টা করে। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলের মধ্যে দ্রুতগতির সদর উপজেলার ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ঢুকে পড়ে এবং কয়েকজন ছাত্রকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় দুজন শিক্ষার্থী আহত হয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মাহবুব আলম এবং আরেকজন ছিলেন শ্রীবরদী উপজেলার খরিয়াকাজিরচর ইউনিয়ন এর পূর্ব রুপার পাড়া গ্রামের মো: আজহার আলীর ছেলে সবুজ মিয়া (১৯)। মাহবুব আলমকে শেরপুর হাসপাতালে নেওয়া হলে বিকাল ৪:৩০ মিনিটে তিনি মারা যান। কিছুক্ষণ পর গাড়িচাপায় আহত দ্বিতীয় ব্যক্তিও মারা যান।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের অনুভূতি

শহীদ মাহবুব ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার উপার্জনের মাধ্যমে তিনি পরিবারের অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিতেন। ছোট ভাইদের পড়াশোনার খরচ মেটানো এবং সংসার চালানোর দায়িত্ব তার ওপর ছিল। মায়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক। মাহবুবের মা তার মৃত্যুর পর বলেছিলেন, "আমার ছেলে তো কোন অপরাধ করেনি, কেন তাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে হলো?"এই ঘটনার পর পরিবার অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। শহীদের চাচা আকতার আলী বলেন,"মাহবুব খুব ভালো ছেলে ছিল পড়াশোনা করত। কলেজে গিয়ে ও শহীদ হয়েছে। ও সংসার দেখাশোনা করত। শহীদ মাহবুবের বাবা মানসিক রোগী। আমি শহীদ মাহবুবের খুনের বিচার চাই। ম্যাজিস্ট্রেট গাড়ি চাপা দিয়েছে এটা সবাই দেখেছে। আমরা ওর খুনির সঠিক বিচার চাই।"

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মাহবুবের পরিবারে মা-বাবা, দুই বোন এবং একটি ছোট ভাই আছে। বাবা মানসিক ভারসাম্যহীন এবং মা গৃহিণী। শহীদ মাহবুবের বড় ভাই জনাব মাজহারুল ইসলাম ফলের ব্যবসা করেন। দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে এবং ছোট বোন সাবিহা এসএসসি পরীক্ষার্থী। বড় ভাই ফলের ব্যবসা করেন এবং অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। বাবা অসুস্থ হওয়ায় দুই ভাই পরিবারের হাল ধরেছিলেন।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন সহায়তা করা যেতে পারে।
২. শহীদের মায়ের জন্য মাসিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা।
৩. শহীদের ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে সাহায্য করা।
৪. ঘর নির্মাণে সাহায্য করা।

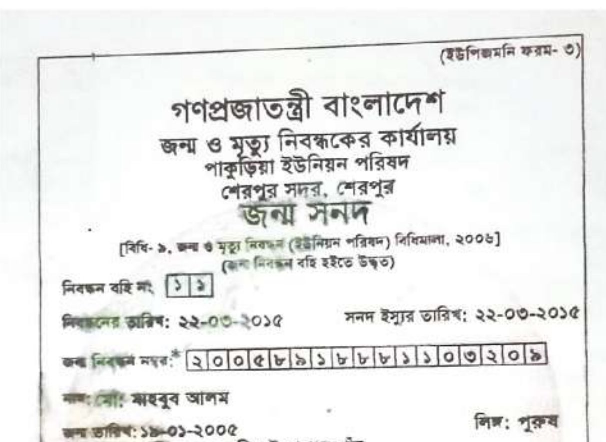
(ইউপিজমনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
পাকুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর
জন্ম সনদ
[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ১ ১

নিবন্ধনের তারিখ: ২২-০৩-২০১৫ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২২-০৩-২০১৫

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৫৮৯১৮৮৮১১০৩২০৯

নাম: মো: মাহবুব আলম

জন্ম তারিখ: ১৯-০১-২০০৫ লিঙ্গ: পুরুষ
উনিশে জানুয়ারি দুই হাজার পাঁচ

জন্ম স্থান: গ্রাম: তারাগড় কান্দাপাড়া, পো: চৈতনখিলা, উপজেলা: শেরপুর সদর, জেলা: শেরপুর।

পিতার নাম: মো: মিরাজ আলী জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোছা: মাফুজা খাতুন জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: তারাগড় কান্দাপাড়া, পো: চৈতনখিলা, উপজেলা: শেরপুর সদর, জেলা: শেরপুর।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল) (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

মো: নূরে আলম সিদ্দিকী
ইউ, পি সচিব
পাকুড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর। (নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

* প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক দ্বারা ক্রমিক।

HERPOWER PROJECT
ID CARD
Md. Mahbub Alam
Course Coordinator
Company: JY ICEBREAKER
Sp : 17
S.No : 05
Dept : Women Freelancer
Phone : 01947-940816
Email : 2018mahbub@gmail.com
Signature of issuing Authority
www.herpower.com

USAID
YOUTH FOR CHANGE
CERTIFICATE OF RECOGNITION
THIS CERTIFICATE IS AWARDED TO
Md. Mahbub Alam
IN RECOGNITION OF PARTICIPATION IN THE YOUTH FOR CHANGE CAPACITY BUILDING TRAINING

I ♥ ROPE SKIPPING
JUMPING, HOPPING & SKIPPING
CERTIFICATE
www.brsf-bd.com
This is acknowledge that
Name : MD. MAHBUB ALAM
District : SHERPUR
Successfully completed District Level Rope Skipping Training Camp 2017-2018 from 20 to 26 March 2018 organized by Bangladesh Roller Skating Federation.
Ashraful Alam Masum
Ahmed Asiful Hasan
Md. Abdus Samad
Organized by : Bangladesh Roller Skating Federation

UY LAB
CERTIFICATE
OF ACHIEVEMENT
This certificate is proudly presented to
MD MAHBUB ALAM
for completion of the
PROFESSIONAL ONLINE WEB DESIGN
&WORDPRESS THEME CUSTOMIZATION
This training program has been organized by UY LAB.
DATE
SIGNATURE

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: মাহবুব আলম
পিতা	: মো: মিরাজ আলি
মাতা	: মাহফুজা খাতুন
জন্ম তারিখ	: ১৯ জানুয়ারি, ২০০৫
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: তারাগড়, ইউনিয়ন: চৈতনখিলা , থানা: শেরপুর সদর, জেলা: শেরপুর
আহত হওয়ার স্থান	: খড়মপুর গুদামঘর, আইডিয়াল স্কুলের সামনে
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট, বিকাল: ৪:৩০টা
যাদের আঘাতে শহীদ	: উপজেলা ম্যাজিস্ট্র্যাটের গাড়ি ইচ্ছাকৃতভাবে ছাত্রদের উপর তুলে দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, তারাগড়

শহীদ সুমন হাসান

ক্রমিক : ৬৫৫

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬৮

শহীদ পরিচিতি

১২ মার্চ ২০০৩ সালে জামালপুর জেলার সদর উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামের চরপাড়া মন্ডল বাড়ি নিবাসী মো: বিল্লাল হোসেন ও মোসা: স্বপ্না বেগম স্বারা দম্পতির ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় ২৪ এর মুক্তিযোদ্ধা মো: সুমন হাসান। শহীদ পিতা পেশায় একজন দিনমজুর ছিলেন। মমতাময়ী মা খোদার রাহে পাড়ি জমিয়েছেন। পারিবারিক ভাবে আর্থিক দীনতায় বাবা-মায়ের পরম ভালোবাসায় নিজ গ্রামে গুরুজনদের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠেন তিনি। বাল্যকাল থেকে লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকলেও আর্থিক সংকুলান না থাকায় বিদ্যাপীঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। পরবর্তীতে এই মুক্তিকামী জাতীয় বীর নিজেকে নানা কাজে যুক্ত করে পরিবারের হাল ধরেছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর রাজধানী সাভারের একটি গার্মেন্টসে স্বল্প বেতনে যোগদান করেছিলেন তিনি। স্বপ্ন দেখতেন একদিন তাঁর বাবাকে নিজ অর্থায়নে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করবেন। শহীদ পিতা শারীরিক ভাবে ভীষণ অসুস্থ। চলাফেরা করতে অপারগ। শরীরে ব্লাস্ট ইনজুরি রয়েছে। শহীদের স্বপ্ন তাঁর পরিবারে দুঃস্বপ্ন হয়ে ধরে দিয়েছে। বিয়োগান্ত অধ্যায়ের যেন শেষ নেই জনাব বিল্লাল হোসেনের।

জুলাই-আগস্টের মর্মান্তিক প্রেক্ষাপট

১৪ জুলাই : শেখ হাসিনা চীন সফর শেষে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আন্দোলনকারী ছাত্রদের রাজাকারের নাতি-পুতি বলে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে রাত নয়টার দিকে ঢাবির বিভিন্ন হলে শ্লোগান ওঠে, তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার!

১৬ জুলাই : পুলিশের গুলিতে রংপুরে আবু সাঈদ, চট্টগ্রামে ওয়াসিম, শান্ত, ফারুক ও ঢাকায় সবুজ আলী ও শাহজাহান শাহদাতবরণ করেন। সাদ্দাম আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে বলে, আমরা দেখে নেব, কত ধানে কত চাল।

১৭ জুলাই : ঢাবিসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিতাড়ন করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে সাধারণ ছাত্ররা। পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কফিন মিছিল পণ্ড হয়ে যায়। সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র বিক্ষোভ, সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ, গায়েবানা জানাজা, কফিন মিছিল এবং দফায় দফায় সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে সাতটায় জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ।

২৬ জুলাই : এলাকা ভাগ করে চলছে 'ব্লক রেইড'। সারা দেশে অভিযান। সারা দেশে অন্তত ৫৫৫টি মামলা। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬ হাজার ২৬৪। সাদা পোষাকে ডিবি হারুনের সন্ত্রাসীরা হাসপাতাল থেকে ছাত্রনেতাদের তুলে নিয়ে যায়।

২৭ জুলাই : ১১ দিনে গ্রেপ্তার ৯ হাজার ১২১ জন। আতঙ্কে মানুষ ঘরছাড়া। ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করতে থাকে ডিবি হারুন

২৯ জুলাই : ছাত্র আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের জন্য খুনী হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলের মিটিং-এ জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়। ডিবি হারুন কর্তৃক জোর করে বিবৃতি আদায়ের ঘটনায় ছাত্ররা আবার বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

৩১ জুলাই : ছাত্ররা 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস' কর্মসূচি পালন করে। ৯ দফার পক্ষে জনমত গঠন করতে থাকে ছাত্ররা। সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের তোপের মুখে পড়েন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

১ আগস্ট : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। ছয় সমন্বয়ককে ছেড়ে দেয় ডিবি।

২ আগস্ট : ৯ দফা আদায়ের দাবিতে সারাদেশে গণমিছিল করে ছাত্র জনতা। পুলিশের গুলিতে ৩ জন শাহদাতবরণ করেন। পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

৪ আগস্ট : রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রজনতার বিক্ষোভ মিছিলে হামলা চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী। এদিন পুলিশের সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করে। কয়েকটি স্থানে সেনাবাহিনীও গুলি চালায়। সারাদেশে ১৩০ জন শাহাদত বরণ করে। পরদিন ঢাকামুখী লং-মার্চের কর্মসূচি দেয় ছাত্র জনতা।

৫ আগস্ট : দুপুর ১২ টায় শাহবাগের পুলিশ ও সেনাবাহিনী রাস্তা ছেড়ে দেয়। ১ টায় মানুষ জেনে যায়, হাসিনা ভারতে পালিয়েছে। সারাদেশের মানুষ সব রাস্তায় নেচে গেয়ে উদযাপন করতে থাকে। গলিতে গলিতে মিস্টি বিতরণ ও ঈদ মোবারক বলে কোলাকুলি করতে থাকে তারা। রাস্তায় মানুষ সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে। বিভিন্ন মোড়ে থাকা স্বৈরাচার মুজিবের সকল মুর্তি ভেঙ্গে দেয় ছাত্র-জনতা।

৬ আগস্ট : বাংলাদেশে উদিত হয় নয়া দিগন্ত। সারাদেশে প্রশান্তির বাতাস বয়ে যায়।

যেভাবে তিনি শহীদ হন

৫ আগস্ট ২০২৪ রাজধানীর সাভার এলাকায় ছাত্র জনতার সাথে লং মার্চে অংশ গ্রহণ করেন সুমন হাসান। মিছিল থানা রোডে পৌছাতে চারিদিক থেকে আন্দোলনকারীদেরকে লক্ষ করে ঘাতক পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা দেশীয় অস্ত্র ও গুলি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। নরখেকো পুলিশের গুলিতে অসংখ্য জনতা সেদিন প্রাণ হারায়। গুলি বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার-হাজার জনতা মিছিলকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। সুমনের কণ্ঠে স্বৈরাচারী পতনের নানা স্লোগান উচ্চারিত হয়। চারিদিকে কাঁদানে গ্যাস ও বুলেটের তীব্র আঘাতে শতশত মানুষ জখম হয়ে রাস্তায় পড়েছিল সেদিন। লাশের স্তুপে রক্তাক্ত রণাঙ্গন তৈরি হয়েছিল রাজধানীসহ সারাদেশের অলি গলি সেদিন।

বিকাল ৪.০০ টা। একের পর এক গুলি ছুড়ছে ঘাতক নরপিশাচ পুলিশ বাহিনী ও হাসিনার সন্ত্রাসীরা। হঠাৎ বিকট আওয়াজ চারপাশকে প্রকম্পিত করে তোলে। ঘাতকের ছোঁড়া গুলি তেজস্বী সুমন হাসানের বুকে এসে বিদ্ধ হয়। একটি গুলি তাঁর মেরুদণ্ডে আঘাত হানে। অচেতন হয়ে মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। নরখাদকদের তীব্র গোলাগুলিতে পথচারীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সাহস হয়নি। ফলে ঘটনাস্থলে মহান আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমান শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: সুমন হাসান। পরিবারের কাছে খবর আসে দেরিতে। রাত ১২টার দিকে শহীদের লাশ উদ্ধার করে গ্রামের বাড়ি জামালপুর জেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। একমাত্র ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শহীদ পিতা জনাব বিল্লাল হোসেন। পিঠাপিঠি ভাই-বোন ছিলেম সুমন ও বীথি। সহোদরকে হারিয়ে নিঃস্ব বোন জারে জারে কাঁদতে থাকেন। পরদিন সকালে ৬ আগস্ট ২০২৪ হাজার-হাজার জনতার উপস্থিতিতে এই মহাবীরের জানাজা সম্পন্ন হয়। এরপর শহীদ সুমনের লাশ নিজ গ্রামের কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে পরিবারের কথা না ভেবে দেশকে স্বাধীন করে গিয়েছে এমন হাজারও তরুণ। আমরা তাঁদের এই ত্যাগকে মূল্যায়ন করতে কখনও যেন ভুলে না যাই।

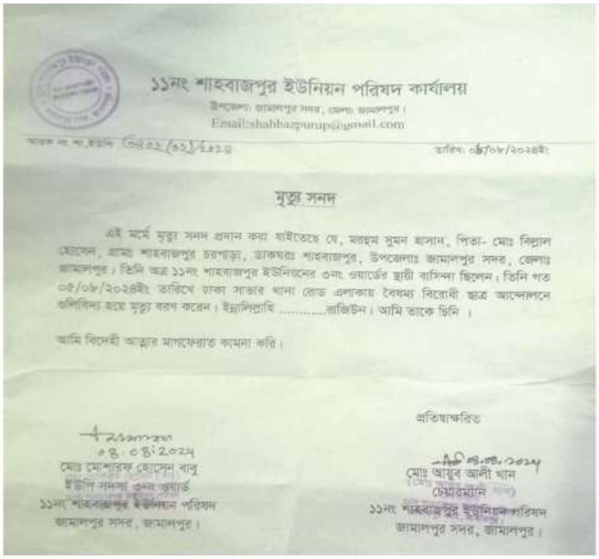

১১নং শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর।
Email:shahbazpurup@gmail.com

তারিখ: ০৬/০৮/২০২৪ইং

মৃত্যু সনদ

এই মর্মে মৃত্যু সনদ প্রদান করা যাইতেছে যে, মরহুম সুমন হাসান, পিতা- মোঃ বিল্লাল হোসেন, গ্রামঃ শাহবাজপুর চরপাড়া, ডাকঘরঃ শাহবাজপুর, উপজেলাঃ জামালপুর সদর, জেলাঃ জামালপুর। তিনি অত্র ১১নং শাহবাজপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। তিনি গত ০৫/০৮/২০২৪ইং তারিখে ঢাকা সাভার থানা রোড এলাকায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ....রাজিউন। আমি তাকে চিনি ।

আমি বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

প্রতিস্বাক্ষরিত

০৪.০৮.২০২৪
মোঃ মোশারফ হোসেন বাবু
ইউপি সদস্য ৩নং ওয়ার্ড
১১নং শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জামালপুর সদর, জামালপুর।

মোঃ আয়ুব আলী খান
চেয়ারম্যান
১১নং শাহবাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ
জামালপুর সদর, জামালপুর।

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: সুমন হাসান, বয়স : ২১, পেশা : গার্মেন্টস শ্রমিক
পিতা	: মো: বিল্লাল হোসেন, বয়স: ৬০, অসুস্থ
মাতা	: মৃত : স্বপ্না বেগম স্বারা
স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা: জামালপুর, উপজেলা: সদর, গ্রাম: শাহবাজপুর, মহল্লা: চরপাড়া, মন্ডল বাড়ি
বর্তমান ঠিকানা	: একই
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সাভার, থানা রোড, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: নিজ গ্রামের স্থানীয় কবরস্থান
বোন: মোসা	: বীথি আক্তার, বয়স: ১৯, (বিবাহিতা)
সম্পদের পরিমাণ	: বসতি জমিতে টিনের তৈরি দুই রুমের একটি অসম্পূর্ণ বাড়ি রয়েছে

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পিতাকে চিকিৎসা খরচ বাবদ সাহায্য করা যেতে পারে। তিনি ব্লাস্ট ইনজুরিতে ভুগছেন
২. শহীদের পিতাকে একটি দোকান উপহার দিয়ে কর্মসংস্থান গড়ে দেয়া যেতে পারে
৩. পরিবারটি বোনের বিবাহ অনুষ্ঠান বাবদ সত্তর হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে। ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা যেতে পারে
৪. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে

" মা আমার জন্য ভাত রান্না করে
রেখো ; আমে রাতে এসে খাবো "

শহীদ মোঃ সবুজ মিয়া

ক্রমিক : ৬৫৬

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৬৯

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: সবুজ মিয়া শেরপুর জেলার শ্রীবরদীর রুপার পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতার নাম আজহার আলী এবং মা সোমেজা। বাবা আজহার আলী প্যারালাইজড এবং মা গৃহিণী। ১৮ বছর বয়স্ক এই যুবক শ্রীবরদী সরকারি কলেজের মানবিক বিভাগের ছাত্র ছিলেন। বাবা প্যারালাইজড হওয়ায় সংসারের পুরো দায়িত্ব তার কাঁধে ছিল। ছোট ভাই মোঃ কাউসার (১৩) এবং বোন আয়েশা (৯) লেখাপড়া করে।

চার আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি পালনের সময় ছাত্রলীগ ও বিজিবি এক যোগে অতর্কিত হামলা চালায়। এই সময় ছাত্রলীগের গুলিতে সবুজ মিয়া মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। আহত সবুজ মিয়াকে ম্যাজিস্ট্রেটের একটি গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যায়। সবুজ মিয়া ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৪ আগস্ট ২০২৪ ছিল সবুজ মিয়ার জীবনের এক ভয়াবহ মর্মান্তিক দিন। এই দিন বন্ধুবান্ধবদের সাথে চলমান বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে দুপুর ১.৫ টার সময় শেরপুর শহরে একত্রিত হয়। তারা আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যের সাথে মিলিত হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। পরে তারা খরমপুর খাদ্য গুদামের সামনে গিয়ে অবস্থান নেই। পরিস্থিতি হঠাৎ করেই সহিংস হয়ে ওঠে। এ সময় বিজিবি এবং ছাত্রলীগের কর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আর আন্দোলনকারীরা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে। শহীদ মোহাম্মদ সবুজ মিয়াও কোন কিছু বুঝে উঠতে না পেরে প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়াতে শুরু করেন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ছাত্রলীগ হঠাৎ করে শহীদ সবুজকে লক্ষ্য করে গুলি করে। একটি গুলি তার মাথায় আঘাত করে যা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। আহত সজীবের শরীরের উপর দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যায়। এসব আঘাতের ফলে সবুজ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং কোন প্রকার চিকিৎসা পাওয়ার আগেই ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাদাতের পর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সবুজের মা জরিনা বেগম বলেন, "আমার ছেলে ৪ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনে যায়। বলে, মা আমার জন্য ভাত রান্না করে রেখো আমি রাতে এসে খাবো। আমি আমার ছেলেকে বলি বাবা তুমি আন্দোলনে যেও না। সবুজ বলেছিল মা, তুমিও এমন কথা বলো। আমরা আন্দোলন না করলে হাসিনা সরকার নামবে না। সে চাকরিও দিবে না। পরে ওর ফুফু এসে খবর দেয় সবুজ শহীদ হয়ে গেছে। এখন আমি কিভাবে বাঁচব? আমার পরিবার কিভাবে চলবে?" পরিবার ও এলাকাবাসীর শহীদ মো: সবুজ মিয়ার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও বিচার চান।

শহীদ পরিবারের বিশেষ তথ্য

শহীদ মোঃ সবুজ মিয়ার বাবা প্যারালাইজড। সবুজ মিয়া পরিবারের হাল ধরতে পড়াশোনার পাশাপাশি ফার্মেসিতে পার্ট টাইম কাজ করতেন। বাবাও কষ্ট করে কৃষিকাজ করে অল্প কিছু আয় করতেন। দুজনের এই সামান্য আয় দিয়েই সংসার চলতো। বড় বোন মাজেদা (২৬) গৃহিণী। ছোট ভাই মোঃ কাউসার (১৩) হিফজ বিভাগের ছাত্র এবং ছোট বোন আয়েশা (৯) তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশুনা করে। শহীদ মোঃ সবুজ মিয়া দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। শহীদদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা খুবই নাজুক। মোহাম্মদ সবুজ মিয়ার মৃত্যুর পর তাদের পরিবারে যেন স্থায়ী অন্ধকার নেমে এসেছে। ছোট ছোট ভাই বোন দের পড়াশোনার খরচ এখন হুমকির মুখে, কেননা পরিবারের দৈনন্দিন খরচ মেটানোর সাধ্যই তাদের নেই। বাবা আজহার আলী আগে শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন এখন মানসিকভাবে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন।

শহীদ পরিবারের জন্য করণীয়

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন সহায়তা করা যেতে পারে।
২. শহীদের বাবা-মার মাসিক আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা।
৩. শহীদের ভাই-বোনদের পড়াশোনা চালিয়ে নিতে সাহায্য করা।
৪. ঘর নির্মাণে সাহায্য করা।

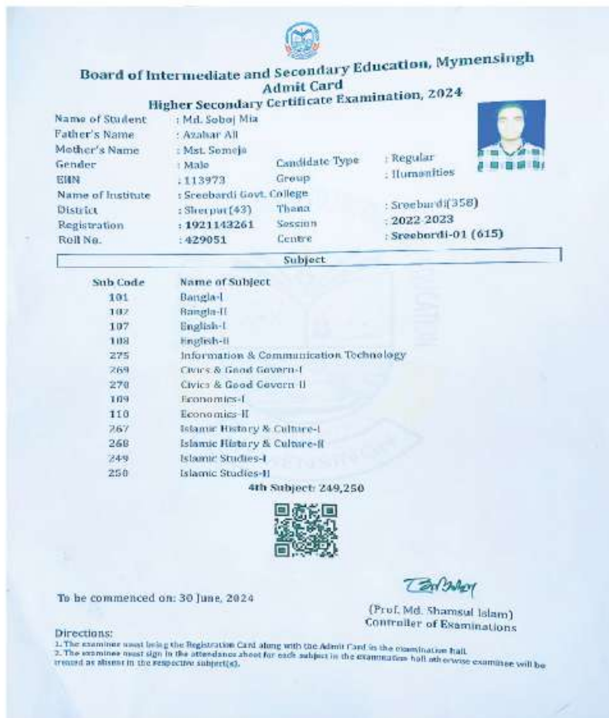

Board of Intermediate and Secondary Education, Mymensingh
Admit Card
Higher Secondary Certificate Examination, 2024

Name of Student	: Md. Soboj Mia		
Father's Name	: Azahar Ali		
Mother's Name	: Mst. Semeja		
Gender	: Male	Candidate Type	: Regular
EIIN	: 113973	Group	: Humanities
Name of Institute	: Sreebardi Govt. College		
District	: Sherpur(43)	Thana	: Sreebardi(358)
Registration	: 1921143261	Session	: 2022-2023
Roll No.	: 429051	Centre	: Sreebordi-01 (615)

Subject

Sub Code	Name of Subject
101	Bangla-I
102	Bangla-II
107	English-I
108	English-II
275	Information & Communication Technology
269	Civics & Good Govern-I
270	Civics & Good Govern-II
109	Economics-I
110	Economics-II
267	Islamic History & Culture-I
268	Islamic History & Culture-II
249	Islamic Studies-I
250	Islamic Studies-II

4th Subject: 249,250

To be commenced on: 30 June, 2024

(Prof. Md. Shamsul Islam)
Controller of Examinations

Directions:
1. The examinee must bring the Registration Card along with the Admit Card in the examination hall.
2. The examinee must sign in the attendance sheet for each subject in the examination hall otherwise examinee will be treated as absent in the respective subject(s).

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: সবুজ মিয়া
পিতা	: আজহার আলী
মাতা	: সোমেজা
বয়স	: ১৮ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রুপার পাড়া, ইউনিয়ন: ৮ নং খরিয়া কাজীর চর থানা: শ্রীবরদী, জেলা: শেরপুর
বর্তমান ঠিকানা	: একই
আহত হওয়ার স্থান	: খরমপুর মোড়, খাদ্য গুদামের সামনে, শেরপুর সদর
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৪ আগস্ট ২০২৪, বিকাল তিনটা ৩০ মিনিট
যাদের আঘাতে শহীদ	: উপজেলা প্রশাসন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি ইচ্ছাকৃতভাবে ছাত্রদের উপর তুলে দেয়, সেই গাড়িতে চাপা পড়ে সবুজ মিয়া শহীদ হন।
শহীদের কবরস্থান	: নিজগ্রাম, পূর্ব রুপারপাড়া, শেরপুর

শহীদ শাহিন মাহমুদ শেখ

ক্রমিক : ৬৫৭

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শাহিন মাহমুদ শেখ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮০ সালের ২২ জুলাই। তার জন্মস্থান শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার কাকিলাকুড়া ইউনিয়নের গবরিকুরা গ্রামে। এটি তার গ্রামের বাড়ি। তার পিতা মৃত শাহজাহান(৮০) । পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন ভূমি অফিসের পিয়ন। তার মায়ের নাম অবিরন নেছা। বর্তমানে তিনি ৭০ বছরের বৃদ্ধা।

শহীদ শাহিন মাহমুদ শেখ স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকতেন গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার রূপনগরে। তিনি পেশায় ছিলেন রিকশাচালক। আর তার স্ত্রী সালমা বেগম গার্মেন্টস কর্মী। তার কন্যা দুজনের প্রথম জনের নাম শারমিন (১৭) আর ছোট মেয়ে মিম (১৫)। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ ইনকামে দুই কন্যা সন্তান নিয়ে ছিল তার সুখের সংসার। কিন্তু তার সেই সুখের সংসার নিমিষেই ধ্বংস হয়ে গেল স্বৈরাচারীর ঐরাবতের আঘাতে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

৩৬ জুলাই কিংবা ৫ আগস্ট, ২০২৪; যে দিনটাতে স্বৈরাচারের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল, লাখো কোটি ছাত্র জনতার গণভবন অভিমুখে যাত্রা খবর শুনে স্বৈরাচারী হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, সেই দিনটাকে তার দোসররা, তার পেটুয়া বাহিনীরা, তার পোষা পুলিশলীগ তার পালানোর কথা জানার পরও শেষ কামড় দিয়ে এদেশের কয়েকশ নিরীহ ছাত্রজনতাকে হত্যা করেছিল। ভয়ংকর সেইসব বিভীষিকাময় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন শহীদ শাহীন মাহমুদ শেখও।

জুলাই এর মাঝামাঝি থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারাদেশে ঝড় তোলে। প্রতিদিনই পুলিশের গুলি আর ছাত্রলীগ-যুবলীগের ধারালো অস্ত্রে জখম হয়ে সারাদেশে শহীদ হচ্ছিলেন অসংখ্য ছাত্র-জনতা। ঠিক তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল আন্দোলনের মাত্রাও। ক্রমান্বয়ে এই আন্দোলন পরিণত হয় স্বৈরাচার পতনের একদফা আন্দোলনে। ছাত্র-জনতার এই গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত বিজয়ের দিনটি আসে ৫ই আগস্ট ২০২৪। এদিন সকালে শহীদ শাহিন মাহমুদ শেখ তার ৪ জন বন্ধুকে নিয়ে সকাল ১০টায় গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুরের রূপনগরে আন্দোলনকারীদের সাথে আন্দোলনে যোগ দিতে যান।

সেই যে তিনি গেলেন, তারপর আর বাসায় ফেরা হয়নি তার। দিন যায়, সন্ধ্যা নামে; তার খোঁজ পাওয়া যায় না। তার স্ত্রী-কন্যারা সমস্ত জায়গায় তাকে খুঁজতে থাকেন, কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না। ফোনেও তাকে পাওয়া যায় না। সারারাত তাদের নির্ঘুমে কাটে। পরদিন ৬ই আগস্ট রূপনগর ড্রেনের মধ্যে গুলিবিদ্ধ একটি লাশ পাওয়া যায়, যার শরীরে ৪টি গুলিবিদ্ধ ছিল। ২ গুলি লাগে তার ঘাড়ে, ১টি হাতে আর ১টি লাগে বুকে।

এই অজ্ঞাত লাশ পেয়ে স্থানীয় জনগণ মসজিদের মাইকে জরুরি ভিত্তিতে ঘোষণা করে। এই ঘোষণা শুনতে পান শহিদ শাহিন মাহমুদের ভাগিনা। তিনি শহীদের ছোট কন্যা মিমকে বিষয়টি অবগত করেন এবং তাকে নিয়ে লাশের কাছে পৌঁছান। তখন মিম লাশটা তার পিতা শাহিন মাহমুদের বলে শনাক্ত করেন।

শহীদ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

শহীদ শাহিন মাহমুদ শেখ ছিলেন একজন সাদাসিধে রিকশাচালক, যিনি জীবন যুদ্ধে রিক্সার প্যাডেলে ঘাম ঝরিয়ে সংসার চালাতেন। কিন্তু এক বিভীষিকাময় মৃত্যু গ্রাস করে তাকে। এক নীরব অচেনা মৃত্যু, যে মৃত্যুর ঘোষণা আসে মসজিদের মাইকে– অজ্ঞাতনামা এক লাশের খবর! সেই অজ্ঞাত লাশটা আর কেউ ছিলেন না, ছিলেন দুইকন্যা সন্তানের বাবা, পরিবারের একমাত্র ভরসা শহীদ শাহিন মাহমুদ। শাহিন মাহমুদের মৃত্যুর পর তাদের সংসার যেন অকস্মাৎ অন্ধকারে ঢেকে যায়। সালমা বেগমের একার আয় গার্মেন্টসের সামান্য বেতনে এখন দুই মেয়ের দায়িত্ব নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একসময়ের সচ্ছল সংসার এখন দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত।

শাহিনের দুই মেয়ে বাবার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে। পিতৃহারা এতিম মেয়ে দুটোর মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না। আর স্বামীহারা সালমা বেগমও যেন হয়ে গেছেন মনমরা। তবুও দু কন্যা সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে চেষ্টা করছেন শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর।

শহীদ শাহিনের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এলাকাবাসী সবাই শোকাহত। তাদের কাছে শহীদ শাহিন শুধু একজন রিকশাচালকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী মানুষ, যিনি জীবন দিয়েও সংগ্রামের পথ ছেড়ে যাননি। তার এই আত্মত্যাগ সমাজের জন্য এক চিরস্থায়ী স্মৃতি হয়ে থাকবে।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন

২. স্ত্রীর জন্য ভালো একটা কর্মসংস্থান প্রয়োজন

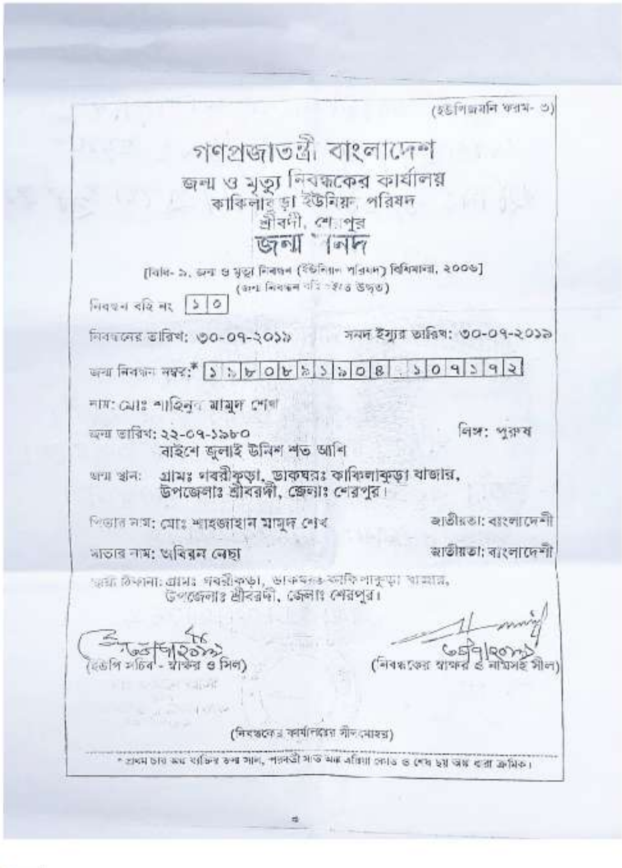

(ইউনিয়ন ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

কাকিলাকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ

শ্রীবর্দী, শেরপুর

জন্ম [illegible]

[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]

(জন্ম নিবন্ধন বহি হতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং ১০

নিবন্ধনের তারিখ: ৩০-০৭-২০১৯ সনদ ইস্যুর তারিখ: ৩০-০৭-২০১৯

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ১৯৮০৮৯১৯০৪১০৭১৭২

নাম: মোঃ শাহিনুর মামুদ শেখ

জন্ম তারিখ: ২২-০৭-১৯৮০ লিঙ্গ: পুরুষ

বাইশে জুলাই উনিশ শত আশি

জন্ম স্থান: গ্রামঃ গবরীকুড়া, ডাকঘরঃ কাকিলাকুড়া বাজার, উপজেলাঃ শ্রীবরদী, জেলাঃ শেরপুর।

পিতার নাম: মোঃ শাহজাহান মামুদ শেখ জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: অবিরন নেছা জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ গবরীকুড়া, ডাকঘরঃ কাকিলাকুড়া বাজার, উপজেলাঃ শ্রীবরদী, জেলাঃ শেরপুর।

৩০/৭/২০১৯ (ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল)

৩০/৭/২০১৯ (নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

* প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক দ্বারা ক্রমিক।

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

পূর্ণনাম	: মো. শাহিন মাহমুদ শেখ
জন্ম তারিখ	: ২২.০৭.১৯৮০
শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল	: রূপনগর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর, ৫ আগস্ট, ২০২৪, দিনের কোনোএক সময়
আঘাতের ধরন	: একাধিক গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: নিজগ্রাম
পেশা	: রিক্সা চালক
কর্মস্থল	: গাজীপুর
পিতা	: মৃত শাহজাহান
মাতা	: অবিরন নেছা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গবরিকুরা, ইউনিয়ন: কাকিলাকুরা, থানা: শ্রীবরদী, জেলা: শেরপুর
স্ত্রী-সন্তান	: সালমা বেগম, পেশায় গার্মেন্টস কর্মী
	: কন্যা: শারমিন (১৭)
	: কন্যা: মিম (১৫)

শহীদ শাহাদাত হোসেন

ক্রমিক : ৬৫৮
আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শাহাদাত হোসেনের জন্মস্থান শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি থানাধীন নলকুড়া ইউনিয়নের শালচুরা গ্রামে। এই গ্রামের দম্পতি মোঃ ইদ্রিস আলী ও সুরুতা বেগমের ঘর আলোকিত করে আগমন ঘটে তার। তার জন্মের সেই দিনটি ছিল ১৯৯৮ সালের ১ মে। পিতামাতার ৫ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

বছর ৪ আগে শাহাদাত হোসেন তার পিতাকে হারান। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব যেন তার ঘাড়ে এসে বর্তায়। তার বড় ভাই মোঃ নুরুজ আলী (৩৬) একজন দিনমজুর। ছোট ভাই এরশাদ আলী (১৮) সামান্য একজন কৃষক। তাদের দুজনের যে আয়, তা দিয়ে তাদের বড় পরিবারের ভরণপোষণ দুরূহ হয়ে যায়। তার ওপর শাহাদাত হোসেন ছিলেন বিবাহিত। তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক । তাইতো তিনি সংসারের সব দায়িত্ব যেন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। চলে যান ঢাকা শহরে। মিরপুর ২ এ একটি গার্মেন্টসে চাকরি নেন। এই চাকরির বেতনে আর দুই ভাইয়ের সামান্য সহযোগিতায় ভালোই চলছিল তার বড় পরিবার।

গার্মেন্টসে চাকরির সুবিধার্থে শাহাদাত হোসেন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাকতেন ঢাকার মিরপুরের বড়বাগ এলাকায়। তার স্ত্রী সোনিয়া একজন গৃহিণী। একমাত্র শিশুকন্যা সায়মা, যার বয়স ২ বছর।

শহীদ শাহাদাত হোসেনের ২ বোনের একজন রিমা আক্তার (২৫)। তিনি বিবাহিতা। থাকেন শ্বশুরবাড়ি। আর ছোট বোন রিনা আক্তার (১৯) এখনো অবিবাহিতা।

যেভাবে শহীদ হন শাহাদাত হোসেন

৫ আগস্ট ২০২৪, ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের দিন। এদিন সকাল থেকেই লাখো জনতা সারা দেশ থেকে ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ করে আসতে থাকেন। তাদের উদ্দেশ্য গণভবন ঘেরাও।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে পুরো ঢাকা শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। ছাত্র-জনতার এই সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে যায়। এরই মধ্যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় শেখ হাসিনা।

স্বৈরাচারের পতনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় নেমে আসে বিজয়মিছিল। তেমনই এক বিজয়মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন শহীদ শাহাদাত হোসেন।

সময়টা তখন বিকেল ৩ টা ৩০ মিনিট। মিরপুর ২-এর বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করে মোবাইলে ভিডিও করছিলেন শহীদ শাহাদাত হোসেন। যখন তারা মিরপুর মডেল থানার সামনে, তখন হঠাৎ এই বিজয় মিছিলের উপর পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। দুটো গুলি এসে বেঁধে শহীদ শাহাদাতের শরীরে। একটি গুলি তার পেট ফুঁড়ে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরেকটি গুলি লাগে বুকে। ভেতরে আটকে যায় সেটি।

এই অবস্থায় আন্দোলনকারীরা তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে নেওয়ার পর ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিভে যায় সুখময় সংসারের এক শুকতারা। অকালে বিধবা হয়ে যায় এক নারী। এতিম হয়ে যায় ২ বছরের শিশু। সন্তানহারা হয় বিধবা মা। ভাইহারা হয় চার ভাইবোন। এ যেন এক নিষ্ঠুর নিয়তি!

শহীদ শাহাদাত সম্পর্কে আরো যা জানা যায়

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী থানার শালচুরা গ্রামে জন্ম নেওয়া শাহাদাত হোসেন ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে অমায়িক ও ভদ্র স্বভাবের ছেলে। সারা জীবনই তিনি তার সরলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই সবার সাথে ছিল তার আন্তরিক সম্পর্ক। কোনো ঝগড়া, কোনো তর্কে তিনি কখনো জড়াননি। স্নেহময় এই যুবককে গ্রামের সবাই ভালোবাসতেন।

শাহাদাত হোসেনের জীবনটা সহজ ছিল না। পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কারণে নিজের পড়াশোনার স্বপ্ন বিসর্জন দিতে হয় তাকে। শৈশব থেকেই পরিবারের ভার কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি মিরপুর ২-এ একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতে শুরু করেন। জীবনের প্রতিটি দিন কাটাতেন কঠোর পরিশ্রমে, যেন পরিবারটা কোনোভাবে টিকে থাকে।

৪ বছর আগে বাবাকে হারান শাহাদাত। তার মা একজন গৃহিণী, আর দুই ভাইয়ের একজন কৃষক এবং অন্যজন দিনমজুর। বড় বোনের বিয়ে হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে থাকেন, কিন্তু ছোট বোন অবিবাহিতা হওয়ায় তিনিও থাকতেন তার সংসারে। এছাড়া তার সংসারে ছিল তার প্রিয়তমা স্ত্রী ও এক শিশুকন্যা। এই বড় পরিবারের অন্যতম আয়ের উৎস ছিলেন তিনি। যিনি কখনো পরিবারের কাছে কিছু চাননি, বরং নিজেই ছিলেন তাদের অবলম্বন। তার উপার্জনের ওপরই ভর করে চলছিল পরিবারের জীবনযুদ্ধ।

কিন্তু ৫ই আগস্টের সেই কালো দিনে দুটি বুলেট পুরো পরিবারকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। পুলিশের ছোঁড়া সেই বুলেটে শাহাদাতবরণ করেন শাহাদাত হোসেন। পরদিন তাকে তার নিজগ্রাম শালচুরায় কবরস্থ করা হয়। শোকগ্রস্ত পরিবারটি সেইদিন থেকে বেঁচে থাকার নতুন সংগ্রাম শুরু করেছে।

শাহাদাতের মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ের সামান্য উপার্জনে কোনোমতে চলছে তাদের সংসার। আর তার প্রিয়তমা স্ত্রী একমাত্র শিশুকন্যা সায়মাকে নিয়ে ফিরে গেছেন বাবার বাড়িতে। তিলে তিলে গড়ে তোলা যে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন শাহাদাত তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে দেখছিলেন, তা নিমিষেই ধ্বংস হয়ে গেল। শাহাদাতের মৃত্যু শুধু একটি প্রাণের নিঃশেষ নয়, একটি পরিবারের স্বপ্নেরও নিঃশেষ। তার বিভীষিকাময় এই মৃত্যু আজও প্রশ্নবিদ্ধ করে যাচ্ছে আমাদের সমাজের ন্যায় বিচার ও মানবিকতার ভিত্তিকে।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. ভাইদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. এতিম শিশু কন্যাসন্তানের লালনপালনের খরচ বহন করা।

৩. স্ত্রীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।

এক নজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

পূর্ণনাম	: শাহাদাত হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০১.০৫.১৯৯৮
জন্মস্থান	: শালচুরা, শেরপুর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট, ২০২৪; বিকাল: ৩:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার স্থান	: মিরপুর মডেল থানার সামনে
আঘাতের ধরন	: একাধিক গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: নিজগ্রাম, শালচুরা
পেশা	: গার্মেন্টস চাকরি
কর্মস্থল	: মিরপুর, ঢাকা
পিতা	: মৃত মো: ইদ্রিস আলী
মাতা	: সুরুতা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শালচুরা, ইউনিয়ন: নলকুরা, থানা: ঝিনাইগাতি, জেলা: শেরপুর
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী সোনিয়া আক্তার, গৃহিণী। ১ কন্যা: সায়মা, বয়স ২ বছর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: শাহাদাত হোসেন
Name: SHAHADAT HOSSEN
পিতা: মোঃ ইদ্রিস আলী
মাতা: সুরুতা বেগম
Date of Birth: 01 May 1998
ID NO: 9165282105

শহীদ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

ক্রমিক : ৬৫৯

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭২

শহীদ পরিচিতি

৫ আগস্ট ২০২৪, ছাত্রজনতার চূড়ান্ত বিজয়ের দিন মিরপুর ২-এ পুলিশের ছোঁড়া গুলিতে যে কয়জন ছাত্রজনতা নিহত হন, তাদের মধ্যে শহীদ আশরাফুল ইসলাম অন্যতম। তার মৃত্যুর মুহূর্তটি ছিল হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার মতো একটি মুহূর্ত।

শহীদ আশরাফুল ইসলামের জন্ম শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী থানাধীন নলকুরা ইউনিয়নের শালচুরা গ্রামে। পিতা মোহাম্মদ আব্দুল আলী ও মাতা আনোয়ারা বেগমের গৃহ আলো করে আশরাফুল ইসলামের এই ধরণীতে আগমন ঘটেছিল ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি।

শহীদ আশরাফুলের পিতা মোঃ আব্দুল আলীর বয়স ৬০ বছর। পেশায় তিনি গাছ কাটা শ্রমিক। জীবিকা নির্বাহ করেন গাছ কেটে। তার মাতা আনোয়ারা বেগমের বয়স ৫৫ বছর। তিনি গৃহিণী।

পরিবারে ৩ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে শহীদ আশরাফুল ছিলেন সবার ছোট। তার বড় ভাই মোঃ আনোয়ার (৩০) কৃষি কাজ করেন। মেজ ভাই আমিনুল ইসলাম (২২) ১৩ পারা কুরআন হিফজ করার পর বর্তমানে বেকার। আর একমাত্র বোন আকলিমা (২৫) বিবাহিতা। পেশায় তিনি গৃহিণী। থাকেন স্বামীর সংসারে।

শহীদ আশরাফুল ইসলাম পেশায় ছিলেন গার্মেন্টস কর্মী। থাকতেন ঢাকার মিরপুরে। সেখানকার একটি গার্মেন্টসের কাপড় প্রিন্টের কারখানায় কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন।

শহীদ আশরাফুল তার উপার্জনের বড় একটা অংশ তার পরিবারে দিতেন। পিতা, বড় ভাই আর তার প্রচেষ্টায় তাদের সংসার বেশ ভালোভাবেই চলত। কিন্তু একটা ঝড় তাদের সেই সুখের সংসারে আঘাত হেনে এলোমেলো করে দিয়েছে সবকিছু।

যেভাবে শহীদ হন তিনি

গত ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে শহীদ আশরাফুলের জীবনের করুণ সমাপ্তি ঘটে, যা তার পরিবার ও দেশবাসীর জন্য এক গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সেদিন ছিল দেশের জন্য একটি বিশেষ দিন। ১৬ বছরের স্বৈর শাসক শেখ হাসিনার পতনের দিন। ফ্যাসিবাদী হাসিনার পতনের ফলে পুরো দেশজুড়ে আনন্দের জোয়ার বইছিল। সারা দেশের মতো ঢাকাতেও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সফল সমাপ্তি উদযাপনে সড়কে সড়কে আনন্দ মিছিল হচ্ছিল। সেই আনন্দ মিছিলে দেশের অন্যান্য সাধারণ মানুষ–শিশু-যুবা-বৃদ্ধদের মতো শহীদ আশরাফুল ইসলামও যোগ দেন।

আশরাফুল ইসলাম সবসময়ই সমাজ ও দেশের প্রগতির পক্ষে ছিলেন। সেই বিশেষ দিনে তিনি নিজের মোবাইল ফোনে আনন্দ মিছিলের স্মৃতি ধরে রাখতে ভিডিও ধারণ করছিলেন।

কিন্তু সেই আনন্দঘন মুহূর্ত হঠাৎই এক মর্মান্তিক ঘটনার দিকে মোড় নেয়। পুলিশ অতর্কিতভাবে সেই মিছিলে হামলা চালায়, মুহুর্মুহু গুলি বর্ষণ করে মিছিল কারীদের ওপর। গুলির আঘাতে আশরাফুলের শরীর জর্জরিত হয়। তার পিঠের নিচের দিকে দুটি এবং মেরুদণ্ড বরাবর একটি বুলেট লাগে। এই আঘাত মারাত্মকভাবে তাকে আহত করে এবং তার শরীর থেকে প্রচন্ড রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তবুও আশরাফুল দৃঢ়ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে নিজেই দ্রুত সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ছুটে যান চিকিৎসা নেবার জন্য। হাসপাতালে গিয়ে তিনি নিজ হাতে টিকেট কেটে ইমার্জেন্সিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রচন্ড যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় অপেক্ষা করছিলেন চিকিৎসার। শরীর থেকে তখনও প্রবাহিত হচ্ছিল রক্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে জরুরি বিভাগের চিকিৎসকরা তাকে চিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হন। গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া শরীর নিয়ে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে তার গুলিবিদ্ধ শরীর। তবুও কোনো ডাক্তার তার চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসেননি। চিকিৎসার অভাবে কোনো সহায়তা না পেয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগেই করুণ মৃত্যু হয় তার।

অসহায় শহীদ পরিবার

শহীদ আশরাফুল ছিলেন খুবই ভালো, দায়িত্বশীল এবং পরিশ্রমী ছেলে। পরিবারের সবার জন্য তিনি ছিলেন সহায়তার এক বড় উৎস। তার বাবা আব্দুল আলী, যিনি গাছ কেটে জীবিকা নির্বাহ করেন, তার মতোই সৎভাবে জীবনযাপন করতেন তিনি।

আশরাফুল তার গার্মেন্টসে চাকরি করার সুবাদে প্রতি মাসে একটি বড় অংশ নিজের পরিবারের হাতে তুলে দিতেন। মূলত তার আয়ের উপরই পরিবারটি অনেকটাই নির্ভরশীল ছিল। বড় ভাই আনোয়ার, তিনি নিজে আর তার বাবা মিলে যা আয় করতেন, তা দিয়ে তাদের সংসার ভালোভাবে চলত। পরিবারের সবার মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সাধারণ কিন্তু শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছিলেন তারা।

কিন্তু আশরাফুলের মৃত্যু তাদের জীবনকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। তার শাহাদাতের ফলে পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। বাবার গাছ কাটার কাজ এবং ভাইয়ের কৃষিকাজের আয় দিয়ে পরিবারটি চালানো এখন অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশরাফুল যে আর্থিক সাহায্য করতেন, তা না থাকায় তাদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে গেছে এবং সংসারে আর্থিক টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। এই পরিবারটির জন্য তিনি ছিলেন একটি বড় সমর্থন এবং পরিশ্রমী ব্যক্তি। তার এই মর্মান্তিক মৃত্যু শুধুমাত্র তার পরিবারকেই ধ্বংস করেনি, এটি দেশের জন্যও একটি অপূরণীয় ক্ষতি। এখন তার পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবসহ সর্বস্তরের মানুষ তার হত্যার সঠিক বিচার চান।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. ভাইদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
২. পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দান

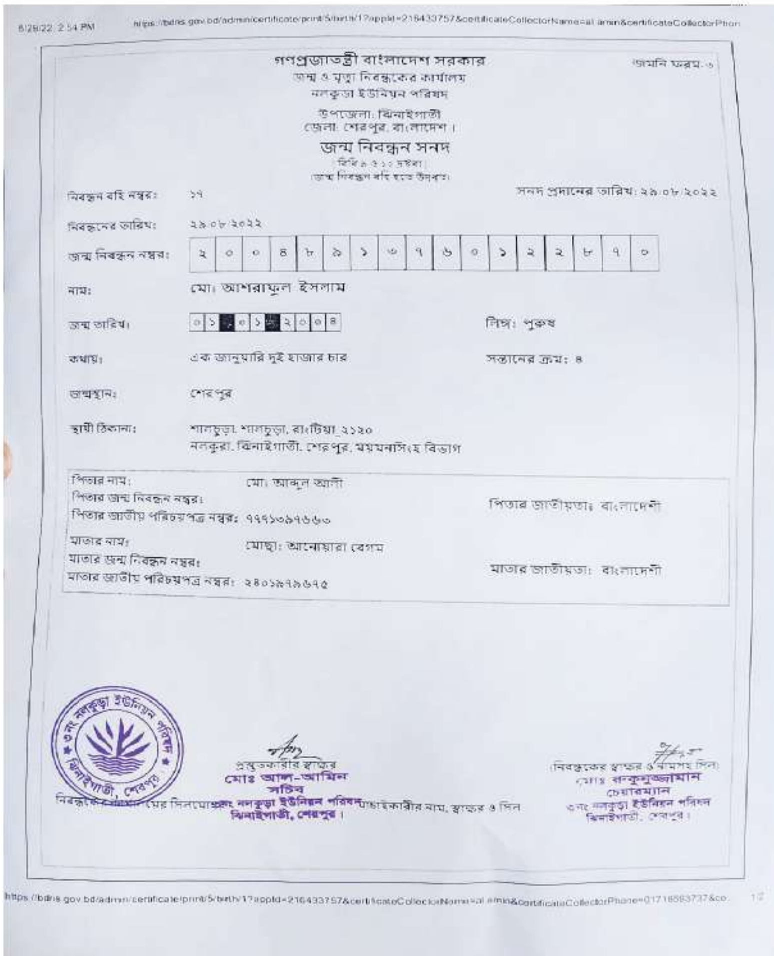

8/29/22 2:54 PM https://bdris.gov.bd/admin/certificate/print/5/birth/1?appId=216433757&certificateCollectorName=al amin&certificateCollectorPhon

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
নলকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: ঝিনাইগাতী
জেলা: শেরপুর, বাংলাদেশ।

জমনি ফরম-৩

জন্ম নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন বহি নম্বর: ১৭

সনদ প্রদানের তারিখ: ২৯/০৮/২০২২

নিবন্ধনের তারিখ: ২৯/০৮/২০২২

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০৪৮৯১৩৭৬০১২২৮৭০

নাম: মো: আশরাফুল ইসলাম

জন্ম তারিখ: ০১[redacted]০১[redacted]২০০৪

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: এক জানুয়ারি দুই হাজার চার

সন্তানের ক্রম: ৪

জন্মস্থান: শেরপুর

স্থায়ী ঠিকানা: শালচুড়া, শালচুড়া, রাংটিয়া_২১২০
নলকুরা, ঝিনাইগাতী, শেরপুর, ময়মনসিংহ বিভাগ

পিতার নাম: মো: আব্দুল আলী
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ৭৭৭১৩৯৭৬৬৩
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোছা: আনোয়ারা বেগম
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ২৪০১৯৭৯৬৭৫
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর
মোঃ আল-আমিন
সচিব
৩নং নলকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সিল
মোঃ রুকুনুজ্জামান
চেয়ারম্যান
৩নং নলকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

https://bdris.gov.bd/admin/certificate/print/5/birth/1?appId=216433757&certificateCollectorName=al amin&certificateCollectorPhone=01718583737&co 1/2

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ আশরাফুল ইসলাম
Name: MD. ASHRAFUL ISLAM
পিতা: মোঃ আব্দুল আলী
মাতা: মোছাঃ আনোয়ারা বেগম
Date of Birth: 01 Jan 2004
ID NO: 1040890749

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

পূর্ণ নাম	: মো: আশরাফুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ০১.০১.২০০৪
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
কর্মস্থল	: মিরপুর, ঢাকা
পিতা	: মৃত মো: আব্দুল আলী
মাতা	: আনোয়ারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শালচুরা, ইউনিয়ন: নলকুরা, থানা: ঝিনাইগাতি, জেলা: শেরপুর
জন্মস্থান	: শালচুরা, শেরপুর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল: ৩:৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার স্থান	: মিরপুর-২, থানার সামনে
আঘাতের ধরন	: একাধিক গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: নিজগ্রাম, শালচুরা
ভাইবোন	: বড় ভাই: আনোয়ার (৩০), মেজ ভাই: আমিনুল ইসলাম (২২), ১৩ পারা হাফেজ, একমাত্র বোন: আকলিমা (২৫), গৃহিণী

শহীদ সারদুল আশিষ সৌরভ

ক্রমিক : ৬৬০

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ সারদুল আশিষ সৌরভের জন্ম ২০০৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার জরাকুরা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। এই গ্রামের শিক্ষক দম্পতি মো: সোহরাব হোসেন ও শামসুন্নাহারের গৃহ আলো করে এই ধরণীতে আগমন ঘটেছিল তার। এই দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে শহীদ সৌরভ দ্বিতীয়।

সারদুল আশিষ সৌরভের পিতা সোহরাব হোসেন স্থানীয় বিএম কলেজের শিক্ষক। তার মাতা শামসুন্নাহারও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পিতা-মাতা দুজনই শিক্ষক হওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে তারা যথেষ্ট সচ্ছল। এছাড়া তাদের বসত বাড়িটাও বিশাল জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। পারিবারিক সূত্রেই তারা অনেক কৃষি জমির মালিক।

সৌরভ পেশায় শিক্ষার্থী। পড়াশোনা করেন সেকান্দার আলী কলেজে। এই কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের বাংলা বিভাগের এক সাধারণ কিন্তু পরিশ্রমী ছাত্র তিনি। তার বড় ভাই শাহরিয়ার আশিষ শোভনও অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আর একমাত্র ছোট বোন সুমনা আক্তার, তিনিও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী।

যেভাবে শহীদ হন সৌরভ

৪ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার খুনি হাসিনার নির্মম পারাজয়ের একদিন আগের এই তারিখটি শহীদ সারদুল আশিষ সৌরভের জীবনে এক মর্মান্তিক এবং ঐতিহাসিক দিন হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিন ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি।

শহীদ সারদুল আশিষ সৌরভ তার স্কুল ও কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা, এই দেশের সাধারণ জনগণের ওপর জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসা আওয়ামী ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী সরকারকে বিতাড়িত করা এবং দেশকে গণতান্ত্রিক ধারায় ফেরত আনা।

পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সৌরভ ও তার বন্ধুরা সেদিন দুপুর ২:৩০ মিনিটে শেরপুর সরকারি কলেজের সামনে একত্রিত হয়। সেখানে তারা আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখান থেকে তারা ৩:৩০ এর দিকে খড়মনুর খাদ্যগুদামের সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়।

কিন্তু পরিস্থিতি হঠাৎই পাল্টে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা অতর্কিতভাবে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। পরিস্থিতি হঠাৎ করেই সহিংস রূপ নেয় এবং চারিদিকে চিৎকার ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনকারীরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না এবং নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য এদিকসেদিক ছোটাছুটি শুরু করে। শহীদ সারদুল আশিষ সৌরভও এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যান এবং এই ছোটাছুটির মাঝেই পুলিশের একটি গাড়ি তাকে চাপা দিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে। মুহূর্তকাল পরে ঘটনাস্থলেই তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করেন।

সৌরভের শরীর এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে, সেখানে উপস্থিত কেউই তাকে হাসপাতালে নিতে পারেনি। পুলিশের এই বর্বর আচরণের ফলে শহীদ সারদুল আশিষ সৌরভ সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন, যা তার পরিবারের জন্য চিরকালের শোক এবং অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শহীদ সম্পর্কে সামগ্রিক বর্ণনা

শহীদ সৌরভ ছিলেন মেধাবীছাত্র। সবসময় পড়াশোনায় মনোযোগী এবং বিনয়ী ছিলেন। তার বড় ভাই বা ছোট বোন যেমন পরিবারের আশা ছিল, তেমনি সৌরভও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখতেন।

তার পরিবার ছিল সাধারণ উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য পরিশ্রম করতেন এবং একে অপরকে সমর্থন দিয়ে জীবনযাপন করতেন। তার স্বপ্ন ছিল পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং নিজেকে স্টাবলিশ করা।

সাধারণ ছাত্র হলেও তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন এবং সমাজের যেকোনো অসাম্য বৈষম্যের বিষয়ে স্পষ্ট মতামত পোষণকারী।

শহীদ সৌরভের পিতামাতা দুজনই চাকরিজীবী ছিলেন, যার ফলে তাদের পরিবার আর্থিকভাবে বেশ সচ্ছল ছিল। তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্বশীলতার ফলে পরিবারটি সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করত। তার পিতামাতা দুজনই নিজ নিজ পেশায় নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং নিজেদের উপার্জন দিয়ে সন্তানদের শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন।

সৌরভের পরিবারে শিক্ষার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তার পিতামাতা দুজনই শিক্ষক হওয়ায় সব সময় চাইতেন তাদের সন্তানরা যেন সুশিক্ষা লাভ করে এবং জীবনে উন্নতি করে। তাদের এই আর্থিক সচ্ছলতা এবং সুস্থির পরিবারিক পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠেন তারা। পরিবারটি ছিল পরিপূর্ণ এবং সুখী।

শহীদ সম্পর্কে স্বজনের অনুভব-অনুভূতি

শহীদ সৌরভের দাদা বলেন, 'আমার তিনজন নাতি। তার মধ্যে সৌরভ দ্বিতীয়। খুব সুন্দর চেহারা ছিল সৌরভের। উঁচু, লম্বা, সবদিক থেকে সে পুরো এলাকায় নাম্বার ওয়ান ছেলে ছিল। পড়াশোনাতেও আমার নাতি সৌরভ ১ নাম্বার ছিল। খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল সে। কখনো কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করত, না মারামারি করত না। অনেক আদর সোহাগ করতাম আমার প্রিয় নাতিটারে। এখন আর আমাকে দাদা দাদা বলে ডাকবে না সৌরভ। আমার নাতিটারে আমি আর ফিরে পাবো না কোনোদিন। এত কষ্ট আমি কই রাখবো এখন? কী দোষ ছিল আমার নাতির?'

সৌরভের মৃত্যুতে তার পুরো পরিবার শোকাহত, ব্যথিত, মর্মাহত। বুকের সন্তান হারানোর যন্ত্রণায় কাতর বাবা-মা। ভালোবাসার প্রিয় ভাইকে হারানোর বেদনায় বেদনাহত ভাইবোন। পুরো পরিবারটা যেন এখন শোকের নগরী।

সৌরভের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তার হত্যার সঠিক বিচার চান। হত্যাকারীর কঠিন শাস্তি চান। দেশ ও জনগণের কাছে তাদের এখন এই একটাই দাবি।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত শহীদ পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে।
২. শহীদের স্মৃতি সংগ্রহে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Jhenaigati Union Parishad
Jhenaigati, Sherpur

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration	Death Registration Number	Date of Issuance
19/08/2024	20058933725118432	19/08/2024

Date of Birth : 31/12/2005 Sex : Male
Date of Death : 04/08/2024
In Word : Fourth of August Two Thousand Twenty Four

		Name	: Sardul Asis Sourov
		Mother	: Mst Somsunnahar Begom
		Nationality	: Bangladeshi
		Father	: Md Surhab Hossain
		Nationality	: Bangladeshi
		Place of Death	: Sherpur, Bangladesh
		Cause of Death	: BROUGHT DEAD

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Shahnaz Parvin

Seal & Signature

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: সারদুল আশীষ সৌরভ
Name: SARDUL ASHISH SOURAV
পিতা: মোঃ ছোরহাব হোসেন
মাতা: মোছাঃ শামছুন্নাহার বেগম
Date of Birth: 31 Dec 2005
ID NO: 1040777946

এক নজরে শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

পূর্ণ নাম	: সারদুল আশিষ সৌরভ
জন্ম তারিখ	: ৩১.১২.২০০৫
জন্মস্থান	: জরাকুরা, শেরপুর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট, ২০২৪; বিকাল: ৪টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: খড়মনুর খাদ্য গুদামের সামনে, শেরপুর সদর
আঘাতের ধরন	: গাড়িচাপা
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: নিজ বাড়ির আঙিনা
পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: সিকান্দার আলী কলেজ
পিতা	: মো: ছোহরাব হোসেন
মাতা	: শামসুন্নাহার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: জরাকুরা, ডাকঘর: পাইকুরা, থানা: ঝিনাইগাতি, জেলা: শেরপুর
ভাইবোন	: ১ ভাই, ১ বোন, ভাই শাহরিয়ার আশীষ শোভন, বয়স ২৫, শিক্ষার্থী, বোন সুমনা আক্তার, বয়স ৭, শিক্ষার্থী

শহীদ মো: বকুল মিয়া

ক্রমিক : ৬৬১

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ বকুল মিয়ার জন্ম ১৯৮৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। তার গ্রামের বাড়ি শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার গড়জরিপা ইউনিয়নের চাউলিয়া গ্রামে। তার পিতার নাম মো: ছামছুল হক। ৭০ বছর বয়সী তার পিতা বর্তমানে শয্যাশায়ী। তার মাতা এফাতন নেছা পৃথিবীতে বেঁচে নেই।

শহীদ বকুল মিয়া বিবাহিত। তার স্ত্রী মনিকা বেগম গৃহিণী। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। ছেলে মাহাদি হাসান শুভ (১২) হিফজ শিক্ষা করছে। আর মেয়ে নুসরাত জাহান মিতু (৬) প্রথম শ্রেণির ছাত্রী।

শহীদ বকুল মিয়া ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পেশায় তিনি রিকশাচালক। ঢাকা শহরে রিকশা চালিয়ে যে ইনকাম করতেন, তা পাঠাতেন গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানের কাছে। তার উপার্জনে বেশ ভালোভাবেই চলছিল তার সংসার। ঢাকায় তিনি থাকতেন উত্তরাতে।

যেভাবে শহীদ হলেন

জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সারাদেশ উত্তাল ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। ১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদ নিহত হওয়ার পর থেকে ঢাকাসহ সারা দেশ আরো বেশি উত্তাল হয়ে ওঠে। ঢাকার রাজপথে প্রতিদিন ছাত্র-জনতার সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে অবরোধ-আন্দোলন।

১৮ জুলাই ২০২৪। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের কঠোর কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারাদেশে চলছিল কমপ্লিট শাটডাউন। অন্যদিকে এই আন্দোলন দমাতে সরকার জারি করেছিল কারফিউ। কিন্তু কারফিউ ভেঙে সারা ঢাকার ছাত্ররা রাজপথে নেমে আসে।

বকুল মিয়া সেদিন বিকেলে তার রিকশা গ্যারেজে রেখে বন্ধুদের সাথে উত্তরার আজমপুরে যান আন্দোলন দেখার উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক কোনো মতবাদে কিংবা আন্দোলনে জড়িয়ে না থেকেও তিনি হঠাৎই এক নির্মম ঘটনার শিকার হন। বিকাল পাঁচটা নাগাদ আজমপুর থানার সামনে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। একটি গুলি এসে লাগে বকুল মিয়ার মাথায়।

স্থানীয়রা দ্রুত গুলিবিদ্ধ বকুল মিয়াকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তার অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে চিকিৎসকরা তাকে গ্রিন স্পেশালাইজড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানেই চিকিৎসা হতে থাকে তার।

রাত পেরিয়ে আসে নতুন আরেকটি দিন। ১৯শে জুলাই ২০২৪। বকুল মিয়ার অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। বরং সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার অবস্থার অবনতি ঘটছিল। একসময় দুপুর গড়িয়ে বিকেল ৩:৩৮ মিনিটে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বকুল মিয়া ছুটি নেন এই পৃথিবীর রঙ্গশালা থেকে।

সংগ্রামী বকুল মিয়া

শহীদ মোহাম্মদ বকুল মিয়ার জীবন ছিল একজন সংগ্রামী ও সাধারণ মানুষের প্রতীক, যিনি নিজের পরিবারকে ভালোভাবে বাঁচাতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছেন। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ রিকশাচালক। জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বকুল মিয়া ঢাকায় রিকশা চালিয়ে উপার্জন করতেন, যাতে করে তার পরিবার সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে।

বকুল মিয়ার মৃত্যুর ঘটনা শুধুমাত্র একজন নিরীহ রিক্সা চালকের জীবন হানি নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ট্রাজেডি, যা সমাজের বৈষম্য ও অবিচারকে প্রকাশ করে।

বকুল মিয়ার মৃত্যুতে তার পরিবার যেন অথই সাগরে তলিয়ে যায়। তিনি ছিলেন পরিবারটির একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার উপার্জনেই চলতো স্ত্রী ও দুই সন্তানের ভরণপোষণ এবং পড়াশোনা। তার পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে।

বকুল মিয়ার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ও সন্তানেরা বকুল মিয়ার দুই ভাইয়ের সংসারে ঠাঁই নিয়েছেন। তার দুই ভাই কৃষি কাজের মাধ্যমে কষ্টক্লেশে যৌথ পরিবার চালানোর চেষ্টা করেন। এমনিতেই তাদের আয় রোজগার পর্যাপ্ত নয়, তার ওপর বকুল মিয়ার স্ত্রী সন্তানের দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় অর্থনৈতিকভাবে তারা আরো দুর্দশার মধ্যে নিপতিত হয়েছেন। আশেপাশের প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দিলেও সেটি স্থায়ী কোনো সমাধান দিতে পারে না।

শহীদ বকুলের ঘটনা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত ট্রাজেডি নয়, বরং এটি সমাজের বৈষম্য ও অভাবের প্রকট চিত্র ।একজন দরিদ্র রিক্সাচালক, যিনি জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে ঋণের বোঝা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন, তাকে হারাতে হয়েছে তার জীবন। তিনি কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে যুক্ত না থেকেও একটি আন্দোলনের শিকার হয়েছেন। তার সংগ্রামী জীবন ও করুণ মৃত্যু আমাদের সমাজে গভীর বৈষম্য ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতীক।

শহীদ বকুল মিয়ার জীবনের এই করুণ অধ্যায় শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, আমাদের পুরো সমাজের জন্য একটি বড় ক্ষতি। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাত্রা কতটা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তা বকুল মিয়ার জীবন থেকে স্পষ্ট হয়। তার ত্যাগ ও কষ্ট সমাজের বৈষম্য দূর করার জন্য আমাদের সকলের কাছে একটি অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত। শহীদ বকুল মিয়ার নাম হয়তো অনেকের স্মৃতিতে ম্লান হয়ে যাবে, কিন্তু তার আত্মত্যাগের মূল্য সমাজে রয়ে যাবে হাজার জনম। তার জীবন ও মৃত্যুর কাহিনি আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক সহমর্মিতার একটি গভীর পাঠ হিসেবে আমাদের সামনে থাকবে চিরকাল।

বকুল মিয়ার শোকাহত স্বজনেরা

শহীদ বকুলের স্ত্রী মনিকা বেগমের ভাষায়, 'আমাদের সংসার ভালই চলছিল, কিন্তু গেল ঈদের পর থেকে কাজ কমে গেলে ধারদেনা করে চলতে হতো। ঋণের বোঝা বাড়তে থাকায় আমার স্বামী ঢাকায় রিক্সা চালাতে গেল, কিন্তু ফিরলো লাশ হয়ে।'

এই কথাগুলো একজন নিরীহ স্ত্রীর অন্তরের যন্ত্রণা প্রকাশ করে, যিনি তার স্বামীকে হারিয়ে সংসার চালানোর সকল আশা হারিয়েছেন।

বকুলের সন্তানদের পড়াশোনা এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শুভ ও মিতুর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢেকে গেছে। তাদের শিক্ষার খরচ চালানোর মতো আর কেউ নেই।

শহীদ বকুলের এক প্রতিবেশী আব্দুল মান্নান বলেন, 'শহীদ বকুলের ছেলেমেয়ে আছে; তাদের সাংসারিক অবস্থা এবং পড়াশোনা সব মিলিয়ে এখন একটা এলোমেলো অবস্থা। বকুলের বাবাও খুব অসুস্থ, ধরতে গেলে একদমই শয্যাশায়ী। কোনোরকম আয়ের পথ এখন তাদের পরিবারের নেই। এ অবস্থায় তাদের আর্থিক সহযোগিতা খুবই জরুরি। এখন কোনো হৃদয়বান মানুষ বা

সংস্থা যদি তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, খুবই উপকার হবে। আর আমরা এলাকাবাসীরা তার এই নির্মম খুনের সুষ্ঠু বিচার চাই।'

স্থানীয় চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল পরিবারের অবস্থা দেখে তাদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'বকুলের পরিবারটি অত্যন্ত গরিব। আমি তাদের সন্তানদের পড়ালেখার খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' তার এই কথা কিছুটা সহানুভূতির নিদর্শন হলেও বকুলের মৃত্যুতে তার পরিবারে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণ করা অসম্ভব।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন
২. এতিম সন্তানদের লালনপালন ও পড়াশোনার খরচ যোগানো প্রয়োজন
৩. স্ত্রীর জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

পূর্ণ নাম	: মো: বকুল মিয়া
জন্ম তারিখ	: ০৫.০২.১৯৮৯
জন্মস্থান	: চাউলিয়া, শেরপুর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই, ২০২৪, বিকাল: ৩:৩৮
শহীদ হওয়ার স্থান	: গ্রিন স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ঢাকা
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৮.০৭.২০২৪; আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
দাফনস্থল	: নিজগ্রাম
পেশা	: রিকশাচালক
কর্মস্থল	: ঢাকা
পিতা	: মো: শামছুল হক
মাতা	: এফাতন নেছা (মৃত)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চাউলিয়া, ইউনিয়ন: গড়জরিপা, থানা: শ্রীবরদী, জেলা: শেরপুর
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী মনিকা বেগম, গৃহিণী, ১ ছেলে মাহাদি হাসান শুভ, বয়স ১২, হিফজ শিক্ষার্থী ১ মেয়ে নুসরাত জাহান মিতু, বয়স ৬, ১ম শ্রেণির শিক্ষার্থী

শহীদ আব্দুল রকিব

ক্রমিক : ৬৬২

আইডি : ঢাকা সিটি ১০৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আব্দুল রকিব একজন শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী। বয়স ২৫ বছর। বাসা রায়েরবাগ। বাবা নাই, মা আর বড়ভাই তার দেখাশোনা করতেন।

দারিদ্র্যের সংসার তাদের, বড়ভাই রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। যেই ঘরে তারা থাকেন, একটু বৃষ্টিতেই নীচে পানি জমে যায়। শহীদ রাকিবের দুই পা বাঁকানো, ঠিকমতো হাঁটতে পারতেন না। ঘাড়েও শারীরিক অসুবিধা ছিলো। ফলে চলাফেরা স্বাভাবিক ছিলো না তার দারিদ্রের সংসারে যা হয়, এই সমস্ত কিছুকে সঙ্গী করেই জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়। শহীদ রাকিবের বেলায়ও তাই-ই হয়েছে। শারীরিক আর মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে সাথেই নিয়েই শহীদ রাকিব স্থানীয় একটা মিলে কাজ করতেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০০৮ সালে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ক্ষমতায় আসে সাবেক স্বৈরাচার ও অদক্ষ সরকার প্রধান শেখ মুজিবকন্যা খুনি হাসিনার সরকার। ২০২৪ সাল পর্যন্ত জনতার যেকোন অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তার দলীয় ভাবে নিয়োগ দেয়া পুলিশ বাহিনী মারনাস্ত্র নিয়ে রাজপথে নেমেছে। ন্যায় বিচার করার পরিবর্তে খুন করেছে নির্মমভাবে। সাধারণ কোটা বিরোধী শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে তার সমস্ত বাহিনী যেভাবে আক্রমণ করেছিল তা শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। দেশের দেশপ্রেমিক সন্তানেরা দিনে দিনে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। চাটুকার, সন্ত্রাসী, খুনি, লম্পট ও ভারত প্রেমিকেরা দায়িত্ব পেয়েছিল দেশ শাসনের। ভারতকে সুবিধা প্রদান করতে ধীরে ধীরে সকল সেক্টর ধ্বংস করে ফেলা হয়। দেশের প্রায় লক্ষ শিক্ষিত বেকার হয়ে ঘুরছে অথচ অসংখ্য ভারতীয় নাগরিককে চাকরি করছে বিভিন্ন সেক্টরে। একটি বেসরকারি টেলিভিশন বাংলাদেশ পুলিশে ভারতীয় নাগরিকের অনুপ্রবেশ নিয়ে নিউজ করে যা বেকার তরুণদের আশাহত করার পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ২০১৮ সালে নিষিদ্ধ হওয়া কোটার মাধ্যমে দলীয় কর্মী নিয়োগ শুরু করতে চায় হাসিনা সরকার। উদ্দেশ্য ভারতীয় নাগরিক ও নিজ দলের কর্মীদের পূনর্বাসন করা। ছাত্ররা কোটাপদ্ধতি প্রতাহার করতে অনুরোধ করলে শেখ হাসিনা রাজাকারের নাতি বলে কটাক্ষ করেন। ফলে ছাত্ররা রাস্তায় আন্দোলন শুরু করে। হাসিনা সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের উপর নৃশংস হামলা ও গুলিবর্ষণ শুরু করে তখন দেশের অনেক এলাকায় আন্দোলনের তীব্রতা সাময়িক কমে গেলেও বিপরীতে দ্বিগুণ গতিতে ক্ষোভের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে যাত্রাবাড়ী এলাকায়।

কোটাবিরোধী আন্দোলনে যাত্রাবাড়ী ও শনির আখড়া এলাকা ছিল সবচেয়ে বেশি সহিংসতাপূর্ণ। আন্দোলনে বড় আকারের সংঘাতের আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকা, সংঘাতপূর্ণ অন্যান্য এলাকা শান্ত হতে থাকলেও অনেক বেশি সময় লেগেছে ওই এলাকা নিয়ন্ত্রণে আসতে।

মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোলপ্লাজায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, পুলিশের সাথে চলে দফায় দফায় সংঘর্ষ। প্রতিদিনই যাত্রাবাড়ী থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছে লাশ যার সংখ্যা ৫৮ জন। ছোট ছোট ক্ষোভ জমা হয়ে বিক্ষোভে রূপ ধারণ করে। রাজপথে নেমে আসে মানুষ। সেই বিক্ষোভ থেকেই জুলাই-আগস্ট জুড়ে ঘটা আন্দোলনে অসংখ্য ছাত্র-জনতা দেশকে বাঁচাতে ও স্বৈরাচার হটাতে অকাতরে প্রাণ দেয়। অবশেষে ৫ আগস্ট দেশ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন হলো। জনতা বিজয়োল্লাসে রাজপথে নেমে আসে। পুলিশ তাদের শেষ বুলেট থাকা পর্যন্ত নির্দয়ভাবে জনতার উপরে গুলি চালায়। বিকাল ৩ টায় খুনী হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পরে দেশ নিরাপদ হয়েছে ভেবে কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বের হলে যাত্রাবাড়ি থানার সামনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আব্দুল রাকিব। বুকে আর পিঠে গুলি লাগে তার। লাশ হয়ে ফিরেন রাকিব। মাতুয়াইল কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

রাকিবকে শত দারিদ্রের মধ্যেও তার শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে পরম মমতায় আগলে রাখতেন তার মা ও বড়ভাই। শহীদ আব্দুল রাকিবের ভাই জানেন না সরকারি তালিকায় তাদের নাম উঠেছে কিনা। সেই খোঁজও নেই তার। সরকারি তালিকা আদৌ হচ্ছে কিনা এমন খবরও নেই তাদের কাছে। ভাই হারানোর শোক পিছনে ফেলে তাকে রোজ রিক্সা টানতে হয় সংসারের খরচ চালানোর জন্য। একটা ডেথ সার্টিফিকেট তারা আনার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পান নাই। এরজন্য দৌড়ঝাঁপ করার সময়ও তাদের কাছে নাই। জামায়াতের পক্ষ থেকে ১ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিলো, এতোটুকুই এখন পর্যন্ত তাদের পাওয়া। আর কেউই আসে নাই তাদের কাছে। না সরকারের কেউ, না তালিকা হালনাগাদ করা কোন টিম। শহীদ আব্দুল রাকিবের মা তার প্রতিবন্ধী সন্তানের হত্যার বিচার চান। মামলার ঝামেলায় জড়িয়ে গরীব মানুষ আরো বেশি বিপদের মুখে পড়তে চান না তারা। জানি না, শহীদ আব্দুল রাকিবদের কখনোই ন্যায়বিচার দিতে পারবো কিনা আমরা!

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: আবদুল রাকিব
পেশা	: শ্রমিক
জন্ম তারিখ	: ১ জানুয়ারি ২০০৪
পিতা	: মো: ইদ্রিস
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ি থানা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: মাতুয়াইল কবরস্থান
বর্তমান ঠিকানা	: ১৭২৪, মদিনাবাগ, রায়েরবাগ, ঢাকা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: হতদরিদ্র

প্রস্তাবনা : ১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

শহীদ আবদুল্লাহ

ক্রমিক : ৬৬৩

আইডি : খুলনা বিভাগ ৫৮

শহীদ পরিচিতি

যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানার বড়আঁচড়া মাঠপাড়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুল জব্বাবের ছেলে মেধাবী ছাত্র আব্দুল্লাহ। মা মাবিয়া বেগম। তারা তিন ভাই ও এক বোন। আব্দুল্লাহ ছিল সবার ছোট। তিনি রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই আবদুল্লাহ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত আব্দুল্লাহর শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি। লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে প্রবেশ করে মা-বাবার দায়িত্ব নেওয়া হলো না তার। দীর্ঘ ৩ মাসেরও বেশি সময় মা-বাবা ছেলে আব্দুল্লাহর সঙ্গে হাসপাতালে অবস্থান করলেও তাকে বাঁচাতে পারেননি। ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার ঢকা সিএমএইচে মৃত্যুবরণ করেন মেধাবী এই শিক্ষার্থী। আব্দুল্লাহর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তার বাড়ি বড়আঁচড়াসহ গোটা বেনাপোলে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

হাসিনা সরকার চায় ২০৪১ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষমতায় থাকতে। একারণে আ ক ম মোজাম্মেল হকের মাধ্যমে দলীয় নেতা-কর্মীদের ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ প্রদান করে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া শুরু করে। আ ক ম মোজাম্মেল ছিলেন মজিব আমলের লম্পট আওয়ামী কর্মী, গাজীপুর এলাকায় ডাকাতি, লুটপাট, অপহরণ, নারী ধর্ষণসহ নানাবিধ অপকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। এবিষয়ে এন্থনী মাসকারেনহাস তার 'রক্তের ঋণ' বইতে মোজাম্মেলের বর যাত্রীর গাড়ি আটকে বরকে হত্যা এবং বধুকে ধর্ষণের ঘটনা উল্লেখ করেন। ভয়ানক অপকর্ম করার পরেও শেখ মুজিব তাকে শাস্তি না দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। শেখ হাসিনাও তার মন্ত্রনালয়ে লম্পট, মদ্যপ, দূর্নীতিবাজ, সেক্যুলারে বিশ্বাসী ও ভারত প্রেমীকদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। হাসিনা চেয়েছিলেন কোটার মাধ্যমে নিজ দলীয় কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করবেন। মেধাবী ছাত্ররা প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে। ১৬ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত অধিকার আদায়ে রত ছাত্র-জনতার উপরে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায় পুলিশ র‍্যাব-বিজিবি। এদের সহযোগিতা করে আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী। এদের যৌথ নারকীয়তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন! এই নারকীয়তার সাক্ষী এদেশের মানুষ, রাস্তাঘাট, বিল্ডিং, রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি, আকাশ, বাতাস সব সবকিছু।

আন্দোলন চলাকালে একটি ভিডিওতে দেখা যায়, 'পুলিশের হামলা থেকে রক্ষা পেতে একজন কিশোর বয়সী আন্দোলনকারী বিল্ডিংয়ের কার্নিশ ধরে ঝুলে ছিলো। একজন পুলিশ কাছ থেকে ৩ রাউন্ড গুলি করে। অন্য একজন পুলিশ আরও ৩ রাউন্ড গুলি করে। রাস্তায় আহত হয়ে পড়েছিল একজন আন্দোলনকারী। তাকে যখন অন্য একজন উদ্ধার করতে যায় তাকেও কাছ থেকে গুলি করে পুলিশ। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইমাম হোসেন তাঈম। সেও বন্ধুদের সাথে আন্দোলনে অংশ নেয়। তার বাবা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপপরিদর্শক আয়নাল হোসেন। সারাদিন কোথাও ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে এলেন ঢাকা মেডিকেলে। অবশেষে ছেলের সন্ধান পেলেন ঢাকা মেডিকেলের মর্গে। সেখানে পড়ে ছিলো তাঈমের নিথর দেহ। পুরো শরীর গুলিবিদ্ধ, রক্তাক্ত। তখন তিনি কাদঁতে কাঁদতে মোবাইলে একজনকে জিজ্ঞেস করেন, "স্যার, আমার ছেলেটা মারা গেছে। বুলেটে ওর বুক ঝাজরা হয়ে গেছে। স্যার,আমার ছেলে আর নেই। একজনকে মারতে কতগুলো গুলি লাগে, স্যার?"

৫ আগস্ট, দেশের মানুষ হাসিনার পলায়নে খুশিতে রাজপথে নেমে আসে। দেশের কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরী শেখ মুজিবের ম্যুরাল ও মূর্তি গুলো ভাঙ্গতে থাকে। গণভবন ও সংসদ ভবন দখলে নেয়। আবদুল্লাহ ছাত্র-জনতার আন্দোলন একজন সক্রীয় কর্মী। তিনিও মাথায় পতাকা বেঁধে আনন্দে ঘুরে বেড়ান। জানান দেন, এদেশ আমাদের। এদেশকে আমরা নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলবো। আর কোন স্বৈরাচার এদেশে থাকবে না। শেখ হাসিনার কাছের মানুষেরা বলেছেন, এই নারী একজন মস্তিস্ক বিকৃত! প্রতিহিংসা থেকে এমন কোন কাজ নেই তিনি করতে পারেন না! মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টু তার 'আমার ফাঁসি চাই' বইতে উদাহরণ তিনি দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা তাজ উদ্দিনের সন্তান সোহেল তাজ এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনার মানসিক বিকৃতি সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। জনতা মোটেই জানতে পারেনি হাসিনা ও তার কুখ্যাত দূর্নীতিবাজ নেতারা পলায়ন করলেও রেখে গেছে একঝাক ঘৃণিত পুলিশ বাহিনী। এই বাহিনী তাদের শেষ বুলেট থাকা পর্যন্ত নির্বিচারে ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ করতে থাকে।অসংখ্য ছাত্র-জনতা গুলিবিদ্ধ হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর তাঁতীবাজার মোড়ে বংশাল থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হন আবদুল্লাহ। প্রথমে তাকে মিটফোর্ড এবং পরে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার করে তার মাথা থেকে গুলি বের করা হয়। তবে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকলেও তাকে হাসপাতাল থেকে ১০ আগস্ট জোরপূর্বক ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

এরপর তাকে বেনাপোলে নিয়ে আসেন স্বজনরা। বাড়িতে তার অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তাকে ১১ আগস্ট রাতে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় ডাক্তাররা দ্রুত আবারও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। গত ১২ আগস্ট সকাল ৭টায় তাকে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা মাথার ভেতরে ইনফেকশন দেখতে পান যা তরল প্লাজমার মতো গলে গলে পড়তে থাকে। আবারও তার অপারেশন করা হয়। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় গত ২২ আগস্ট তাকে সিএমএইচে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন মেধাবী এই শিক্ষার্থী।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

নিজ চেষ্টায় লেখাপড়া করে এতদুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন তিনি। মেধা ও আচরণের কারণে গ্রামে সবার প্রিয় ছিলেন আব্দুল্লাহ। এলাকায় সুপরিচিত ছিলেন মেধাবী শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ। সবার প্রিয়পাত্র আব্দুল্লাহ এভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে কেউই ভাবেনি। বন্ধু সহপাঠী কেউই মানতে পারছে না আব্দুল্লাহ আর নেই।

আত্মীয়ের বক্তব্য

নিহত আব্দুল্লাহর বাবা আব্দুল জব্বার পেশায় একজন শ্রমিক। অর্থাভাবে কোন ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারেননি তিনি। আব্দুল্লাহ ছোট থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। চার ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন আব্দুল্লাহ। তাকে ঘিরে আকাশসম স্বপ্ন ছিল দরিদ্র বাবা-মা ও ভাই-বোনদের। তাকে হারিয়ে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে পুরো পরিবারে।

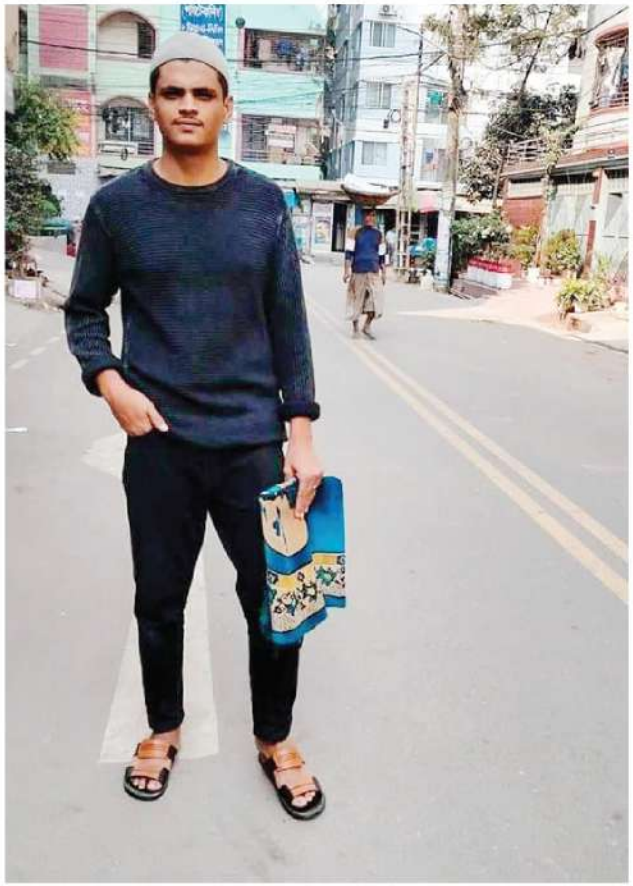

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: আবদুল্লাহ
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: আব্দুল জব্বার
মাতা	: মাবিয়া বেগম
আহত ও হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৩ নভেম্বর ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: সিএমএইচ, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: মাঠপাড়া
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম-মাঠপাড়া, থানা-বড়আঁচড়া, যশোর
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: দরিদ্র পরিবার, গ্রামে থাকার জন্য ঘর আছে

প্রস্তাবনা : ১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

শহীদ ফারহানুল ইসলাম ভুইঁয়া (ফারহান ফাইয়াজ রাতুল)

ক্রমিক : ৬৬৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২৫

শহীদ পরিচিতি

নাম তাঁর ফারহান ফাইয়াজ। পুরো নাম মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়া। ফারহান ফেসবুকে তাঁর অ্যাকাউন্টের বায়োতে লিখেছিলেন, 'একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এমন জীবন গড়ো, যাতে মৃত্যুর পর মানুষ তোমাকে মনে রাখে।' কথাটা সবার উদ্দেশ্যে বললেও ফারহান নিজেই তার কথা রেখেছেন। তিনি দেশকে ভালোবেসে এমন কাজ করেছেন যা বাংলাদেশের মানুষ মনে রাখবে। ফারহান ফাইয়াজ রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে ৩য় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ২০২৫ সালে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এইচ এস সি পরীক্ষা দেয়ার কথা ছিল। ফারহান গবেষণামূলক কাজ করতে চেয়েছিলেন, দেশের বাইরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০০৮ থেকে আওয়ামী লীগ সরকার জনতার বিরুদ্ধে কাজ করা শুরু করে দেয়। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে নির্মূল করে দেয়া বিপ্লবীদের ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়। বজলুল হুদাকে শেখ হাসিনা নিজ হাতে জবাই করে প্রতিশোধ নেয়। সেসময় বিপ্লবীদের বাঁচাতে বি এন পি স্বামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এগিয়ে আসেনি। তারপরেই পিলখানায় ৫৬ জন সেনা অফিসারসহ বাংলাদেশের বেশ কিছু নাগরিককে ভারতের সহযোগিতায় হত্যা করা হয়। শেখ হাসিনা বুঝতে পেরেছিলেন তার ক্ষমতার পথের কাটা হলো ইসলামপন্থী বা ইসলামী নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। তারা নিজস্ব বিচারকদের নিয়োগ দিয়ে তাদের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে ১৯৭১ সালে অপরাধীর অভিযোগ তুলে প্রমাণ ছাড়া জামায়াত নেতাদের একে একে হত্যা করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধী সাজিয়ে ক্রমাগতভাবে মিথ্যা বানোয়াট নিউজ করেছিল প্রথম আলো পত্রিকা। জামায়াত নেতাদের হত্যা করার পাশাপাশি চরমোনাই এর দল আর চট্টগ্রামের সুন্নিপন্থি ইসলামী দল (ইসলামিক ফ্রন্ট) ছাড়া বাকি দল গুলোর ইসলামী আলেমদের উপর শুরু হয় নির্যাতন-জেল-জুলুম-গুম-খুন। নাস্তিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কারনে হেফাজত ইসলামের আন্দোলনে নির্মম হত্যাকান্ড চালানো হয়। শুরু হয় লুটপাট, ব্যাংক ডাকাতি, বিদেশে অর্থ পাচার। দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভেবেছিল পরবর্তী নির্বাচন গুলোতে তাদের ভোট দেবেনা। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার জনতার ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়। এভাবে সামগ্রিক অব্যবস্থাপনার ফলে ছাত্র-জনতা ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে জুলাই বিপ্লবের সময়।

চাকুরীতে দলীয় কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন খুনি হাসিনা ও তার অবৈধ সরকার। একারণে কোটা পদ্ধতি অব্যাহত রাখে। যাতে মেধাবীদের চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। ছাত্ররা কোটাপ্রথার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু করে দেয়। তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বারবার নস্যাৎ করে দেয় বিতর্কিত, খুনি, সন্ত্রাসী ও ধর্ষকদের সংগঠন ছাত্রলীগ। ১৬ জুলাই আন্দোলনে আবু সাইদসহ ৬ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ছাত্রলীগ অস্ত্র হাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে। ১৭ জুলাই সাধারণ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলো থেকে ছাত্রলীগকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে। রাস্তায় কফিন মিছিল করে। যদিও পুলিশের টিয়ারশেল, লাঠিচার্জ ও হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে শান্তিপূর্ণ কফিন মিছিল পন্ড হয়ে যায়। ছাত্ররা সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউনের কর্মসূচী দেয়। আওয়ালী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগের সন্ত্রাসীরাসহ পুলিশ রাতের আঁধারে ঘরে ঘরে গিয়ে গ্রেফতার অভিযান শুরু করে। ১৮ জুলাই থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়না। এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ও রাজপথের গুরুত্বপূর্ণ মোড় গুলোতে অবস্থান গ্রহণ করে। হাসিনার নির্দেশ ছিল ভয়ংকর। আন্দোলন দমাতে লাশ ফেলার নির্দেশ দেয়। ছাত্ররা ভেবেছিল শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ কিছু করবে না। রেসিডেন্সিয়াল কলেজের অনেক ছাত্রকে সাথে নিয়ে ফারহান ফাইয়াজ রাস্তায় উপস্থিত হয়। পুলিশ শেখ হাসিনার নির্দেশে সকাল ১০ টা থেকে আক্রমণ করে বসে। বেলা ৩ টার সময় জানা যায় ফারহান ফাইয়াজ বুকে ও মুখে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ছাত্ররা রিকশায় তুলে তাকে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করে। নেয়ার পথে তার প্রাণ পাখি উড়ে যায়। তিনি শহীদ হয়ে যান। এদিন অর্থাৎ ১৮ জুলাই প্রায় ৪০ জন ছাত্র-জনতা শহীদ হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ফারহানের মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ফারহানের জিনিসপত্র দেখলেই কেঁদে উঠেন। ফারহানের বাবা বলেন, দুই সন্তান নিয়ে আমার আনন্দের সংসার আজ থমকে গেছে। সন্তানের লাশ কবরস্থ করে আমি আজ নিঃস্ব। ফারহানের বাবা শহীদুল ইসলাম একজন ব্যবসায়ী। নারায়নগঞ্জে তাদের নিজস্ব বাড়ি আছে।

আত্মীয় ও বন্ধুদের বক্তব্য

বাবা বলেন, 'এবার ছেলে ১২ সেপ্টেম্বর জন্মদিনের দিন নিজেই গাড়ি চালিয়ে বন্ধুদের নিয়ে লং ড্রাইভে যেতে চেয়েছিল। আমি রাজিও হয়েছিলাম। এখন তো ছেলেই নেই। ছেলে হত্যার মামলা করেছি। আশা করছি, ন্যায়বিচার পাব।'

মা বলেন, ১৮ জুলাই ছেলে নাশতা করে এক বন্ধুর ফোন পেয়ে বাইরে বের হয়ে যায়। দুপুরের দিকে ছেলের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পাই। আমি ফারহানের হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি চাই। বোন দশম শ্রেণির ছাত্রী সায়ীমা ইসলাম বলেন, আমি ফিশ ফ্রাই বানাই। এটা ভাইয়ের খুব পছন্দ। আমি এখন কার জন্য ফিশ ফ্রাই বানাবো?

ফাইয়াজের খালা ফারজানা মুনমুন জানান, সংঘর্ষ শুরু হলে বেশ কয়েকজনকে রক্ষা করতে নিজে এগিয়ে গেলে গুলিবিদ্ধ হন ফাইয়াজ। এই বর্ণনা দিয়ে তিনি প্রশ্ন রাখেন 'নিরপরাধ, নিরস্ত্র আমার এতটুকু বাচ্চার বুক তাক করে পুলিশ গুলি চালাল; এতটুকু হাত কাঁপল না?'

সহপাঠী ওয়াকিফ ফাহমিদ বলেন, ক্লাস টুতে ভর্তি পরীক্ষার কোচিং করতাম ফারহান ফাইয়াজের সঙ্গে। একসঙ্গে ভর্তি হলাম ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে। আমি দিবা শাখায়, আর প্রভাতিতে ফারহান। আমাদের ভালো বন্ধুত্ব হয় ২০২১ সালে। তখন আবার একসঙ্গে কোচিং করতাম। কোচিংয়ের আগে-পরে আড্ডা জমে উঠত। গল্প করতে করতে কখন যে রাত আটটা-নয়টা বেজে যেত, টেরও পেতাম না।

ফ্যাশনের দিক দিয়ে ফারহান একটু আলাদা ছিল। একেক সময়ের একেক স্টাইল আমাদের তাক লাগিয়ে দিত। পোশাক থেকে শুরু করে চুল-দাড়ির স্টাইলও ছিল আলাদা। মাঝেমধ্যে আমার কাছে এসে বলত, 'মামা দ্যাখ, আমি কালো হয়ে গেছি না?' এসব কারণে বন্ধুদের কাছে ওর ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল 'ধলা'। সবাই মজা করে 'ধলা' বলে ডাকত। সব সময় ওর মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করতাম। কলেজের বিভিন্ন ক্লাবেও ওর নামডাক ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমেও ছিল সরব। ২০২১-এর পর থেকে ওর সঙ্গে আমার হাজারো স্মৃতি আছে। কখনো কখনো কোচিং ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি ঘুরেও বেরিয়েছি। একদিন রাতে আমাকে জোর করে ধরল, চাঁদ দেখাবে। কলেজের একটা ফেস্টে টেলিস্কোপ আনা হয়েছিল চাঁদ দেখানোর জন্য। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক ছিল ফারহান। কোচিং বাদ দিয়ে ওর সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম চাঁদ দেখতে। আরও কত কী!

একবার একসঙ্গে অনেকজন মিলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। বসুন্ধরার টগি ফান ওয়ার্ল্ডেও গিয়েছিলাম। মাঝেমধ্যেই বলত, 'চল মামা এখানে যাই, চল ওখানে যাই।' কত জায়গাতেই না যাওয়া বাকি ছিল আমাদের!

ফারহানের খুব ইচ্ছা ছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চায়, এমনটাও বলত কখনো কখনো। মাঝেমধ্যেই পড়াশোনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করত আমার সঙ্গে। মানুষ হিসেবে ছিল খুব নম্র, ভদ্র। সিনিয়রদের শ্রদ্ধা, জুনিয়রদের স্নেহ করত। জুনিয়রদের কাছে ওর বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। শুধু আমাদের কলেজেই নয়, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও নামডাক ছিল। কয়েক দিন আগে টেন মিনিট স্কুলের এক প্রতিযোগিতায় সে আমাদের কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

আমাদের শেষ দেখা হয় গত ১৫ জুলাই, দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার পর। একসঙ্গে গল্প করতে করতেই সেদিন বাসায় গিয়েছিলাম। ১৬ তারিখে কোটা সংস্কার আন্দোলনে আমি গিয়েছিলাম। আমার এক পোস্টে ফারহান মন্তব্যের ঘরে লিখেছিল 'প্রাউড অব ইউ।'কে জানত, সে-ই আমাদের সবাইকে 'প্রাউড' করে চলে যাবে।

অভিযোগ দায়ের

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ১৮ জুলাই পুলিশের গুলিতে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র ফারহান ফাইয়াজ হত্যার ঘটনায় শেখ হাসিনাসহ ৫৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা-গণহত্যার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) ফারহানের বাবা শহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা বরাবর এ অভিযোগ দাখিল করেন। মামলার অন্য আসামিরা হলেন-আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, জাহাঙ্গীর কবির নানক, শেখ ফজলে শামস পরশ, ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ওয়ালী আসিফ ইনান, পুলিশ কর্মকর্তা বিপ্লব কুমারসহ ৫৪ জন।

Dhaka Residential Model Colleg... · Follow
Oct 23 ·

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র শহীদ ফারহান ফাইয়াজকে নিয়ে একটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান আজ ২৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ বুধবার রাত ৮:৩০ হতে ৮:৩৫ এর মধ্যে প্রচার করা হবে বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রে

303 2 comments 5 shares

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম : শহীদ ফারহানুল ইসলাম ভুইঁয়া (ফারহান ফাইয়াজ রাতুল)
জন্ম : ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬
জন্মস্থান : রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
প্রতিষ্ঠান : ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ
পিতা : মো: শহিদুল ইসলাম ভুঁইয়া
মাতা : মোসা: ফারহানা দিবা
বোন : সায়ীমা ইসলাম, লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, দশম শ্রেণি
শাহাদাত : ১৮ জুলাই ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান : ধানমন্ডি
আক্রমণকারী : পুলিশ
দাফন করা হয় : বরপা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা : বরপা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা : বরপা, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা : গ্রামে বাড়ি আছে
প্রস্তাবনা : ১. ছোট বোনের লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদের স্মৃতি সংরক্ষনে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে ।

শহীদ জুনাইদ ইসলাম রাতুল

ক্রমিক : ৬৬৫

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ৫৫

শহীদ পরিচিতি

রাতুল বগুড়া শহরের সুলতানগঞ্জপাড়া, ঘোনপাড়ার মুদি দোকানি জিয়াউর রহমান জিয়ার ছেলে। নিশিন্দারা উপশহর পথ পাবলিক স্কুল ও কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। ৫ আগস্ট রাতুল বিকালে বড় বোন জেরিন ও ভগ্নিপতি আমির হামজার সঙ্গে বিজয় মিছিলে অংশ নিয়েছিল।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শেখ হাসিনার শাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তিনি দিনে দিনে খুনি ও স্বৈরাচারী হয়ে গড়ে উঠতে আওয়ামী লীগের প্রত্যেক নেতা কর্মী কমবেশী দায়ী। তার আমলে সৎ লোকেরা ছিল সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত। অনুগত, চাটুকার, অদক্ষ ও মুজিববাদে বিশ্বাসী লোক তৈরী করতে শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরুপে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল। পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ফ্রি মিক্সিং শিক্ষা পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করানো শুরু হয়। ভুলেসমৃদ্ধ বই গুলোতে সুকৌশলে ইসলাম বিরোধী অধ্যায় স্থাপন করেন নাস্তিকদের জন্মদাতা মুহম্মদ জাফর ইকবাল। প্রত্যেক বইতে শেখ মুজিবের কেচ্ছা-কাহিনী দিয়ে ছাত্রদের বোঝানো হতে থাকে এদেশে শেখ মুজিব ছিলেন একজন ফেরেশতা। হাসিনা আমলে শিক্ষামন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে থাকা যথাক্রমে বামপন্থী নেতা নাহিদ, দিপু মনি এবং মহিউদ্দিন পুত্র নওফেল শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের অন্যতম কারিগর বিবেচিত। প্রত্যেক সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ পরীক্ষায়, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হতো নিয়মিত। শিক্ষাব্যবস্থার এমন দূরবস্থার ফলে সচেতন জনতা ক্ষুব্ধ হলেও প্রতিবাদ করতে পারতোনা। প্রতিবাদীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন চালানো হতো।

জুনাইদ ইসলাম রাতুল দেশের শিক্ষার অবস্থা নিয়ে বিরক্ত ছিল। তার মাদরাসা ও স্কুলে পড়ার সুযোগ হওয়ায় বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিল।

শেখ হাসিনা তার ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে ২০১৮ সালে বাতিল হওয়া কোটা পদ্ধতিকে আবার ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। তার ইচ্ছা ছিল তার দলের লম্পট ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ এবং ভারতীয় নাগরিকদের ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ প্রদান করা। অথচ প্রায় আড়াই কোটি বেকার দেশে। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানায়। সারাদেশ প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে ওঠে। বগুড়া শহরেও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার ছাত্র-জনতা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে রাজপথে উপস্থিত হয়। সরকারী দুঃশাসনে আগে থেকে ক্ষিপ্ত ছাত্ররা কোটা সংস্কারের দাবীতে এবং দেশব্যাপী নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২ আগস্ট 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখরিত করে সাতমাথা মোড়। ৪ আগস্ট ঘৃণিত পুলিশ ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হামলা দেশবাসী প্রতিহত করে। সেনা কর্মকর্তারা ছাত্রদের উপরে অস্ত্র ধারণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার আওয়ামী লীগের নেতাদের এবং শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। গণহত্যার নির্দেশদাতা অন্যান্য আওয়ামী নেতাদের অধিকাংশকে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে অন্যায়ভাবে আশ্রয় দেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার পর জুনায়েদ বন্ধুদের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সঙ্গে বিজয় মিছিলে যোগ দেয়। তার সাথে বোন ও ভগ্নীপতিও ছিলেন। বিকেল চারটার দিকে ছাত্র-জনতার মিছিল শহরের বড়গোলা থেকে সাতমাথা এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করলে সদর থানার সামনে পুলিশ ছাত্র-জনতার মিছিল লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। পুলিশের ছোড়া শটগানের গুলি রাতুলের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিদ্ধ হয়। তাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হয় ছোট্ট রাতুল। একটি গুলি বাম চোখের মধ্য দিয়ে মাথায় ঢুকে যায়। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছররা গুলিবিদ্ধ হয়। রক্তাক্ত ও অচেতন অবস্থায় রাতুলকে প্রথমে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানে চিকিৎসকরা তার মগজ থেকে একটি গুলি বের করেন। এক্সরে রিপোর্টে রাতুলের মাথা, চোখসহ শরীরে শতাধিক গুলির সন্ধান পান চিকিৎসকরা। ৩৬টি গুলি অপসারণ করা হয়েছিল। এরপর তাকে আইসিইউতে রাখা হয়। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে কয়েকদিন আগে রাতুলকে ওয়ার্ডের বেডে দেওয়া হয়। রাতুলের বাবা জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, ওয়ার্ডে দেওয়ার পর রাতুল কথা বলেছে, খাওয়াদাওয়াও করেছে। সোমবার ভোর ৪টার দিকে হঠাৎ তার অবস্থার অবনতি ঘটে। ৪৯ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টার দিকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। ৯ টায় সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে ১ম জানাজা হয় রাতুলের। ২য় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় হাকির মোড় এলাকায়।

মঙ্গলবার শহরের নামাজগঞ্জ আঞ্জুমান-ই-গোরস্তানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন, রাতুল বেঁচে ফিরলেও চিরদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বেঁচে ফেরা হলো না রাতুলের। সবার ধারণা ছিল অন্তত রাতুলের খুনিদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা হবে। কিন্তু সে দিনের হত্যার সঙ্গে জড়িত সকল পুলিশ সদস্য বগুড়া থানায় বহাল তবিয়তে দায়িত্ব পালণ করছেন।

আত্মীয়দের মন্তব্য

বন্ধু মোহাম্মদ বলেন, '৫ আগস্ট সকালে নাশতা না করে মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও বোন জেরিন সুলতানা ও ভগ্নিপতি আমির হামজার সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যায় রাতুল। একটা সময় মিছিল নিয়ে তারা বগুড়া সদর থানার অদূরে ঝাউতলার কাছে পৌঁছায়। তখন বৈষম্যবিরোধী মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে আহত হয় রাতুল'।

রাতুলের বড় বোন জেরিন জানান, 'আমার পাশেই ছিল রাতুল। হঠাৎ রাতুলের মাথায় চারটি ছররা গুলি লাগে। একটি গুলি রাতুলের বাম চোখের মধ্য দিয়ে মাথায় ঢুকে যায়। এরপর আরও অসংখ্য গুলি লাগে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায়'। মুদির দোকানি বাবা জিয়াউর রহমান বলেন, আমার সর্বস্ব বিক্রি করে ছেলের চিকিৎসা করেছি। তবুও সন্তানকে ফিরে পেলাম না।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: জুনাইদ ইসলাম রাতুল
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ২০১১
পিতা	: জিয়াউর রহমান জিয়া
মাতা	: রোকেয়া বেগম
বোন	: জেরিন
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৪.০০ টা এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ভোর ৬.০০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: বগুড়া থানার সামনে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: আঞ্জুমান-ই-গোরস্তান, বগুড়া
বর্তমান ঠিকানা	: ঘনপাড়া, হাকির মোড়, বগুড়া
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: বগুড়ায় বাড়ি আছে। সন্তানকে চিকিৎসা করাতে যেয়ে বাবা ঋণগ্রস্থ হয়েছেন

প্রস্তাবনা

১. ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা করা

২. এককালিন সহযোগিতা করা

শহীদ খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ

ক্রমিক : ৬৬৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২৬

জন্ম ও পরিচিতি

ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ। তার বাবার নাম কামরুল হাসান ও মায়ের নাম নিলুফা ইয়াসমিন। খালিদের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। তিনি ২০০৮ সালে ২৯ মে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

চাকুরীতে দলীয় কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন খুনি হাসিনা ও তার অবৈধ সরকার। একারণে কোটা পদ্ধতি চালু করে। যাতে মেধাবীদের চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে। লেখাপড়া শেষ করে অনেক মেধাবী ছাত্র কোথাও নিয়োগ না পেয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নেয়। ছাত্ররা কোটা প্রথার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু করে দেয়। তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বার বার নস্যাৎ করে দেয় বিতর্কিত, খুনি, সন্ত্রাসী ও ধর্ষকদের সংগঠন ছাত্রলীগ। ১৬ জুলাই আন্দোলনে আবু সাইদসহ ৬ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ছাত্রলীগ অস্ত্র হাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে। ১৭ জুলাই সাধারণ ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল গুলো থেকে ছাত্রলীগকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে। রাস্তায় কফিন মিছিল করে। যদিও পুলিশের টিয়ারশেল, লাঠিচার্জ ও হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ফলে শান্তিপূর্ণ কফিন মিছিল পন্ড হয়ে যায়। ছাত্ররা সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউনের কর্মসূচী দেয়। আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগের সন্ত্রাসীরাসহ পুলিশ রাতের আঁধারে ঘরে ঘরে গিয়ে গ্রেফতার অভিযান শুরু করে। ১৮ জুলাই থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়না। এদিন একটি অকল্পনীয় ঘটনা ঘটে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাজপথে নেমে আসে। ১৮ জুলাই প্রায় ৪০ জন ছাত্র-জনতা শহীদ হয়। আহত হয় শতাধিক ছাত্র। আহতদের হাসপাতাল গুলোতে ভর্তি করাতে নিষেধ করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। কিছু কিছু মানবিক হাসপাতাল ভিন্ন রোগের কথা লিখে আহতদের ভর্তি নেয়। অপরদিকে নিহতদের লাশ তাদের পরিবারের কাছে প্রদান করতে গড়িমসি করতে থাকে দূর্নীতিবাজ পুলিশ। লাশ নিতে অর্থের লেনদেন করতে হয়। নিহতদের 'ডেথ সার্টিফিকেটে' আন্দোলনে নিহত হয়েছে এমন তথ্য লিখতে হাসপাতালকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়। অনেক লাশকে অজ্ঞাত দেখিয়ে দাফন করে ফেলা হয়।

খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। টিভি চ্যানেলে সঠিক নিউজ সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে পাওয়া যেতনা। দেশবাসী ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে সমস্ত সংবাদ পেতেন। খালিদ ১৮ জুলাই বিকাল ৫.৪৫ মিনিটের সময় আজিমপুরে স্টাফ কোয়াটারের পিসতলা ভবন ৭ম তলা বিল্ডিং এর পাশে আন্দোলনে অবস্থান গ্রহণের সময় মাথার পেছনে গুলি বিদ্ধ হন। সাথে সাথে মাটিতে পড়ে যান। এরপরে খুনি হাসিনার খুনি পুলিশ সরাসরি এসে বন্দুক তাক করে তাকে ছররা গুলি করে পুলিশ। তার শরীরে ৭০টি গুলির চিহ্ন পাওয়া যায়। তার মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে চলে যায়। খালিদ হাসান তখনো জীবিত ছিলেন। ছাত্ররা এক পর্যায়ে খালিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পথে ছোরা, দা, শর্টগান প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হাসপাতালে যেতে বাঁধা দেয়। সেখানে খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ শাহাদত বরণ করেন। সন্ত্রাসীরা মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরে সাহায্যকারীদের যেতে দেয়। সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিটে ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার জানান খালিদ হাসান অনেক আগেই মারা গেছেন।

নিহতের লাশ শুরুতে তার পরিবারকে দেয়া হয়নি। তার পরিবার একেকবার একেক থানায় উপস্থিত হয়ে অনেক কাকুতি মিনতি করেও লাশ গ্রহণ করতে পারেন নি। পরবর্তীতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়নি মর্মে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে শহীদের দেহ ফিরে পায় পরিবার।

কেমন আছে তার পরিবার

খালিদ হাসানের বাবা একটি মাদরাসায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। মা নিলুফা ইয়াসমিন গৃহিণী। গ্রামে তাদের একবিঘা জমি আছে। গ্রামের বাড়িটি পুরনো।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বাবাকে সহযোগিতা করা
২. ছোট ভাইদের ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়ার খরচ প্রদান করা

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ
পেশা	: ছাত্র, একাদশ শ্রেণি, ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজ ঢাকা
জন্ম তারিখ	: ২৯ মে ২০০৮
পিতা	: কামরুল হাসান
মাতা	: নিলুফা ইয়াসমিন
ভাই-বোন	: আশরাফুন্নেসা কারিমা (১২) ৬ষ্ঠ শ্রেণি
	: রাফসান সাকিব খান (৮ মাস)
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: আজিমপুর স্টাফ কোয়ার্টার
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: সরইবাড়ি কবরস্থানে
বর্তমান ঠিকানা	: ২৪/১, জে এন সাহা রোড, ৮ তলা আমলিগোলা, লালবাগ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: সরইবাড়ি, ভাঙ্গা, ফরিদপুর
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে ১ বিঘা জমি ও পুরনো ঘর আছে

শহীদ মোঃ আক্কাস আলী

ক্রমিক : ৬৬৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২৭

শহীদ পরিচিতি

মোঃ আক্কাস আলী (৪৫) একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি দাঁতের মাজন বিক্রি করতেন। ঢাকার গেন্ডারিয়া এলাকায় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভাড়া বাসায় বাস করতেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন, কারফিউ ঘোষণা এবং ছাত্রদের আন্দোলন ঠেকাতে সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছুটির ফলে মোঃ আক্কাস আলী বিপদে পড়ে যান। তার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ধ্বস নামে। রাজপথে মানুষের আনাগোনা কমে যাওয়ায় তিনি দাঁতের মাজন বিক্রি করতে পারছিলেন না। ৫ আগস্ট দেশ মুক্ত হয়েছে শুনে রাস্তায় আনন্দে নেমে এসে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।

যেভাবে শহীদ হলেন

শেখ হাসিনা সব সময় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যবসা করতেন। কাউকে দমন করতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যা দিয়ে ঘায়েল করতেন। কেউ ন্যায্য অধিকার চাইলে রাজাকার বলে গালি পেতেন। তিনি ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে নিজের দলের সন্ত্রাসী ও চাটুকারদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া শুরু করেন। ২০১৮ সালে ছাত্র আন্দোলনের মুখে বাতিল হওয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে আবার ২০২৪ সালের ৫ জুলাই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। অথচ তিনি ভাব দেখান, 'এটা হাইকোর্টের বিষয়, তার কিছুই করার নেই'!! একারণে ছাত্ররা শ্লোগান বানায়- 'রাতে আটক দিনে নাটক'! এব্যাপারে আরো একটি ডায়লগ জনপ্রিয়তা পায়- 'নাটক কম করো পিও'! কোটাপ্রথা বহাল করার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দেয়। ছাত্রদের দাবী ছিল অত্যন্ত ন্যায্য এবং শান্তিপূর্ণ। তাদের শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনে ছাত্রলীগের গুন্ডারা সবাইকে মেরে আহত করে। আহতরা হাসপাতালে গেলে গুন্ডারা সেখানে গিয়ে হামলা চালায়। শেখ হাসিনা চীন সফর থেকে ব্যার্থ হয়ে ফিরে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আন্দোলনকারী ছাত্রদের রাজাকারের নাতি-পুতি বলে কটাক্ষ করেন। এর প্রতিবাদে রাত নয়টার দিকে ঢাবির বিভিন্ন হলে শ্লোগান ওঠে, 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার! কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!'

১৬ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত ছাত্ররা বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী দেয়। অপরদিকে অবৈধ সরকার কারফিউ, সাধারণ ছুটি, মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয়। রাতে ঘরে ঘরে যেয়ে ছাত্রদের আটক করে। দিনে সমাবেশে লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণ করে হত্যাকান্ড চালায়। প্রায় এক হাজার ছাত্র-জনতা নিহত হয়। কয়েক হাজার আহত হয়। আটক হয় আড়াই হাজার। খুনি হাসিনা গণহত্যার পরিকল্পনা নেয়। ছাত্র-জনতাকে নির্মূল করতে পুরনো অস্ত্রে ধার দেয়। অতীতে আওয়ামী লীগের পুরনো অস্ত্র ছিল কাউকে খুন-গুম করতে চাইলে তাকে জামায়াত-শিবির বলে অভিযুক্ত করা! নিষিদ্ধ করা হয় জামায়াত-শিবির। কিন্তু ১৬ বছর ধরে নির্যাতনের স্বীকার জনতা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৬ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত মার খেয়ে গেলেও ৪ আগস্ট প্রতিরোধ করা শুরু হয়। খুনি হাসিনার দোসরেরা বুঝে ফেলে জনতা ক্ষেপেছে। এখন পালাতে হবে।

৫ আগস্ট ঢাকামুখী লং-মার্চের কর্মসূচি দেয় ছাত্র-জনতা। ৫ আগস্ট সকাল থেকেই ব্যাপক মারমুখী অবস্থান নেয় পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী। সারা ঢাকা শহরে খন্ড খন্ড যুদ্ধ শুরু হয় ছাত্র জনতার সাথে। সকাল সাড়ে দশটার পর হাসিনা পালিয়ে যায়। কর্মরত পুলিশরা এই খবর না জানায় তারা জনতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অনেক মানুষকে তারা খুন করতে থাকে। দুপুর ১ টায় মানুষ জেনে যায়, হাসিনা পালিয়ে গেছে। চরম আনন্দে সারাদেশে গলিতে গলিতে মিষ্টি বিতরণ ও ঈদ মোবারক বলে কোলাকুলি করতে থাকে মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। দেশে বিভিন্ন মোড়ে থাকা স্বৈরাচার মুজিবের সকল মুর্তি ভেঙ্গে দেয় আন্দোলনকারী ছাত্রজনতা। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় ও আত্মগোপন করে। অল্প সংখ্যক ছাত্রজনতার রোষাণলে পড়ে আহত ও নিহত হয়। রাজধানীতে জনতা সংসদ ও গণভবনে হাজির হয়ে শোকরানা নামাজ আদায় করে।

খুনি হাসিনা দেশ ছেড়ে ভেগে গেলে জনতা আনন্দে রাজপথে নেমে আসে। মোঃ আব্বাস আলী জনতার কাতারে সামীল হন। যাত্রাবাড়ি এলাকায় পুলিশ তখনো হাসিনার নির্দেশে গুলি ছুড়ছিল। বিকেল সাড়ে চারটায় তিনিও গুলিবিদ্ধ হন। সাড়ে পাঁচটার সময় মৃত্যুবরণ করেন।

কেমন আছে তার পরিবার

আব্বাস আলী স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে ২ রুমের ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। তার সন্তান আবদুর রব হিফজ শেষ করে একটি মাদরাসায় অধ্যয়ন করছে। তার গ্রামে কোন জমি নেই।

পরিবারটির বর্তমানে কোন আয় নেইঃ

শহীদের স্ত্রী বলেন, সৎ মানুষ ছিলেন। সব সময় পাঞ্জাবী-পায়জামা ও টুপি পরে থাকতেন। ছেলে বড় আলেম হবে এই স্বপ্ন দেখতেন।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা
২. সন্তানের লেখা-পড়ায় সহযোগিতা প্রদান করা

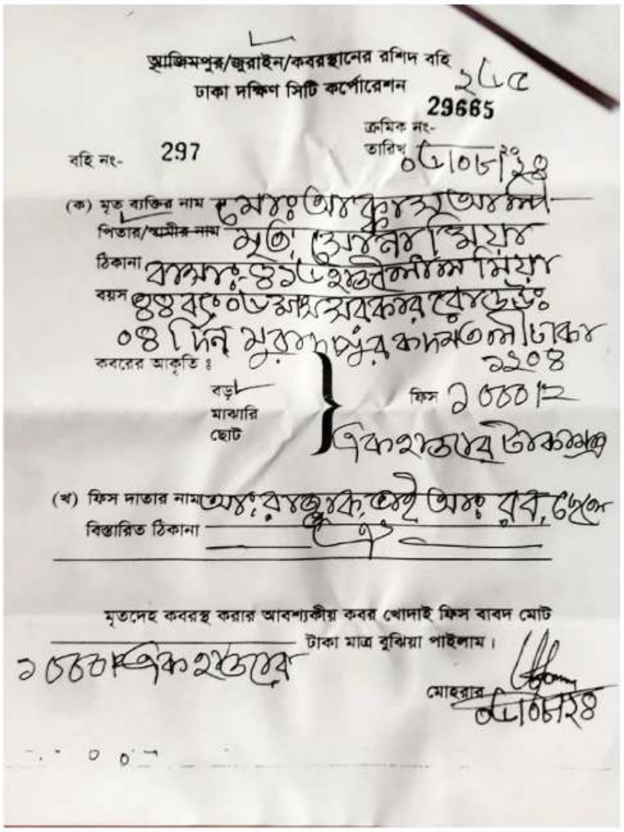

আজিমপুর/জুরাইন/কবরস্থানের রশিদ বহি
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

২৮৫
29665

ক্রমিক নং-
বহি নং- 297
তারিখ ০৫/০৮/২৪

(ক) মৃত ব্যক্তির নাম
পিতার/স্বামীর নাম
ঠিকানা
বয়স
কবরের আকৃতি ঃ
বড়
মাঝারি
ছোট
ফিস ১০০০/-

(খ) ফিস দাতার নাম
বিস্তারিত ঠিকানা

মৃতদেহ কবরস্থ করার আবশ্যকীয় কবর খোদাই ফিস বাবদ মোট
১০০০/- টাকা মাত্র বুঝিয়া পাইলাম।

মোহরার

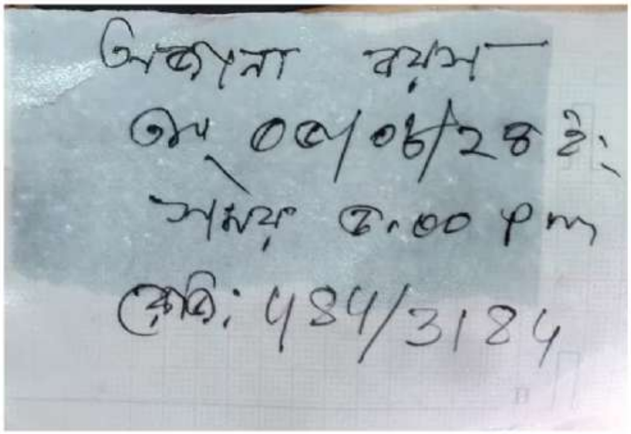

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মোহাম্মদ আব্বাস আলী
পেশা	: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ	: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০
পিতা	: মো: সোনা মিয়া
মাতা	: মোমেলা খাতুন
স্ত্রী	: লাভলী আক্তার
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: জুরাইন কবরস্থানে
বর্তমান ঠিকানা	: দোস্তর গলি, পূর্ব ধুনাইরপাড়, গেন্ডারিয়া, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: ঝালামতি, সাইফ পাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: বাড়িতে ঘরের জমি আছে।

শহীদ মো: ইমরান

ক্রমিক : ৬৬৮

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১০২

শহীদ পরিচিতি

মো: ইমরান (২১) ১০ ডিসেম্বর ২০০৩ সালে বাবা মো: আলম ও মা জাহানারার সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া জেলার বাসিন্দা হওয়ায় ঐতিহ্যগত কারনে ধার্মিক ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন। ইমরান ১৭ জুলাই পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে ১৮ জুলাই ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যুবরণ করেন। ১৭ জুলাই পুলিশ ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের তান্ডবের ফলে অসংখ্য ছাত্র-জনতা নিহত হওয়ায় দেশবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বৈরাচারের গদিতে কাঁপন ধরে। সেদিনই নিশ্চিত হয়ে যায় বাংলার ফেরাউন সরকারের পতন খুব শীঘ্রই হচ্ছে।

যভাবে শহীদ হলেন

হাসিনা প্রশাসন দেশের মানুষকে অদৃশ্য এক জালে আটকে রেখেছিল দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে। অধিকারের কথা বলা, ন্যায়ের কথা বলা, ইসলামের জন্য কথা বলা ছিল ভয়ংকর অপরাধের শামীল। বাংলাদেশের মানুষ বেশ কয়েকবার আন্দোলন করে চক্রান্তকারীদের কারনে ব্যার্থ হয়। হাসিনা ১৯৭৫ সালের পরে বেশ কয়েক বছর ভারতের আশ্রয়ে ছিলেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা সেখানে তিনি ভারতের হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পরে হাসিনা সরকার শুরুতে সেনাবাহিনীর ৫৬ জন সেরা অফিসারকে হত্যা করে এই বাহিনীকে পঙ্গু করে ফেলেন। হাসিনা বুঝতে পেরেছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ধ্বংস করতে পারলে তার ক্ষমতা নিশ্চিত। বিচার ব্যবস্থাকে নিজের হাতে নিয়ে জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধী খেতাব দিয়ে একে একে হত্যা করতে থাকেন। পাশাপাশি বিএনপি নামক জাতীয়তাবাদী দলের দেশপ্রেমিকদের হত্যা ও গুম করেন। বাকিদের টাকা ও ভয় দেখিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজে লাগান। দেশবাসী ভাবে বিএনপি স্বৈরাচারকে হটাতে ভূমিকা রাখবে! বছরের পরে বছর গড়ায়। প্রতিবছর ঈদের পরে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা আসে। কিন্তু কোন কিছুই ঘটেনা। সাধারণ জনতা নিহত হয়, বিএনপির নেতারা ঘরে লুকিয়ে থাকেন। এভাবে হাসিনা ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে ফেলেন। তার পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘমেয়াদী। পরিকল্পনা করেন ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করবেন। তার চাটুকার ও দলীয় সন্ত্রাসীদের সকল সেক্টরে নিয়োগ দেবেন। একারনে ২০১৮ সালে নিষিদ্ধ হওয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে ফিরিয়ে আনেন। এতে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়। তারা শুরু থেকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে থাকেন। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও আওয়ামী পুলিশ প্রচন্ডভাবে লাঠি পেটা করে। মিডিয়া নিয়ন্ত্রন করার কারনে সঠিক সংবাদ দেশবাসী না পেলেও ফেইসবুক ও ইউটিউবে দেশের মানুষ জানতে পারে প্রকৃত ঘটনা। শহীদ ইমরান এসব খবর আগে থেকেই রাখতেন। তিনি সরকারের দমন নীপিড়নে প্রতিবাদ করেন। ১৫ জুলাই পর্যন্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপরে নিয়মিত হামলায় দেশের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে আন্দোলন করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ছাত্ররা ১৬ জুলাই সারাদেশে আন্দোলনের ডাক দেয়। ইমরান দেশের কর্মকান্ড সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। মোঃ ইমরান বৈষম্যবিরোধী এই আন্দোলনে রাজপথে শামীল হন। পরদিন ১৭ জুলাই দুপুরের খাওয়া খেয়ে আন্দোলনে অংশ নিতে চলে যান। মাকে বলেন, 'ভয় পেলে চলবেনা। অধিকার আদায় করতে হলে রাজপথে যেতে হবে। আমাদের কিছু হবেনা। আমি এসে পড়বো'। এটাই ছিল মায়ের সাথে তার শেষ কথা। ঘৃণিত পুলিশ বাহিনীর গুলিতে তিনি রাজপথে শহীদ হন।

কেমন আছে তার পরিবার

মো: ইমরান একজন এতিম ছিলেন। তার মা জাহানারা বেগম গৃহিণী। তার বোন শামিমা আক্তার বিবাহিতা এবং অপর বোন সানজিদা আক্তার এইচএসসি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক। ইমরানের গ্রামে নিজস্ব কোন জমি নেই।

পরিবারের বক্তব্য

শহীদের বোন সানজিদা আক্তার বলেন, আমরা আমাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ভাইকে হারিয়েছি। ২৪ মে ২০২৪ সালে আমার বাবা মৃত্যুবরণ করেন। দুইমাস পরে আমার ভাইও মারা গেলেন। আমি আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার চাই।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা
২. বোনের লেখা-পড়ায় সহযোগিতা প্রদান করা
৩. গ্রামে একটুকরা জমি ও ঘরের ব্যবস্থা করা

Medical Certificate of Cause of Death

Secondary Brain Injury

Gun Shot Injury

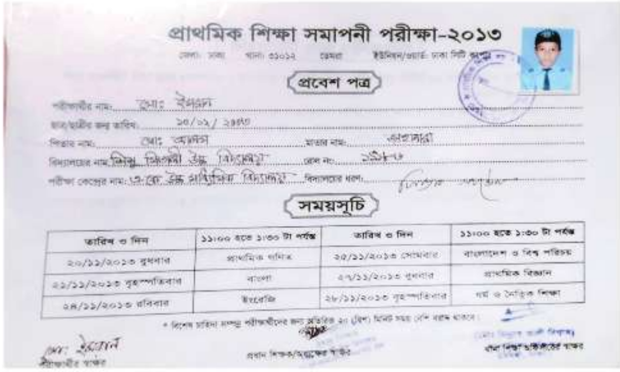

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা-২০১৩

প্রবেশ পত্র

সময়সূচি

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: ইমরান
পেশা	: বাবুর্চি
জন্ম তারিখ	: ১০ ডিসেম্বর ২০০৩
পিতা	: মো: আলম
মাতা	: জাহানারা
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৭ জুলাই ২০২৪ সন্ধ্যা ৬.৩০ এবং ১৮ জুলাই ৬.৫০
শাহাদাত বরণের স্থান	: কাজলা, যাত্রাবাড়ি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: জুরাইন কবরস্থানে
বর্তমান ঠিকানা	: পূর্ব রসুলপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: চলহনিয়া, ফরদাবাদ, বাঞ্ছারামপুর, বিবাড়িয়া
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে নিজস্ব জমি নেই

শহীদ মোঃ সাকিব হাসান

ক্রমিক : ৬৬৯

আইডি : ঢাকা সিটি ১০৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ সাকিব হাসান ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ি থানার ৬৩ নং ওয়ার্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মোঃ মর্তুজা আলম, মাতার নাম পারভিন বেগম। সাকিব পেশায় একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি দনিয়া কলেজে ডিগ্রী প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত ছিলেন। অভাবের কারণে লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি ফার্মেসিতে চাকুরি করতেন। অসুস্থ পিতা- মাতা এবং ভাইয়ের জীবনে তিনি যেন ছিলেন আশার আলো ও সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৮ জুলাই, ২০২৪। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের জন্য অন্যতম স্মরণীয় একটি দিন। এদিন অনেক ছাত্র-জনতা পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। কোটা পদ্ধতি ফিরিয়ে আনায় মেধাবী ছাত্ররা প্রতিবাদী হয়ে উঠে। তাদের সাথে যোগ দেয় দেশের অগণিত জনতা। শুরুতে বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেত। ছাত্ররাও এটাই চেয়েছিল। কোন প্রয়োজন ছিলোনা এতোগুলো ছাত্র-জনতাকে হত্যা করার। শেখ হাসিনা অহংকারী, মস্তিষ্ক বিকৃত ও প্রতিহিংসা পরায়ন এক নারী। তিনি নিজেকে সর্বেসর্বা ভাবতেন। তার সামান্য সমালোচনাও বরদাস্ত করতে পারতেন না। হাসিনার ইচ্ছা ছিল অযোগ্য, অদক্ষ, সন্ত্রাসী, চাটুকার, দূর্নীতিবাজ, ধর্ষকদের দল হিসেবে খ্যাত টোকাই লীগ নামক ছাত্রলীগকে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমে সমস্ত সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করে নিজের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী রুপ দেয়া। তার বাবা শেখ মুজিব যিনি দেশের ইতিহাসে লুটপাট ও দূর্নীতির কারণে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিলেন তিনিও চেয়েছিলেন ক্ষমতায় চিরস্থায়ী থাকতে। সাকিব বুঝতে পেরেছিলেন তার আওয়ামী লীগ দেশে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করলে তার মতো সাধারণ ছাত্ররা কখনো মেধার স্বীকৃতি পাবেনা। আপন জন্মভূমিতে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে বসবাস করতে হবে। অপরদিকে আওয়ামী লীগের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত মন্ত্রী-এমপি এমনকি ইউনিয়নের নেতারা পর্যন্ত দেশের অর্থ লুটপাট করে বিদেশে বাড়ি-গাড়ি-সম্পদ গড়ায় সাকিবের মতো ছাত্ররা ছিল ক্ষুব্ধ। এদেশে কখনো নেতাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে কিংবা অধিকার আদায়ের দাবী তুললে তাদের জামায়াত-শিবির ও জঙ্গী আখ্যা দিয়ে আটক, জেল, গুম, খুন, সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নানামূখী নির্যাতন করা হতো। সাধারণ মানুষ ভয়ে নিজ নিজ ফেইসবুক আইডি থেকেও আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের প্রতিবাদের পরিবর্তে তোষামোদ করতে হতো। ১৮ জুলাই ছাত্র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন স্থানে টোকাই লীগ ও পুলিশের নির্মমভাবে হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করে। দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিবেকবান ছাত্ররা সমর্থন দিয়ে রাজপথে উপস্থিত হয়। সাকিব সচেতন ও বিবেকবান মেধাবী ছাত্র। ১৮ জুলাই ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকার কুতুবখালি পকেটগেট আন্দোলনে যোগ দেন সাকিব। হাসিনা তার বাহিনীকে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে মাঠে নেমে আগের চেয়েও আরো কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে আদেশ দেয়। ছাত্ররা রাজপথে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিল। সারাদেশ ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান নেয়। যাত্রাবাড়ি এলাকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রাবাড়ি থানার পুলিশ আওয়ামী লীগের অনুগত বাহিনী ছিল। এরা শেখ হাসিনাকে খুশি করতে মানুষের উপরে বিভিন্ন নির্যাতন চালাতো। এদিনেও এই বাহিনী আক্রমণাত্মক আচরণ শুরু করে। লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল, ছররা গুলি ছুড়ে ছাত্রদের রাস্তা থেকে সরানোর চেষ্টা করে। এসময় হঠাৎ অতি উতসায়ী পুলিশের এলোপাথাড়ি ছোড়া একটি গুলি সাকিবের মাথার পেছনে এসে লাগে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। উপস্থিত জনগণ তাকে ইউনিক হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরদিন ১৯শে জুলাই সকালে তার জানাজার নামাজ আদায় করা হয় এবং তাকে কাজলার পাড় কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ সাকিব হাসানের বাবা বর্তমানে অসুস্থ হওয়ায় কোন কাজ করেননা, তার মা একজন গৃহিণী। সাকিবের ভাই মেহেদী হাসান স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইন্জিনিয়ারিং এ বিএসসি করছেন। সাকিব পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যের ফার্মেসিতে বসতেন। সাকিবের মৃত্যুতে তার পরিবার তাদের কর্মক্ষম ব্যাক্তিকে হারালো।

সাকিবের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস তাদের বাড়িভাড়া। ভাড়া থেকে মোটামুটি ৫০ হাজার টাকার মত আয় হয়। কিন্তু তাও তাদের পরিবারের চলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, একেতো তার বাবার অসুস্থতার খরচ, আবার ভাই এর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ যোগানো এই টাকায় কঠিন হয়ে পড়ে।

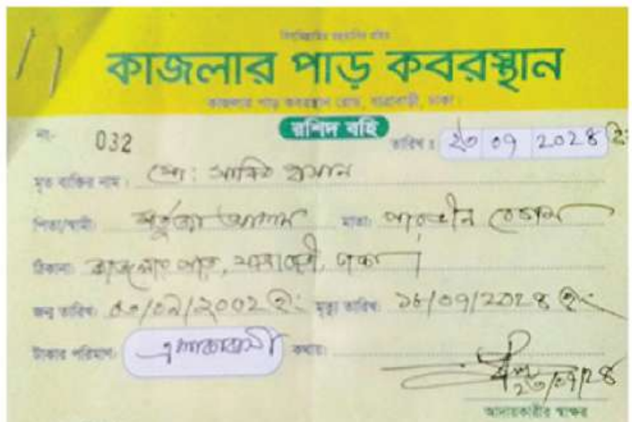

একনজরে শহীদের পরিচয়

পুরো নাম : মো: সাকিব হাসান
পেশা : ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা : ইউনিয়ন : ৬৩নং ওয়ার্ড, থানা: যাত্রাবাড়ি, জেলা: ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা : ইউনিয়ন : ৬৩নং ওয়ার্ড, থানা: যাত্রাবাড়ি, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম : মো: মর্তুজা আলম
মাতার নাম : পারভিন বেগম
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৩ জন
ঘটনার স্থান : যাত্রাবাড়ি কুতুবখালি পকেটগেট
আক্রমনকারী : পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল : তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪ সময়: রাত ৯:০০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান : ১৮/০৭/২৪
শহীদের কবরের অবস্থান : কাজলার পাড় কবরস্থান

শহীদ মো: পারবেজ মিয়া

ক্রমিক : ৬৭০

আইডি : ঢাকা সিটি ১০৯

শহীদ পরিচিতি

পারবেজ মিয়া (৩০) ছিলেন একজন গার্মেন্টস কর্মী। তার বাবা মৃত খোকন মিয়া ও মাতা কানিজ ফাতেমা। পারবেজের বাবা তার যখন ১০ বছর বয়স তখন ইন্তেকাল করেন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

কোটা বিরোধী আন্দোলনে স্বৈরাচারী সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্ত, রাজাকারের নাতি বলে কটাক্ষ করা, গ্রেফতার, নির্যাতন ও গণহত্যার ফলে দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ছাত্র-জনতা রাজপথে নেমে এলে বিভিন্ন থানার পুলিশ যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ভয়ংকর অস্ত্র নিয়ে জনতার উপরে ঝাপিয়ে পড়ে, নির্মমভাবে নির্যাতন চালায়। এক্ষেত্রে যাত্রাবাড়ি থানা ছিল সবচেয়ে এগিয়ে। তারা রাজপথে হত্যার পাশাপাশি ভবনের উপরে থেকে স্নাইপার দিয়ে টার্গেট করে করে হত্যা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বিক্ষুব্ধ জনতা একত্রিত হয়ে এ থানায় পাল্টা হামলা চালায়। থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। যাত্রবাড়ীর স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল হালিম সাংবাদিকদের জানান, 'যাত্রাবাড়ী থানার ওপর স্থানীয়দের অনেক ক্ষোভ ছিল। অনেক মানুষ নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছে। এছাড়াও ছাত্রদের ওপর সবচেয়ে বেশি গুলি ছুড়ে হত্যা করেছে তারা। সেজন্যই তাদের ওপর আক্রোশ থেকে এভাবে থানা পুড়িয়েছে সাধারণ মানুষ।'

এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হাজার হাজার জনতা থানা ঘেরাও করে হামলা করে। ওই সময় থানা থেকে ব্যাপক গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ হয় তিন শতাধিক মানুষ। তাদের মধ্যে অনেকে নিহত হয়েছেন। সেখানে ৪-৫ জন পুলিশও মারা যায়। তাদের অনেকের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। গত সোমবার বিকেল ৫টার দিকে থানা ঘেরাও করে পুলিশকে অবরুদ্ধ করে ফেলে আন্দোলনকারীরা। পুলিশের বড় একটি দল ফিল্মি স্টাইলে থানা থেকে বেরিয়ে নির্বিচারে গুলি করতে করতে সামনে এগিয়ে যায়। তখন বহু মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে হতাহত হয়েছে। তবে থানায় কয়েকজন পুলিশ আটকা পড়ে। তাদের গণপিটুনি দিয়ে সেখানেই মেরে ফেলা হয়েছে। ঢামেক সূত্রমতে, যাত্রাবাড়ী থেকে ৪০টির বেশি লাশ গিয়েছে ঢামেক হাসপাতালে।

যেভাবে শহীদ হলেন

পারবেজ মিয়া স্বৈরাচারী সরকারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। নিয়মিত মিছিলে যুক্ত হতেন। ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পলায়নের ফলে ছাত্র-জনতা খুশিতে রাজপথে নেমে আসে। তারা ভাবেননি যে তখনও খুনি সরকারের পুলিশ বাহিনী গণহত্যা চালাতে ওতপেতে বসে আছে। আন্দোলনের মধ্যে দুপুরে যাত্রাবাড়ির কাজলা এলাকায় যাওয়ার পরে বুকে গুলিবিদ্ধ হন। মুখ থুবড়ে পড়েন রাস্তায়। সাহায্যকারীদের চেষ্টায় প্রথমে তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তার পারবেজকে মৃত ঘোষণা করেন। পরদিন জানাজা শেষে যাত্রাবাড়ি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

শহীদের বাবা, পারবেজকে এতিম করে দিয়ে ২০ বছর আগে দুনিয়া ত্যাগ করেন। তার মা প্রথমে আত্মীয়দের সাহায্য নিয়ে এবং পরবর্তীতে নিজে কাজ করে সন্তানকে বড় করে তোলেন। পারবেজ মায়ের সাথে কাজে যুক্ত হওয়ার পরে তার মা চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার কথা ভাবছিলেন।

আত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের ভাগ্নে ইয়াসিন ইসলাম নিরব বলেন, মানুষ হিসেবে সৎ ছিলেন। মায়ের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। বোনদের ভালোবাসতেন।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

২. মায়ের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা

Medical Certificate of Cause of Death

DMCH

PERVEJ MIA

KHOKON MIA

Mautail

Jattrabari

Dhaka

30

06 08 2024

10 45 pm

01612129124

Brought in dead

Cause of death will be ascertained after post-mortem

H/O bullet injury

05 08 2024

EMO

Dr. Kishor Kumar Saha

Dhaka Medical College Hospital

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: পারবেজ মিয়া
পেশা	: পোষাক শ্রমীক
জন্ম তারিখ	: ১ জানুয়ারি ১৯৯১
পিতা	: খোকন মিয়া
মাতা	: কানিজ ফাতেমা
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: মুগদা মেডিকেল কলেজ
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: যাত্রাবাড়ি কবরস্থানে
স্থায়ী ঠিকানা	: মাতুয়াইল পশ্চিমপাড়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: সামান্য জমি আছে

শহীদ রফিকুল ইসলাম

ক্রমিক : ৬৭১

আইডি : ঢাকা সিটি ১১০

শহীদ পরিচিতি

রফিকুল ইসলাম দিনমজুর ছিলেন। তার গ্রাম ফেনী জেলায়। তিনি ১৯৯৬ সালের ৯ জানুয়ারি বাবা খুরশিদ আলম ও মা আলেয়া বেগমের সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যাত্রাবাড়িতে বড়বোনের সাথে ভাড়া বাসায় থাকতেন। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে রফিকুল ইসলাম ১৮ জুলাই গুলিবিদ্ধ হয়ে যাত্রাবাড়ি এলাকায় রাজপথে পড়ে ছিলেন। যুবলীগের সন্ত্রাসীরা তার লাশ গায়েব করে ফেলে। পরবর্তীতে সব হাসপাতালে খুঁজেও রফিকুলের লাশের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

যেভাবে শহীদ হলেন

শেখ হাসিনা তার দলীয় কর্মীদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে নিষিদ্ধ হওয়া কোটা পদ্ধতি তার নিজের গড়া আদালতের মাধ্যমে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এদিকে পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় হাসিনা প্রশাসনের স্বইচ্ছায় দেশে ২৬ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক অবৈধভাবে চাকুরী করে যাচ্ছে। পড়ালেখা শেষ করে দেশে চাকুরী না পাওয়া বেকারের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। ছাত্র-জনতা অন্যায় কোটা প্রথার বিরুদ্ধে শুরু থেকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। তাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদসভা গুলোতে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ হামলা করে ছাত্র ও ছাত্রীদের পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। পরবর্তীতে হাসপাতালে আহতদের উপরে হামলা করে। এভাবেই অধিকার আদায়ের নিরব আন্দোলন সহিংস হয়ে ওঠে। ছাত্র-জনতা একের পর কর্মসূচী দেয়। স্বৈরাচারী সরকার সেসব কর্মসূচীর বিপরীতে ছাত্রদের আটক, গুম ও খুন করতে থাকে। ছাত্র-জনতা এতে দ্বিগুণ বেগে রাজপথে নেমে আসে। সকল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসার ছাত্ররা রাজপথে স্লোগান তোলে।

উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে কোটাপদ্ধতি বাতিল করেছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি ২০২৪ সালে তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এছাড়া চীন সফরে চরম ব্যর্থতা আড়ালে এক সাংবাদিকের জবাবে তিনি ঘৃণার সাথে অধিকারের দাবীতে আন্দোলনরত ছাত্রদের রাজাকের নাতি উপাধি দেন। সাথে সাথেই রাতের বেলায় ছাত্ররা প্রতিবাদে মিছিল নিয়ে বের হয়। স্লোগান উঠায়- তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার! কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার! ১৮ জুলাই ছাত্ররা কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেন। রফিকুল ইসলাম ১৮ জুলাই আন্দোলনে অংশ নেন। সারাদিন রাজপথ উত্তাল থাকে। সন্ধ্যা ৭ টা থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়না। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় জানা যায়, রফিকুল ইসলাম কদমতলী ও যাত্রাবাড়ি এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন। ঐসময় পুলিশের টিয়ারশেল, এলোপাথাড়ি গুলি, লাঠিচার্জ, স্নাইপারের মাধ্যমে গুলির ফলে অনেক আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হন। রফিকুল ইসলামের গায়েও গুলি লাগে। উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে তার লাশ সংগ্রহ করা যায়নি। পরবর্তীতে পুলিশের সহযোগী যুবলীগের সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে কিছু লাশ সরিয়ে ফেলে। যা আর পাওয়া যায়নি। তার পরিবার বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ করেন। কিন্তু আজ অবধি তারা রফিকুল ইসলামের লাশ খুঁজে পাননি।

কেমন আছে তার পরিবার

রফিকুলের বাবা-মা মৃত। তার ৩ ভাই ও ১ বোন রয়েছে। গ্রামে ৫ শতাংশ জমি আছে।

প্রস্তাবনা

১. দেহাবশেষ খুঁজে বের করা

২. পরিবারকে এককালীন সহযোগিতা প্রদান

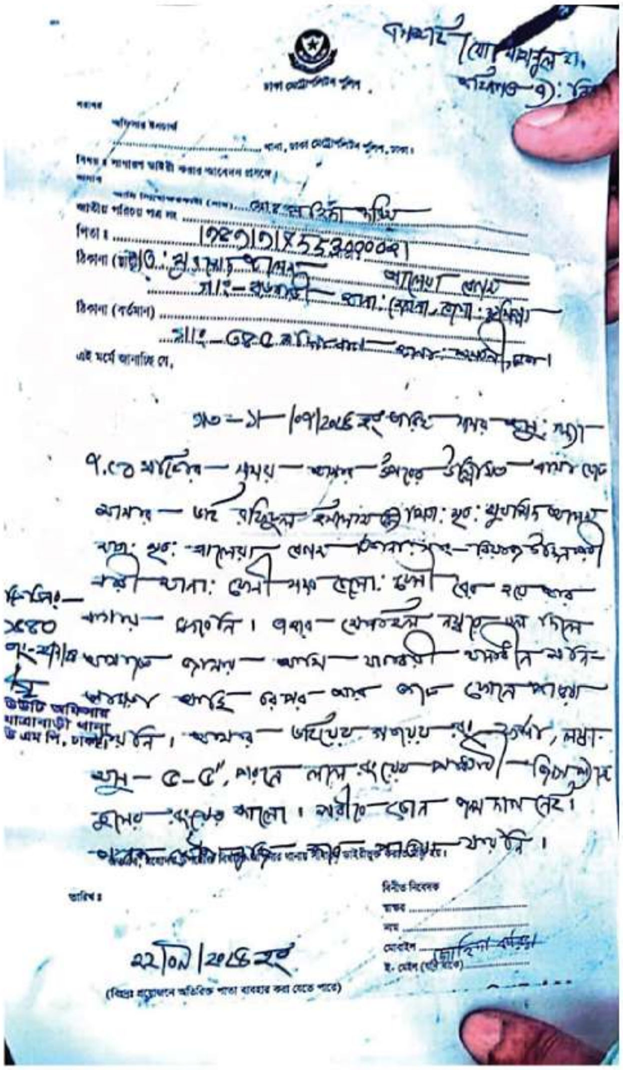

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: রফিকুল ইসলাম
পেশা	: দিনমজুর
জন্ম তারিখ	: ৯ জানুয়ারি ১৯৯৬
পিতা	: মৃত খুরশিদ আলম
মাতা	: মৃত আলেয়া বেগম
নিখোঁজ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ি
আক্রমণকারী	: যুবলীগের সন্ত্রাসী
বর্তমান ঠিকানা	: ৩৪৫, মদিনাবাগ, রায়েরবাগ, হাবিবনগর, কদমতলী, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: রিয়াজউদ্দিন কারি বাড়ি, উত্তর ধলিয়া, বালুয়া চৌমুহনী, ফেনী
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে থাকার ঘর আছে ও সামান্য জমি আছে

শহীদ হাফিজুল শিকদার

ক্রমিক : ৬৭২
আইডি : ঢাকা সিটি ১১১

শহীদ পরিচিতি

হাফিজুল শিকদার ২ অক্টোবর ১৯৯৫ সালে পিতা আবু বকর সিকদার ও মাতা হাবিবা শেফালীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে হাফিজুল শিকদার অটো রিকশা চালাতেন। তার মাসিক আয় ছিল ১৫ হাজার টাকা। হাফিজুল শিকদারের স্ত্রীর নাম আয়েশা বেগম। তার ৩ ও ২ বছর বয়সী ২ টি সন্তান আছে। এছাড়াও স্ত্রী আয়েশা বেগমের গর্ভে ৭ মাস বয়সী সন্তান পৃথিবীতে আগমনের অপেক্ষায় আছে। হাফিজুল শিকদার স্বৈরাচারী সরকারের চাটুকার ও খুনি বাহিনীর দৃষ্টিতে একটি কঠিন অন্যায় কাজ করেছিলেন। তার অন্যায় কাজ হলো যখন আওয়ামী লীগের হামলার মধ্যে প্রাণভয়ে পরিবহন কর্মীরা যার যার গাড়ি নিয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন হাফিজ তার সিএনজি দিয়ে আহত ও নিহত ছাত্র-জনতাকে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে হাসপাতালে পাঠাতে সাহায্য করছিলেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

আওয়ামীলীগ অবৈধভাবে ৭২ থেকে ৭৫, ৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অবৈধ পন্থায় ক্ষমতায় ছিল। ক্ষমতায় এসেই দলীয়করণ, লুটপাট, অর্থ পাচার, অবিচার প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ নানামূখী অন্যায় কাজের বিস্তার ঘটিয়েছে। দেশের মানুষকে জিম্মি করে দেশটাকে অকার্জকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ৭৪ সালে মুজিব এমপি-মন্ত্রীদের লুটপাটের ফলে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পরবর্তী বছর গুলোয় অত্যাচারের মাত্রা এতো তীব্র হয় যে সরকারের সমালোচনা করলেই জেল-জুলুম, গুম-খুন শুরু হয়ে যায়। সরকারী দলের অনৈসলামী কাজ, অবিচার, গুম, খুন, নারী নির্যাতন প্রভৃতি কাজের ফলে আলেমদের সমালোচনা সইতে না পেরে শুরু হয় ইসলামী ব্যক্তিদের উপরে ভয়াবহ নির্যাতন। ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে শত শত আলেম-মুফাসসিরদের গুম ও কারাবন্দী করতে থাকে। ইতিহাসের ফেরাউন বা নাৎসি বাহিনীর অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন অবস্থায় দেশের সচেতন সাধারণ মানুষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ না পেলেও তাদের মনে ছিল তীব্র ঘৃণা। জনতা সময়ের অপেক্ষায় ছিল। যার দেখা পেল কোটা বিরোধী আন্দোলনে। কোটা পদ্ধতি ২০১৮ সালে আন্দোলনের মুখে বাতিল করেছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে দলীয় কোটাবহাল করে কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা । যা জনমনে ক্ষোভ বাড়াতে থাকে কোটা বাতিল আন্দোলন গনআন্দোলনে রুপ নেয় । ছাত্র জনতার আন্দোলন কোটা বিরোধীতা থেকে পরিণত হয় ৯ দফার আন্দোলনে। এরপরে তা এক দফায় পরিণত হয়। ১ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারা বুঝতে পেরেছিল এ আন্দোলনে সক্রীয়ভাবে আছে জামায়াত ও শিবিরের কর্মীবাহিনী। পুলিশকে নির্দেশ দেয় গণহত্যা চালানোর। ৪ আগস্ট সর্বত্র নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। স্বৈরাচারী সরকার এদিন বুঝতে পারে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার শেখ হাসিনা ও তার ঘৃণিত বাহিনীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। তিনি তাদের দেশ ত্যাগের সুযোগ করে দেন। হাসিনা ও তার সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলেও আগের নির্দেশনানুযায়ী রাজপথে খুনি পুলিশ জনতার উপরে নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ শুরু করে।

যেভাবে শহীদ হলেন

২০ জুলাই ছাত্র-জনতার প্রতিবাদসভা গুলোতে খুনি হাসিনার পুলিশ মারমুখি হয়। অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ছাত্র হত্যা শুরু করে। ছাত্ররা প্রাণ দিলেও রুখে দাঁড়ায়। হাফিজুল শিকদার ছাত্রদের পক্ষে এগিয়ে আসেন। তিনি আহত ও নিহত ছাত্রদের সহযোগিতা করছিলেন। তার উপস্থিতি খুনি বিজিবির চোখে ধরা পড়ে যায়। ২০ জুলাই বিকাল ৩ টার সময় বিজিবি সরাসরি তাকে গুলি করে হত্যা করে। স্থানীয়রা তাকে মুগদা মেডিকেলে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার লাশ সংগ্রহ করতে পরিবারকে অনেক হিমশিম খেতে হয়। একেকবার একেক থানায় ধরনা দিতে হয়। রাত গভীর হয়, কিন্তু পুলিশের নিষেধাজ্ঞায় পরিবারকে তার লাশ দেয়া হয়না। পরদিন স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে উল্লেখ করে তার লাশ প্রদান করা হয়। হাফিজুল শিকদারের মৃত্যুর খবর পিরোজপুরে ছড়িয়ে পড়লে তার নিজ বাড়ি ও এলাকায় শোকের মাতম শুরু হয়। পরদিন বাড্ডা নামা পাড়া কবরস্থানে জানাযা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

হাফিজুলের মৃত্যুর পর চোখে মুখে অন্ধকার দেখছে তার পরিবার। তার দুই অবুঝ সন্তান ও অনাগত সন্তানের ভবিষ্যত কি হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে তার শোকাহত পরিবার।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা করা
২. সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়ার খরচ প্রদান করা

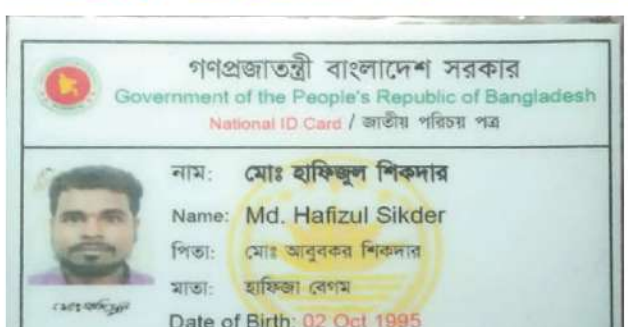

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ হাফিজুল শিকদার
Name: Md. Hafizul Sikder
পিতা: মোঃ আবুবকর শিকদার
মাতা: হাফিজা বেগম
Date of Birth: 02 Oct 1995
ID NO: 5565520805

BIR Form 3

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Birth and Death Registrar
Zone - 10, Dhaka North City Corporation
City Corporation: Dhaka North City Corporation
District: Dhaka, Bangladesh

Birth Registration Certificate

Register No. 6

Date of Registration:

BR Number: 1 9 9 5 2 6 9 2 5 3 7 0 1 3 9 9 4

Name: MD HAFIZUL SIKDER

Date of Birth: 02 10 1995 | Sex: Male

In Word: 2nd Oct, 1995 | Order of Child: 1

Place of Birth: Dhaka

Permanent Address: Raghunathpur Raghunathpur-8540 Sakhmatia, Nazirpur, Pirojpur, Barishal Division

Father's Name: Md Abubakar Sikdar
Father's BRN:
Father's NID: 6405164431
Father's Nationality: Bangladeshi

Mother's Name: Hafiza Begum
Mother's BRN:
Mother's NID: 7917663483027
Mother's Nationality: Bangladeshi

Seal of Registrar Office

(Prepared by) RABEYA AKTER

(Verified by) ABDUL MANNAN KOTTAL, Birth & Death Reg. Asst., Zone-10, Dhaka North City Corporation

(Signature and seal of the Registrar) DR. MD. FEROZE ALAM, Health Officer, Zone-10, Dhaka North City Corporation

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: হাফিজুল শিকদার
পেশা	: অটো রিকশা চালক
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২ অক্টোবর ১৯৯৫
পিতা	: আবু বকর শিকদার
মাতা	: হাবিবা আক্তার শেফালী
স্ত্রী	: আয়েশা বেগম
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ০৩.৩০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: মধ্য বাড্ডা পোষ্ট অফিস গলি
দাফন করা হয়	: বাড্ডা নামা পাড়া কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম দক্ষিন চরবজুলাতপুর, ৭ নং শেখমাটিয়া, নাজিবপুর, পিরোজপুর
বর্তমান ঠিকানা	: মধ্য বাড্ডা, শাহাবুদ্দিন মোড়, বাড্ডা, ঢাকা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে বাড়ি নেই, ঢাকায় ভাড়া বাসায় থাকেন
সন্তান	: ১) আবদুল আহাদ, বয়স ৩ বছর
	: ২) আবদুর রহমান, বয়স ২ বছর
	: ৩) গর্ভে ৭ মাস বয়সী সন্তান আছে

শহীদ মোঃ সাব্বির হাওলাদার

ক্রমিক : ৬৭৩

আইডি : ঢাকা সিটি ১১২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোহাম্মদ সাব্বির হাওলাদার ভোলা জেলার পশ্চিম চরফ্যাশন থানার লালমোহন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জসিম হাওলাদার ও মাথা সাবিনা বেগম। দুই ভাইয়ের মধ্যে সাব্বির ছিলেন বয়সে বড়। অল্প বয়সে বিয়ে করে সংসার শুরু করেছিলেন। মেয়ের মুখে বাবা ডাক শোনার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছে সাব্বির হাওলাদারকে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সাব্বির হাওলাদার পেশায় শ্রমিক, জন্মেছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। নিজগ্রামে বসতভিটা বা চাষের জমিও নেই তাদের, তাই জীবিকার তাগিদে ঢাকার কদমতলী থানার জুরাইনে বস্তিতে থাকতেন। মা সাবিনা বেগম মেসে রান্নার কাজ করে সামান্য উপার্জন করতেন যা দিয়ে তিনি সন্তানদের লালন পালন করতেন। সাব্বির হাওলাদারের পিতা বহু আগেই অন্যত্র বিয়ে করেন এবং তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। মায়ের এই হাড়ভাঙা খাটুনি আর অবর্ণনীয় দুঃখ দেখে নিজেও কাজে লেগে যান। ওয়ার্কশপে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তিনি। ছোট ভাই রিকশা চালিয়ে আরও একটু সহযোগিতা করার চেষ্টা করছেন। এরই মধ্যে সাব্বির হাওলাদার বিয়ে করেন মেঘলাকে। মেঘলা ও সাব্বিরের একমাত্র কন্যার বয়স মাত্র এক মাস। সাব্বিরের মৃত্যুতে পিতৃহীন হয়ে পড়েছে ছোট এই শিশু। বাবার স্নেহের স্পর্শটা হয়তো সে কোনদিনই মনে করতে পারবে না। প্রাণপ্রিয় স্বামীকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে ১৮ বছর বয়সী স্ত্রী মেঘলা। আর ছেলে হারানোর শোক যেন কিছুতেই কাটাতে পারছেন না সাব্বির হাওলাদারের মা।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুরো জুলাই মাস জুড়ে সারাদেশে আওয়ামী লীগের তান্ডব, নির্যাতন, গ্রেফতার, ছাত্র-জনতাকে হত্যাসহ বিভিন্ন ধরনের ঘটনার সাক্ষী হয় জনগণ। জুলাই মাসের একেবারেই শেষ দিকে নয় দফা দাবি পেশ করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। যা ৩ আগস্ট এক দফায় রূপ নেয়। খুনি ও ফ্যাসিস্ট হাসিনার পদত্যাগ-ই ছিল সেই একদফা। উত্তাল সারাদেশে আবারো নতুন করে বিপ্লবী ঢেউ আসে। তারই প্রেক্ষিতে পরদিন রাজধানীসহ সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল হয়। স্বৈরাচার হাসিনার মদদপুষ্ট পুলিশ, বিজিবিসহ আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের গুলি করে। সেদিন সারাদেশে ১৩০ জন ছাত্রজনতা খুন হয়।

৪ আগস্ট সকালে শহীদ সাব্বির হাওলাদার তাঁর মায়ের কাছে খিচুড়ি খাওয়ার আবদার করে ঘর থেকে বের হন। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত জামায়াত-শিবিরকে ১ আগস্ট নিষিদ্ধ করে ৪ আগস্ট শেখ হাসিনা গণহত্যা চালানোর পরিকল্পনা নেয়। সারাদেশে সাহসী ছাত্র-জনতার উপর যুদ্ধক্ষেত্রের মতো সমস্ত ভয়ংকর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাব্বির আন্দোলন সম্পর্কে খোঁজ রাখতেন। তিনি জানতেন শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত না হলে দেশের মানুষের মুক্তি নেই। সকাল ১১ টায় আন্দোলনে যুক্ত হতে আসেন। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে কাজলা এলাকায় পুলিশের গুলিতে আহত হন তিনি। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালে তখন হাজার হাজার মানুষ আহত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছিলো, যাদের সবাই ছিলো আন্দোলনকারী। চারপাশে কারবালার প্রান্তরের মতো হাহাকার! ফ্যাসিস্ট হাসিনার নির্দেশে তাদেরকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। যার ফলে তারা ধুঁকে ধুঁকে মরছিলো হাসপাতালে মেঝেতেই। তাদেরই একজন ছিলেন সাব্বির হাওলাদার। দুইদিন হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসার অভাবে মারা যান তিনি। সাব্বির বিজয়ের খবর শুনেছেন। কিন্তু গুলির আঘাতের যন্ত্রণায় যেন বিজয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ৭ই আগস্ট বিকাল ছয়টায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। জানাজা শেষে জুরাইন কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

১.ছোট ভাইয়ের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়া

২.এতিম শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব নেয়া

একনজরে শহীদের পরিচয়

পুরো নাম	: সাব্বির হাওলাদার
পিতার নাম	: জসিম হাওলাদার
মাতা	: সাবিনা বেগম
পরিবারের সদস্য	: ১. স্ত্রী (মেঘলা)
	: ২. কন্যা (শেহজা মুনতাহা, বয়স: ১ মাস)
	: ৩. ভাই (জুয়েল-রিক্সাচালক)
	: ৪. মা
ঠিকানা	: গ্রাম: লালমোহন, থানা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: এলাকা: খালপাড়, জুরাইন, থানা: কদমতলী, জেলা: ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: কাজলা, ঢাকা (৪/৮/২০২৪)
আক্রমনকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: ঢামেক, ৭/৮/২০২৪
সমাধি	: জুরাইন কবরস্থান

শহীদ সাইফুল ইসলাম তন্ময়

ক্রমিক : ৬৭৪

আইডি : ঢাকা সিটি ১১৩

শহীদ পরিচিতি

সাইফুল ইসলাম তন্ময় ২ এপ্রিল ২০০২ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং মা রেবেকা সুলতানা। বাবা বাস কাউন্টারে কাজ করেন। সাইফুল বেঁচে থাকার সময় ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ শিখতেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই তার মামার সাথে রাজপথে ছিলেন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার, কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্রদের "কমপ্লিট শাটডাউন" শুরু হয় এদিন। এর আগে ১৭ জুলাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ কর্মসূচির ঘোষণা দেয় তারা। কর্মসূচি চলাকালে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের উপরে ছাত্র নামধারী বিতর্কিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও স্বৈরাচারী সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য সংরক্ষিত ভয়ানক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারাদেশে ২৭ জনের অধিক হত্যাকান্ডের খবর পাওয়া যায়। অবরোধকারীদের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সারা দেশের মানুষ সমর্থন জানায়। আওয়ামী লীগ ছাত্রদের উপরে দোষ চাপাতে ও তাদের কঠোরভাবে নির্মূল করতে মহাখালীতে সেতু ভবন, স্বাস্থ্য ভবন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ভবন, দুর্যোগ ভবনসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় আগুন দেয়। শতাধিক গাড়ি পোড়ায়। দুই দফা আগুন দেয় রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনে। রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করা হয় ছাত্ররা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। শেখ হাসিনা হত্যাকান্ডে নিহত হওয়া ছাত্রদের দেখতে না গিয়ে তুমুলভাবে সমালোচিত হন। এমপি পলকের নির্দেশনায় ১৭ জুলাই থেকে বন্ধ রাখা হয় মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট। ফলে কার্যত ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা দেশ। পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করতে ও ছাত্রদের হত্যা করতে সারাদেশে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এইচ এস সি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গুলো থেকে সাধারণ ছাত্ররা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগকে বহিস্কার করে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী প্রশাসন ছাত্রলীগের অবস্থান ধরে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার ও হল ত্যাগের ঘোষণা দেন। ছাত্ররা পাল্টা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারীদের তাদের নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগের ঘোষণা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় পুলিশ-বিজিবি-সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ যৌথভাবে হামলা চালিয়ে হলগুলো পাল্টা দখলে নেয়। ছাত্রদের কঠোরভাবে নির্যাতন করে। শুরু হয় ৯ দফা কর্মসূচী। ছাত্র নেতৃবৃন্দকে আটক করে গুম করা হয়। কাজটি করেন 'ভাতের হোটেলের মালিক খ্যাত' ও 'হাউন আংকেল' উপাধীপ্রাপ্ত ডিবি হারুন। ক্ষোভের ও প্রতিবাদের মুখে ছাত্র নেতাদের থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে মর্মে স্বাক্ষর গ্রহণ করে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। দেশ আরো খারাপ অবস্থার দিকে ধাবিত হতে থাকে। বিদেশ থেকে প্রবাসীরা প্রতিবাদে রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করায় হাসিনা সরকার আরো বেকায়দায় পড়ে। ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ, বিজিবি, আনসার, র‍্যাব ও ছাত্রলীগকে পরাজিত করতে থাকে। এতে স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগ তরান্বিত হয়।

১ আগস্ট ২০২৪ আওয়ামী লীগ ও তাদের সকল বাম জোট মিলে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ করে। তাদের ইচ্ছা এভাবে গণহত্যা চালাবে এবং আন্দোলন দমণ করবে। এরকম অতীতে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন আন্দোলন নির্মুল করেছিল। ছাত্র-জনতা আরো গর্জে ওঠে। দেশে নিন্দার ঝড় ওঠে। ফেইসবুক আওয়ামী বিরোধী লেখায় সয়লাব হয়। একে একে আওয়ামী লীগের আন্দোলন দমাতে অপকর্ম গুলো প্রচার হতে শুরু করে। নিরিহ ও মেধাবী ছাত্রদের হত্যাকান্ডের ঘটনা বিশ্বমিডিয়ায় আলোচিত হতে থাকে।

যেভাবে শহীদ হলেন

সাইফুল দেশ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ছাত্রদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি নিজেকে সাধারণ জনতার কাতারে দাঁড় করিয়ে উপলব্ধি করেন তিনিও সরকারী অপশাসন ও অব্যবস্থাপনায় জুলুমের স্বীকার একজন নাগরিক। তার কোন মূল্য স্বৈরাচারী সরকারের কাছে নেই। তার বাবা পরিবহণ সেক্টরে কাজ করার কারণে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন পরিবহণ সেক্টরের অরাজকতা। জুলাই মাস জুড়ে রাজপথে তিনি অত্যন্ত সক্রীয় ছিলেন। ৫ আগস্টের কয়েকদিন আগে পুলিশের ছররা গুলিতে আহত হয়েছিলেন। ১৮ জুলাই থেকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তার মামাসহ সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ৫ আগস্ট সকাল ১০ টা, মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ। সারাদেশ উত্তাল। এসময় মাকে বলেন, "আমি ৫ মিনিটের মধ্যে আসছি!" ওটাই ছিল তন্ময়ের মায়ের সাথে শেষ কথা। তন্ময়ের মামার প্রিন্টের ব্যবসা আছে। তিনিও সেদিন রাজপথে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ৫ আগস্ট জোহরের সময় ফোনে জানা যায়, সাইফুল ইসলাম তন্ময় গুলি খেয়েছেন। গুলিটি মাথার পেছনে লেগেছে। পরিবার সারাদিন বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে অবশেষে ঢাকা মেডিকেলে শহীদের লাশ খুঁজে পান। পরদিন জানাজা শেষে দনিয়া পঞ্চায়েত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

সাইফুল ইসলাম তন্ময়ের পরিবারে বাবা মা ছাড়াও নানী থাকেন। তার বড় বোন নারগিস সুলতানা বিবাহিতা। ছোট ভাই রাফি ইসলাম তানিম এলাহাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বোন সানজিদা ইসলাম এলাহাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণিতে পড়ে। তন্ময়ের বাবা শফিকুল ইসলাম বাস কাউন্টারে ছোট চাকুরী করেন। তার মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা। মা রেবেকা সুলতানা গৃহিণী। পরিবারটি ঢাকা দনিয়া এলাকায় একটি জরাজীর্ন পুরনো বাড়িতে ভাড়া নিয়ে বসবাস করে।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

২. ভাই-বোনের লেখা-পড়ায় সহযোগিতা প্রদান করা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ সাইফুল ইসলাম তন্ময়
Name MD. SAIFUL ISLAM TONMOY
পিতা: মোঃ শফিকুল ইসলাম রানা
মাতা: রেবেকা সুলতানা
Date of Birth: 02 Apr 2002
ID NO: 1973574112

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: সাইফুল ইসলাম তন্ময়
পেশা	: ইলেকট্রিশিয়ান
জন্ম তারিখ	: ২ এপ্রিল ২০০২
পিতা	: মো: শফিকুল ইসলাম
মাতা	: রেবেকা সুলতানা
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: কুতুবখালী মাদরাসার সামনে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: দনিয়া পঞ্চায়েত কবরস্থানে
বর্তমান ঠিকানা	: ৫৭৫, নাসির উদ্দিন রোড, দনিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: বাড়িতে ঘরের জমি আছে।

শহীদ সায়েম হোসেন আলিফ

ক্রমিক : ৬৭৫

আইডি : ঢাকা সিটি ১১৪

শহীদ পরিচিতি

সায়েম হোসেন আলিফ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে বরগুনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম কবির হোসেন টিটু এবং মায়ের নাম শিউলি আক্তার। তার বাবার শরীরের একপাশ অবশ। তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় দিন যাপন করছেন। সায়েম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনের একজন অন্যতম শহীদ। ১৯ জুলাই শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের সবচেয়ে ঘৃণিত সংস্থা পুলিশ বাহিনী সায়েম হোসেন আলিফকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই শুক্রবার, কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের "কমপ্লিট শাটডাউন" ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। রাজধানী ঢাকা ছিল কার্যত অচল, পরিস্থিতি ছিল থমথমে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গুলি ও সংঘর্ষে অন্তত ৪৪ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। দেশের বিভিন্ন জেলায় আরও ১২ জন নিহত হওয়ার খবর জানা যায়। আহত হন শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, পুলিশ, সাংবাদিক, পথচারীসহ অনেকে। এদিন আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় লোকজনকেও অংশ নিতে দেখা যায়। মা তার সন্তানকে নিয়ে রাজপথে অবস্থান নেন। শিক্ষকেরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কর্মসূচীতে যোগদান করেন। মুসল্লিরা নামাজ শেষে বিপ্লবীদের পাশে যুক্ত হন। সারাদেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা মেট্রোরেলের কাজিপাড়া ও মিরপুর-১০ স্টেশনে আগুন দিয়ে ও ভাংচুর করে ছাত্রদের উপরে দোষ চাপায়। যদিও অতীতের কর্মকান্ড উপলব্ধি করে এটা যে চিরাচরিত আওয়ামী লীগের নিজেদেরই কাজ তা দেশবাসী বুঝতে পারে। শেখ হাসিনা আহত ও নিহত ছাত্রদের দেখতে না যেয়ে ধ্বংস হওয়া স্থাপনা দেখে মায়াকান্না করেন। অবৈধ রাষ্ট্রপ্রধানের এমন কান্ডে তীব্র ঘৃণা শুরু হয় চারিদিকে। সমস্ত পুলিশ মারাণাস্ত্র নিয়ে রাজপথে ব্যস্ত থাকার সুযোগে নরসিংদী জেলা কারাগার থেকে গেট ভেঙে ৮২৬ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। লুট করা হয় অস্ত্র। সন্ধ্যায় ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ১৪ দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে চলমান আন্দোলন পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক হয়। পরে ১৪ দলের নেতারা গণভবনে গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গেও বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ১৪ দলের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনা মোতায়েন ও কারফিউ জারির পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর রাত ১২টা থেকে সারাদেশে কারফিউ জারি করা হয়, পাশাপাশি করা হয় সেনাবাহিনী মোতায়েন।

এদিন দিবাগত গভীর রাতে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আট দফা দাবি তুলে ধরেন কোটা আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক। একইসঙ্গে তারা জানান, আন্দোলনের নামে সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। অবশ্য এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আব্দুল কাদের গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় ৯ দফা দাবির কথা জানান। দাবি না মানা পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে বলে আন্দোলনকারীরা ঘোষণা দেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

সায়েম জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সরকারী অব্যবস্থাপনা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন। সরকারী দলের লুটপাট, অর্থ পাচার, গুম, খুন, বিচারহীনতা, কথা বলার অধিকার হরণ, আলেম সমাজকে হত্যা ও কারাগারে আটকে রাখা প্রভৃতি তাকে পীড়া দিত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্বৈরাচারী সরকার যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন দেশের মানুষের মুক্তি নেই। সায়েম হোসেন আলিফ আন্দোলনে অংশ নেন। রাজপথে নেমে আসেন। পুলিশের আক্রমণাত্মক টিয়ারশেল, ছররা গুলি, হ্যান্ডগ্রেনেড, হেলিকপ্টার থেকে আক্রমণের কারনে কদমতলী এলাকা ছিল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। ছাত্ররা অলি-গলিতে অবস্থান নেয়। আহতদের হাসপাতালে পাঠান সায়েম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে ভেবে ছাত্র-জনতা ধীরে ধীরে নিজ নিজ বাসার উদ্দেশ্যে ফেরা শুরু করে। পুলিশ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীরা তখনো অপেক্ষায় ছিল। শেখ হাসিনা ও তার এমপিদের নির্দেশনা ছিল যত লাশ তত পুরস্কার। ১৯ জুলাই সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে গুলিবিদ্ধ হন সায়েম। রাত আনুমানিক ৮ টার সময় মৃত্যুবরণ করেন।

কেমন আছে তার পরিবার

সায়েম হোসেন আলিফের বাবা প্যারালাইজড রোগী। তার দেহের একপাশ অবশ। তিনি নিয়মিত ওষুধ খান। মা গৃহিণী। সায়েম ওয়ার্কশপে কাজ করে সংসার চালাতেন। পরিবারটি এখন অনেক অসহায় হয়ে পড়েছে।

প্রস্তাবনা: ১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

২. চিকিৎসার দায়িত্বভার গ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ কবির হোসেন
Name: Md. Kabir Hossain
Date of Birth: 03 May 1973
ID NO: 2610457052876

Rasulpur Cemetery
রসুলপুর কবরস্থান
মৃতদেহ দাফন সনদপত্র

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: সায়েম হোসেন আলিফ
পেশা	: শ্রমিক
জন্ম তারিখ	: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
পিতা	: কবির হোসেন টিটু
মাতা	: শিউলি আক্তার
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: কদমতলী
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: রসুলপুর কবরস্থান, আব্দুল্লাহপুর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: ১৪১৯ নং বাড়ি, মুরাদপুর, কুদারবাজার, কদমতলী, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: মনোষাতলি, বরগুনা সদর, বরগুনা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: বাড়িতে ঘরের জমি আছে। আবাদি জমি নেই।

শহীদ শাহিনুর বেগম

ক্রমিক : ৬৭৬
আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৩

“বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর”

শহীদ পরিচিতি

বাংলাদেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করতে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ভূমিকা ছিল অসামান্য। যাদের প্রাণের বিনিময়ে নিজ মাতৃভূমিকে আমরা হায়েনাদের থেকে দখলমুক্ত করতে পেরেছি তাদেরই একজন শাহিনুর বেগম।

জন্ম পরিচয়: শাহিনুর বেগম কুমিল্লা জেলার মেঘনা থানার নালিতা পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাকিম ভুঁইয়া ও মাতা সালেহা বেগম। শাহিনুর বেগমের পিতা-মাতা কেউ বেঁচে নেই। দুই ছেলে ও তিন মেয়ের জননী শাহিনুর বেগমের স্বামী অসুস্থতা ও বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। শাহিনুর বেগমের বর্তমান ঠিকানা ঢাকার শনির আখড়ায়।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ২০২৪ সাল। একটি বছর একটি ইতিহাস। স্বাধীন দেশে পরাধীন মানুষের বিজয়ের ইতিহাস। বিপ্লবী তরুণদের হাত ধরে প্রিয় মাতৃভূমি কে স্বৈরাচার মুক্ত করার ইতিহাস। বাংলাদেশ লাভ করে দ্বিতীয় স্বাধীনতা। কোটা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৫ জুন সরকারী নিয়োগে কোটা পদ্ধতি আবার চালু করার মাধ্যমে। শেখ হাসিনা কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে তার দলের অদক্ষ, দূর্নীতিবাজ, লম্পট, টোকাই লীগ নামে খ্যাত ছাত্রলীগকে পূনর্বাসন করে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকতে চায়। ১৬ বছর ধরে তিনি দেশটাকে তার নিজস্ব সম্পদের মত করে ব্যবহার করায় ছাত্র-জনতা ক্ষুব্ধ হয়। ফলে মেধাবী ছাত্রদের নেতৃত্বে জুলাই মাস জুড়ে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ছাত্রদের আন্দোলন দিনে দিনে জোরদার হওয়ায় জালিম সরকার ১৭ ই জুলাই মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। সারা দেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো অচল হয়ে যায়। কিন্তু ছাত্ররা তখনো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। তাদেরকে পুরোপুরি দমন করতে সারাদেশে কারফিউ জারি করে। ঢাকা সহ সারাদেশে তখন পুরোদমে আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম চলছিলো। আন্দোলনের মূল হটস্পট গুলোর মধ্যে যাত্রাবাড়ী এলাকা ছিল অন্যতম। যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় অনেক ছাত্র ও সাধারণ জনতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে শাহিনুর বেগম ছিলেন একজন। তিনি ২২শে জুলাই সকাল আটটায় হাঁটতে বের হয়েছিলেন। জালিম সরকারের মদদপুষ্ট পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। কিছুক্ষণ পর পুলিশ বাহিনী কিছুটা সরে গেলে এক পথচারী তাকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে যান। কিন্তু সেখানেও চলছিল নির্মম নাটকের দৃশ্য।

আহতদের কাউকে সঠিক চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল না। আহতদের ব্যাপারে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ফাইল রেডি করে ভর্তি হতে হচ্ছিল। শাহিনুর বেগমের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও চলছিল গড়িমসি। টাকার অভাবে ও সরকারের বাধার মুখে প্রাইভেট মেডিকেলেও চিকিৎসা নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আই সি ইউ তে কোমায় ছিলেন দীর্ঘদিন। প্রায় এক মাস নয় দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন শাহিনুর বেগম। তাঁর মতো হাজারো নিরীহ মানুষের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল।

"দরজা লাগা, আমি হাঁটতে যাচ্ছি"

এটাই ছিল শাহিনুর বেগমের শেষ কথা

পারিবারিক আর্থিক অবস্থান: অভাবী পরিবারে জন্ম শাহিনুর বেগমের। অভাবের সাথে যুদ্ধ করেই বেড়ে ওঠা। খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় হাফেজ ভুঁইয়ার সাথে। সেখানেও নেই স্বচ্ছলতার ছোঁয়া। তার ওপর স্বামীর অসুস্থতা তো আছেই। সময়ের সাথে সাথে পাঁচ সন্তানের জননী হন তিনি। সন্তানদের অভাবের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে স্বামীর দিকে চেয়ে না থেকে শুরু করেন তরকারির ব্যবসা। গ্রামে নিজেদের একটা টিনের ঘর আছে, তাও আবার প্রতিবেশীর জায়গায়। তাই সন্তানদের কল্যাণ চিন্তায় ১৪ বছর আগে তিনি পাড়ি জমান কর্মব্যস্ত ঢাকা শহরে। শাহিনুরদের জন্য ঢাকা শহরের বিলাসবহুল ফ্ল্যাট যেন দিবাস্বপ্ন। তাই তারা ছোট্ট একটি বাসা ভাড়া নিয়েছিল ঢাকার শনির আখড়া এলাকায়। তরকারি বিক্রি আর দুই সন্তানের শ্রমিক হিসেবে উপার্জিত সামান্য অর্থই তাদের পথ চলার ভরসা। জীবনের এতগুলো বছর সন্তানদের আগলে রেখে বেঁচে থাকার যুদ্ধটা চালিয়ে গেছেন শাহিনুর বেগম। কিন্তু স্বৈরাচার হাসিনার তাবেদারি করা পুলিশ বাহিনীর ঘাতক বুলেট কেড়ে নিয়েছে শাহিনুরের প্রাণ। কেড়ে নিয়েছে মমতাময়ী এক মায়ের আঁচল।

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

১.নিজস্ব জমিসহ বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া

২.ছেলেদের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: শাহিনুর বেগম
Name: Shahinur Begum
স্বামী: হাবিজ মিয়া
মাতা: মৃত ছালেহা বেগম
Date of Birth: 10 Aug 1972
ID NO: 1917595052868

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: শাহিনুর বেগম
স্বামী	: মো: হাবিজ মিয়া
বর্তমান ঠিকানা	: মজিবর রোড, শনির আখড়া, থানা: যাত্রাবাড়ি, জেলা: ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নালিতাপাড়া, থানা: মেঘনা, জেলা: কুমিল্লা
আহত হওয়ার স্থান	: কাজলা,শনির আখড়া
তারিখ	: ২২/০৭/২০২৪
আক্রমনকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ
তারিখ	: ৩১ /০৮/২০২৪
সমাধি	: নিজগ্রামে (কুমিল্লা)

শহীদ শামসুল ইসলাম

ক্রমিক : ৬৭৭

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৪

শহীদ পরিচিতি

শামছুল ইসলাম (৪০) একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি গার্মেন্টস আইটেম পাইকারী দরে কিনে ঢাকার বঙ্গবাজারে সরবরাহ করতেন। তিনি লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে পিতা হাবিবুল্লাহ ও মাতা জাহানারা বেগমের সংসারে জন্মগ্রহণ করেন। শামসুল ইসলাম ৫ আগস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তার আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। দেশ থেকে ফেরাউন সরকার পালিয়েছে। নতুন করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

যেভাবে শহীদ হলেন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার দলীয় কর্মীদের নিষ্ঠুরতা শিখিয়েছে। কিংবা নিষ্ঠুর-জালিমেরা এদলে যুক্ত হয়ে নানারকম অপরাধ ১৬ বছর ধরে করেছে। আইনের শাসন ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। লুটপাট করে বিদেশে অর্থ পাচার ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। সাধারণ মানুষ তাদের আচরণে সহ্যের সীমা পার করে যখন মুক্তির উপায় খুঁজছিল তখন সাধারণ ছাত্ররা শুরু করে দেয় কোটা প্রথার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। শেখ হাসিনা ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমে তার সন্ত্রাসী ও চাটুকার দলীয় লোকদের নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা হাতে নেয়। ২০১৮ সালে বাতিল হওয়া কোটা পদ্ধতি আবার চালু হচ্ছে জেনে ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করে দেয়। হাসিনা প্রশাসন পূর্বে অসংখ্য বিক্ষোভ দমন করেছিল বিধায় এই আন্দোলনকেও সাধারণভাবে নেয়। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পেটানো হয়। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে সন্ত্রাসীরা সেখানে গিয়ে মারধর করে। আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিতর্কিত সন্ত্রাসী ও ধর্ষকদের সংগঠন ছাত্রলীগ সর্বত্র ঘৃণিত পুলিশ বাহিনী নিয়ে ছাত্র-জনতার উপরে হামলা চালাতে থাকে। ঘরে, মেসে, হলে গভীর রাতে হামলা চালিয়ে আটক ও মারধর করে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। সকল স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত বন্ধ ঘোষণা করে। এতে করে বাংলাদেশের মানুষ ক্ষেপে যায়। ছাত্র-জনতার পাশাপাশি প্রবাসীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। অনলাইন আলোচক ডাক্তার পিনাকী প্রবাসীদের রেমিটেন্স পাঠাতে নিষেধ করে। এসময় এমনিতেই লুটপাট, অর্থ পাচার ও রিজার্ভ থেকে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে ফেলায় সরকার অর্থ সংকটে পড়েছিল। চীন সফরে গিয়ে কোন অর্থ সহযোগিতা না পেয়ে ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসে খুনি হাসিনা। দেশে ফিরে ন্যায়ের পক্ষে আন্দোলনকারী ছাত্রদের রাজাকারের নাতি আখ্যা দেয়ায় সেরাতেই সারাদেশে সরকার বিরোধী মিছিল শুরু হয়। ছাত্ররা স্লোগান দেয়- তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার! কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!

দেশের মানুষ ছাত্রদের কাতারে এসে দাঁড়ায়। আওয়ামীলীগের রাজাকার-যুদ্ধাপরাধী বলে গালি তখন আর কেউ গায়ে মাখে না। সবাই বুঝে গেছে, অধিকার আদায়ের কথা বললে তাকে রাজাকার গালি খেতে হবে। ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে পুলিশ ঘাতকের ভূমিকা নেয়। ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত হাজারে হাজারে ছাত্র-জনতা গুলিবিদ্ধ হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে ছাত্র-জনতাকে জামায়াত-শিবির আখ্যা দিয়ে ভয়ানক গণহত্যার পরিকল্পনা নেয়। ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ করে এবং ৫ আগস্ট ঢাকামুখী লং মার্চের আহ্বান জানায়। শামছুল ইসলাম ছিলেন একজন সচেতন দেশপ্রেমিক তিনি দেশদ্রোহী সংগঠন আওয়ামী লীগের অত্যাচার নিপীড়নের সাথে পরিচিত ছিলেন। অপেক্ষায় ছিলেন মুক্তির। দেশকে আরেকবার মুক্ত করার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। জুলাইয়ের উত্তপ্ত দিন গুলোতে তিনি ছাত্রদের পাশে ছিলেন। মিছিলে যুক্ত হতেন। ৫ আগস্ট সকালে ঢাকা মুখী লংমার্চে অংশ নিতে রাজপথে নেমে আসেন। ঐ সময় খুনি হাসিনার নির্দেশ ছিল জনতার উপরে গুলি বর্ষণের। সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ থেকে নিয়োগ পাওয়া পুলিশ ও বিজিবি হাসিনার আদেশ পালন করতে পাখির মাতো করে মানুষ হত্যা করতে থাকে। শামছুল ইসলাম ১০ টা ৩০ মিনিটে শনির আখড়ার বাঁশপট্টি বাজারের কাছে তলপেটে গুলিবিদ্ধ হন। প্রথমে তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরদিন সকাল ৭.৩০ মিনিটে ডাক্তার শামছুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। লক্ষ্মীপুরের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

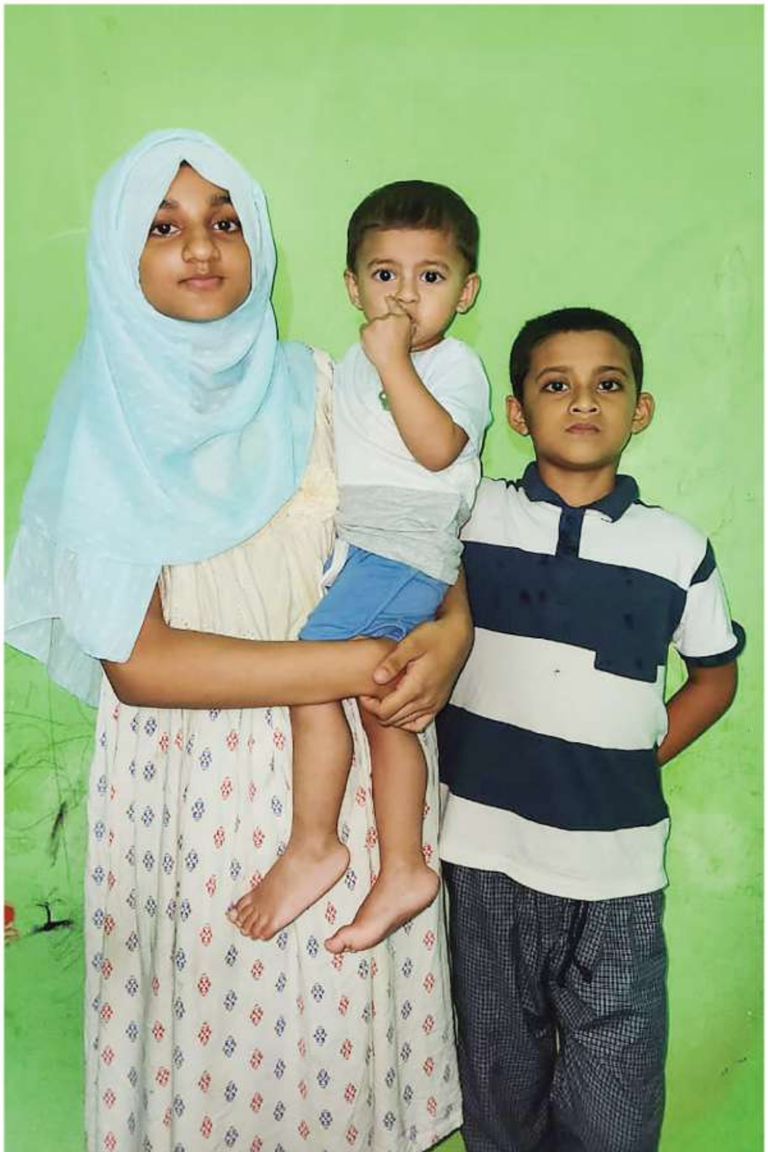

কেমন আছে তার পরিবার

শহীদের বাবা মৃত, মা জাহানারা বেগমের বয়স ৭০ বছর। শামছুল ইসলাম ১৭ লক্ষ টাকা ঋণ করে মালিবাগে দোকান দিয়েছিলেন। তার নিজের গ্রামে সামান্য জমি আছে। শামছুল ইসলামের স্ত্রীর নাম উম্মে সালমা। তিনি গৃহিণী। তার বড় কন্যা সাদিয়ার বয়স ১১ বছর। সে ফ্রেন্ডস স্কলারশীপ ইনস্টিটিউটে ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে। ছেলে ইকরামের বয়স ৮ বছর। ইকরাম 'জামেয়া আশরাফুল উলুম মাদরাসায়' ২য় শ্রেণিতে পড়ে। ছোট ছেলে আরাফের বয়স ১৮ মাস। বর্তমানে তার পরিবারে কোন আয় নেই।

আত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের শ্যালক সাইফুল বলেন, আমি আজ ব্যাথিত। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। আমার খুব কাছের মানুষ ছিল। ভাইয়ের ঋণগুলো কিভাবে পরিশোধ হবে তা নিয়ে আমি খুব চিন্তিত।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা
২. সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়ার খরচ প্রদান করা
৩. মায়ের চিকিৎসায় সহযোগিতা করা

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: শামছুল ইসলাম
পেশা	: ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ	: ১ জানুয়ারি ১৯৮৩
পিতা	: হাবিব উল্লা
মাতা	: জাহানারা বেগম
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, ৬ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: মুগদা মেডিকেল কলেজ
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: মতিন পাটোয়ারি বাড়ি, দক্ষিন রায়শ্রীরামপুর, ৪১ নং রায়শ্রীরামপুর, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: সামান্য জমি আছে

শহীদ শেখ মেহেদী হাসান জুনায়েদ

ক্রমিক : ৬৭৮
আইডি : ঢাকা সিটি ১১৫

শহীদ পরিচিতি

শেখ মেহেদী হাসান জুনায়েদ (১৪) যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত উইল পাওয়ার স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলায়। মেহেদীর বাবা জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন এবং মা সানিয়া জামাল। গেন্ডারিয়া ধুপখোলা পুকুরের পূর্ব পাশে পরিবারটি বসবাস করে। ফেরাউন তার ক্ষমতা হারানোর ভয়ে শিশুহত্যাও দ্বিধা করেনি। বাংলাদেশের ফেরাউন সরকার হাসিনাও একই কাজ করেছেন। অসংখ্য শিশু-কিশোরকে খুন করেছেন। কিশোর শহীদদের তালিকায় জুনায়েদ অন্যতম। জুনায়েদের শাহাদাতকে স্মরণ করতে এলাকাবাসী পুকুরের পাশে চত্বরটিকে জুনায়েদ চত্ত্বর নাম দিয়েছে।

যেভাবে শহীদ হলেন

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় টিকে থাকতে সকল প্রকার নিন্দনীয় কাজ করে গেছেন। তার নির্দেশে সকল অপকর্ম হতো। দেশের মানুষের উপরে নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে মানবাধিকারের চরম লংঘন করেছেন। মানবাধিকার সংস্থাগুলো তার কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সমালোচনা করায় তাদেরকে জেলে দিয়েছেন। শিশুরাও তার নির্মমতা থেকে রেহাই পায়নি। শেখ মেহেদী হাসান জুনায়েদ ১৪ বছর বয়সী এক কিশোর। খুনি হাসিনার পুলিশ তাকে হত্যা করতে কোন দ্বিধা করেনি। জুলাইয়ের শুরু থেকে মুক্তিযোদ্ধা কোটা আবার পুনর্বহাল করায় ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হতে থাকে। শেখ হাসিনা ব্যার্থ চীন সফর শেষে সংবাদ সম্মেলনে কোটাবিরোধী মেধাবী ছাত্রদের রাজাকারের নাতি-পুতি বলে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে রাত নয়টার দিকে ঢাবির বিভিন্ন হলে শ্লোগান ওঠে, 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার! কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!'

১৬ জুলাই বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের ডাকা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে ছাত্রলীগের গুন্ডারা হামলা চালায় এবং পুলিশের গুলিতে রংপুরে আবু সাঈদ, চট্টগ্রামে ওয়াসিম, শান্ত, ফারুক ও ঢাকায় সবুজ আলী ও শাহজাহান শাহাদাতবরণ করেন। এরফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিতাড়ন করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে সাধারণ ছাত্ররা। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের গুন্ডারা পুলিশের সাথে মিলে বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদের উপর হামলা চালাতে থাকে।

হামলায় ব্যপক আহত ও প্রাণহানী ঘটে। ১৮ জুলাই ৪০ জন এবং ১৯ জুলাই কয়েকশত ছাত্র-জনতা গুলিবিদ্ধ হয়। প্রতিদিন কেউ না কেউ লীগের বাহিনীর হাতে আটক, আহত বা নিহত হতে থাকে। অবৈধ সরকার কয়েক হাজার মামলা দিয়ে গণগ্রেফতার শুরু করে। দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ডিবি কার্যালয়ের ভাতের হোটেলের মালিক উপাধী পাওয়া হারুন ছাত্র নেতাদের আটক করে। সরকার মোবাইল ও ইন্টারনেট যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

২৭ জুলাই পত্রিকার ভাষ্যমতে ১১ দিনে গ্রেপ্তার ৯ হাজার ১২১ জন। আতঙ্কে মানুষ ঘরছাড়া হতে থাকে। সপ্তাহ ধরে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করার কারণে দেশবাসী আতংকের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। শেখ হাসিনা গণহত্যা চালানোর প্রস্তুতি নেয়। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে ভারত নিয়ন্ত্রিত হাসিনা সরকার। জনতা বুঝতে পারে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য। ৪ আগস্ট রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রজনতার বিক্ষোভ মিছিলে আবারো হামলা চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী। এদিন পুলিশের সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের গুলি করে। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্র ইট, পাথর, লাঠি সহযোগে সন্ত্রাসী ও হানাদার পুলিশ বিজিবিকে প্রতিরোধ করে। গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর তার বাহিনী নিয়ে হামলা চালাতে আসে। ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করতে থাকে। সাহসী ছাত্র-জনতা জাহাঙ্গীরের সন্ত্রাসী বাহিনীকে পাকড়াও করে। জাহাঙ্গীর মার খেয়ে পলায়ন করে। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ দেখে স্বৈরাচার সরকারের বাহিনী গণহত্যা চালানোর প্রস্তুতি নেয়। ৪ আগস্ট সারাদেশে অন্তত ১৩০ জন খুন হয়। পরদিন ঢাকামুখী লং-মার্চের কর্মসূচি দেয় ছাত্র জনতা। ৫ আগস্ট সকাল থেকেই ব্যাপক মারমুখী অবস্থান নেয় পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী। সারা ঢাকা শহরে খন্ড খন্ড যুদ্ধ শুরু হয় ছাত্র জনতার সাথে। দুপুর ১ টায় মানুষ জেনে যায়, হাসিনা পালিয়ে গেছে। চরম আনন্দে সারাদেশে গলিতে গলিতে মিস্টি বিতরণ ও ঈদ মোবারক বলে কোলাকুলি করতে থাকে মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। দেশে বিভিন্ন মোড়ে থাকা স্বৈরাচার মুজিবের সকল মুর্তি ভেঙ্গে দেয় আন্দোলনকারী ছাত্রজনতা। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় ও আত্মগোপন করে। অল্প সংখ্যক ছাত্রজনতার রোষাণলে পড়ে আহত ও নিহত হয়। রাজধানীতে জনতা সংসদ ও গণভবনে হাজির হয়ে শোকরানা নামাজ আদায় করে।

শেখ মেহেদী হাসান জুনায়েদ ও তার পরিবার স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। ৫ আগস্ট দুপুরবেলা শেখ হাসিনা দেশ থেকে ভারতে পালিয়ে গেলে সারাদেশে আনন্দ মিছিল বের হলে মেহেদী হাসান একটি মিছিলে যুক্ত হয়। চানখারপুল এলাকায় বুরহানউদ্দিন কলেজ গেইটের সামনের মিছিলে মেহেদী হাসানকে মিছিলের সামনে দেখা যায়। খুনি হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার পোষা পুলিশ বাহিনী ঐ মুহূর্ত্বে সারাদেশে জনতার উপর গুলি চালাচ্ছিল। চানখারপুল এলাকার মিছিল গুলোতেও পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। সেখানে অনেক ছাত্র-জনতার পাশাপাশি শেখ মেহেদী হাসানও গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশের একটি গুলি মাথার সামনে দিয়ে প্রবেশ করে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাথে সাথেই তার মৃত্যু ঘটে।

কেমন আছে তার পরিবার

মেহেদীর বাবা শেখ জামাল একটি ডেভেলপার কোম্পানীতে চাকুরী করতেন। বর্তমানে তিনি বেকার অবস্থায় আছেন। ঢাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে তিনি পরিবার নিয়ে বাস করেন। মেহেদীর মা সানিয়া জামাল গৃহিণী। তার বড়বোন নাফিসা নাওয়াল (১৭) মতিঝিল আইডিয়াল কলেজে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে।

বর্তমানে জনাব জামালের পরিবারে কোন আয় নেই। জমা টাকা ভেঙ্গে সংসার চলছে।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা
২. বোনের লেখা-পড়ায় সহযোগিতা প্রদান করা

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: শেখ মেহেদী হাসান জুনায়েদ
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ	: ৮ অক্টোবর ২০০৯
পিতা	: শেখ জামাল আহসান
মাতা	: সানিয়া জামাল
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: চানখারপুল, বুরহান উদ্দিন কলেজ
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: জুরাইন কবরস্থানে
বর্তমান ঠিকানা	: ৬০/এ, ডিস্টিলারী রোড, গেন্ডারিয়া (ধুপখলা পুকুরের পূর্ব পাশে), যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: ঐ
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: ঢাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে

শহীদ মোঃ সোহাগ

ক্রমিক : ৬৭৯

আইডি : ঢাকা সিটি ১১৬

জন্ম ও পরিচিতি

মোঃ সোহাগ ঢাকা বংশালে একমাত্র স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি ব্যবসা করতেন। সেলাই মেশিনের টেবিলের ব্যাবসা ছিল তার। তিনি নিজে স্বল্পশিক্ষিত হলেও নিজের স্ত্রীকে মাস্টার্স পাস করিয়েছিলেন। যাদের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়েছে মোঃ সোহাগ তাদের অন্যতম ছিলেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

শেখ হাসিনা ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে নিজের দলের সন্ত্রাসী ও চাটুকারদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া শুরু করে। নিয়োগ প্রক্রিয়াকে জায়েজ করতে মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে বেছে নেয়। ২০১৮ সালে ছাত্র আন্দোলনের মুখে বাতিল হওয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে আবার ২০২৪ সালের ৫ জুলাই ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। বিক্ষোভ শেষে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল সুপ্রিম কোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দেয়। ৯ জুলাই কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন তারা। কোটা বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ৪ জুলাই দিন নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু শুনানি হয়নি। ১২ জুলাই শুক্রবার ছুটির দিনেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ চলে। ১৩ জুলাই তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরাফাত বলেন, বিচারাধীন বিষয়ে সরকারের এখন কিছু করার নেই। ১৪ জুলাই রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘন্টার সময় বেঁধে দেয়। শেখ হাসিনা চীন সফর শেষে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে আন্দোলনকারী ছাত্রদের রাজাকারের নাতি-পুতি বলে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে রাত নয়টার দিকে ঢাবির বিভিন্ন হলে শ্লোগান ওঠে, 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার! কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!'

লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল খুনি হাসিনার তাবেদারী করে ছাত্রদের দোষারোপ করেন। যার ফলে ছাত্র-জনতা জাফর ইকবালকে বয়কট করা শুরু করে। সমস্ত প্রকাশনী একে একে জাফর ইকবালের বই তাদের প্রকাশনী থেকে বাজেয়াপ্ত করার এবং ভবিষ্যতে প্রকাশ না করার ঘোষণা দেয়। জাফর ইকবালকে অতীত থেকে আওয়ামী লীগের দালালী করার কারণে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে ছাত্ররা। ১৫ জুলাই ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলেন, আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে। ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম মন্তব্য করে, যাঁরা 'আমি রাজাকার' স্লোগান দিচ্ছেন, তাঁদের শেষ দেখিয়ে ছাড়বো।

১৬ জুলাই বিভিন্ন স্থানে ছাত্রদের ডাকা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে ছাত্রলীগের গুন্ডারা হামলা চালায় এবং পুলিশের গুলিতে রংপুরে আবু সাঈদ, চট্টগ্রামে ওয়াসিম, শান্ত, ফারুক ও ঢাকায় সবুজ আলী ও শাহজাহান শাহাদাতবরণ করেন।

১৭ জুলাই ঢাবিসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিতাড়ন করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করে সাধারণ ছাত্ররা। পুলিশের কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কফিন মিছিল পন্ড হয়ে যায়।

১৮ ও ১৯ জুলাই ছাত্রদের ঘোষণা অনুসারে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়। সারাদেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিলে অস্ত্রধারী ছাত্রলীগের গুন্ডা ও পুলিশের হামলায় ব্যপক আহত ও প্রাণহানী ঘটে। ১৮ জুলাই ৪০ জন এবং ১৯ জুলাই কয়েকশত ছাত্র-জনতা গুলিবিদ্ধ হয়।

শুরু হয় দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন। সাধারণ ছুটি ঘোষণা। পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে মোট ৭১ জন শাহদাতবরণ করেন। প্রতিদিন কেউ না কেউ লীগের বাহিনীর হাতে আটক, আহত বা নিহত হতে থাকে। অবৈধ সরকার কয়েক হাজার মামলা দিয়ে গণগ্রেফতার শুরু করে।

২৭ জুলাই পত্রিকার ভাষ্যমতে ১১ দিনে গ্রেপ্তার ৯ হাজার ১২১ জন। আতঙ্কে মানুষ ঘরছাড়া হতে থাকে। সপ্তাহ ধরে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করার কারণে দেশবাসী আতংকের মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। শেখ হাসিনা গনহত্যা চালানোর প্রস্তুতি নেয়। ১৪ দলের মিটিং-এ জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়। তার ইচ্ছা জামায়াত শিবির অভিযোগ তুলে ছাত্র-জনতাকে হত্যা করে আন্দোলন চিরতরে দমন করা যা শেখ হাসিনা ১৬ বছর ধরে করে গেছেন।

ছাত্র-জনতার প্রতিবাদী রুপ প্রকাশ পায় তাদের ফেইসবুক প্রোফাইল লাল করার মাধ্যমে। ১ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ভূমিকার জন্য জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে ভারত নিয়ন্ত্রিত হাসিনা সরকার। জনতা বুঝতে পারে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য। ৪ আগস্ট রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রজনতার বিক্ষোভ মিছিলে আবারো হামলা চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী। এদিন পুলিশের সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের গুলি করে। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্র ইট পাটকেল দিয়ে সন্ত্রাসী ও হানাদার পুলিশ বিজিবিকে প্রতিরোধ করে। কয়েকটি স্থানে সেনাবাহিনীও গুলি করে। সারাদেশে ১৩০ জন খুন হন। পরদিন ঢাকামুখী লং-মার্চের কর্মসূচি দেয় ছাত্র-জনতা। ৫ আগস্ট সকাল থেকেই ব্যাপক মারমুখী অবস্থান নেয় পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী। সারা ঢাকা শহরে খন্ড খন্ড যুদ্ধ শুরু হয় ছাত্র-জনতার সাথে। সকাল সাড়ে দশটার পর সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে হাসিনা পালিয়ে যায়। কর্মরত পুলিশরা এই খবর না জানায় তারা জনতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অনেক মানুষকে তারা খুন করতে থাকে। দুপুর ১ টায় মানুষ জেনে যায়, হাসিনা পালিয়ে গেছে। চরম আনন্দে সারাদেশে গলিতে গলিতে মিস্টি বিতরণ ও ঈদ মোবারক বলে কোলাকুলি করতে থাকে মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। দেশে বিভিন্ন মোড়ে

থাকা স্বৈরাচার মুজিবের সকল মুর্তি ভেঙ্গে দেয় আন্দোলনকারী ছাত্রজনতা। পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় ও আত্মগোপন করে। অল্প সংখ্যক ছাত্রজনতার রোষাণলে পড়ে আহত ও নিহত হয়। রাজধানীতে জনতা সংসদ ও গণভবনে হাজির হয়ে শোকরানা নামাজ আদায় করে।

মোঃ সোহাগ ও তার পরিবার স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। ৫ আগস্ট দুপুরবেলা শেখ হাসিনা দেশ থেকে ভারতে পালিয়ে গিয়েছে শুনে আনন্দ মিছিলে যোগ দেন। মোঃ সোহাগ জনতার সাথে যুক্ত হয়ে গণভবন দখল নিতে যান। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে এসে পরিবারকে সময় দেন। এশারের নামাজ শেষে আবার বাইরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে বের হন। বংশাল নতুন চৌরাস্তায় গন্ডগোলের আভাষ পেয়ে দেখতে যান। স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক বাহিনী তখনো জনতার উপরে গুলি চালানোর সাহস করবে এটা তিনি মোটেই ভাবতে পারেননি। গন্ডগোল দেখতে গিয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই বুকের ডানপাশে গুলিবিদ্ধ হন। তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে এই তরুণের। পরদিন বংশাল পঞ্চায়েত কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

নাবিদ শেহরান মোঃ সোহাগের চার বছর বয়সী সন্তান। তার ও মেধাবী স্ত্রী সাবিনা আক্তার রিমা সম্প্রতি মাস্টার্স পাস করেছেন। শহীদের বাবা মৃত গোলাম মোহাম্মদ ও মা সামিনা খাতুন। স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী সাবিনা আক্তার রিমা তার মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। স্বামীর ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ঋণ থাকায় তার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন স্ত্রী।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান এবং স্ত্রীকে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেয়া

২. সন্তানের লেখা-পড়ায় সহযোগিতা প্রদান করা

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: সোহাগ
পেশা	: ব্যবসা
পিতা	: মৃত গোলাম মোহাম্মদ
মাতা	: সামিনা খাতুন
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: বংশাল নতুন চৌরাস্তা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: বংশাল পঞ্চায়েত কবরস্থানে
বর্তমান ঠিকানা	: ১৮ নং বংশাল, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: ঐ
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কোন সম্পদ নেই

শহীদ তাহিদুল ইসলাম

ক্রমিক : ৬৮০

আইডি : ঢাকা সিটি ১১৭

শহীদ পরিচিতি

তাহিদুল ইসলাম বরিশালের কৃতি সন্তান ও জালিমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তিনি ২ মার্চ ২০০২ সালে বরিশালের বানারিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম জনাব মান্নান সরদার এবং মায়ের নাম লাভলী বেগম। তিনি কবি নজরুল সরকারী কলেজের অনার্সের ছাত্র ছিলেন। সচেতন নাগরিক হয়ে তাহিদুল লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করেও তিনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারছেন না। প্রশাসনের দূর্নীতি তাকে ভাবায়। তিনি খেয়াল করে দেখলেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যায়বহুল ও চাকুরীবান্ধব নয়। দেশে ক্রমাগত শিক্ষিত বেকার বাড়ছে। পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দিয়ে শিশুদের মূর্খ বানানো হচ্ছে। সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। মুজিববাদী হতে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পাড়ায়, ইউনিয়নে, উপজেলায়, জেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে শেখ মুজিবের ম্যুরাল ও মূর্তি স্থাপন করে দেশের জনগণের টাকা অপচয় করা হয়েছে। লেখাপড়া না করেও চাকুরী পাচ্ছে দূর্বল মেধার ও ছাত্রলীগের কর্মীরা বাহিনী। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ছাত্ররা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। নামাজি ছাত্রদের ছাত্র শিবির আখ্যা দিয়ে পেটানো ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়। ইসলামী ব্যক্তি, আলেম-ওলামা, ইসলাম বিস্তারে রত প্রতিষ্ঠানকে জঙ্গী আখ্যা দিয়ে নির্বিচারে আটক, বন্দী, ক্রসফায়ার, গুম, খুন এবং দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়। দেশের টাকা পাচার করে বিদেশে বেগম পাড়ার মতো স্থাপনা তৈরী করেছে আওয়ামী রাজনীতিবিদেরা। বাংলাদেশের রিজার্ভ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় এক অনিশ্চিত গন্তব্যের পথে চলতে থাকে দেশ।

দেশের ভবিষ্যত ভেবে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেন। তাহিদুল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। জালিমদের নির্মূল করতে কোটা সংস্কার আন্দোলন তাকে সেই সুযোগ এনে দেয়।

যেভাবে শহীদ হলেন

শেখ হাসিনা ২০১৮ সালে মেধাবীছাত্রদের আন্দোলনের মুখে কোটা পদ্ধতি বাতিল করেন। তারপরে থেকে তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে তার কর্মী বাহিনীকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ দিতে। ২০২৪ সালে ৫ জুন শেখ হাসিনার নির্দেশে হাইকোর্ট সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ করে। ছাত্ররা ৩০ জুনের মধ্যে রায় বাতিল করার দাবী জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবীর সাথে সাথে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে নেমে আসে। দিনে দিনে ছাত্রদের আন্দোলন যেমন জোরদার হয় তেমনি আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তান্ডব বাড়তে থাকে। ধর্ষক ও টোকাই লীগ নামে খ্যাত ছাত্রলীগ ছাত্রদের সমাবেশ গুলোতে দা, কিরিচ, রড, শর্টগান প্রভৃতি নিয়ে হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত ও আহত করে। আহত ছাত্ররা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানেও তাদের প্রচন্ডভাবে আক্রমন করে। আওয়ামী লীগ যুদ্ধক্ষেত্রে নামার মত সমস্ত অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে ছাত্র হত্যায় মেতে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের পিটিয়ে বের করে দিলেও এসময় রাজপথে হাজির হয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার সকল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। কবি নজরুল কলেজ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একলেজের সাহসী শিক্ষার্থীরা কারফিউ ও মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ থাকার পরেও অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। অস্ত্রে সজ্জিত টোকাই লীগকে পিছু হটতে বাধ্য করে। আওয়ামী লীগ তার আমলে যেকোন প্রতিবাদী ব্যক্তিকে রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যা দিয়ে বিশেষ করে জামায়াত-শিবির অভিযোগ তুলে নির্মমভাবে দমন করতো। এক্ষেত্রে বরাবরের মতই বিরোধী দল হিসেবে বাংলাদেশ

জাতীয়তাবাদী দল বি এন পি নিরব ভূমিকায় থাকতো। তারা কখনো আক্রান্ত ও মজলুমের পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতা যোগায়নি। জামায়াতে ইসলামীর মজলুম নিরীহ আলেম এবং বি এন পির নেতাদের রাজাকার মিথ্যা রাজাকার আখ্যা দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলেও বিএনপি প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ জানাতে এগিয়ে আসেনি। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন, আওয়ামী লীগ বিএনপির বড় বড় নেতাদের টাকার বিনিময়ে কিনে ফেলেছিল। যেকারণে দেশে সমস্ত অন্যায় জুলুম, লুটপাট, বিদেশে অর্থ পাচারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না থাকায় শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বানাতে ও ভারতীয় আধিপত্যকে মেনে নিতে সচেষ্ট হয়।

শেখ হাসিনা বুঝতে পেরেছিল এদেশে বিএনপিকে কিনে ফেলা সহজ হলেও বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী ও ছাত্র শিবিরকে কেনা সম্ভব নয়। তাই বার বার রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী আখ্যা দেয়ায় দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছিল এদেশের প্রকৃত শত্রু হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। স্বৈরতন্ত্রের অনুপ্রেরণা হচ্ছে শেখ মুজিব। জনতা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে মুজিববাদকে উপড়ে ফেলার। শেখ হাসিনা তার প্রিয় সেক্যুলার দল গুলোকে সাথে নিয়ে ১ আগস্ট জামায়াত ও শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শেখ হাসিনার ইচ্ছা প্রতিবাদী ছাত্র-জনতাকে

জামায়াত-শিবির অভিযোগ তুলে বিগত ১৬ বছরের মতো নির্মূল করবে। ছাত্র জনতা হাসিনার গোপন ইচ্ছা বুঝতে পেরে আন্দোলন আরো জোরদার করে।

৪ আগস্ট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। ছাত্র-জনতা বুঝে ফেলেছে ঘাতক বাহিনীকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। এদিন সারাদেশে প্রচন্ড বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভে অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিপরীতে ছাত্ররা ইটের টুকরো দিয়ে প্রতিরোধ করে। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার হাতে কিছু আওয়ামী পুলিশ নিহত হয়। হাসিনা এমন মেসেজ পেয়ে ভাবতে শুরু করে ভিন্ন কিছু করার। এদিন ছাত্র-জনতার মধ্য থেকে ১৩০ জন শহীদ হয়। এই শহীদের তালিকায় ছিলেন শহীদ তাহিদুল ইসলাম। এদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ফার্মগেট ফুটওভার ব্রিজের নিচে অবস্থান করছিলেন তাহিদুল। তিনি ছাত্রদের অবস্থান করতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। তিনি ছাত্রদের আশ্বাস দিচ্ছিলেন, 'আমরা টিকে গেলে জালিম পালিয়ে যাবে। আমরা পালিয়ে গেলে জালিম টিকে যাবে।' ৪ আগস্ট পুলিশ অন্যদিনের চেয়ে ভয়ংকররূপে আক্রমণ চালায়। ধারণা করা হয় উচু ভবনের উপরে থেকে স্নাইপারের মাধ্যমে তাহিদুলকে হত্যা করা হয়। তার মুখের নিচে থুতনির একাংশ গুলিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘটনার পরপরই তাহিদুলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটের দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মূলত রাজপথেই তাহিদুল শাহাদাত বরণ করেন।

আত্মীয়ের বক্তব্য

তাহিদুল ইসলামের বড় ভাই তরিকুল ইসলাম জানান, শেখ হাসিনাসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান ও আলী আরাফাত, সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন অর রশিদ এবং সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানকে আসামি করা হয়েছে। আমরা আমাদের ভাই হত্যার বিচার চাই।

প্রস্তাবনা: ১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: তাহিদুল ইসলাম
পেশা	: ছাত্র, কবি নজরুল কলেজ
জন্ম তারিখ	: ২ মার্চ ২০০২
পিতা	: মো: মান্নান সরদার
মাতা	: লাভলী বেগম
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: ফার্ম গেইট, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: বানারিপাড়া, বরিশাল
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: সরদার বাড়ি, গ্রাম- বড় চাউলা কাঠি, ডাকঘর- চাখার, বানারিপাড়া, বরিশাল
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: গ্রামে নিজস্ব বাড়ি আছে

" আন্দোলনে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পানি পান করাতো "

শহীদ ওয়াসিম শেখ

ক্রমিক : ৬৮১

আইডি : ঢাকা সিটি ১১৮

শহীদ পরিচিতি

১৮ জুলাই শনির আখড়া এলাকায় নিহত হন ব্যবসায়ী ওয়াসিম শেখ। তার মাথায় গুলির আঘাতের চিহ্ন ছিল। ফুটপাতে পোশাকের দোকান ছিল তার। মারামারির কথা শুনে দোকান দেখতে এসে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। তার পিতার নাম মৃত আওলাদ হোসেন। মাতা জোসনা বেগম। জুলাই বিপ্লবে আন্দোলনে কোন রকম সংশ্লিষ্টতা না থাকার পরেও তাকে প্রাণ দিতে হয়। ওয়াসিম শেখের একমাত্র কন্যা তাসনিয়া শেখ। সাত মাসের শিশুটির চোখে-মুখে শূন্যতা। বাবার স্পর্শ আর তাকে ছুঁয়ে যায় না। মুখ ফুটে বলতে না পারলেও নীরবে বাবাকে খুঁজতে থাকে শিশুটি। জন্মের ২ মাস ১২ দিন পর হারায় বাবাকে। গত ১৮ই জুলাই বিকালে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গুলিতে মারা যান ৩৮ বছর বয়সী ওয়াসিম শেখ। গুলিতে তার মাথার এক পাশের খুলি উড়ে যায়। এ সময় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শনির আখড়ায় ফুটপাথে কাপড়ের ব্যবসা করে সংসার চালাতেন ওয়াসিম। একমাত্র সন্তানটিকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সেই স্বপ্ন আর পূরণ হয়নি তার।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

আজ থেকে ৬ বছর আগে ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। পুলিশ-ছাত্রলীগের হামলা-নির্যাতন মোকাবেলা করে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে কোটা ব্যবস্থা পুরোপুরি বাতিলের ঘোষণা দেন। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে সরকার কোটা ব্যবস্থা বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

আওয়ামী লীগ ও তার অবৈধ সরকার দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় থাকার জন্য কোটা পদ্ধতিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাদের পরিকল্পনা ছিল নিজেদের চাটুকার কর্মী বাহিনী এবং অনুগত ছাত্রলীগ কর্মীদের কোটা সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ প্রদান করা। শেখ হাসিনা আগে থেকে বিচারপতিদের তার অনুগত দাসে পরিণত করেছিলেন। তার নির্দেশনা পেয়ে ৫ জুন বুধবার হাইকোর্ট কোটা ব্যবস্থা পুনর্বহালের রায় দেয়। অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের (৯ম-১৩ তম গ্রেড) পরিপত্র অবৈধ বলে ঘোষণা করে। এরই প্রেক্ষাপটে আবারও সারা দেশ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। ৬ জুন বৃহস্পতিবার: আদালতের রায়ের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। ৯ জুন রোববার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আবারও কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি মানতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেধে দেয়। এই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ঢাকায় বিক্ষোভ শেষে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দল অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দিতে যায়। একই দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও কর্মসূচি পালন করে। এদিন হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করে।

ছাত্ররা জুলাই মাস জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচী আহ্বান করে। আওয়ামী লীগ প্রত্যেক কর্মসূচীতে ছাত্রলীগ ও পুলিশের মাধ্যমে নীপিড়ন চালায়। ফলে দিনে দিনে ছাত্রদের পাশাপাশি দেশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৫ জুলাই ছাত্রলীগ ছাত্র ও ছাত্রীদের উপরে হামলা চালায়। ১৬ জুলাই বেশ কিছু ছাত্র নিহত হওয়ায় সন্ধ্যা ৭ টায় কালো শাড়ি পড়ে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্য ভাষণ দেন। তিনি একবারের জন্যও আগের দিন ঘটা নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করলেন না। প্রতারণাপূর্ণ তার এ সাত মিনিটের লিখিত বক্তব্য আন্দোলনকারীদের আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। আন্দোলনকারীরা পরদিন সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়। এদিন আন্দোলন সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। আওয়ামী মাফিয়াদের সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে অজস্র মানুষের গৌরবগাঁথা রচিত হয়। রাতে আইনমন্ত্রী আলোচনার জন্য আন্দোলনকারীদের প্রতি আহ্বান জানান। আন্দোলনকারীরা সাফ জানিয়ে দেয়, 'রক্তের উপর দিয়ে কোন সংলাপ হবে না।'

১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার: ঢাকাসহ সারাদেশের প্রায় সবগুলো জেলায় 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচী পালিত হয়। কর্মসূচীতে সাধারণ মানুষের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন এবং অংশগ্রহণ। স্কুল-কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ দিন প্রতিরোধের অগ্রভাগে ছিল। লাঠি নিয়ে তারা প্রস্তুত। পুলিশ-বিজিবি প্রস্তুত বন্দুক হাতে। মহাখালী-রামপুরা-বাড্ডা -মালিবাগে ছিল ব্রাক, ইস্ট-ওয়েস্ট এবং কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ-প্রতিরোধ। মিরপুরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। মিরপুর, পল্টন, উত্তরা, যাত্রাবাড়ি সর্বত্র প্রতিরোধ। ঢাকার আকাশে উড়তে থাকে র‍্যাব এর হেলিকপ্টার। আন্দোলনকারীদের প্রতিরোধের মুখে একটি বিল্ডিংয়ে আটকে পড়া ৬০ জন পুলিশকে হেলিকপ্টার দিয়ে উদ্ধার করা হয়।

সরকার বিজিবি মোতায়েন করে। বিজিবি সীমান্ত রক্ষা বাদ দিয়ে ছাত্রদের ওপর গুলি চালাতে থাকে। ঢাকা শহরে অসংখ্য পয়েন্টে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নেয়। গোটা রাজধানী যেন মিছিল, বিক্ষোভ আর প্রতিরোধের শহর। রাত ৯ টা থেকে সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। এদিন নিহত অন্তত ৭৯ জন, আহত অসংখ্য।

ওয়াসিম শেখ নিজের দোকান রক্ষা করতে ছুটে আসেন। ফুটপাতে তার দোকান। আন্দোলনে তার দোকানের জিনিসপত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করতে হবে তার উপায় খুঁজছিলেন। শেখ হাসিনার নির্দেশ ছিল যেকোন ভাবে হোক আন্দোলন দমণ করতে হবে। পুলিশ রাজপথে ছাত্র-জনতাকে কারণে অকারণে হত্যা করতে থাকে। অনেকের লাশ গুম করে ফেলে। ওয়াশিম শেখ ভেবেছিলেন তিনি সাধারণ ব্যবসায়ী। পুলিশ শুধুমাত্র আন্দোলনকারীদেরই নির্মূল করবে। বিকেলে শনির আখড়ায় আসার পরে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। ছাত্র-জনতা দেখতে পান বিক্ষিপ্ত কিছু লাশ রাস্তায় পড়ে আছে। তাকে উদ্ধারের পরে দেখা যায় গুলির আঘাতে তার মাথার একাংশ উড়ে গেছে।

নিকট আত্মীয়ের বর্ণনা

ওয়াসিম শেখের স্ত্রী রেহানা আক্তার বলেন, আমার স্বামী ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমাদের ৭ মাসের একমাত্র সন্তান রয়েছে। সে জন্মের পর থেকে তাকে কেনা দুধ খাওয়াতে হয়। বাবা ছাড়া সংসার পরিচালনা করা একজন মায়ের জন্য অনেক কষ্টের। ঘটনার দিন বিকাল ৪টায় বাসা থেকে বের হয়। ওইদিন আমি ও আমার শাশুড়ি খাবার খাচ্ছিলাম সেসময় সে মেয়েকে ঘুমিয়ে রেখে বাইরে চলে যায়। আমাদের বিয়ের ৮ বছর পর মেয়েটি হয়। তার সন্তানকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল। তাকে কোথায় ঘুরতে নিবে, কোথায় পড়াবে সেসব চিন্তা করতো সবসময়। মেয়ের ২ মাস ১২ দিন বয়সে ওর বাবা মারা যায়।

তিনি বলেন, আমার চিন্তা এখন মেয়েকে নিয়ে। আমি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে আর পড়তে পারিনি। এখন মেয়ের কথা চিন্তা করে আমাকে চাকরি করতে হবে, না হলে মেয়েকে নিয়ে কোথায় কার কাছে যাবো। ওর বাবার ইচ্ছা ছিল মেয়েকে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করাবে কিন্তু সেই ইচ্ছা তো আর পূরণ করতে পারেনি। সে তো একদিকে দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, আরেক দিকে আমার সন্তান তার বাবাকে হারিয়েছে। ওর বাবার একমাত্র সন্তান ছিল। এর প্রতি অনেক টান ছিল, মেয়েও তার বাবাকে পেলে আর কাউকে চিনতো না। সারাদিন বাইরে থেকে যখন কাজ শেষে বাসায় আসতো তখন ওর বাবাকে ছাড়া কিছুই বুঝতো না, অনেক রাত পর্যন্ত বাবার সঙ্গে খেলতো। এখন বাবাকে দেখতে না পেয়ে চারিদিকে খুঁজতে থাকে। আমি তো মা আমি বুঝি আমার সন্তান কি চায়। হয়তো সে বলতে পারে না কিন্তু বাবা না থাকার শূন্যতা ঠিকই বুঝতে পারে।

নিহতের মা জোসনা বেগম বলেন, আমি আমার সন্তানরে দুপুরের খাবার খাইয়ে দিলাম। ও বের হওয়ার সময় বলেছিল মা আমি একটু দোকান দেখে আসি যদি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় দোকানটা। এ কথা শুনে আমি তাকে বাধা দেইনি আমি খাবার খাইয়ে দিলাম কিন্তু আমার সন্তান তো আর ফিরে এলো না। এখন আমার ছোট ছেলেটি ব্যবসা চালায়। আমার সন্তান যেভাবে বেচাকেনা করতো এখন সেটি আর হয় না। এখন সবসময় মনে হয় আমার সন্তান যেন কোথায় গিয়েছে। আমাদের গ্রামে কোনো বাড়িঘর নেই, নদীতে ভেঙে গেছে। অনেক আগে আমরা ঢাকায় এসেছি। ওর বাবাও গুলিস্তানে ব্যবসা করতো। সরকার থেকে এখানো কিছু পাইনি, আমার আত্মীয়স্বজনরা কিছু সহযোগিতা করেছে। ছেলে থাকতে আগে তিন রুমের একটি ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতাম এখন একটি টিনশেডের বাসায় উঠেছি। তখন ১০ হাজার টাকা বাসা ভাড়া দিতাম এখন ৫ হাজার টাকা দেই। এত টাকা কীভাবে জোগাড় করবো আমরা।

ওয়াসিমের বোন তামান্না ওইদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, গত ১৮ জুলাই দুপুরে খাবার খেয়ে দোকান দেখার কথা বলে বাইরে যায়। শনির আখড়ায় ভাইয়ের দোকানটি ছিল। এভাবে প্রায়ই সে আন্দোলনে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পানি খাওয়াতো। আমার ভাই মারা যাওয়ার ৪ মাস আগে আমার বাবা ব্রেন স্ট্রোক করে মারা যায়। বাবা গুলিস্থানে ব্যাবসা করতো। ওইদিন বিকাল ৫টায় আমার মোবাইলে কল আসে। তখন তার গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি জানতে পারি। তাকে উদ্ধার করে শিক্ষার্থীরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। এটি শোনার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মেডিকেলে যাই। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভাইকে খুঁজতে থাকি। এক ঘণ্টা পরে মর্গে গিয়ে ভাইকে পাই। সেখানে অসংখ্য লাশ ছিল। আমার ভাইয়ের মাথার একপাশের খুলি উড়ে যায় গুলিতে। পরদিন অনেক ঝামেলার মধ্যে গিয়ে আমরা মরদেহ হাতে পাই। কাজলা ব্রিজের সামনে মারা যায়। তিনি বলেন, ফুটপাথে প্যান্টের দোকান ছিল। এই দোকানের আয় দিয়ে পরিবার চলতো। তার পরিবারে মা, তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। আমরা তিন ভাই দুই বোন। এই ভাই মেজো ছিল। একামাত্র সন্তান রেখে ভাই মারা যায়। বাবার মৃত্যুর ৪ মাসের মাথায় ভাই মারা গেল। পরিবারে একজনের শোক কাটাতে না কাটাতে আরেক জনের মৃত্যু হলো। এখন সবচেয়ে ভাইয়ের সন্তানটিকে দেখলে কষ্ট হয় কিছু বুঝে উঠতে না উঠতেই বাবাকে হারালো। ও বাবার অনেক আদরের ছিল। এখন মা, ভাবী ও তার সন্তানের চলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। মা অসুস্থ, ভাবী তার ছোট সন্তানকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে আমরা কোনো সহযোগিতা পাইনি।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

২. স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা

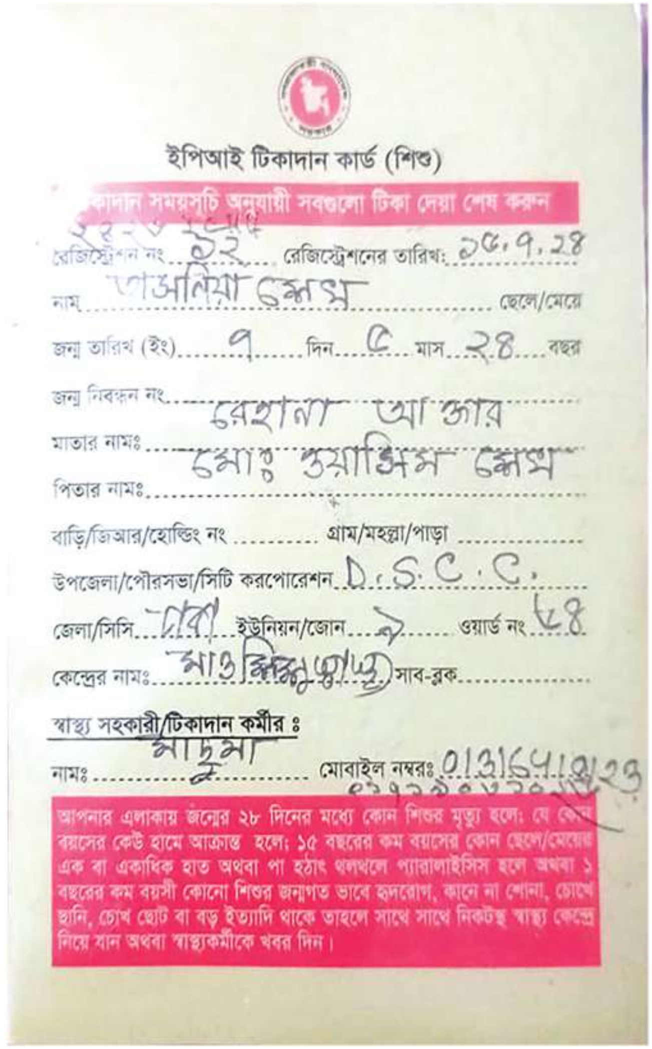

ইপিআই টিকাদান কার্ড (শিশু)

টিকাদান সময়সূচি অনুযায়ী সবগুলো টিকা দেয়া শেষ করুন

রেজিস্ট্রেশন নং ৩২ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ১৫.৭.২৪

নাম আওলিয়া শেখ ছেলে/মেয়ে

জন্ম তারিখ (ইং) ৭ দিন ৫ মাস ২৪ বছর

জন্ম নিবন্ধন নং

মাতার নামঃ রেহানা আক্তার

পিতার নামঃ মোঃ ওয়াসিম শেখ

বাড়ি/জিআর/হোল্ডিং নং গ্রাম/মহল্লা/পাড়া

উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন D.S.C.C.

জেলা/সিসি ঢাকা ইউনিয়ন/জোন ৯ ওয়ার্ড নং ৬৪

কেন্দ্রের নামঃ সাব-ব্লক

স্বাস্থ্য সহকারী/টিকাদান কর্মীর ঃ

নামঃ মাহমুদা মোবাইল নম্বরঃ 01316419123

আপনার এলাকায় জন্মের ২৮ দিনের মধ্যে কোন শিশুর মৃত্যু হলে; যে কোন বয়সের কেউ হামে আক্রান্ত হলে; ১৫ বছরের কম বয়সের কোন ছেলে/মেয়ের এক বা একাধিক হাত অথবা পা হঠাৎ থলথলে প্যারালাইসিস হলে অথবা ১ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুর জন্মগত ভাবে হৃদরোগ, কানে না শোনা, চোখে ছানি, চোখ ছোট বা বড় ইত্যাদি থাকে তাহলে সাথে সাথে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান অথবা স্বাস্থ্যকর্মীকে খবর দিন।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: ওয়াসিম শেখ
পেশা	: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
জন্ম তারিখ	: ১৯৮৬
পিতা	: আওলাদ হোসেন
মাতা	: জোসনা বেগম
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: শনির আখড়া, যাত্রাবাড়ি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
দাফন করা হয়	: মাতুয়াইল কবরস্থান
বর্তমান ঠিকানা	: রহমতপুর, আহমদবাগ, যাত্রাবাড়ি
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: নিজস্ব কিছু নেই

"শহীদ শাওন: রাষ্ট্রীয় নির্মমতার বলি"

শহীদ শাওন তালুকদার

ক্রমিক : ৬৮২
আইডি : ঢাকা সিটি ১১৯

শহীদ পরিচিতি

শাওন তালুকদার সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন আলমারী মিস্ত্রী ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলনে গোপনে নির্যাতনের দৃশ্য ধারণ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। শাওন তালুকদার পিতা নুরনবী তালুকদার ও মাতা মোসাম্মত বেবির পরিবারে ২০০৩ সালে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। শাওনের মা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। বাবা নুরনবী তালুকদার রিক্সা চালক। তিনি অন্যত্র বিয়ে করেছেন। শাওনের ছোট ভাই নয়ন একজন শ্রমিক। তার ছোট বোন নুরজাহান দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। শাওনের মাসিক আয় ছিল ১৫ হাজার টাকা। তিনি মৃত্যুর ১ সপ্তাহ আগে বিয়ে করেছিলেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

আওয়ামীলীগ অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসেই দলীয়করণ, লুটপাট, অর্থ পাচার, অবিচার প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসী কার্যক্রমসহ নানামূখী অন্যায় কাজের বিস্তার ঘটিয়েছে। দেশের মানুষকে জিম্মি করে দেশটাকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ১৯৭৪ সালে মুজিব এমপি-মন্ত্রীদের লুটপাটের ফলে দেশে ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পরবর্তী বছরগুলোয় অত্যাচারের মাত্রা এতো তীব্র হয় যে সরকারের সমালোচনা করলেই জেল-জুলুম, গুম-খুন শুরু হয়ে যায়। বিদেশ থেকে উচ্চহারে ঋণ গ্রহণ করার কারণে এবং আর্থিক লুটপাটের ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় অত্যাধিক ভাবে। নিম্ন আয়ের মানুষ ৩ বেলা খাবার খেতে পারেনা। গরুর গোস্তের দাম আওয়ামী আমলে বেড়ে হয় ১ হাজার থেকে ১২ শত টাকা। অন্যান্য দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন করতে না পারায় সাধারণ পরিবার গুলো তাদের সন্তানদের লেখাপড়া না করিয়ে বিভিন্ন কাজে যুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়। শাওন তালুকদারের বাবাও এমন কাজ করেছিলেন। তিনি ৩ বেলা খাওয়াতে না পেরে তার দুই ছেলে সন্তানকে কাজে লাগিয়ে দেন। এছাড়া ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত করোনার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা চরমভাবে ব্যহত হয়। এসময়ে প্রচুর পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে যায়। ইতোঃপূর্বে দেখা যায় সাধারণ লেখাপড়া শিখে হাসিনার দূর্নীতিবাজ প্রশাসনের কারণে চাকুরীর ব্যবস্থা করতে না পারায় সাধারণ পরিবার গুলো শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মুখ ফেরানো শুরু করে। বাংলাদেশের সর্বত্র অব্যবস্থাপনার ফলে দেশ মূলত অকার্যকর দেশে পরিণত হতে থাকে। এমন অবস্থায় দেশের সচেতন সাধারণ মানুষ অনিয়মের বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ পেতোনা। সমগ্র মিডিয়া কথা বলতো হাসিনার সুরে। এসময় অনলাইন মাধ্যম যেমন ফেইসবুক ও ইউটিউবের নিউজ ছিল একমাত্র ভরসা। শেখ হাসিনা তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে নিজ দলের অদক্ষ, চাটুকার, সন্ত্রাসী ভারত প্রেমিকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অন্যায়ভাবে নিয়োগ দিয়ে অফিস আদালতসহ সমস্ত সেক্টরকে আওয়ামীকরণ করেন। দেশের সকল ক্ষেত্র অসৎ লোকেদের হাতে থাকায় সর্বত্র নৈরাজ্য শুরু হয়। শেখ হাসিনা আগে থেকেই মেধাবীদের অধিকার হরণ করে নিজ লোকেদের

সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ দিচ্ছিলেন। ছাত্ররা এ ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল। তিনি চাইলেন ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমে আরো অধিক সংখ্যক নিজ দলের কর্মী নিয়োগ দিতে। কিন্তু ২০১৮ সালে ছাত্ররা আন্দোলন করে এর বিরুদ্ধে। ফলে কোটা পদ্ধতি ২০১৮ সালে আন্দোলনের মুখে বাতিল করেছিলেন শেখ হাসিনা। ২০২৪ সালে অবৈধ ভাবে আবার ক্ষমতা দখল করার পরে তিনি নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত ও চিরস্থায়ী করতে দলীয় সন্ত্রাসী, চাটুকার ও ভারতীয়দের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এমনিতেই দেশে জনসংখ্যার আড়াই কোটি বেকার জীবন যাপন করছিলেন তার উপরে প্রায় ২৬ লক্ষ ভারতীয় অবৈধভাবে চাকুরী করে যাচ্ছিল। জনতা আরো জানতে পেরেছিল কয়েক লাখ টাকার বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট কিনতে পাওয়া যেত। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক অর্থের বিনিময়ে নিজ দলের কর্মীদের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট প্রদান করতেন। ২৫ জুন ২০১৯ সালের ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দেশে ৮০ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। ছাত্ররা নিয়মিতভাবে দেশব্যাপী কর্মসূচী দিতে থাকে। অপরদিকে হাসিনার সন্ত্রাসী বাহিনী নির্মমভাবে ছাত্র-জনতার সমাবেশে নির্যাতন চালাতে থাকে। হাজার হাজার আহত ও নিহত হতে থাকে। ছাত্র জনতার আন্দোলন কোটা থেকে পরিণত একদফার আন্দোলনে। ১ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারা বুঝতে পেরেছিল এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে আছে জামায়াত ও শিবিরের কর্মীবাহিনী। পুলিশকে নির্দেশ দেয় গণহত্যা চালানোর। ৪ আগস্ট সর্বত্র নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ৫ আগস্ট খুনি হাসিনা ও তার চাটুকার বাহিনী সেনা প্রধানের সহায়তায় পলায়ন করে। যাওয়ার আগে তার বাহিনীকে গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে যায়।

যেভাবে শহীদ হলেন

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার একদফা দাবীর ফলে খুনি হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার এমন খুশির খবরে সাধারণ মানুষের পাশে শহীদ শাওন বিজয়মিছিলে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। জুলাই মাসের আন্দোলনের পরিপূর্ণ তথ্য মিডিয়াগুলো প্রচার না করলেও শাওন তালুকদারদের মতো কিছু দুঃসাহসী তরুণ এগিয়ে আসে। তাদের ধারণ করা ছবি এবং ভিডিও গুলো দেখে দেশবাসী আওয়ামী লীগের নির্মমতা বুঝতে পারে। শাওন অন্যান্য দিনের মতো ৫ আগস্ট বিকাল ৪ টার দিকে পুলিশের জনতার উপরে গুলিবর্ষণের ভিডিও ধারণ করছিলেন। আওয়ামী বাদী পুলিশ তাকে চিহ্নিত করে এবং তার মাথায় গুলি করে। শহীদ হয়ে যায় শাওন তালুকদার।

শাওনের মৃত্যুর খবর কাজলা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে তার নিজ বাড়ি ও এলাকায় শোকের মাতম শুরু হয়। কাজলার পাড় কবরস্থানে জানাযা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার: শাওনের মা ০থাকেন। ছোট ভাই ও ছোট বোন নানীর আশ্রয়ে বসবাস করে। তার স্ত্রী বিয়ের ১ সপ্তাহ পর বিধবা হয়ে যায়।

প্রস্তাবনা : ১. শহীদের স্মৃতি সংরক্ষনে উদ্দ্যোগ গ্রহন

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: শাওন তালুকদার
পেশা	: আলমারী মিস্ত্রী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৫ মার্চ ২০০৩
পিতা	: নুর নবী তালুকদার (রিক্সা চালক)
মাতা	: মৃত মোসা: বেবি
ভাই	: নয়ন, বয়স ১৮, পেশা শ্রমিক
বোন	: নুরজাহান, বয়স-১০ বছর, ২য় শ্রেণি
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, আনুমানিক সন্ধ্যা ৭ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ি থানার সামনে
দাফন করা হয়	: কাজলা কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: কাজলার পাড়, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: কোন সম্পদ নেই

“এক হয়ে সব শ্রমিক কিষাণ
ওড়ায় যাদের বিজয় নিশান
ইতিহাসের সোনার পাতায়
ওরা ই আগে গন্য”

শহীদ মোঃ রুবেল ইসলাম

ক্রমিক : ৬৮৩
আইডি : রংপুর বিভাগ ৪৬

শহীদ পরিচিতি

মোঃ রুবেল ইসলাম,প্রাণবন্ত এক কিশোর, যেন এক টুকরো বাংলাদেশ, যিনি জীবন দিয়ে গেছেন দেশের জন্য। নীলফামারি জেলার সদর থানার ২ নং গোড়গ্রাম ইউনিয়নের ধোপাচান্ডা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম তার। রিক্সাচালক পিতা মোঃ রফিকুল ইসলাম ও মাতা মিনি বেগমের চতুর্থ সন্তান রুবেল ইসলাম। ছোটবেলা থেকেই ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন তিনি। অসৎ সংগ ত্যাগ করে নিজেকে সৎ রাখার চেষ্টায় তিনি ছিলেন দৃঢ়। বড়দের প্রতি ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল, আর পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণঃ

দেশে তখন চলছে তুমুল আন্দোলন, চারদিকে শুধু গোলাগুলির শব্দ, আর্তনাদ ও হাহাকার। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার অবস্থা ছিলো সবচেয়ে বেশি বেগতিক। এই সংকট কালেও পেটের দায়ে কাজে যেতে হয়েছিলো সাধারণ দিনমজুর ও শ্রমিকদের। কাজে না গেলে যে তাদের দিকে চেয়ে থাকা করুন মুখগুলোকে সান্ত্বনা দেয়ার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। তাই রোজকার মতো ৫ ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে কাজে গিয়েছিলেন রুবেল ইসলাম। কাজ থেকে বাসায় ফিরেন বিকেল চারটার কিছু আগে। খাবার শেষ করে কিছুটা বিশ্রাম নেন তিনি। এদিকে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কেও ছিলেন সদা সজাগ। স্বৈরাচার পতনের খবর তখন পৌঁছে গিয়েছিলো দেশের প্রতিটি তপ্ত হৃদয়ে। রুবেলও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই ৪ টার একটু পরেই তিনি বের হয়ে শামিল হয়েছিলেন আনন্দ মিছিলে। আদাবর থানার সামনে তখন লোকে লোকারণ্য হয়েছিলো আনন্দমিছিল। বিজয়োল্লাসের সেই মুহূর্তে পুলিশ ও ছাত্রলীগ একসাথে গুলি চালালে গুলিবিদ্ধ হন রুবেল। গুলি তাঁর ডান পাঁজর দিয়ে ঢুকে বাম পাঁজর দিয়ে বের হয়ে যায়। উপস্থিত লোকজন তাকে নিকটস্থ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করান এবং তার অপারেশন হয়। হাসপাতালগুলোতেও তখন চলছিলো নৃশংসতা। আন্দোলনকারী কাউকে সেবা দিতে নারাজ ছিলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিংবা মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভর্তি হতে হয়েছিলো। লাশগুলোকে স্বজনদের কাছে দেয়ার বদলে মর্গগুলোকে ভর্তি করছিলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া বেওয়ারিশ লাশ দাফন, লাশ নিশ্চিহ্ন কিংবা পুড়িয়ে ফেলার পাঁয়তারাও চলছিলো।

সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে আইসিউ ফাঁকা না থাকায় রুবেলকে নেয়া হয়েছিলো পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিকে। ৩ দিন লড়েছিলেন মৃত্যুর সাথে। অবশেষে ৭ আগস্ট আনুমানিক রাত ৮ টায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। পরের দিন জানাজা শেষে তার নিজ বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়। সেই সাথে দাফন করা হয় একমুঠো সোনালি স্বপ্ন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

রুবেলের বাবার নেই কোন নিজস্ব চাষের জমি, ঘর করার মতো এক টুকরো জমিও ছিলো না তাদের। অন্যের জায়গায় ঘর করে থাকতেন সেখানে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাদের জীবন যখন জর্জরিত, তখন তা আরও তীব্র হয়ে উঠেছিলো ঋনের দায়ে। বড় তিন বোনকে বিয়ে দিতে হয়েছিলো ধার-দেনা করে। সেই ধার দেনা পরিশোধ এবং দুই ছেলের জন্য কিছু করার আশায় রুবেলের পিতা পাড়ি জমান ঢাকা শহরে। মোহাম্মদপুর বিহারী ক্যাম্পের পাশে একটি বাসা ভাড়া করেন। নিজে রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাতেন। আর তার সহধর্মিণী প্রিয় স্বামীকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে করতেন ঝি এর কাজ। বাবা মার এই দুরবস্থা ভাবিয়ে তোলে রুবেলকে। একদিকে পড়ালেখা করার ইচ্ছা,অপরদিকে দারিদ্র্যের করাল থাবা রুবেলকে বাধ্য করে কারখানার কাজ নিতে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনার পাশাপাশি শ্রমিক হিসেবে কাজ নিয়েছিলেন কারখানায়। ছোট ভাইকে ভর্তি করিয়েছেন হাফেজি মাদ্রাসায়। সবাই মিলে টাকা জোগাড় করে ঋণ শোধ করবেন এবং এক টুকরো জমি কিনে নিজের মাথা গোঁজার আশ্রয় হিসেবে একটি ঘর বানাবেন। সেই আশায় বুক বেঁধেছিলেন পুরো পরিবার। কিন্তু সেই আশায় গুড়ে বালি হলো রুবেলের মৃত্যুর খবরে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে থাকাকালীন খরচ হয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা, যার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার যোগান দিতে হয়েছে রুবেলের পিতাকে। পুরাতন ঋনের বোঝার সাথে যুক্ত হলো আরও ঋণ। হতদরিদ্র পিতামাতা এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন ভরসার জায়গা রুবেলকে হারিয়ে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের অনুভূতি

যে ছেলে এত অল্প বয়সেই হাল ধরেছিলো, সেই ছেলেকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে রুবেলের পিতামাতা। প্রিয় ভাইকে হারিয়ে ফেলার শোকে যেন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে রুবেলের ভাই বোনেরা। এ শোক যেন কিছুতেই কাটিয়ে ওঠা যায় না।

শহিদের চাচা বলেন, সে এমন ভদ্র ছিল যে তার বড় কাউকে সামনে দেখলে রাস্তা থেকে নেমে পাশ দিয়ে যেত। আমাদেরকে অনেক শ্রদ্ধা করতো।

চাচী বলেন, আমাদেরকে মায়ের মত সম্মান করতো। কোন ধরনের নেশা ছিল না। বাজে কোনো ছেলের সাথে মিশতনা। খুবই ভালো ছেলে ছিলো। সে এত ভাল ছিলো যে, এই জন্য মনে হয় আল্লাহ তাঁকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলো।

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

১.বাসস্থান প্রয়োজন
২.ছোট ভাইয়ের পড়াশোনায় সহযোগিতা করা প্রয়োজন
৩.বাবার জন্য কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

Medical Certificate of Cause of Death

একনজরে শহীদের পরিচয়

পুরো নাম	: মো: রুবেল ইসলাম
পিতা	: মো: রফিকুল ইসলাম
মাতা	: মিনি বেগম
ঠিকানা	: গ্রাম: ধোপাচান্ডা, ইউনিয়ন: ২ নং গোড়্গ্রাম, থানা: নীলফামারী সদর, জেলা: নীলফামারী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬
১. পিতা	: মো: রফিকুল ইসলাম
ভাই-বোনদের বিবরণ	: রুপসানা বেগম (বয়স-৩০, বিবাহিতা)
	: রুনা বেগম (বয়স-২৫, বিবাহিতা)
	: পিংকি (বয়স-২০, বিবাহিতা)
	: রনি (বয়স-১২, হিফজ)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: আদাবর থানার সামনে, ০৫/০৮/২০২৪ বিকেল ৪ টা
আক্রমণকারী	: পুলিশ ও ছাত্রলীগ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়, ৭ আগস্ট আনুমানিক রাত ৮টায়
সমাধি	: নিজ গ্রামে

শহীদ মোহাম্মদ রুবাইদুজ্জামান রেজওয়ান নাঈম

ক্রমিক : ৬৮৪

আইডি : রংপুর বিভাগ ৪৭

শহীদ পরিচিতি

চার ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং আদরের ছেলে রুবাইদুজ্জামান। তিনি সাত বছর বয়সে বাবাকে হারান। তারপর তার মা অন্যত্র বিয়ে করেন। দুই বছর বয়স থেকে রুবাইদ পালিত হন মামার কাছে। বর্তমানে জন্ম সনদে তিনিই পিতা হিসেবে পরিচিত। রুবাইদুজ্জামান ২০০৬ সালের ২১ শে জুন নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার রণচন্ডী ইউনিয়নের সোনাকুড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ:

৪ আগস্ট ২০২৪ সালের ঘটনা, সারা দেশে চলছে কমপ্লিট শাটডাউন। জুলাইয়ে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন তখন রূপ নিয়েছিল সরকার পতনের আন্দোলনে। ১৬ বছরের নির্যাতন নিষ্পেষণের জিঞ্জির ভেঙে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে ১৮ কোটি জনতা। ছাত্র জনতার এই ঐক্য অবৈধ সরকারের ভীত নাড়িয়ে দেয়। কম্পন ধরায় ফ্যাসিবাদ সরকারের অন্তরে। তাই দিশেহারা হয়ে নির্বিচারে পাখির মত গুলি করে মারতে থাকে ছাত্র-জনতাকে। বিনা কারণে গ্রেফতার করে এবং নির্বিচারে আটকে রাখে হাজার হাজার নিরীহ ছাত্র-জনতা। তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি কোমলমতি শিশু কিশোররাও। এই আন্দোলনে ছাত্রদের সাথে যোগ দেয় সাধারণ দিনমজুর, শ্রমিক, রিকশাচালক, ভ্যানচালকসহ সর্বস্তরের জনগণ।

সেদিন বৃহস্পতিবার, আন্দোলনের কারণে কারখানা ছুটি হয় অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেকটা আগে। তাই সুযোগ পেয়ে আন্দোলনে যোগ দেন রুবাইদুজ্জামান। মুক্তির নেশায় ছুটে যান মিছিলে। আশুলিয়া থানার সামনে যেতেই পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বাধা প্রদান করে ও এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে একটি গুলি রুবাইদের ডান পাঁজর ভেদ করে বের হয়ে যায় অপর পাশ দিয়ে। তৎক্ষণাৎ বাইপাইল নারী ও শিশু হাসপাতালে পাঠানো হলে তারা কোন চিকিৎসা না দিয়ে তাকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠিয়ে দেয়। ঢাকা মেডিকেলে নেয়ার পর এক নির্মম বাস্তবতার শিকার হয় রুবাইদুজ্জামানের পরিবার। চারদিকে শুধু আহত মানুষের হাহাকার। ৪ আগস্ট বিকেলে রুবাইদুজ্জামানকে হাসপাতালে নেয়া হলেও তাকে ভর্তি করায়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তার জায়গা হয় ঢাকা মেডিকেলের ফ্লোরে। সেখানে শুধুমাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা পান তিনি। তাছাড়া অন্য কোন ধরনের কোন চিকিৎসা তিনি পাননি। সারারাত সেখানেই পড়ে থাকেন। পরদিন সকাল ১১ টায় কোন এক ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি ভর্তির সুযোগ পান। ৫ আগস্ট দুপুরের দিকে তার অপারেশন হয়। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে রুবাইদের অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এছাড়া অনেকগুলি নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে ডাক্তার ও আশঙ্কা মুক্ত হতে পারছিলেন না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপের মুখে দিতে পারছিলেন না সঠিক চিকিৎসাও। অবশেষে ৫ই আগস্ট রাত আড়াইটায় তিনি মারা যান সঠিক চিকিৎসার অভাবে। শাহাদাতের প্রমাণ হিসেবে সাথে নিয়ে যান তাজা ক্ষতের চিহ্ন। যে মুক্তির নেশায় তিনি আন্দোলনে অংশ নেন সেই নেশাই তাকে চির মুক্তির পথ করে দেয়। পরেরদিন সকালে সেখান থেকে এম্বুলেন্সে করে তার লাশ নেয়া হয় নিজ গ্রামে। ৬ আগস্ট বাদ আছর জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয় তাদের পারিবারিক কবরস্থান।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থান

রুবাইদুজ্জামানের চার ভাই বোনসহ ৬ জনের পরিবার ছিল। সাত বছর বয়সে তার বাবা মারা যান কিন্তু কোন বাসস্থান কিংবা কোন জমিজমা রেখে যান নি। তার মা অন্যত্র বিয়ে করেন। দুই বছর বয়স থেকে পালিত হন মামার কাছে। সেখানেও নেই সচ্ছলতার ছোঁয়া। পালিত বাবাও খুবই দরিদ্র। স্থানীয় মাদ্রাসায় হাফেজি পড়িয়ে ও মাঝে মাঝে ভ্যান চালিয়ে তার দুই সন্তানসহ রুবাইদের দেখাশোনা করতেন। রুবাইদ ছিলেন কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। তার দুই ভাই সরকারি বাঁধ ও রাস্তার ধারে বসবাস করে। বর্তমানে তারা ঢাকায় গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে কাজ করে পরিবার চালান এবং বোনেরা বিবাহিত। এই পরিবারটির সকলেই হত দরিদ্র শ্রেণীর। রুবাইদের আশা ছিল পুরো পরিবারের হাল ধরবেন। সেই আশায় নিহত হওয়ার মাত্র একমাস আগে আশুলিয়া জামগড়া এলাকায় সিএস হার্ডওয়ার লিমিটেডে কাজ নিয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের হাল ধরা আর হলো না। পথ ধরলেন অনন্ত যাত্রার।

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয়ের অনুভূতি বা বক্তব্য :

শহীদের নানি বলেন, এরকম ছেলে আর কারো হবে না।

শহীদের মামী বলেন, আমার বিয়ের পর এসে দেখি সে এখানে থাকে। আমাকে মায়ের মত মনে করত। আমিও তাকে ছেলের মত মনে করতাম। সব সুখ দুঃখের ঠিকানা ছিল সে। অনেক এবাদত করত এবং আমাকে বুঝাতো মামাসহ একসাথে আন্দোলনে যাব। মানুষ এত ভালো হয় আমি আর কাউকে দেখিনি। আগামীবার টাকা কামাই করে কুরবানী দিবে বলেছিল।

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা :

১.নিজের ভাইদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া
২.পালিত ভাইদের পড়ালেখার খরচ চালানো
৩.পালিত বাবাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দেয়া

একনজরে শহীদের পরিচয়

পুরো নাম	: রুবাইদুজ্জামান রেজওয়ান নাইম
জন্ম তারিখ	: ২১/০৬/২০০৬
পিতার নাম	: মো: আনিসুর রহমান
মাতার নাম	: রোকসানা বেগম
ঠিকানা	: গ্রাম: সোনাকুড়ি, ইউনিয়ন: রণচণ্ডী, থানা: কিশোরগঞ্জ, জেলা: নীলফামারী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: জামগড়া, আশুলিয়া, ৪ আগস্ট, ২০২৪
আক্রমণকারী	: পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: ৫ ই আগস্ট, ২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
সমাধি	: নিজ গ্রামে

শহীদ মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান

ক্রমিক : ৬৮৫
আইডি : খুলনা বিভাগ ৫৯

শহীদ পরিচিতি

চার ভাই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং আদরের ছেলে মাহফুজুর রহমান। ১৫ বছরের এই কিশোর বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার নিশান বাড়িয়া ইউনিয়নের হরতকি তলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা

গত ১৯ জুলাই মিরপুরের রাস্তায় নেমে এসেছিলেন দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহফুজুর রহমান। সেদিন শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মধ্যে হঠাৎ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা গুলি চালাতে শুরু করে। একটা গুলি এসে লাগে মাহফুজুরের মাথায়। সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেখানেই মৃত্যু হয় ১৫ বছরের এই কিশোরের। 'আমার ছেলেটা যে কত ভালো ছিল সেটা তার মৃত্যুর পর বুঝতে পারছি', চোখের পানিতে বলছিলেন ছেলে হারানো বাবা আব্দুল মান্নান। পেশায় রিকশা ভ্যানচালক মান্নান সবসময় ভয় পেতেন, ছেলে যাদের সঙ্গে মিশছে হয়তো বিপথে চলে যেতে পারে। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন সবসময়। কিন্তু সেই আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণ করে চলে গেছে সে। 'আমার ছেলেটা স্বৈরাচার সরকারের কবল থেইকা দেশের মানুষরে মুক্ত করতে নিজের জীবন দিয়া চইলা গেছে। আমার ছেলেটারে যেভাবে মারছে আমি তার বিচার চাই,' বলছিলেন মান্নান। মিরপুর-১১ নম্বরের মদিনা নগরে মাহফুজদের ছোট্ট ভাড়া বাসায় কথা হয় পরিবারটির সঙ্গে। ছেলের জন্য চিৎকার করে কাঁদছিলেন মা মুসাম্মদ বেগম। এখনো বিশ্বাস হয় না তার ছেলেটা নেই। সেদিনের সেই ভয়াবহ ঘটনা যখন বলছিলেন মান্নান, অর্ধেকটা শুনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন মা মুসাম্মদ বেগম। জ্ঞান ফিরে আসার পরও মানতে পারছিলেন না ছেলে আর নেই। 'আমার কলিজাটা ছিঁড়া গেছে। আমার ছেলেটা আর মা বলে আমারে ডাকবো না।' মান্নান আর মুসাম্মাদ দম্পতির তিন মেয়ে ও এক ছেলে। তিন মেয়ের পর আসে মাহফুজ। সবার ছোট, তাই বোনদেরও আদরের চোখের মণি মাহফুজ।

মাহফুজকে নিয়ে পরিবারের অনেক স্বপ্ন। আশা ছিল বড় হয়ে একদিন দরিদ্র এই পরিবারটির হাল ধরবে ছেলে। সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে, বাবা মায়ের দুঃখ ঘুচবে। তবে সেই স্বপ্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতেই শেষ হয়ে গেছে।

'বাইরের পরিস্থিতি দেখে আমি তাকে ঘরের বাইরে যেতে দেই নাই। মানা করছি। কিন্তু সে আমারে ধোঁকা দিয়ে বাইরে চলে গেছে। বলে, মা আমি জুমার নামাজ পইড়া আইসাই তোমার সাথে দুপুরের খাবার খাবো। আমারে বলে, মা তুমি কিন্তু খাবার রেডি কইরা রাখবা। আইসাই খাবো,' বলছিলেন মাহফুজের মা।

নামাজের পরও যখন মাহফুজ ফেরে না, তখন তার স্বামী মান্নান, মেয়েজামাই ও মাহফুজের কয়েকজন সহপাঠী মিলে মিরপুর-১০ নম্বরে খুঁজতে বের হন। তখনই একজন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে পারেন বিকেল ৪টার দিকে পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদের লোকজন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নির্বাচারে গুলি চালিয়েছে, একটা গুলি মাহফুজের লেগেছে। উদভ্রান্তের মতো সেদিন সারারাত আর পরদিন বিভিন্ন হাসপাতালে ছেলের খোঁজ করেন মান্নান ও স্বজনেরা।

২০ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জানতে পারেন তার আদরের ছেলে আর নেই। শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের মর্গের একজন সহকারী মান্নানের মোবাইল ফোনে একটি ছবি দেখে মাহফুজুরকে শণাক্ত করেন। জানান যে তার ছেলের লাশ মর্গে আছে। মান্নান ছেলের লাশ ফেরত চেয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় যান। পুলিশ এই শর্তে লাশ দেবে বলে জানায় যে লাশ দাফনের জন্য সরাসরি বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে তাদের গ্রামের বাড়ি নিয়ে যেতে হবে, অন্যকোথাও নেওয়া যাবে না। তবে হাসপাতালে জড়ো হওয়া মিরপুরের শিক্ষার্থীরা জানাজার নামাজের জন্য মাহফুজুরের মরদেহ বহনকারী গাড়িটি মিরপুরে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের সদস্যরা গাড়িটিকে মদিনা নগরে ঢুকতে বাধা দেয়। লাশের জানাজার জন্য শিক্ষার্থীরা এরপর মাহফুজের স্কুল মাঠে নিয়ে অনেক অনুরোধের পর অল্প সময়ের জন্য জানাজার সুযোগ পায়। চোখের পানিতে তড়িঘড়ি করে বিদায় জানায় তাদের প্রিয় সহপাঠীকে। মধ্যরাতে গ্রামের

বাড়িতে দাফন হয় মাহফুজুরের। 'আমি যখন আমার ছেলের জানাজায় অংশ নিচ্ছিলাম, তখন আমি বেশ কয়েকটি ফোন পাই, আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে এই আশঙ্কায় অনেকে আমাকে পালিয় যেতে অনুরোধ করেন। কারণ পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করছে বলে জানান তারা,' বলেন মান্নান। ছেলের মৃত্যুর পর, আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরা আমার বাড়িওয়ালাকে আমরা 'রাজাকার' এই কথা বলে আমাদের বের করে দেওয়ার জন্য চাপ দেয়, বলেন মান্নান। নিরাপত্তার ভয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মান্নান আর ঢাকায় ফেরেননি।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও সহপাঠীদের বক্তব্য
শহীদের মায়ের বক্তব্য: " আমি আমার ছেলেকে আর কখনো ফিরতে দেখব না। আজ এক মাস হয়ে গেল, আমি বেঁচে আছি কিন্তু কিভাবে বেঁচে আছি সেটা বলতে পারব না। মনে হয় জীবিত লাশ হয়ে বেঁছে আছি।" মায়ের এই কণ্ঠে ব্যথা আর গভীরতা স্পষ্ট। সন্তান হারানোর বেদনা একমাত্র মা'ই বুঝে। ছেলে হত্যার বিচার দাবী করে তিনি বলেন, "যারা বাবার (ছেলের) জীবন নিল, আল্লাহ তাদের বিচার করবেন।

'মাহফুজের ন্যায়বিচার বোধ অনেক বেশি ছিল। ও সব সময় ন্যায়ের পথে থাকতে চেয়েছে,' বন্ধুকে মনে করে কথাগুলো বলছিল সহপাঠী আতিক রহমান। আরও বলেন, 'মাহফুজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আমরা চাই ওর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে আমাদের এলাকায় ওর সম্মানে একটি খেলার মাঠের নামকরণ করা হোক।'

শহীদের বাবার বক্তব্য "কী অপরাধ ছিল আমার ১৫ বছরের ছেলের? কেন তাকে গুলি করা হলো? যারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার আল্লাহ করবেন।" তিনি আরও বলেন," আমার ছেলে স্বাধীনতার পক্ষে ছিল । এতটুকুই তার অপরাধ। যারা আমার পরিবারকে নিঃস্ব করেছে আমি তাদের বিচার চাই।"

শহীদের পারিবারিক অবস্থা
শহীদ মাহফুজুর রহমান তার পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান। তার আরও বড় তিন বোন রয়েছে। তার বাবা জনাব আব্দুল মান্নান একজন রিসকার ড্রাইভার। গ্রামের জায়গা জমি আছে বাড়ি কারার জন্য করে। তার মা মুসাম্মদ বেগম একজন গৃহিণী। শহীদ মাহফুজুর রহমান দাদা-দাদী যদিও গ্রামে থাকেন কিন্তু তাদের খোঁজ-খবরও তার বাবাকেই নিতে হয়।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মাহফুজুর রহমান
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: জনাব আব্দুল মান্নান
মাতা	: মুসাম্মদ বেগম
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
গুলি বিদ্ধ হওয়ার স্থান	: মিরপুর ১০ গোলচত্বর
শাহাদাতের স্থান	: মিরপুর ১০ গোলচত্বর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হরতকিতলা, ইউনিয়ন: নিশান বাড়িয়া, থানা: মোড়েলগঞ্জ, জেলা: বাগেরহাট
বর্তমান ঠিকানা	: পল্লবী, মিরপুর ১১, ঢাকা

শহীদ মো: আয়াতুল্লাহ

ক্রমিক : ৬৮৬

আইডি : সিলেট বিভাগ ২৭

শহীদ পরিচিতি

নিহত আয়াতুল্লাহর বাড়ি সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার চামরদানী ইউনিয়নের জলুষা গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের কৃষক মো: সিরাজুল ইসলাম ও শুভা আক্তার দম্পতির চার ছেলেমেয়ের মধ্যে আয়াতুল্লাহ সবচেয়ে ছোট ছেলে। আয়াতুল্লাহর জন্ম ২০০৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর গ্রামের বাড়িতে। তিনি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক কলাবাঁধা এলাকাধীন দক্ষিণ ভান্নারার মারকাযুল ঈমান মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি একটি নুরানি মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন।

সর্বশেষ আয়াতুল্লাহ তার বড় ভাই সোহাগ মিয়ার সাথে দরিদ্র পরিবারে সচ্ছলতা ফেরাতে এ বছর জুলাই মাসে খণ্ডকালীন চাকরিতে যোগ দেন গাজীপুরের একটি ইন্ডাস্ট্রিতে। বড় ভাইয়ের সাথে কালিয়াকৈরের জামতলা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। তারা সেখানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করতে।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

শহিদের পিতা জানান, গত ৫ আগস্ট সোমবার গাজীপুরের শফিপুরে অবস্থিত আনসার ভিডিপি একাডেমির সামনে গুলিবিদ্ধ হয় আমার ছোট ছেলে মো: আয়াতুল্লাহ (১৯)। তার বড় ভাই সোহাগ মিয়ার সঙ্গে ওইদিন সে স্বৈরাচার হাসিনার পতনের পর বিজয়মিছিলে যোগ দিয়েছিল। মিছিলটি বিকেল পাঁচটার দিকে কালিয়াকৈরের মৌচাক পয়েন্ট থেকে আনসার একাডেমির কাছে পৌঁছালে এলোপাতাড়ি গুলি আসতে থাকে। এতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে ছাত্র-জনতা। দুই ভাই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাড়ে ৫টার দিকে আয়াতুল্লাহর সঙ্গে মোবাইল ফোনে সর্বশেষ কথা হয় সোহাগের। এরপর থেকে ফোন রিসিভ হচ্ছিল না। কোথাও খোঁজ মিলছিল না আয়াতুল্লাহর।

যেভাবে শহীদের লাশের খোঁজ পেলেন

ছেলের সন্ধানে গ্রামের বাড়ি থেকে গাজীপুর ছুটে যাই আমি। ধরনা দেই আনসার একাডেমিতে। সন্ধান চাই ছেলের, জীবিত না থাকলে লাশটি অন্তত ফেরত পাওয়ার আকুতি জানাই। কিন্তু কোনো সহযোগিতা পাইনি সেখান থেকে। ছুটে যাই একের পর এক হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। লাশের স্তূপে খুঁজতে থাকি নিজের সন্তানকে। এরপর শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে আসি।

ঘটনার পর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানায় ছোট ভাইয়ের সন্ধান চেয়ে বড় ভাই মো: সোহাগ মিয়া থানায় জিডি করে (জিডি নং ৩৭৫, তাং ১৬/৮/২০২৪ইং)। একটি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত খবরের সূত্রে ১১ দিন পর ১৬ আগস্ট ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে আয়াতুল্লাহর লাশের সন্ধান পায় তার পরিবার। সেখান থেকে ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সহায়তায় ১৭ আগস্ট শনিবার বিকেলে হাসপাতাল থেকে লাশটি গ্রহণ করেন তিনি।

জানাজা

১৭ আগস্ট ২০২৪ রাত সাড়ে ১২টার দিকে স্থানীয় উব্দাখালী নদীর ওপর নির্মাণাধীন সেতুর ওপর জানাজা শেষে রাত আড়াইটার দিকে গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার চামারদানী ইউনিয়নের জলুষা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে আয়াতুল্লাহর লাশ দাফন করা হয়।

হত্যার বিচার চাইলেন আয়াতুল্লাহর পরিবার

সবার ছোট ছেলে আমার আয়াতুল্লাহ। হে আমার কলিজার টুকরা সন্তান আছিল। তারে নিয়া আমার অনেক স্বপ্ন আছিল। একদিন সে বড় হইয়া চাকরি কইরা সংসারের হাল ধরব। কিন্তু আমার হেই স্বপ্ন আর পূরণ হইল না। ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে যাইয়া আমার গুলিতে শহীদ হইছে। যারা আমার আয়াতুল্লাহকে গুলি কইরা মারছে, সেই হত্যাকারীদের বিচার চাই। মা- সুভা আক্তার (৫২)

শহিদের বাবা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের বিজয় বলছিলেন মিছিলে গিয়ে নিভে গেল আয়াতুল্লাহর বড় আলেম হওয়ার স্বপ্ন। আয়াতুল্লাহকে বড় আলেম বানানোর ইচ্ছে ছিল। আমার ছেলেকে যারা খুন করেছে তাদের বিচার চাই। খুনির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আয়াতুল্লাহর বড় ভাই সোহাগ মিয়া বলেন, আমার ভাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে, এখন তাকে তো আমরা ফিরে পাব না। আমার ভাই আয়াতুল্লাহসহ যারা গুলিতে মারা গেছেন, সেসব হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি এবং এই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন প্রত্যেককে যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়–সেই দাবি ও জানাই।

পরিবারের ঐতিহ্য

আয়াতুল্লাহর পিতৃভিটা সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার চামারদানী ইউনিয়নের জলুষা গ্রামে। তার দাদা মরহুম আব্দুর রহীম কালারচান ফকির এলাকার একজন মরমী সাধক ছিলেন। এছাড়া ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও বিত্তবান সালিশ ব্যক্তিত্বও ছিলেন তিনি।

এলাকাবাসীর মন্তব্য

শহীদ আয়াতুল্লাহ আমাদের সুনামগঞ্জ জেলার গর্ব ও অহংকার। যতদিন এ জেলায় সুরমা, কালনী, কুশিয়ারা নদী প্রবাহিত থাকবে ততদিন গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় এই মহান শহীদ সূর্য সন্তানকে আমরা স্মরণ করব।

এদিকে আয়াতুল্লাহর স্মৃতিকে অমর করে রাখতে তার নামে সুনামগঞ্জের মধ্যনগরে উব্দাখালী নদীর ওপর নবনির্মিত ৩২০ মিটার দীর্ঘ সেতুর নামকরণ করা হয়েছে। ১৯ আগস্ট বিকেলে উব্দাখালী নদীর ওপর নির্মিত সেতুর সামনের সড়কে শহীদ আয়াতুল্লাহর নামে সেতুর নামকরণ করে সাইনবোর্ড টানিয়ে দেওয়া হয়।

পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্যরা

শহীদ মো. আয়াতুল্লাহর পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় প্রশাসন, নাগরিক আলেম সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতারা। ২১ আগস্ট মধ্যনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের কক্ষে নিহত আয়াতুল্লাহর বাবা কৃষক মো. সিরাজুল ইসলামের কাছে মধ্যনগর উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা বাবদ এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন মধ্যনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অতীশ দর্শী চাকমা। সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রাশেদ ইকবাল চৌধুরী বলেন, ওই শহীদ পরিবারটি

খুবই দরিদ্র হওয়ায় জেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং আরও সহায়তা দেওয়া হবে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: আয়াতুল্লাহ
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২৫ ডিসেম্বর ২০০৫, ১৯ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক সন্ধ্যা ০৬.০০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: আনসার ভিডিপি একাডেমির সামনে গুলিবিদ্ধ হয়
দাফন করা হয়	: সামাজিক কবরস্থান (মধ্যনগর, সুনামগঞ্জ)
কবরের লোকেশন	: 25°01'45.0"N 91°02'56.6"E ev 22HX+MJ7 Chhanbari
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-জলুষা, ইউনিয়ন- চামরদানী, উপজেলা-মধ্যনগর, জেলা- সুনামগঞ্জ
পিতা	: মো: সিরাজুল ইসলাম
মাতা	: মোছা: শুভা আক্তার

ভাইবোনের বিবরণ:

১. সোহাগ মিয়া, সম্পর্ক: ভাই, বয়স: ২৪ পেশা: শ্রমিক

২. তানিয়া আক্তার, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ২২, পেশা: গার্মেন্টস কর্মী

৩. সুরাইয়া আক্তার, সম্পর্ক: বোন, বয়স: ২০, পেশা: গার্মেন্টস কর্মী

প্রস্তাবনা:

১. শহীদের ভাই বা পিতার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

২. শহীদের পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন

শহীদ মো: ছমেছ উদ্দিন

ক্রমিক : ৬৮৭

আইডি : রংপুর বিভাগ ৪৭

শহীদের পরিচিতি

রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামের ১২নং ওয়ার্ড রংপুর সদরের ইউসুফ উদ্দিন ও ছামিতুন্নেছা দম্পতির ঘরে ২১ মে ১৯৬০ সালে জন্ম নেন ছমেছ উদ্দিন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

মোঃ ছমেছ উদ্দিন জামায়াতে ইসলামীর সক্রিয় একজন কর্মী ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন সর্বত্র পুলিশের আগ্রাসী ভূমিকা একটু বেশি ছিল। ২ আগস্ট মাগরিবের নামাজ শেষে অন্যদের মতো ছমেছ উদ্দিন মসজিদের পাশেই উপস্থিত থাকা ছাত্র জনতার সাথেই অবস্থান করছিলেন। সেই মুহূর্তে কিছু পুলিশ উপস্থিত থাকা ছাত্র-জনতাকে ধাওয়া করে এতে অন্যদের সাথে তিনিও দৌড় দিতে গিয়ে কিছুদূর পথ যাওয়ার পর রাস্তার উপর পড়ে যান। সেখানেই তিনি স্ট্রোক করেন এবং পাশেই প্রাইম মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মোঃ ছমেছ উদ্দিন
পেশা	: ব্যবসা
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ২১ মে ১৯৬০ / ৬৪ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০২ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক সন্ধ্যা ০৭.০০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: রাধাকৃষ্ণপুর (মৌলভীপাড়া
দাফন করা হয়	: সামাজিক কবরস্থান (রংপুর)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-রাধাকৃষ্ণপুর , ওয়ার্ড নং-১২ , থানা- রংপুর সদর , জেলা- রংপুর
পিতা	: মোঃ ইউসুফ উদ্দিন
মাতা	: মোছাঃ ছামিতুন্নেছা

সন্তানের বিবরণ

মোসাঃ শিরিন, সম্পর্ক- মেয়ে (৩০), এসএসসি পাশ

মোঃ আশিকুর রহমান, সম্পর্ক- ছেলে (২৫), টেক্সটাইল ইন্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা)

প্রস্তাবনাঃ ১. শহীদের ছেলের জন্য কোন চাকরী/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

শহীদ সাজ্জাদ হোসেন

ক্রমিক : ৬৮৮
আইডি : রংপুর বিভাগ ৪৮

শহীদ পরিচিতি

নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভার পশ্চিম পাটোয়ারীপাড়ার আলমগীর হোসেন ও সাহিদা বেগম দম্পতির ঘরে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তেজস্বী সাজ্জাদ হোসেন। তবে বাল্যকাল থেকে অভাব অনটনে জর্জরিত তাঁর পরিবার। জনাব আলমগীর হোসেন একসময় অন্যের জমিতে বসবাস করতেন। সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে পাড়ি জমান ঢাকার সাভারে। ইমামতি করে এক ছেলে ও তিন মেয়েকে নিয়ে সাভার ডেইরি ফার্ম সংলগ্ন দক্ষিণ কালমা এলাকায় ভাড়া বাসায় সংসার পাতেন তিনি। সাজ্জাদ হোসেন এক ভাই এবং তিন বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। শাহাদত বরণের পূর্বে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি (এএমটি) ডিপার্টমেন্টের সপ্তম সেমিস্টারে অধ্যয়নরত ছিলেন। সাভার থেকেই মাঝেমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে যেতেন। পরিবারকে সাহায্য করতে গাজীপুরের মাওনায় একটি কোম্পানিতে খণ্ডকালীন চাকরিও নিয়েছিলেন। অমিয় পান করার প্রায় সাত মাস আগে সানজিদা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। স্বপ্নের সুনিপুণ সংসার গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছেন ২৪ এর এই বীর যোদ্ধা। শহীদ স্ত্রী বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। সন্তানের মুখ আর দেখা হলোনা সাজ্জাদের। শখ স্বপ্ন নিমিষে গুড়িয়ে দিল আওয়ামী মদদপুষ্ট হায়েনারা।

শাহাদাতের স্মৃতিপট
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ঢাকার সাভারে ঘাতক পুলিশের গুলিতে নিহত হন সাজ্জাদ হোসেন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র সম্বল। নিহত হওয়ার কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও ছেলে হারানোর শোকে মূহ্যমান তার পরিবারের সদস্যরা।

গত ৫ আগস্ট ২০২৪ সকালে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আন্দোলনে অংশ নিতে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন সাজ্জাদ। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অগ্রভাগে থেকে স্লোগান তুলেছিলেন খুনি হাসিনার বিরুদ্ধে। এরপর বেলা ১০টার দিকে সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পুলিশের গুলিতে আহত হন তিনি। তাঁর ফোন থেকে ছোট বোন নিশাতের কাছে ফোন করে অপরিচিত এক ব্যক্তি জানায় সাজ্জাদকে মুমূর্ষু অবস্থায় সাভারের এনাম মেডিক্যোল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। আপনারা দ্রুত আসুন। সাজ্জাদের বাবা মেয়েকে নিয়ে দ্রুত এনাম মেডিক্যোল কলেজ হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে হাসপাতালের আইসিইউতে দেখতে পান ছেলেকে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৬ আগস্ট বেলা ১.৫৫ মিনিটে সাজ্জাদের মৃত্যু হয়। সেদিন সাভারের কলমায় প্রথম জানাজা শেষে গ্রামের বাড়ি সৈয়দপুরে নিয়ে যাওয়া হয় শহীদের লাশ। পরদিন ৭ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে সৈয়দপুর শহরে দ্বিতীয় জানাজা শেষে হাতিখানা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

পরিবার ও প্রতিবেশীর অভিমত
সাজ্জাদের বাবা বলেন, ছেলেই ছিল আমার একমাত্র সম্বল। ছেলেকে হারিয়ে এখন আমি নিঃস্ব। আমার ছেলে সাজ্জাদের ইচ্ছে ছিল একটি মাদ্রাসা বা মসজিদ গড়ে তোলার। কখনও যদি আমার সামর্থ্য হয়, তাহলে ছেলের ইচ্ছা পূরণ করবো। জনাব মাহবুব বলেন-শহীদ সাজ্জাদ আমার প্রতিবেশী। ছোট বেলা থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদী ছিল ছেলেটি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি এহতেসামুল হক সানি বলেন, 'আমরা শুরু থেকে দাবি করে আসছি শহীদ পরিবার ও আহতদের পুনর্বাসন করার জন্য। সে লক্ষ্যে আমাদের ভাই শহীদ সাজ্জাদের বাবাকে পৌরসভার মসজিদের ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এজন্য পৌর প্রশাসককে ধন্যবাদ জানাই।' বর্তমানে শহীদ পিতাকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরসভা। ১৮ নভেম্বর ২০২৪ সোমবার পৌরসভার ওয়াক্তিয়া মসজিদের ইমাম হিসেবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
প্রস্তাবনা ১. শহিদ পরিবারে আর্থিক ভিত্তি মজবুত করণ ।

নিউজ লিঙ্ক
https://www.dailykaratoa.com/article/101786
https://www.banglatribune.com/country/rangpur/873528/

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: সাজ্জাদ হোসেন
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: সোনারগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়
ডিপার্টমেন্ট	: অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি (এএমটি), সপ্তম সেমিস্টার
জন্ম তারিখ	: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
পিতা	: আলমগির হোসেন, পেশা: ইমাম, বয়স: ৪৯
মাতা	: সাহিদা বেগম, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৪৫
স্ত্রী	: সানজিদা আক্তার, পেশা: গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১১টা, সাভার বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৬ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১.৫৫টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: এনাম মেডিক্যোল কলেজ, সাভার, ঢাকা
দাফন	: ৭ আগস্ট ২০২৪, সৈয়দপুর হাতিখানা কবরস্থান
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: লক্ষণপুর, ইউনিয়ন: বাঙ্গালিপুর, থানা: সৈয়দপুর, জেলা: নীলফামারী
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম পাটোয়ারীপাড়া, লক্ষণপুর, থানা: সৈয়দপুর, জেলা: নীলফামারী

বোনের বিবরণ:

১. আয়শা, বয়স: ২৭, পেশা: বিবাহিত, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

২. আনিকা, বয়স: ২৫, পেশা: বিবাহিত, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি

৩. নিশাত, শ্রেণি: ৯ম, প্রতিষ্ঠান: আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, বয়স: ১৭

মো: রুদ্র সেন

ক্রমিক : ৬৮৯

আইডি : রংপুর বিভাগ ৪৯

শহীদ পরিচিতি

নিহত রুদ্র সেনের বাড়ি দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে। তার বাবার নাম সুবীর কুমার সেন মা সিখাবালী। তার জন্ম তার নিজ গ্রামে। তার বয়স হয়েছিলো ২২ বছর। তিনি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়নরত ছিলেন ।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবির সাথে একমত পোষণ করে তিনিও তাদের সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক পর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে , শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন। পথচারীরা তাকে উসমানী মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তখন সময় ১৮ জুলাই রাত ৮ টা

হত্যার বিচার চাইলেন রুদ্র সেনের পরিবার

শহীদের পিতা সুবীর কুমার সেন বলেন আমার সন্তান খুব মেধাবী । ছিলেন তাকে নিয়ে আমার পরিবারের অনেক স্বপ্ন ছিলো যারা আমার কলিজার সন্তানকে হত্যা করছে আমি তাদের বিচার দাবি করছি।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: রুদ্র সেন
পেশা	: ছাত্র
বয়স	: ২২ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৮ জুলাই ২০২৪, আনুমানিক রাত ০৮.০০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: উসমানী মেডিকেল হাসপাতাল
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পাহারপুর, উপজেলা: দিনাজপুর, সদর, জেলা: দিনাজপুর
পিতা	: সুবীর কুমার সেন
মাতা	: সিখাবালি

প্রস্তাবনা:

১. শহীদের পিতার গ্রোসারী ব্যবসায় এককালীন সহায়তা প্রদান

২. শহীদের পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন

শহীদ মো: সোহেল আখঞ্জি

ক্রমিক : ৬৯০

আইডি : সিলেট বিভাগ ২৮

শহীদ পরিচিতি

মো: সোহেল আখঞ্জি, পিতা: মোশাহিদ আখঞ্জি, মাতা: নাজমা আক্তার, গ্রাম-সাগর দীঘির পূর্বপাড়, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ।

৫ আগস্ট ২০২৪ হাসিনার পলায়নের খবর শুনে ছাত্র-জনতার বিজয়মিছিলে অংশ নেন। সেখানে পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: শহীদ মো: সোহেল আখঞ্জি
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাত বরণের স্থান	: হবিগঞ্জ
দাফন করা হয়	: সামাজিক কবরস্থান (বানিয়াচং)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সাগর দীঘির পূর্বপাড়, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ
পিতা	: মো: মোশাহিদ আখঞ্জি
মাতা	: নাজমা আক্তার
স্ত্রী	: মৌসুমী আক্তার (২৭), শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএ পাশ

সন্তানের বিবরণ

১. শিমু আখঞ্জি, সম্পর্ক: মেয়ে, বয়স: ০৯ বছর, শ্রেণী-৪র্থ

২. সামি আখঞ্জি, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ০৪ বছর, শ্রেণী-শিশু

৩. সুহা আখঞ্জি, সম্পর্ক: মেয়ে, বয়স: ০২ বছর

প্রস্তাবনা: ১. শহীদের স্ত্রীর জন্য কোন চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিলে উপকার হবে।

শহীদ মো: ইউসুফ

ক্রমিক : ৬৯১

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৫

শহীদ পরিচিতি

নিহত ইউসুফের বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার পাটিরহাট ইউনিয়নের পশ্চিম ডলার গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের দিনমজুর মো: ইউনুস ও সখিনা বেগমের সন্তান। তার জন্ম নিজ গ্রামে। তার বয়স হয়েছিলো ৩৬ বছর। তিনি বিবাহিত ছিলেন। বর্তমানে তার স্ত্রী এবং ৩ সন্তান তার বাবা মায়ের সাথে তার গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। বর্তমানে তার স্ত্রী সাজেদা বেগম ৩ সন্তান কে নিয়ে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছেন

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

তিনি ৫ আগষ্ট হাসিনা সরকার পতনের পরে স্থানীয় শহরে বিজয় মছিলে শরীক হয়েছিলেন । পরবর্তীতে তার পরিবার ইউসুফের কোন খোঁজ পাচ্ছিলেন না। রাত ১২ টায় চকবাজার মেডিকেলে ইউসুফের মৃত্যু অবস্থায় থাকার সংবাদ পান শহিদের স্ত্রী সাজেদা বেগম। এছাড়া কোন এলাকায় এবং কোথায় গুলিবিদ্ধ হয় সে ব্যাপারে তার পরিবার কোন তথ্য পাননি ।

হত্যার বিচার চাইলেন ইউসুফের পরিবার

শহীদের স্ত্রী সাজেদা বেগম বলেন আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ ছিলেন সন্তানদের অনেক যত্ন করতেন তিনি ছিলেন আমার সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার মৃত্যুতে আমার পরিবার অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। আমার স্বামীকে যারা হত্যা করছে আমি তাদের বিচার দাবি করছি

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: ইউসুফ
পেশা	: দিনমুজুর
বয়স	: ৩৬ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক সন্ধ্যা ০৭.০০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: চকবাজার মেডিকেল হাসপাতাল
দাফন করা হয়	: সামাজিক কবরস্থান (চট্টগ্রাম হাটহাজারী)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- পশ্চিম ডলার, ইউনিয়ন- পাটিরহাট, উপজেলা- হাটহাজারী , জেলা- চট্টগ্রাম
পিতা	: মো: ইউনুস
মাতা	: সখিনা বেগম

ভাইবোনের বিবরণ:

১. মো: জুনায়েদ হোসেন, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ১০ পেশা: ছাত্র-২য় শ্রেনি

২. আলিফা আক্তার, সম্পর্ক: মেয়ে, বয়স: ০৮, পেশা: ছাত্রী-২য় শ্রেনি

৩. আলিফ হোসেন, সম্পর্ক: ছেলে, বয়স: ০৩

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

২. শহীদের পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন।

শহীদ মতিউর রহমান

ক্রমিক: ৬৯২

আইডি: রাজশাহী বিভাগ ০৫৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মতিউর রহমানের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কমলাকান্তপুর গ্রামে। তিনি ঢাকার মিরপুর-২ এলাকায় সরকারি আবাসনে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতেন। তিনি ঢাকার আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে অফিস সহায়ক পদে চাকরি করতেন। তাঁর চাকরি স্থায়ী ছিল না। চাকরি স্থায়ী করার দাবিতে ২০১৯ সালে তিনি উচ্চ আদালতে মামলাও করেছিলেন। পরে ২০২২ সালে তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। এতে কর্মস্থল থেকে শূন্য হাতে ফেরেন তিনি। পরিবার চালাতে বাধ্য হয়ে তিনি রিকশা চালানো শুরু করেন। মতিউরের তিন সন্তান লেখাপড়া করে।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

৫ আগস্ট গুলিতে মতিউর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনা স্মরণ করে বড় কন্যা নুরুন্নাহার বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনার পতনের দিন ঢাকার রাস্তায় সর্বস্তরের মানুষ আনন্দ-উল্লাস করছিলো। টিভিতে সেই দৃশ্য দেখে বাবাও অনেক খুশি হয়েছিলেন। দুপুর পর্যন্ত রিকশা চালিয়ে পাঁচ কেজি চাল কিনে বাড়ি ফিরেছিলেন। দুপুরে খাওয়ার পর টিভিতে খবর দেখছিলেন। সরকারের পতন দেখে বাবা বলেছিলেন, 'এখন থেকে দেশে ভালো কিছু হবে। হয়তো আমার চাকরিটাও ফিরে পেতে পারি। যাই, রাস্তায় মানুষের আনন্দটা দেখে আসি।' এই বলে বাসা থেকে বেরিয়ে যান বাবা। পরে বিকেলে মিরপুর থানার সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে বাবা লাশ হয়ে ফিরে আসেন। বাবা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কেউ ছিলেন না। কেবল মানুষের আনন্দ দেখতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন।

৫ আগস্ট রাত ১২টার দিকে বাবার লাশ নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের পথে রওনা হন নুরুন্নাহাররা। ৬ আগস্ট ভোরে তাঁরা যখন রাজশাহীতে পৌঁছান, তখন চাচারা মুঠোফোনে কল করে বলেন, গ্রামের কবরস্থানে বাবার দাফন হবে না। কারণ, বাবা নাকি কবরস্থানের জন্য কোনো চাঁদা দেননি। পরে নানার বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার হরিপুর মহল্লার পূর্বপাড়া কবরস্থানে বাবার লাশ দাফন করা হয় বলে জানায় নুরুন্নাহার।

পারিবারিক জটিলতা

কয়েক দিন পরে নুরুন্নাহার ও তার পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। তারা গ্রামের বাড়িতে গেলে চাচারা জানিয়ে দেন, তাদের বাড়িতে কোনো ঘরবাড়ি নেই, জমিজমা নেই। তাদের বাবা নাকি সব বিক্রি করে দিয়েছেন চাচাদের কাছে। বিক্রির দলিল দেখতে চাইলে তারা দেখাননি।

নুরুন্নাহার বলেন, ঢাকায় সরকারি আবাসনে কত দিন আর থাকতে পারবেন জানেন না। তাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। দুই বোন এক ভাই ঢাকায় লেখাপড়া করে। বোন দশম শ্রেণিতে ও ভাই নবম শ্রেণিতে পড়ে। আর তিনি ঢাকায় নার্সিংয়ে স্নাতক শেষ করে ইন্টার্ন করছেন। তার টিউশনি, মায়ের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আরবি পড়ানো ও বাবার আয়েই সংসার চলত। বাবা ছাড়া এখন কী হবে বুঝতে পারছেন না।

নিহত মতিউর রহমানের বড় ভাই এরফান আলী বলেন, 'আমার ভাই গ্রামের কবরস্থান কমিটিকে বার্ষিক চাঁদা দিত না। কবর দিতে হলে ১০-১২ হাজার টাকা দিতে হতো। কিন্তু আমরা সেটার ব্যবস্থা করতে পারিনি। তাই এখানে লাশ নিয়ে আসতে মানা করেছিলাম।' বাড়িঘর জমিজমা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বাড়িতে তাঁর একটিই ঘর ছিল। ছিল কিছু জমিজমা। সবই আমাদের দুই ভাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আমার ভাই বউ ও ভাতিজা-ভাতিজিরা আবার এলে সেই দলিল দেখাব।'

প্রস্তাবনা

১। শহীদ মতিউর রহমানের ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচসহ ভবিষ্যতের যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করা।

২। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া।

৩। শহীদ পরিবারের জন্য স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: মতিউর রহমান
পেশা	: রিকশাচালক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কমলাকান্তপুর, থানা: শিবগঞ্জ, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: সরকারি আবাসন, এলাকা: মিরপুর-২, ঢাকা
পরিবারের তথ্য	: মেয়ে: ২, ছেলে: ১
ঘটনার স্থান	: মিরপুর থানার সামনে, মিরপুর, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ২:৩০টা
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ২:৩০টা, মিরপুর থানার সামনে, মিরপুর, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার হরিপুর মহল্লার পূর্বপাড়া কবরস্থান

শহীদ আলমগীর মোল্লা

ক্রমিক : ৬৯৩

আইডি : খুলনা বিভাগ ০৬০

শহীদ পরিচিতি

বাগেরহাট সদরের ভৈরব নদের কাছে মুনিগঞ্জ ব্রিজ পার হয়ে বেমরতা ইউনিয়নের গোপাল কাঠি গ্রামের মৃত কালাম মোল্লা (৭৫) ও মিনারা বেগমের (৬৫) বড় সন্তান শহীদ আলমগীর মোল্লা (৪২)। তিনি প্রায় আট বছর আগে ঢাকায় চলে আসেন। স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হুমকিতে আর জীবন জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়ে স্বপরিবারে পুত্র সন্তান, স্ত্রী ও মা-বাবাকে নিয়ে রাজধানীতে পাড়ি জমান। মেরুল বাড্ডায় চায়ের দোকান দিয়ে সংসার চালাতেন।

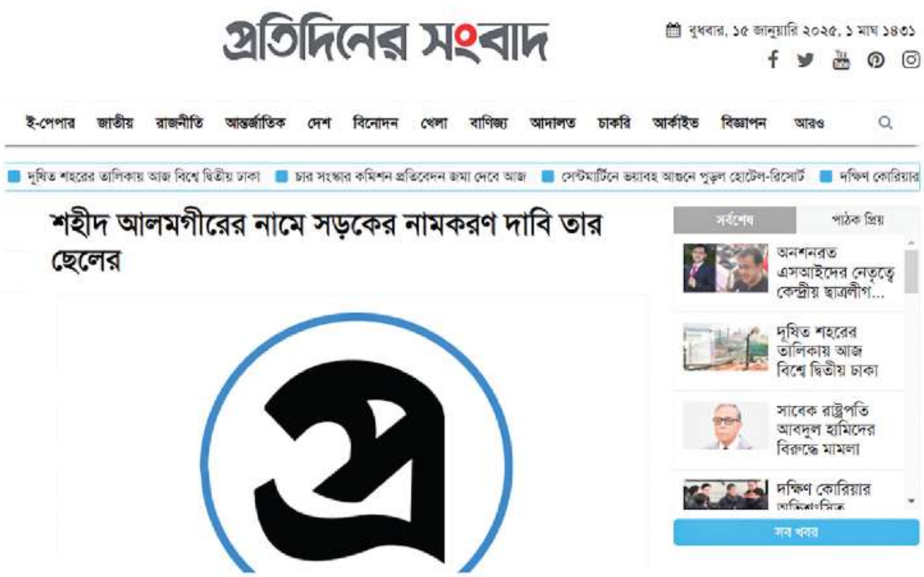

প্রতিদিনের সংবাদ

বুধবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, ১ মাঘ ১৪৩১

ই-পেপার জাতীয় রাজনীতি আন্তর্জাতিক দেশ বিনোদন খেলা বাণিজ্য আদালত চাকরি আর্কাইভ বিজ্ঞাপন আরও

দূষিত শহরের তালিকায় আজ বিশ্বে দ্বিতীয় ঢাকা | চার সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন জমা দেবে আজ | সেন্টমার্টিনে ভয়াবহ আগুনে পুড়ল হোটেল-রিসোর্ট | দক্ষিণ কোরিয়ার

শহীদ আলমগীরের নামে সড়কের নামকরণ দাবি তার ছেলের

সর্বশেষ | পাঠক প্রিয়

অনশনরত এসআইদের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ...

দূষিত শহরের তালিকায় আজ বিশ্বে দ্বিতীয় ঢাকা

সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে মামলা

দক্ষিণ কোরিয়ার

সব খবর

পারিবারিক জীবন

শহীদ আলমগীর মোল্লার পিতা পেশায় কৃষক এবং মা গৃহিণী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মুরশিদা বেগমও (৩০) একজন গৃহিণী। তাঁর আরো চার ভাই বোন রয়েছে। রেবা বেগম, শিউলি বেগম, শেফালী বেগম ও মামুন মোল্লা। শহীদ আলমগীর মোল্লার তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মো: সাগর মোল্লা (২১)। সে ঢাকা তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী ছিল। কিন্তু টাকার অভাবে ফরম পূরণ করতে না পারায় এইচ এস সি পরীক্ষা দিতে পারেনি। বাবা শহীদ হবার পর ইজিবাইক চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছে। দ্বিতীয় কন্যা আশা আক্তার (১৮) বিবাহিত এবং কনিষ্ঠ পুত্র রাইফ হাসান হৃদয় (৭) স্থানীয় হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। শহীদ আলমগীর মোল্লার স্ত্রী কনিষ্ঠ পুত্রকে সাথে নিয়ে আপাতত নেত্রকোনায় অবস্থান করছেন।

ঘটনার বিবরণ

আলমগীর মোল্লা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের পতন আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঢাকার রাজপথে সক্রিয় ছিলেন। গত ৫ আগস্টও তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান মিছিলে অংশ নেন। মিছিলটি দুপুর ১২ টার দিকে মেরুল বাড্ডা থানার সামনে এসে পৌঁছালে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে আলমগীর মোল্লা গুলিবিদ্ধ হন। তার কোমরের কাছে গুলি লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসা মেলেনি। পরে তাকে বেসরকারি শ্যামলী সিটি কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আলমগীরের শরীরে গত ৭ আগস্ট বিকেলে অস্ত্রোপচার করে দুটি বুলেট বের করেন চিকিৎসক। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গত ৮ আগস্ট রাত ১২ টা ৫ মিনিটে শাহাদাতের সুধা পান করে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন।

জানাযা ও দাফন

পরে ভোরে অ্যাম্বুলেন্স যোগে শহীদের মরদেহ বাগেরহাট গোপালকাঠি গ্রামে আনা হলে এক হৃদয় বিদারক ঘটনার সৃষ্টি হয়। আত্মীয়-স্বজন পাড়া প্রতিবেশি সবার চোখেই ছিল অশ্রু। বিকেলে স্থানীয় ঈদগাহ মাঠে হাজারো মুসল্লির উপস্থিতিতে নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে শহীদ আলমগীর মোল্লাকে অন্তিম শয়ানে শায়িত করা হয়। পরিবারটি এখনও কোন সরকারি সাহায্য পায়নি। তবে জামায়াতে ইসলামী থেকে নগদ ২ লাখ টাকা, আল-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ১ লাখ টাকা ও বাগেরহাট পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক শেখ ওমর আলি মুন্না নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং বাগেরহাট সদরের সাবেক এমপি এম এ এইচ সেলিম ১ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের বোন শেফালি বেগম (২৮) জানান, তার ভাই খুবই সাহসী ছিলেন। সব সময়ই বিএনপির মিছিল মিটিংয়ে অংশ নেয়ায় বাগেরহাটের আওয়ামীলীগের গুণ্ডারা তাকে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে। শেষপর্যন্ত তার ভাই ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন আন্দোলনে অংশ নিয়ে শহীদ হন। তিনি তার ভাইয়ের পরিবারের জন্যে সরকারের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

শহীদ আলমগীর মোল্লার নিকটতম প্রতিবেশী চাচা মনিরুজ্জামান (৫৫) জানান, আলমগীর দুঃসাহসী ছিলো। সে দেশের জন্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আলমগীর খুব মানবিক ছিল। সে কারও সাথেই ঝগড়া বিবাদ করতো না। শহীদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ সাগর মোল্লা সরকারের কাছে গোপালকাঠি সড়কটিকে তার বাবা শহীদ আলমগীর মোল্লার নামে নামকরণের দাবি জানায়।

প্রস্তাবনা

১। শহীদ পরিবারের নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।

২। শহীদ আলমগীরের পড়ুয়া দুই সন্তানের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ নিশ্চিত করা।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: আলমগীর মোল্লা
পেশা	: ব্যবসায়ী (চায়ের দোকান)
স্থায়ী ঠিকানা	: ভৈরব নদের কাছে মুনিগঞ্জ ব্রিজ, গ্রাম: গোপাল কাঠি, ইউনিয়ন: বেমরতা, বাগেরহাট
বর্তমান ঠিকানা	: মেরুল বাড্ডা , থানা: বাড্ডা, ঢাকা
পরিবারের তথ্য	: পিতা: মৃত কালাম মোল্লা (৭৫) মাতা: মিনারা বেগমের, পেশা: গৃহিণী ,বয়স: ৬৫ বছর
ছেলে-মেয়ে	: ৩ জন ১. মো: সাগর মোল্লা (২১), ছাত্র ২. আশা আক্তার (১৮) বিবাহিত ৩. রাইফ হাসান হৃদয় (৭), মাদ্রাসার শিক্ষার্থী
ভাই-বোন	: ৪ জন ১. রেবা বেগম ২. শিউলি বেগম ৩. শেফালী বেগম ৪. মামুন মোল্লা
ঘটনার স্থান	: মেরুল বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২টা
আঘাতের ধরন	: কোমরের কাছে গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৮ আগস্ট ২০২৪, রাত ১২টা ৫ মিনিট, শ্যামলী সিটি কেয়ার হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান, গোলাপকাঠি, বেমরতা, বাগেরহাট

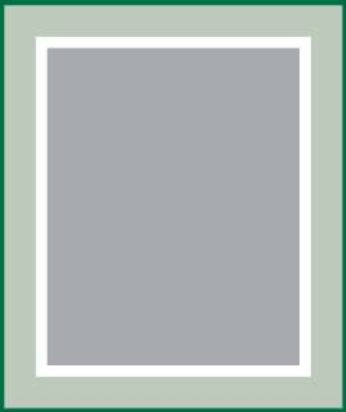

শহীদ ফজলুল করিম (ফজল মিয়া)

ক্রমিক : ৬৯৪

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭৫

ধিক! খুনি হাসিনা ও তার দোসরদের

শহীদ পরিচিতি

বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা এসেছে আপামর জনতার প্রাণের বিনিময়ে। তন্মধ্যে ফজল মিয়াও একজন। পেশায় তিনি একজন গার্মেন্টস শ্রমিক ছিলেন। জামালপুরের বকশীগঞ্জের টাংগারীপাড়া গ্রামে বীর বাহাদুর ফজল এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক সংকুলান না থাকায় কৈশোরেই পরিবারের দায়িত্ব বর্তায় তার উপর। পরবর্তীতে সংসার জীবনে প্রবেশ করলে পাড়ি জমান যান্ত্রিক ঢাকা শহরে। ফজলের স্ত্রী রাণী বেগম আশায় বুক বেঁধেছিলেন। স্বামীর উপার্জনে ধীরে ধীরে সংসারের চাকা সচল হতে শুরু করে। হঠাৎ একদিন আওয়ামী হায়েনারা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ফজল মিয়ার সংসারে লাগাম টেনে ধরে। বর্তমানে পাঁচ সদস্যের পরিবারটি ভীষণ অভাব-অনটনে দিনাতিপাত করছে।

শহীদের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচারী সরকার প্রধান খুনি হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া সন্ত্রাসী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মরণ কামড় দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। বিভিন্ন থানা, পুলিশ ফাঁড়ি, এপিবিএন-আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, বিজিবি, র‍্যাব, ও আনসারসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এইদিন দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের রোষাণলের শিকার হয়ে শতশত মানুষ এই দিন প্রাণ হারান। তাদের মধ্যে অন্যতম শহীদ ফজলুল করিম ওরফে ফজল মিয়া। তিনি উত্তরার জসিমউদ্দীনে কতক পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলে শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা ও ছোট ভাইসহ পাঁচজন সদস্য রেখে গিয়েছেন।

শহীদকে নিয়ে লেখা পত্রিকার নিউজ লিংক

https://sonalikantha.news/details/2568/%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A7%80%E0%A6%A6%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%20%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%95%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: ফজলুল করিম (ফজল মিয়া)
স্ত্রী	: রাণী বেগম, পেশা: গৃহিণী
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: জেলা: জামালপুর, উপজেলা: বকশীগঞ্জ, গ্রাম: টাংগারীপাড়া
শাহাদতের তারিখ	: ৫ আগস্ট' ২০২৪, সময়: বিকাল, স্থান: উত্তরা, জসিমউদ্দীন, ঢাকা
দাফন	: নিজগ্রাম, পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া যেতে পারে

২. পরিবারে মাসিক বা এককালীন অনুদান দেওয়া যেতে পারে

৩. শহীদের ছোট ভাইকে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা প্রয়োজন

৪. শহীদের পিতা-মাতাকে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা যেতে পারে

শহীদ রমজান আলী

ক্রমিক : ৬৯৫

আইডি : ময়মনসিংহ বিভাগ ০৭৬

শহীদ পরিচিতি

নেত্রকোণা সদর উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নের নন্দীপুর গ্রামের লিটন মিয়া ও মনোয়ারা বেগম দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে রমজান মিয়া বড়। জীবিকার তাগিদে তিনি ঢাকার আকিজ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। একমাত্র কর্মক্ষম সন্তান রমজানকে হারিয়ে পরিবারের সদস্যরা অসহায় হয়ে পড়েছেন।

নীরব নিস্তব্ধ শহীদ রমজান আলীর বাড়ি। আদুরে ছেলের কথা মনে পড়তেই হাউমাউ করে কান্না শুরু করেন তার মা মনোয়ারা বেগম। স্ত্রীর কান্না দেখে নিজের চোখের জল লুকিয়ে রাখতে পারেননি রমজানের বাবা লিটন মিয়াও।

ঘটনার বিবরণ

শহীদ রমজান আলীর বাবা সন্তানের শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে জানান, শুনেছি আমার ছেলের গায়ে সাড়ে ৯টার দিকে গুলি লেগেছে। রামপুরার ওমর আলী লেন এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। বাসা থেকে বের হয়ে রামপুরা এলাকায় 'বেটার লাইফ হসপিটাল' এর সামনে সে গুলি খেয়েছে। কিছুক্ষণ পর রমজানের খালু ফোন দিলে আমি জানতে চাই কোথায় গুলি লেগেছে? তখন সে বলে আমি জানি না, হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। আবার আধা ঘণ্টা পর ফোন দিয়ে জানায় আপনার ছেলে মারা গেছে। কোথায় গুলি লেগেছে জিজ্ঞেস করার পর জানায় গলায় গুলি লেগেছে। আমি এবং আমার স্ত্রী যাওয়ার জন্য রওনা দিয়েছিলাম, এই সংবাদ শোনার পর আমরা দুজনই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

শহীদের মরদেহ নিয়ে ভোগান্তি

শহীদ রমজান আলীর বাবা লিটন মিয়া জানান, ছেলের লাশটা আনতে গিয়ে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে। লাশ আনতে গিয়ে অনেক দৌড়াদৌড়ি করার পর ৩৫ হাজার টাকা খরচ করে ছেলের মরদেহ আনতে পেরেছি।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে রাত ১২টার দিকে শহীদ রমজান আলীর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ রমজান আলী আকিজ কোম্পানিতে সেলস বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি ভালো অবস্থানে ছিলেন। প্রতি মাসে প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচের জন্য বাবাকে দিতেন। সংসারের খরচ, তার ছোট দুই ভাই-বোনের পড়াশোনার খরচ সবকিছু চলত এই টাকা দিয়ে। রমজানের অবর্তমানে সংসারের খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

শহীদ সম্পর্কিত বক্তব্য

সর্বশেষ ১৮ জুলাই (বৃহস্পতিবার) সকাল ৮টার দিকে ছেলে রমজানের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মনোয়ারা বেগম। তখন রমজান তার মাকে বলেছিলেন, সোমবার টাকা পাঠাবো। টাকা পাঠানো হলে আমাদের যে ঋণের টাকা দেওয়া লাগবে সেটা দিয়ে দিবা। বাকি টাকা দিয়ে সংসারের খরচ করবা। আর এখান থেকে এক হাজার টাকার ওষুধ আনবা তোমার নিজের জন্য। ওইদিন বিকেল ৫টায় তার ছোট ভাই শাহীনকে ফোন দিয়ে রমজান বলেছিলেন, কোনো মিটিং-মিছিলে যেন সে না যায় এবং এটাও বলেন যে, আমরা গরিবের সন্তান আমরা কেন রাস্তায় পড়ে মারা যাব?

মনোয়ারা বেগম বলেন, আমার ছেলেটা বৃহস্পতিবার বিকেলে তার ছোট ভাইকে সাবধান করলো, আর শুক্রবার সকালে আমার ছেলে রাস্তায় পড়ে মারা গেল।

সন্তান হত্যার বিচার চান কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কার কাছে বিচার চাইব? আর কার বিরুদ্ধে মামলা করব? আমার ছেলে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে নাকি অন্য কারো গুলিতে মারা গেছে আমি এটাও তো জানি না। তাহলে আমি কার বিরুদ্ধে মামলা করব? আমি চাই না কারো সাথে কোনো ধরনের মামলায় জড়াতে। সরকার যদি দয়া করে আমাকে একটু সহযোগিতা করে, আমার এই ছোট ছেলেটার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে হয়তো একটু ডাল-ভাত খেয়ে বাঁচতে পারব।

রমজানের দাদি আছেন মানু বলেন, লাশটা আনার পর আমার ভাইয়ের মুখটা যখন হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম, তখন খুব নরম লাগছে। আমি বারবার তার আঘাতের জায়গাটা দেখতে চাইলাম, কিন্তু কেউ আমাকে একবারের জন্য গুলিবিদ্ধ জায়গাটা দেখতে দেয় নাই। সবাই বলে তুমি এটা দেখলে মারা যাবে, এসব বলে আমাকে দেখতে দেয়নি।

রমজানের কলেজ পড়ুয়া ছোট ভাই শাহীন বলেন, ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। বন্ধুর মত সম্পর্ক ছিল। সে আমাকে খুব আদর করত, ভাইকে সব সময় খুব বেশি মনে পড়ে। এটার জন্য আমার খুব খারাপ লাগে, কষ্ট লাগে। ভাই না থাকায় আমরা খুব কষ্টে সময় পার করতেছি। ভাই নাই এটা মানতেই পারি না।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহতদের বিষয়ে জানতে চাইলে নেত্রকোণার সদ্যবিদায়ী পুলিশ সুপার মোঃ ফয়েজ আহমেদ জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকায় এবং তার আশেপাশে যারা মারা গিয়েছেন তাদের পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করেছি। আমাদের পক্ষ থেকে যা যা করণীয় সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

প্রস্তাবনা

১। শহীদ পরিবারের নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।
২। শহীদ রমজান আলীর পড়ুয়া ছোট ভাই-বোনের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ নিশ্চিত করা।
৩। পাশাপাশি শহীদের ছোট ভাইয়ের চাকরির ব্যবস্থা করা।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: রমজান আলী
পেশা	: চাকরি
প্রতিষ্ঠান	: আকিজ গ্রুপ
স্থায়ী ঠিকানা, গ্রাম	: নন্দীপুর, ইউনিয়ন: মদনপুর, জেলা: নেত্রকোণা সদর
পরিবারের তথ্য	
পিতা	: লিটন মিয়া
মাতা	: মনোয়ারা বেগম
ভাই-বোন	: ২
ঘটনার স্থান	: বেটার লাইফ হসপিটাল, ওমর আলী লেন, রামপুরা, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সকাল ৯টা
আঘাতের ধরন	: গলায় গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রাম

" প্রতিবন্ধী হয়েও প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন "

শহীদ কোরমান শেখ

ক্রমিক : ৬৯৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৩০

শহীদ পরিচিতি

কোরমান শেখ, এক সংগ্রামী আত্মার নাম। বয়সে প্রবীণ, ৬৫ বছর পেরিয়েও জীবনের প্রতিটি ধাপে লড়াই করে গেছেন। তার জন্ম হয়েছিল রাজবাড়ীর কালুখালী থানার রতনদিয়া গ্রামের নির্মল পরিবেশে। প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠলেও, জীবনের বাস্তবতা তাকে দারিদ্রের নির্মম মুখোমুখি করেছিল।

কোরমান শেখ জীবিকার জন্য মুরগির ব্যবসায় জড়িয়েছিলেন। এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তার ছোট্ট পরিবার। পিতার দায়িত্ব পালনে কখনো পিছপা হননি, তবে হৃদয়ে বয়ে বেড়াতেন সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে গভীর ক্ষোভ। দারিদ্রের বেড়াজালে বন্দি হয়েও তিনি বিশ্বাস করতেন, সমতার সমাজ গড়ার লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে। ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে, যেখানে তরুণেরা স্বাধীনতার নতুন সূর্যের খোঁজে পথে নেমেছিল, সেখানেই তিনি নিজের বয়স্ক শরীর নিয়ে সাহসিকতার প্রমাণ দেন। সাভারের বাসস্ট্যান্ডে তিনি ছিলেন সেই মিছিলে, যেখানে স্বৈরাচারের পুলিশি বলপ্রয়োগের সামনে প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েন তিনি, কিন্তু তার মৃত্যু আন্দোলনের এক নতুন অধ্যায় রচনা করে।

কোরমান শেখের জীবন ছিল এক সাধনার প্রতীক। দারিদ্রের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে রইলেন। আজ, তার আত্মত্যাগ গ্রামের প্রতিটি শিশুর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়, প্রতিটি সংগ্রামী হৃদয়ে প্রেরণা জোগায়। কোরমান শেখ শহীদ হয়েও আমাদের জন্য রেখে গেছেন মুক্তি আর সমতার এক অনন্ত বার্তা।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

কোরমান শেখের জীবন ছিল এক দীর্ঘ দারিদ্র্যের লড়াই। রাজবাড়ীর কালুখালী থানার রতনদিয়া গ্রামের নির্মল পরিবেশে তার জন্ম হলেও, সেই নির্মলতা কখনো তার জীবনের বাস্তবতায় পৌঁছায়নি। প্রকৃতি ছিল শান্ত, কিন্তু তার জীবনের প্রতিটি দিন ছিল দারিদ্রের চোরাবালিতে ডুবে থাকার সংগ্রাম।

জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী কোরমান শেখের শারীরিক অক্ষমতা তাকে কখনো থামাতে পারেনি। জীবিকার তাগিদে মুরগির ব্যবসা শুরু করেছিলেন, কিন্তু তা দিয়ে সংসারের চাহিদা মেটানো ছিল এক অসম্ভব কাজ। তার ভাঙাঘর, ফাটা দেয়াল, আর অশ্রুসিক্ত রাতগুলো ছিল অভাবের গল্পের নীরব সাক্ষী। দিন এনে দিন খাওয়া ছিল তাদের জীবনের চিরচেনা চিত্র। তার দুই সন্তান–এক ছেলে ও এক মেয়ে–বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। তাদের শিক্ষার খরচ যোগানো কোরমান শেখের কাছে ছিল এক পাহাড়সম চ্যালেঞ্জ। কিন্তু পিতার মন কি কখনো হাল ছেড়ে দেয়? নিজের অক্ষম শরীর আর দারিদ্রের ঘেরাটোপে থেকেও তিনি সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রতিদিন বাজারে গিয়ে মুরগি বিক্রি করতেন, আর সেই সামান্য আয় দিয়ে পরিবারের জন্য একটু সুখ খুঁজে আনতে চাইতেন।

তার ভাঙা ঘরে ছাওয়া ছিল আকাশ, আর মাটিতে বিছানা। তবুও তিনি স্বপ্ন দেখতেন–একদিন তার সন্তানরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবে। কিন্তু তার সেই স্বপ্নের গল্প একদিন থেমে গেল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে শামিল হয়েছিলেন তিনি, যেখানে নিজের জীবনের গল্পের শেষ অধ্যায় রচনা করলেন।

কোরমান শেখের জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দারিদ্রের কেবলই এক সংগ্রামের নাম নয়; এটি সাহস, ত্যাগ, আর ভালোবাসার এক অনন্য গল্প। তার জীবন ও মৃত্যু দারিদ্রের অন্ধকারে জ্বলতে থাকা এক দীপশিখা, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা জোগাবে।

শহীদের পরিবারের সদস্যদের অনুভূতি:

শহীদ কোরমান আলীর ছেলে মো রমজান বলেন, আমার বাবা সোজা হয়ে হাটতেও পারতেন না। তার মেরুদন্ডে সমস্যা ছিল। তিনি প্রতিবন্ধী ভাতা পেতেন। সাভার এলাকায় ঝামেলার কথা শুনে দুপুর ১ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে আসতে বলে আমার ছোট বোন। বাবা বলেছিল, দোকান বন্ধ করেছি, বাসায় চলে আসব। এটাই ছিল বাবার সাথে শেষ কথা। ঢাকার সাভারে গত ২০ জুলাই কোটা আন্দোলনকে ঘিরে সহিংশতায় শাহাদাত বরণ করেন। রমজান জানান, দুপুর ১ টার দিকে আমার চাচা মোতালেব বাবার গুলি লাগার বিষয়টি নিশ্চত করেন। দ্রুত সেখানে উপস্থিত হয়ে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাই। কর্তব্যরত ডাক্তার বাবাকে মৃত ঘোষণা করে। কোরমান আলীর গ্রামের বাড়ি রাজবাড়ি জেলার কালুখালি থানার রতনদিয়া গ্রামে। ছয় সাত বছর ধরে ঢাকায় সাভার বাসস্ট্যান্ডে

তাদের মুরগীর দোকান দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতো। এর আগে সবজির দোকান করতেন তিনি। বাবার পায়ে ও বুকে গুলির চিহ্ন পেয়েছি। বুকে অনেকগুলো ছররা গুলির চিহ্ন ছিলো। আর ডান পায়ে ছিল গুলির আঘাত। ঘটনার দিন রাতেই গ্রামের বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়। কোরমান শেখের পরিবারের সদস্যরা জানান, একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন কোরমান শেখ। তার আয়েই এক ছেলে ও এক মেয়েসহ চারজনের সংসার চলত। ছেলে রমজান আলী জনগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের ৪র্থ বিভাগের ছাত্র এবং মেয়ে বেসরকারী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএর ১ম বর্ষের ছাত্রী। পরিবার নিয়ে সাভারের একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। ছেলে রমজান বলেন ,আমার বাবা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এমনকি কোন আন্দোলনের সাথেও না। তার প্রশ্ন, আমার শারীরিক প্রতিবন্ধী বাবার কি দোষ ছিলো। কোরমান শেখের স্ত্রী শিল্পী আক্তার টিসিবিকে বলেন, আমার স্বামী মারা গেলো। কি দোষ ছিল। মুরগির দোকানের আয় দিয়ে আমাদের সংসার চলত। এখন আমরা কি করব। সন্তান নিয়ে কোথায় যাবো। এসময় স্বামী হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। ছেলে রমজান বলেন, ওইদিন সকালবেলো মা বাবাকে বলেছিলো, আজ দোকানে যাওয়া দরকার নাই। বাবা বলেন, দোকানে কয়েকটা মুরগী আছে , ওগুলো বিক্রির পরই চলে আসব। সেই যাওয়াই লাশ হয়ে ফিরলেন শহীদ কোরমান শেখ। গ্রামে তাদের পরিত্যাক্ত একটি ঘর আছে । এছাড়া সম্পদ বলতে কিছু নেই।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ কোরমান শেখ–এক নাম, যা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় হয়ে থাকবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রামের সঙ্গী এই মানুষটি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মাথা নত করেননি জীবনের কাছে। সাভারের এক কোণে ছোট্ট মুরগির দোকান চালিয়ে জীবিকার তাগিদে তিনি নিরলস পরিশ্রম করতেন। কিন্তু কে জানত, তার মতো এক সাধারণ মানুষের রক্তই একদিন শোষণ আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অগ্নিশিখা জ্বালাবে?

সেদিন ছিল ২০ জুলাই। সাভারের আকাশ ভারী হয়ে উঠেছিল ছাত্রদের কণ্ঠে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এই আন্দোলনে কোরমান শেখ হয়তো সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তার হৃদয় আন্দোলনের সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছিল। সেই দিন, পুলিশের নির্মম গুলিতে সাভারের রাস্তাগুলো রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ গোলাগুলির আওয়াজে থমকে যায় চারপাশ। জীবন বাঁচাতে কোরমান শেখ তার দোকান ছেড়ে পাশের একটি দোকানে আশ্রয় নেন। কিন্তু বর্বরতার কাছে আশ্রয়ের দেয়াল কোনো বাধা হতে পারেনি। পুলিশের গুলি ঠিক খুঁজে নেয় তাকে। বুক আর পায়ে আঘাত হানে সেই নির্মম বুলেট। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কোরমান শেখ। তিনি ছিলেন একজন প্রতিবন্ধী, যার জীবন ছিল সংগ্রামের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতাও তার জীবনকে রক্ষা করতে পারেনি পুলিশের হিংস্র হাত থেকে। তার রক্তে ভিজে যায় সাভারের মাটি। এক মুহূর্তেই নিভে যায় এক সংগ্রামী জীবনের প্রদীপ। কোরমান শেখের আত্মত্যাগ আজ শুধু একটি নাম নয়, এটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক। তার রক্তাক্ত ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, মানবতা আর ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম কতটা কঠিন, কতটা মূল্যবান। শহীদ কোরমান শেখ, তোমার আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে যুগ যুগান্তর।

প্রস্তাবনা

১) পরিবারের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা দরকার
২) শহীদের ছেলেমেদের পড়াশুনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন
৩) হত্যার বিচার যেনো দ্রুত সময়ের মধ্যে হয়।

এক নজরে শহীদ মোঃ কোরমান আলী

নাম	:	মোঃ কোরমান শেখ
পেশা	:	মুরগী ব্যবসায়ী
জন্মস্থান	:	গ্রামঃ রতনদিয়া, থানাঃ কালুখালি, জেলাঃ রাজবাড়ী
পরিবারের সদস্য	:	৩ জন, এক ছেলে এবং এক মেয়ে
শাহাদাতের তারিখ	:	২০ জুলাই ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	:	সাভার, ঢাকা
কবর	:	গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে

শহীদ আবু মুজাহিদ মল্লিক

ক্রমিক : ৬৯৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৩১

শহীদ পরিচিতি

আবু মুজাহিদ মল্লিক ২১ নভেম্বর ২০০৭ সালে বাবা সাহাবুদ্দিন মল্লিক ও মা সারমিন বেগমের সংসারে জন্ম নেন। তার জেলা গোপালগঞ্জ। অবৈধ শাসক শেখ হাসিনার নিজ জেলাও গোপালগঞ্জ। একারণে দেশের অন্যান্য জেলার মানুষ আওয়ামীলীগ সরকারের হাতে নির্যাতিত হলেও এই জেলার অধিকাংশ বাসিন্দা ১৬ বছর ধরে স্বৈরাচারী সরকারের কাছে বিভিন্নভাবে লাভবান হয়েছিল। আবু মুজাহিদ মল্লিকের মা শারমিন বেগম। এক বছর আগে তাঁর রক্তে ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসা বাবদ ২ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। মুজাহিদ ছিলেন ফার্নিচারের দোকানের কর্মচারী। তার আয় ছিল মাসে প্রায় ২৫ হাজার টাকা।

পরিবারের বক্তব্য

'কর্মক্ষম ছেলে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে প্রাণ দিল। সেই ছেলের শোকে ১৫ দিন কাজে না গেলে চাকরিচ্যুত করা হলো স্বামীকে। টানাটানির সংসারে দুই বেলা খাবারই জোটে না ঠিকমতো। নিজের চিকিৎসা করাব কী দিয়ে?'

কান্নাজড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার খান্দারপাড়া ইউনিয়নের গোপ্তরগাতি গ্রামের আবু মুজাহিদ মল্লিকের ক্যান্সার আক্রান্ত মা শারমিন বেগম। এক বছর আগে তাঁর রক্তে ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসা বাবদ ২ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে।

শাহাবুদ্দিন মল্লিক বলেন, 'আন্দোলন শুরু হলে এতে শামিল হয় মুজাহিদ। অংশ নেয় মিছিল-মিটিংয়ে। ৬ আগস্ট গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলে গ্রামে তার লাশ আনা হয়। ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। ১৫ দিন পর কাজে গিয়ে দেখি অন্য শ্রমিক কাজ করছে। এখন দিনমজুরের কাজ করছি। সব দিন কাজ থাকে না। সংসার চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এক বছর আগে স্ত্রীর ক্যান্সার ধরা পড়ে। তাঁর চিকিৎসায় প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা খরচ হয়। মুজাহিদই ২ লাখ টাকা খরচ করেছে। সে-ই নাই। এত টাকা কীভাবে জোগাড় করব।'

মুজাহিদের মা শারমিন বেগম বলেন, 'ছেলে শহীদ হয়েছে। স্বামী কাজ হারিয়েছে। গ্রামে জায়গাজমি নেই। সরকারের সাহায্য ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না।' জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক হারুন অর রশীদ বলেন, শহীদ আবু মুজাহিদের মায়ের চিকিৎসায় ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

শাহাদাতের ঘটনা

সমস্ত বিরোধীদলকে ধ্বংস করে দিয়ে একচ্ছত্রভাবে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার ১৫ বছর বাংলাদেশের ক্ষমতায়। দিনে দিনে বিরোধী দল-মত-আলেম সমাজের কণ্ঠরোধ করতে থাকে। জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মুসলিম লীগে পরিণত হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের একে একে খুন করা হয়। চরমোনাই, ইসলামিক ফ্রন্ট নামে কিছু চাটুকার ইসলামী দলকে সরকারের তাবেদারী করার কারণে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়। হাসিনা নিজেকে সর্বেসর্বা ভেবে ২০৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা নেয়। এজন্য তার দরকার ছিল সরকারী চাকুরীর সর্বত্র নিজস্ব অযোগ্য, অদক্ষ ও চাটুকার দলীয় লোক। ২০২৪ সালে কোটা পদ্ধতি চালু করলে দেশের ছাত্র-জনতা ক্ষেপে উঠে। বিভিন্নভাবে বঞ্চনার স্বীকার আবু মুজাহিদ মল্লিক ছাত্রদের আন্দোলনে যুক্ত হয়। সরকার পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রতিহত করা হয়েছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুররতার সাথে।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা ছাত্র-জনতার আন্দোলনে টিকতে না পেরে ভারতে পলায়ন করেন। তিনি রেখে যান তার খুনি বাহিনীকে। হাসিনার পদত্যাগ ও পালিয়ে যাওয়ার খবরে দেশবাসী আনন্দে রাস্তায় নেমে আসে। আবু মুজাহিদও রাজপথে ছিলেন। সাভার বাসস্ট্যান্ডে রাজ্জাক প্লাজার সামনে বিজয়োল্লাসরত মিছিলে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আবু মুজাহিদ মল্লিক। তাঁকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ৬ আগস্ট মরদেহ গোপ্তরগাতি গ্রামে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

আবু মুজাহিদ মল্লিকের বাবা শাহাবুদ্দিন মল্লিক ঢাকার সাভারে সিঙ্গার কোম্পানির গুদামে শ্রমিকের কাজ করে ২৫ হাজার টাকা পেতেন। স্ত্রী ও বড় ছেলে মুজাহিদকে নিয়ে সেখানেই বসবাস। ছোট ছেলে মোফাচ্ছের মল্লিক শ্রীপুর গ্রামে মামাবাড়িতে থাকে। মুজাহিদ ফার্নিচারের দোকানে মিস্ত্রির কাজ করে মাসে ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা আয় করতেন। বাবা-ছেলের টাকায় সংসার ভালোই চলছিল। ছেলের শোকে ১৫ দিন কাজে যেতে পারেননি শাহাবুদ্দিন। তাই তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া
২. স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	: আবু মুজাহিদ মল্লিক
জন্ম তারিখ	: ২১ নভেম্বর ২০০৭
পেশা	: চাকুরীজীবী (ফার্নিচারের দোকান)
বাবা	: মো: সাহাবুদ্দিন মল্লিক
মাতা	: সারমিন বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গোপ্তরগাতি, ডাকঘর: খান্দারপাড়া, থানা: মুকসুদপুর জেলা: গোপালগঞ্জ
পরিবারের তথ্য	ভাই: মোফাচ্ছের
ঘটনার স্থান	
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ২:৩০টা
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সাভার বাসস্ট্যান্ডে রাজ্জাক প্লাজার সামনে
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: গোপ্তরগাতি, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ

শহীদ সোহাগ মিয়া

ক্রমিক : ৬৯৮

আইডি : সিলেট বিভাগ ০২৯

শহীদ পরিচিতি

সোহাগ মিয়ার বাড়ি সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার ভীমখালি ইউনিয়নের গোলামীপুর গ্রামে। জেলা শহর থেকে ওই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ২২ কিলোমিটার। তার বাবার নাম আবুল কালাম এবং মায়ের নাম রোকেয়া বেগম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে গত ৫ আগস্ট ঢাকার বাড্ডায় গুলিতে নিহত হন সোহাগ মিয়া (২৩)। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সোহাগ ছিলেন দ্বিতীয়।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

খুনি শেখ হাসিনা সরকারের দূর্নীতি, লুটপাট, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা ধ্বংসসহ সকল ক্ষেত্রে অদক্ষ, দলীয় ও লম্পট লোকেদের প্রাধান্যের ফলে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ভারতের সাথে দেশের স্বার্থ বিরোধী গোপন চুক্তিতে দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। হাসিনা সরকার ২০০৮ সালে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ক্ষমতায় আসার পরে দেশপ্রেমিক নাগরিক ও প্রতিবাদী জনতাকে আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে আটক, গুম, খুন করতে থাকে। বিরোধীদল হিসেবে বিএনপি মাঝে মাঝে আন্দোলনের ডাক দিলেও রাজপথে শক্ত অবস্থান নিতে ও নব্য ফেরাউন সরকারকে হঠাতে চরমভাবে ব্যার্থ হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দলের অনেক নেতা-কর্মী টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায়। একারণে তাদের আপোষহীন নেত্রী খালেদা জিয়া রাজপথে আন্দোলনের ডাক দিলেও এদলের নেতা-কর্মীরা নেত্রীর আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে। ফলে খালেদা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়। তার দুই পুত্রকে পেটানো হয়। ছোট ছেলে কোকো রহমান এক পর্যায়ে হাসিনা সরকারের অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করেন। বড় ছেলে তারেক জিয়া নির্বাসনে লন্ডনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। স্বৈরাচারের ১৫ বছরের শাসনে বিএনপি মুসলিম লীগের মতো সংখ্যালঘু দলে পরিণত হয়। শেখ হাসিনা বিএনপির নেতা-কর্মীদের কিনে নিতে পারলেও দেশের বড় ইসলামী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের কিনতে চরমভাবে ব্যর্থ হন। দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষমতায় থাকতে জামায়াত নেতাদের আটক, গুম ও খুন করা শুরু হয়। কেউ ন্যায়ের পক্ষে কথা বললে, সরকারী দলের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে কিংবা যেকোন আন্দোলন হলে হাসিনা ও তার এমপি মন্ত্রীরা প্রতিবাদকারীদের জামায়াত-শিবির আখ্যা দিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন চালাতো। মিডিয়া গুলো জামায়াত-শিবির নির্যাতনে সরকারকে উৎসাহিত করতো। অবস্থা এমন দাড়ালো যে কাউকে জামায়াত-শিবির অভিযোগ তুলে পিটিয়ে হত্যা করা বৈধ একটি কাজ। হাসিনা সরকার চিরস্থায়ী ভাবে ক্ষমতায় থাকার পরিকল্পনা নেয়। তারা সরকারী চাকুরীতে অযৌক্তিক মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে ২০১৮ সালে প্রতিবাদের মুখে বাতিল করলেও ২০২৪ সালে আবার হাইকোর্টে দলীয় বিচারকের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনে। তাদের উদ্দেশ্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমে দলীয় অদক্ষ লোকেদের চাকুরীতে নিয়োগ দিয়ে হাসিনা শাসন চিরস্থায়ী করা। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা কোটা প্রথা নিষিদ্ধ করতে শুরু করে দেয় প্রতিবাদ। টোকাই ও ধর্ষক লীগ নামে খ্যাত ছাত্রলীগ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে লাঠিপেটা করে। জুলাই মাস জুড়ে পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আনসার ছাত্র-জনতাকে দমনে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। আহত ও নিহত হয় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে কারফিউ দেয়া হয়। ছাত্র-জনতাকে বাসা থেকে গ্রেফতার করা হতে থাকে। দেশবাসী প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ছাত্রদের এই বৈষম্য বিরোধী

আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রীয়তার সাথে পাশে এসে যুক্ত হয় ইসলামী ছাত্রশিবির। তারা দফায় দফায় কর্মসূচী দিয়ে আন্দোলনকে পরিপূর্ণতা দান করে। তারা ৯ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। ১ আগস্ট শেখ হাসিনা জামায়াত ও শিবিরকে সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। দেশের মানুষ এ ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা বুঝতে পারে হাসিনা অতীতের মতো আন্দোলনকারীদের জামায়াত-শিবির আখ্যা দিয়ে গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজপথ আরো বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ৪ আগস্ট ১ দফা সরকার পতনের ঘোষণার ফলে ৫ আগস্ট দেশের মানুষ রাজপথে নেমে পড়ে। শেখ হাসিনা তার পতন ঘন্টা বেজে উঠতে দেখে ভারতে পালিয়ে যায়। দুপুর বেলায় জনতা এমন সংবাদে সংসদ ভবন, শেখ হাসিনার বাড়ি প্রভৃতি স্থানে আনন্দে ছুটে আসে। সোহাগ মিয়া তার ভাই শুভ মিয়াকে নিয়ে সংসদ এলাকায় ছুটে যান। হাসিনা পালিয়ে গেলেও পুলিশ-বিজিবির প্রতি তার নির্দেশ ছিল গণহত্যা পরিচালনা করার। সোহাগ মিয়া এসময় গুলিবিদ্ধ হন। ছোটভাই শুভ মিয়া ভাইকে বাঁচাতে গেলে তিনিও গুলিতে আহত হন। গুলিবিদ্ধ সোহাগ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন।

সোহাগের মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মঙ্গলবার ভোরে সোহাগের মৃতদেহ জামালগঞ্জে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলে সর্বস্তরের জনগণ দেখতে ছুটে যান। পরে দুপুর ২টায় জামালগঞ্জ হেলিপ্যাড মাঠে সব শ্রেণিপেশার মানুষের উপস্থিতিতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিবারের বক্তব্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা

'লাশ দেইখ্যা তো আমি বেহুঁশ। অত গুলি কি লা করল। ছেলেটার বুক গুলিতে ঝাঁঝরা আছিল। আমার ছেলের বুকখান চোখও লাগি রইছে। আমরা অখন কিলা চলমু, আমারে ওষুধের টেখা দিব কেটায়।'

কথাগুলো বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেন ষাটোর্ধ্ব আবুল কালাম (৬৪)। ছেলের কথা মনে হলেই তিনি নীরবে কাঁদেন। হতদরিদ্র আবুল কালাম ছেলেকে হারিয়ে এখন দিশাহারা। তাঁর আফসোস, ছেলেটা দেনার চাপে ছোট ভাইকে নিয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন। বলেছিলেন, ঋণ শোধ করে গ্রামে ফিরবেন। কিন্তু এভাবে লাশ হয়ে ফিরবেন, কখনো ভাবতে পারেননি আবুল কালাম। আবুল কালাম এক সময় এলাকায় রিকশা চালাতেন। এখন বয়স হওয়ায় ও রোগে-শোকে কাজ করতে পারেন না। বাড়িতেই থাকেন।

আবুল কালাম জানান, তাঁর পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে বড়, বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে সোহাগ দ্বিতীয়। চার বছর আগে সোহাগ সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেন। এরপর জমি, ঘরের গরু আর মহাজনি সুদে ঋণ নিয়ে প্রায় চার লাখ টাকা জোগাড় করে দালালকে দেন। কিন্তু সব টাকা খোয়া যায়। এরপর সুদের টাকার চাপে ছোট ভাই শুভ মিয়াকে (২০) নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালান সোহাগ মিয়া। ঢাকায় গিয়ে পোশাক কারখানায় কাজ নেন দুই ভাই। থাকতেন বাড্ডার হোসেন মার্কেট এলাকায়। যা আয় করতেন মাসে মাসে সেখান থেকে কিছু টাকা পাঠাতেন বাড়িতে। সেই টাকা দিয়ে ঋণ শোধ করছিলেন বাবা। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত আবুল কালামের চিকিৎসার খরচও দিতেন সোহাগ।

আবুল কালাম বলেন, 'একটা ভাঙা ঘরে থাকি। বেড়া নাই, টিন নাই। মেঘ আইলে (বৃষ্টি হলে) পানি পড়ে। একবেলা খাইলে, দুইবেলা উপাস যায়।

গ্রামের বাসিন্দারা জানান, সোহাগের পরিবার খুবই দরিদ্র। যে গাড়ি লাশ নিয়ে এসেছিল, সেটার ভাড়ার টাকাও গ্রামের লোকজন দিয়েছেন। গ্রামের বাসিন্দা আইনজীবী মো: শাহিনুর রহমান বলেন, সোহাগ মিয়া মারা যাওয়ায় দরিদ্র পরিবারটি আরও অসহায় হয়ে পড়ল। এখন আহত শুভ মিয়ার চিকিৎসা ও পরিবারটি কীভাবে চলবে, সেটাই চিন্তার বিষয়। তাদের পাশে সরকারের দাঁড়ানো উচিত।

সোহাগের ভাঙা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা-মায়ের সঙ্গে অন্য ৪ ভাই। (ইনসেটে) ছেলের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মোনাজাত করে কাঁদছেন

নিহতের বড় ভাই বিল্লাল মিয়া জানান, নিহত সোহাগ মিয়া ও তার ছোট ভাই শুভ মিয়া ঢাকায় বাড্ডার হোসেন মার্কেট এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

গত ৫ জুলাই দুপুরে ঢাকায় সংসদ ভবনের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের সময় সোহাগ গুলিবিদ্ধ হলে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ সময় সঙ্গে থাকা ছোট ভাই শুভ মিয়া তার গুলিবিদ্ধ ভাইকে বাঁচাতে গেলে সে নিজেও আহত হয়। বর্তমানে সে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া
২. স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	:	সোহাগ মিয়া
পেশা	:	চাকুরীজীবী
বাবা	:	আবুল কালাম
মা	:	রোকেয়া বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: গোলামীপুর থানা: জামালগঞ্জ জেলা: সুনামগঞ্জ
ভাই	:	বিল্লাল মিয়া, সোহাগ মিয়া, শুভ মিয়া
ঘটনার স্থান	:	সংসদ ভবন এলাকা
আক্রমণকারী	:	পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	:	৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ৩ টা
আঘাতের ধরন	:	গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	:	৫ আগস্ট ২০২৪, সংসদ ভবন এলাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	গোলামীপুর, সুনামগঞ্জ

শহীদ মোস্তাক আহমদ

ক্রমিক : ৬৯৯

আইডি : সিলেট বিভাগ ০৩০

শহীদ পরিচিতি

মোস্তাক আহমদ হবিগঞ্জ জেলার এক সাহসী সন্তান। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারকে বিতাড়িত করতে যারা নিজের তাজা রক্ত দিয়েছেন তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। প্রায় একযুগ আগে মারা যান মোস্তাকের বাবা আব্দুল কাদির। চার ভাই, তিন বোনের মধ্যে মোস্তাক সবার ছোট ছিলেন। তার মায়ের নাম মায়া বেগম। মোস্তাক বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। মোস্তাকের পরিবার বর্তমানে সিলেট সদর উপজেলার কান্দিগাঁও ইউনিয়নের ধনপুর গুচ্ছগ্রামে সরকারি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরে বসবাস করছে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছিল তাদের দূর্নীতিবাজ সরকারকে সরাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির সক্রীয়ভাবে কাজ করছে। এজন্য ১ আগস্ট ২০২৪ সালে জামায়াত ও শিবিরকে নিষিদ্ধ করে স্বৈরাচারী সরকার। দেশবাসী আরো ক্ষেপে উঠে। তারা ততদিনে বুঝতে পেরেছিল এদেশে কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই রাজাকার, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বলে খেতাব পায়। প্রতিবাদীদের জামায়াত-শিবির বলে পেটানো হয়। জনতা অনুধাবন করে এদেশের স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষক, অন্যায়ের বিরোধীতাকারী হল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির। দেশপ্রেমিক জনতা আরো বুঝতে পারে জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করে সরকার মূলত আন্দোলন নির্মূলে গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ২ আগস্ট ছাত্র-জনতা সরকারী সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে রাজপথে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। ২ আগস্টে নতুন কর্মসূচী ঘোষিত হয়- 'শনিবার সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও আগামীকাল রোববার থেকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন'।

যেভাবে গুলিবিদ্ধ হন

২ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা জুমার নামাজের পর হবিগঞ্জে শহরের কোর্ট মসজিদের সামনে অবস্থান নেন। পরে তারা শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। শহরের টাউন হল এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সশস্ত্র অবস্থায় ছিলেন। শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান সড়ক দিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সাবেক সংসদ সদস্য আবু জাহিরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা হামলা চালান। এ সময় মোস্তাক আহমেদ গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে হবিগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শনিবার সকালে হবিগঞ্জ জেলা হাসপাতালে মোস্তাকের ময়নাতদন্ত করা হয়। হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক মমিন উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'তাঁর পেছন দিক থেকে ডান হাতের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নিচে গুরুতর জখম ছিল। সেই জখমের কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণেই মোস্তাক মারা যান। জখমটি গুলির মতোই বলা যায়। শনিবার বাদ জোহর গৌরীপুর মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে মোস্তাকের মরদেহ দাফন করা হয়। জানাজায় এলাকার সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন।

পরিবারের বক্তব্য

চাচাতো ভাই রাজা বলেন, 'মোস্তাকের বিয়ের জন্য আমরা মেয়ে দেখা শুরু করেছিলাম। এখন তো আমার ভাই-ই চলে গেল।' তিনি বলেন, 'যতটুকু জেনেছি, মোস্তাক মারা যাওয়ার আগে কীভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েছে, সেটা বলতে চেয়েছিল। শুধু বলেছে, 'পুলিশের যে সাদা গাড়ি (এপিসি), ওউটা থেকে গুল্লি করছে।'

মোস্তাকের বড় ভাই ময়না মিয়া বলেন, 'জুমার নামাজের পর দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষে জুতা লওয়াত গিয়েছিল। জুতা লওয়ার সময় দুইওবায় হাল্লা-গোল্লা লাকছে। বাদে গুল্লিবিদ্ধ ওইছে। ওতটুকু আমরা জানি।' গৌরীপুরের বাসিন্দা বাদশা মিয়া বলেন, 'মোস্তাক অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছে। সে একাধিক কাজও জানত।'

মোস্তাকের বন্ধু জমির উদ্দিন বলেন, 'তারে আমি নিজে নিয়ে এই কাজ শিকাইছি। যেদিন যায়, আমি নিজে গাড়িতে তুলে দেই। যখন শুনলাম সে মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ভাড়া করে আমরা সেখানে যাই। আমরা চেয়েছি লাশ যেভাবে আছে সেভাবে (ময়নাতদন্ত ছাড়া) নিয়ে আসতে। আমাদের অনেক দৌড়াদৌড়ি করাইছে। পরে বলছে সকাল ৭টায় নিয়ে যেতে। সকালে গিয়ে দেখি লাশ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।'

পরিবারের মামলা

হবিগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সিলেটের মোস্তাক আহমেদ (২৫) হত্যার ঘটনায় হবিগঞ্জ-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট আবু জাহিরসহ ১১১ জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা রুজু হয়েছে। এতে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে আরও ১০০ থেকে ১৫০ জনকে। গতকাল বুধবার বিকাল ৪টার দিকে এসএম মামুন বাদী হয়ে সদর মডেল থানায় মামলাটি করেন। মামলাটি এজাহার হিসেবে রেকর্ড করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নূরুল আলম। গত মঙ্গলবার রাতে এই মামলার এজাহার দায়ের করা হয়েছিল। নিহত মোস্তাক আহমেদ সিলেটের জালালাবাদ থানার বউরিপুর এলাকার আবদুল কাদিরের ছেলে। তিনি হবিগঞ্জে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রকল্পে শ্রমিকের কাজ করতেন। মামলার বাদী এসএম মামুন হবিগঞ্জ পৌর যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক। তিনি জানিয়েছেন, নিহতের পরিবারের সম্মতি নিয়ে তিনি এ মামলায় বাদী হয়েছেন। মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, হবিগঞ্জ

পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাচ্ছিরুল ইসলাম, লাখাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুশফিউল আলম আজাদ, শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুর রশিদ তালুকদার ইকবাল, বানিয়াচং উপজেলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, বানিয়াচং উপজেলার মন্দরী ইউপির চেয়ারম্যান শেখ শামছুল হক, জেলা যুবলীগের সভাপতি আবুল কাশেম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ রাজ, ড. শাহ নেওয়াজ, পৌর আওয়ামীলীগ নেতা আলমগীর সোহাগ, মক্রমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিবুর রহমান মাহি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল আজাদ রাসেল, জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দিন আহমেদ সুমন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ফয়জুর বশির চৌধুরী সুজন, জেলা শ্রমিকলীগের সাধারণ সম্পাদক নিলাদ্রী শেখর পুরকায়স্ত টিটুসহ ১১১ জন।

প্রস্তাবনা

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া।
২। শহীদ পরিবারের জন্য স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	:	মোস্তাক আহমদ
পেশা	:	ইলেকট্রিক মিস্ত্রি
বাবা	:	আবদুল কাদির
মা	:	মায়া বেগম
বোন	:	শাহানা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: গৌরীপুর, থানা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, জেলা: সিলেট
ঘটনার স্থান	:	তিনকোনা পুকুরপাড় এলাকা
আক্রমণকারী	:	পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	:	৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ২:৩০টা
আঘাতের ধরন	:	গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	:	২ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ২:৩০টা, হবিগঞ্জ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	গৌরীপুর

শহীদ নাজমুল হাসান

ক্রমিক : ৭০০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৩২

শহীদ পরিচিতি

নাজমুলের নিজের বাড়ি কুমিল্লা হলেও তিনি তার পরিবারসহ মাদারীপুরে নানার বাড়ির কাছাকাছি অবস্থান করতেন। তার বাবা অসুস্থতার কারণে তেমন কিছু করতে পারেন না। মা ঢাকায় একটি হাসপাতালে চাকুরী করেন। নাজমুল নিজেও লেখাপড়ার পাশাপাশি মায়ের সাথে কাজ করতেন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশে দেশপ্রেমিকদের বিতাড়িত করে দলীয় অদক্ষ, চাটুকার ও লম্পটদের মাধ্যমে লুটপাট চালিয়ে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল । শেখ হাসিনা পরিকল্পনা নেয় ২০৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার। সরকারী চাকুরীতে অযৌক্তিক মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে ২০১৮ সালে প্রতিবাদের মুখে বাতিল করলেও ২০২৪ সালে আবার হাইকোর্টে দলীয় বিচারকের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা ২০১৮ সালের মতো কোটাপ্রথা নিষিদ্ধ করতে শুরু করে দেয় প্রতিবাদ। টোকাই ও ধর্ষক লীগ নামে খ্যাত ছাত্রলীগ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে লাঠিপেটা করে। জুলাই মাস জুড়ে পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব , আনসার ছাত্র-জনতাকে দমনে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। আহত ও নিহত হয় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে কারফিউ দেয়া হয়। ছাত্র-জনতাকে বাসা থেকে গ্রেফতার করা হতে থাকে। এরকম উত্তাল দিনেও কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হতেন নাজমুল। জীবিকার তাগিদে ছোটবেলা থেকেই রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করেন নাজমুল হাসান। পরিবারের হাল ধরতে রাজধানীর ফরাজী হাসপাতালের ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান হিসেবে এক বছর আগে চাকরি নেন নাজমুল। গত ১৯ জুলাই দুপুরে আফতাবনগর এলাকার বাসা থেকে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বের হন তিনি। গোলাগুলি ও সংঘর্ষের কারণে সড়কে যানবাহন না পেয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বনশ্রী এলাকার গোদারা ঘাটের সাঁকোর কাছে পেটে গুলি লাগে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নাজমুল। পাশে থাকা এক পথচারী নাজমুলকে উদ্ধার করে নিয়ে যান নাগরিক প্রাইভেট হাসপাতালে। সেখানে কিছুক্ষণ চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মারা যান তিনি। ওইদিন রাতেই তার মরদেহ নিয়ে আসা হয় গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর সদর উপজেলার চরগোবিন্দপুর এলাকায়। ২০ জুলাই পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় নাজমুলকে।

পরিবারের বক্তব্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা

জীবিকার তাগিদে ছোটবেলা থেকেই রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করেন নাজমুল হাসান। পরিবারের হাল ধরতে রাজধানীর ফরাজী হাসপাতালের ফিজিওথেরাপি টেকনিশিয়ান হিসেবে এক বছর আগে চাকরি নেন নাজমুল। একই হাসপাতালে তার মা জব করেন।

নিহত নাজমুলের বাবা সৈয়দ আবুল কায়েস বলেন, আমার ছেলে কাজে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। নামজুল ছিল পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। আমরা এখন অসহায় হয়ে পড়েছি। এই ঘটনায় জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে নিহত নাজমুল হাসানের মা নাজমা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলে কাজে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। ও তো আন্দোলন করে নাই। আমার ছেলেকে কেন গুলি কইরা মারলো? আমার একমাত্র ছেলে। আমি এখন কি নিয়া বাঁচমু?’

নাজমা বেগম বলেন, ‘বাইরে গোলাগুলি হচ্ছে, অনেকবার নিষেধ করেছিলাম ডিউটিতে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু আমার কথা শুনেনি ছেলেটা। হতভাগা এভাবেই সবাইকে কাঁদিয়ে চলে যাবে, বুঝতেও পারিনি।

নাজমুলের বড় বোন তানজিলা আক্তার বলেন, আমার লেখাপড়ার কাজে সহযোগিতা করতো ভাই। এভাবে মরে যাবে এটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। বুকের ভেতরটায় যে কি হচ্ছে তা কাউকে বোঝাতে পারবো না। আমাকে ভাইকে কেন গুলি করে মারা হলো, এটার বিচার আমি আল্লাহ ছাড়া কার কাছে দেবো?

নিহতের মামা সাইদুল মাতুব্বর বলেন, এই ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করা হোক। নির্দোষ একটি ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলল, তার বিচার হওয়া উচিত।

প্রতিবেশী মো. আক্তারুজ্জামান বলেন, ছোটবেলা থেকেই নাজমুল ঢাকায় থাকে। এলাকায় ও ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিল। তার এমন মৃত্যু কোনোভাবেই আমরা মেনে নিতে পারছি না।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	:	নাজমুল হাসান
পেশা	:	ছাত্র, হাসপাতালে চাকুরী (পার্ট টাইম)
বাবা	:	আবুল কায়েস
মা	:	নাজমা বেগম (৪৫), চাকুরীজীবী
বোন	:	তানজিলা আক্তার
স্থায়ী ঠিকানা	:	চাপাতলি, মুরাদনগর, কুমিল্লা
বর্তমান ঠিকানা	:	মাতুব্বরবাড়ি, উত্তরকান্দি, চরগোবিন্দপুর, সদর উপজেলা, মাদারীপুর
ঘটনার স্থান	:	গুদারাঘাট সেতু, বনশ্রি, ঢাকা
আক্রমণকারী	:	পুলিশ ও আওয়ামীলীগ
আহত হওয়ার সময়	:	১৯ জুলাই ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ২ টা
আঘাতের ধরন	:	গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	:	১৯ জুলাই ২০২৪ গুদারাঘাট সেতু, বনশ্রি, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	মাদারীপুর

শহীদ মোঃ রিপন

ক্রমিক : ৭০১

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৬

শহীদ পরিচিতি

মোঃ রিপনের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ৬ নং লামচর ইউনিয়নের পানপাড়া গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের দিনমজুর ফারুক হোসেন ইদ্রিস ও সুফিয়া বেগমের সন্তান। তার জন্ম নিজ গ্রামে। তার বয়স হয়েছিলো ৩৬ বছর। তিনি বিবাহিত ছিলেন। বর্তমানে তার ২ সন্তান। ১টি ছেলে সন্তান আছে, যে মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে আছে। শহীদের বাবা মায়ের সাথে তার গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। তার স্ত্রী শামিমা আক্তার রুমা চট্টগ্রামে একটি পোশাক কারখানায় গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে সামান্য বেতনে কাজ করেন। রিপনের মৃত্যুতে পরিবারটি বর্তমানে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

০৫ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের ১ দফা আন্দোলনের দাবির সাথে একমত পোষণ করে তিনি ঢাকার বংশাল থানার নতুন চৌরাস্তা মোড়ে আন্দোলনরত ছিলেন।

হাসিনা সরকার পতনের পরে বিজয়মিছিলে শরীক হয়েছিলেন। খুনি হাসিনা দেশ ত্যাগের আগে তার নিজস্ব বাহিনীকে গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এজন্য সারাদিন জনতার বিজয়মিছিলে অসংখ্য মানুষ নিহত হন পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির গুলিতে। রিপন রাজপথে অবস্থানের সময় রাত ১০ টায় পুলিশের গুলিতে আহত হন।

হত্যার বিচার চাইলেন শহীদ রিপনের পরিবার

শহীদ সম্পর্কে তার প্রতিবেশী হুমায়ুন কবীর বলেন তিনি একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন,সর্বদা অন্যায়ের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি সর্বদা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। এছাড়া প্রতিবেশী নুর উদ্দীন জানান, তিনি কুরান ও সুন্নাহ মোতাবেক চলা ফেরা করতেন। আমরা তার হত্যার বিচার দাবি করছি।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

২. শহীদের স্ত্রীকে ভালো চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেয়া

৩. সন্তানদের লেখা পড়ার খরচ বহন

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	:	মো: রিপন
পেশা	:	দিনমজুর
বয়স	:	৩৬ বছর
শহীদ হওয়ার তারিখ	:	০৭ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক সন্ধ্যা ০৭.৩০ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	:	হৃদরোগ ইনস্টিটিউট
দাফন করা হয়	:	পানপাড়া গ্রামের ছত্তার ভূইয়ার বাড়ি
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম- পশ্চিম ডলার, ইউনিয়ন- পাটিরহাট, উপজেলা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম
পিতা	:	ফারুক হোসেন ইদ্রিস
মাতা	:	সুফিয়া বেগম
সন্তানের বিবরণ	:	২ জন উর্মি আক্তার বয়স- ১৩ মো: তুহিন বয়স- ০৫

শহীদ শাহাদাত হোসেন শামীম

ক্রমিক : ৭০২

আইডি : চট্টগ্রাম ১০৭

শহীদ পরিচিতি

শাহাদাত হোসেন শামীমের বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলায়। তার বাবার নাম আবদুল হাই এবং মায়ের নাম নুরুন নাহার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে গত ৫ আগস্ট ঢাকার আশুলিয়ায় গুলিতে নিহত হন তিনি।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

২০০৮ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অকার্যকর দেশে পরিণত হতে থাকে। ধনীরা আরো ধনী হতে থাকে আর গরিবরা গরিবই থেকে যায়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টারা ভারতকে কি কি সম্পদ প্রদান করলে আমরা কানাডা-সিংগাপুর হয়ে যাব সেসব খোয়াব দেখাতো! ১৫ বছর পরে দেশের মানুষ বুঝলো শাসক শ্রেণি শুধু চোর নয়, ভয়ংকর ডাকাত!

খুনি শেখ হাসিনা সরকারের দূর্নীতি, লুটপাট, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা ধ্বংসসহ সকল ক্ষেত্রে অদক্ষ, দলীয় ও লম্পট লোকেদের প্রাধান্যের ফলে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ভারতের সাথে দেশের স্বার্থবিরোধী গোপন চুক্তিতে দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। হাসিনা সরকার ২০০৮ সালে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করে ক্ষমতায় আসার পরে দেশপ্রেমিক নাগরিক ও প্রতিবাদী জনতাকে আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে আটক, গুম, খুন করতে থাকে। শেখ হাসিনা বিএনপির নেতা-কর্মীদের কিনে নিতে পারলেও দেশের বড় ইসলামী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের কিনতে চরমভাবে ব্যর্থ হন। দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষমতায় থাকতে জামায়াত নেতাদের আটক, গুম ও খুন করা শুরু হয়। কেউ ন্যায়ের পক্ষে কথা বললে, সরকারী দলের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে কিংবা যেকোন আন্দোলন হলে হাসিনা ও তার এমপি মন্ত্রীরা প্রতিবাদকারী-দের জামায়াত-শিবির আখ্যা দিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন চালাতো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে কাউকে জামায়াত-শিবির অভিযোগ তুলে পিটিয়ে হত্যা করা বৈধ একটি কাজ। বিশ্বজিৎ নামক এক পথচারি হিন্দুকে শিবির আখ্যা দিয়ে ছাত্রলীগ প্রকাশ্যে খুন করে।

হাসিনা সরকার পরিকল্পনা নেয় চিরস্থায়ী ভাবে ক্ষমতায় থাকার। তারা সরকারী চাকুরীতে অযৌক্তিক মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে ২০১৮ সালে প্রতিবাদের মুখে বাতিল করলেও ২০২৪ সালে আবার হাইকোর্টে দলীয় বিচারকের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনে। তাদের উদ্দেশ্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমে দলীয় অদক্ষ লোকেদের চাকুরীতে নিয়োগ দিয়ে হাসিনা শাসন চিরস্থায়ী করা। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা কোটা প্রথা নিষিদ্ধ করতে শুরু করে দেয় প্রতিবাদ। ছাত্রলীগ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে লাঠিপেটা করে। জুলাই মাস জুড়ে পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আনসার ছাত্র-জনতাকে দমনে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। আহত ও নিহত হয় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে কারফিউ দেয়া হয়। ছাত্র-জনতাকে বাসা থেকে গ্রেফতার করা হতে থাকে। দেশবাসী প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। রাজপথ আরো বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ৪ আগস্ট ১ দফা সরকার পতনের ঘোষণার ফলে ৫ আগস্ট দেশের মানুষ রাজপথে নেমে পড়ে। শেখ হাসিনা তার পতন ঘন্টা বেজে উঠতে দেখে ভারতে পালিয়ে যান। সংবাদ শুনে জনতা আনন্দে ছুটে আসে রাস্তায়। শাহাদাত হোসেন শামীম ও ছুটে যান বিজয় মিছিলে। হাসিনা পালিয়ে গেলেও পুলিশ-বিজিবির প্রতি তার নির্দেশ ছিল গনহত্যা পরিচালনা করার। শামীম আশুলিয়া থানার সামনে বিকাল ৪ টার সময় গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বরণ করেন। পরদিন আসলপাড়া, রামগঞ্জ লক্ষ্মীপুরে তাকে কবরস্থ করা হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শামীমের বাবার কৃষিকাজের ফলে সংসার চলে। শামীম চেয়েছিল ঢাকায় চাকুরী করে পরিবারকে আরো সচ্ছল করতে।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	:	শাহাদাত হোসেন শামীম
জন্ম	:	১৫ জুন ২০০২
পেশা	:	চাকুরীজীবী
বাবা	:	আবদুল হাই (৬০)
মা	:	নুর নাহার (৫০)
ভাই-বোন	:	মোঃ রাজু, এইচ এস সি পাস ইমা আক্তার, ছাত্রী, ১০ম শ্রেণি ইমন, ছাত্রী, শিশু শ্রেণি
স্থায়ী ঠিকানা	:	মুরাদ বাড়ি গ্রামঃ সবুজ গ্রাম, ডাকঘরঃ আলেকজান্ডার, থানাঃ রামগতি, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর
ঘটনার স্থান	:	সংসদ ভবন এলাকা
আক্রমণকারী	:	পুলিশ ও ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার সময়	:	৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক বিকাল ৪ টা
আঘাতের ধরন	:	গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	:	৫ আগস্ট ২০২৪, আশুলিয়া থানা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	সবুজগ্রাম, লক্ষ্মীপুর

" মায়ের ওষুধ নিয়ে ঘরে ফেরা হলো না "

শহীদ সৈকত চন্দ্র দে

ক্রমিক : ৭০৩

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৮

পরিচিতি

সৈকত চন্দ্র দে, একজন সাহসী এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামী, যিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে সমাজের প্রতি প্রেরণার আলোকবর্তিকা হয়ে আছেন। তিনি ১লা মে, ১৯৮২ সালে চাঁদপুর জেলার মতলব থানার উপাদি গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মা শিখা রানী দে গৃহিনী তার পিতা দুলাল চন্দ্র দে ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, যিনি তার সন্তানকে সততা ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে অনুপ্রাণিত করেন।

গ্রামের হিমেল হাওয়ায় বেড়ে ওঠা সৈকত চন্দ্র দে শৈশব থেকেই বৈষম্যের করুণ চিত্রের মুখোমুখি হন। শহরে এসে আনন্দ হাউজিং সোসাইটিতে চাকরি জীবন শুরু করলেও তিনি সবসময় সমাজের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে কাজ করার স্বপ্ন দেখতেন। ঢাকার শনির আখড়ায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে তার সাহসী অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এই আন্দোলন চলাকালীন তিনি শাহাদাত বরণ করেন, ত্যাগের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়ের দাবিকে জাগ্রত করে রেখে গেছেন প্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার এই ত্যাগ এবং সাহস আমাদের সকলের জন্য এক অসামান্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সৈকত চন্দ্র দে ছিলেন এক সংগ্রামী তরুণ, যিনি নিজের কষ্টার্জিত আয় দিয়ে পরিবারের অভাব-অনটনের দিন কাটানোর চেষ্টা করতেন। ভিটে-মাটি হারানো এই পরিবারটির জীবনে যেন প্রতিটি দিন ছিল এক নতুন যুদ্ধ। আবাদি জমি কিংবা কোনো স্থায়ী সম্পদ না থাকায় সৈকতের ছোট চাকরিই ছিল পরিবারের একমাত্র ভরসা। সেই সামান্য আয়ে চলত তার মা-বাবা, এক ছেলে ও এক মেয়ের জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলো। তার জীবন যেন ছিল দিন এনে দিন খাওয়ার মতো। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মুখে এক টুকরো হাসি ফোটানোর জন্য সৈকত দিনরাত পরিশ্রম করতেন। কিন্তু এই সংগ্রামী জীবনের গল্প শেষ হয়ে যায় ২০ জুলাই ২০২৪-এ, যেদিন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ হন তিনি।

সৈকতের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের ভালোবাসার একজন সদস্যকে কেড়ে নেয়নি, বরং তাদের একমাত্র আশ্রয়কেও কেড়ে নিয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে পরিবারের জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। এক ছেলে ও এক মেয়ের লেখাপড়া আজ প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। পরিবারের জন্য প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এই দারিদ্র্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সৈকতের পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। তার আত্মত্যাগ আমাদের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকলেও, তার পরিবারের এই দুঃখের গল্প আমাদের সমাজের চোখে বড় এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে।

যেভাবে শহীদ হোন

২০২৪ সালের ২০ জুলাই, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোর মধ্যে যাত্রাবাড়ী ছিলো এক রণক্ষেত্র। পুলিশের তাণ্ডব এবং নৃশংস হামলায় পুরো এলাকা এক নরকে পরিণত হয়েছিল। এই দিনেই শহীদ হন সৈকত চন্দ্র দে, এক সংগ্রামী তরুণ, যিনি সেদিন তার অসুস্থ মায়ের জন্য ওষুধ আনতে শনির আখড়ায় গিয়েছিলেন। সৈকতের মা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন, এবং তার প্রতিদিনের ওষুধ ছিল অত্যন্ত জরুরি। মায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধ থেকে তিনি রাস্তায় বের হয়েছিলেন। কিন্তু সেই যাত্রা-ই হয়ে যায় তার জীবনের শেষ যাত্রা।

পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে সেদিন সৈকত আহত হন। মায়ের ওষুধ নিয়ে ঘরে ফেরার বদলে তিনি ফিরে আসেন। তিনি তার জীবন উৎসর্গ করেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের এক বীর সৈনিক হিসেবে। তার মৃত্যু শুধু তার পরিবার নয়, পুরো সমাজকে শোকাহত করে। তার এই আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার মূল্য কতটা চড়া, আর ন্যায়ের জন্য লড়াই কতটা গুরুত্বপূর্ণ। শহীদ সৈকত চন্দ্র দে বীরত্বের এক মূর্ত প্রতীক হয়ে চিরদিন আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

একজন প্রতিবেশী জানান,শহীদ সৈকত চন্দ্র দে ছিলেন আমাদের এলাকার এক মানব দরদী মানুষ। আমরা তাকে কখনো কারো সাথে খারাপ আচরণ করতে দেখিনি। যে কোনো প্রয়োজনে তিনি সবার আগে ছুটে যেতেন, তা সে পরিচিত হোক বা অপরিচিত। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে মিশে তিনি এমন এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, যা আমাদের মুগ্ধ করত। তার মতো উদার ও মানবিক মানুষ আজকের দিনে খুব কমই দেখা যায়। আমরা তার মতো একজন মানুষকে হারিয়ে গভীর শোকাহত।"

একনজরে তথ্যাবলি

নাম	:	সৈকত চন্দ্র দে
পেশা	:	চাকুরিজীবী, আনন্দ হাউজিং সোসাইটি
জন্মস্থান	:	গ্রাম: উপাদি, থানা মতলব, জেলা: চাদপুর
জন্মতারিখ	:	০১/০৫/১৯৮২
পিতা	:	দুলাল চন্দ্র দে
মাতা	:	শিখা রানী দে
আয়ের সংস্থান	:	নেই
শাহাদাতের তারিখ	:	২০ জুলাই ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	:	শনির আখড়া, ঢাকা

শহীদ শাকিল

ক্রমিক : ৭০৪

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৭৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ শাকিল ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার কাজিরা বাদ গ্রামের একজন তরুণ, যিনি ঢাকার বসিলা গার্ডেন সিটিতে বসবাস করতেন। তিনি ২০০২ সালের ৩ জুন জন্মগ্রহণ করেন। শাকিলের পিতা দলিল উদ্দিন এবং মাতা সোকানুর। তার পিতা ২০২০ সালের জুলাই মাসে মারা যান। শহীদের মা একজন গৃহিণী এবং বয়স ৬০ বছর।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ শাকিলের বাবা মারা যাওয়ার পর ভাইয়েরা তাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এখানে একটি মাদ্রাসায় তাকে ভর্তি করিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি হোটেলের কাজে যোগ দেন। এ কাজ করে তার মাসিক ৬০০০ টাকা আয় হত। শাকিলের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পাঁচ ভাই এবং নয় বোন রয়েছেন। তাদের বাড়িতে কোন জমিজমা নাই বললেই চলে। শহীদ শাকিলের মা-ছেলের সম্পর্ক গভীর এবং পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ববোধ লক্ষ্যণীয়, এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, শহীদ শাকিল একটি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা একজন সংগ্রামী যুবক, যিনি জীবনে উন্নতি করতে সদা প্রচেষ্টায় ছিলেন।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Badarpur Union Parishad
Lalmohan, Bhola
জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate
Birth Registration Number
Date of Birth : 01/08/2002 Sex : Male
In Word : First of August Two Thousand Two
Name : Shakil
Nationality : Bangladeshi
Nationality : Bangladeshi
Place of Birth : Bhola, Bangladesh
Permanent Address : Ward - 4, Badarpur, Lalmohan, Bhola
Seal & Signature
Seal & Signature

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ২০২৪ সালে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, যা "জুলাই বিপ্লব" নামে পরিচিত, দেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে আওয়ামী লীগের দুঃশাসন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য জাতির ভেতরে তীব্র জনরোষের সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক বৈষম্য, শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল অবস্থা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মতো ইস্যুগুলো ক্রমে যুবসমাজের মধ্যে ক্ষোভ জাগিয়ে তোলে।

জুলাই ২০২৪ সালে এই ক্ষোভ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে, যখন ছাত্রসমাজ একসঙ্গে রাস্তায় নেমে আসে। তাদের দাবি ছিল সমাজের সব স্তরে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার এবং শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা। আন্দোলনটি তীব্রভাবে সংগঠিত ছিল এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রনেতারা।

আন্দোলনটি শুরু হয় মূলত শিক্ষার্থীদের 'কোটা সংস্কার' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যা দ্রুতই সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন পায়। সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমদিকে আন্দোলন দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয় কিন্তু এর ফলে আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের নানা স্তরের মানুষ-শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক এবং পেশাজীবীরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হন। জুলাই মাসের মধ্যে এই আন্দোলন সারা দেশে বিপ্লবের রূপ নেয়, যার কারণে এটি "জুলাই বিপ্লব" নামে পরিচিতি লাভ করে। জুলাই বিপ্লবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এর নেতৃত্বে তরুণদের সক্রিয় ভূমিকা এবং প্রযুক্তি ব্যবহার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্দোলনের তথ্য প্রচার এবং জনসমর্থন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এতেও ছিল স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের 'ইন্টারনেট ক্র্যাকডাউন' এর মাধ্যমে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখার ন্যাক্কারজনক কাজ। এই বিপ্লব শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধ ছিল না; এটি ছিল সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য একটি জাগরণ।

এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আস্থা হারায় সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে। যদিও আন্দোলন সফলভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে কিছুটা সময় নিয়েছিল, এটি দেশের গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণ এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। "জুলাই বিপ্লব" তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করে, যা ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে থাকবে।

যেভাবে শহীদ হন

বিপ্লবী ছাত্র-জনতার স্লোগান হুংকারে স্বৈরাচার হাসিনার ক্ষমতার মসনদ কেঁপে উঠে। মুক্তিকামী জনতার তোপের মুখে ৫ আগস্ট রক্তপিপাসু খুনি হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। 'কোটা সংস্কার' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হওয়া ক্ষোভ ক্রমেই গণআন্দোলনের দিকে ধাবিত হয়। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তৎকালীন ফ্যাসিস্ট সরকারের পেটোয়া পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় নিরীহ-নিরস্ত্র মুক্তিকামী জনতার সাথে; আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়। অধিকার আদায়ের নির্ভীক সাহসী যোদ্ধা শাকিল ছাত্র-জনতার মুক্তির সংগ্রামে যুক্ত হয়।

১৯ জুলাই, শুক্রবার। জুমার নামাজের পর

মোহাম্মদপুরের বসিলায় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর চড়াও হয় ঘাতক পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী। মুহুর্তেই পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে শাকিল গুরুতর আহত হন। পরে ওই দিন বাদজুমা, শাকিল মৃত্যুবরণ করেন। তার শাহাদাতের ঘটনা দেশের তরুণ সমাজকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সরকারের দমনমূলক কার্যকলাপের প্রতি তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শাকিলের চাচা মো. শফিউল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, "শাকিল ছিল একজন পরিশ্রমী ও ধার্মিক যুবক। সে নিয়মিত নামায ও মাদ্রাসায় পড়াশুনা করত এবং পাশাপাশি ছোটখাটো কাজ করে পরিবারকে সাহায্য করত। তার মতো ছেলেকে হারানো আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।"

শহীদ শাকিলের শাহাদাত দেশের তরুণ প্রজন্মের মাঝে এক নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছে, যা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শাকিলের আত্মত্যাগ পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমগ্র জাতির জন্য এক অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে থাকবে।

প্রস্তাবনা

১। শহীদের মায়ের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

২। বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পূর্ণ নাম	:	শাকিল
জন্ম তারিখ	:	০১/০৮/২০০২
পেশা/পদবী	:	হোটেল শ্রমিক
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: কাজিরাবাদ, পো: টিটিয়া, ইউনিয়ন: বদরপুর, উপজেলা: লালমোহন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	:	বাসা/মহল্লা: বসিলা, এলাকা: গার্ডেন সিটি, থানা: বসিলা, জেলা: ঢাকা
পরিবারের তথ্য		
পিতার নাম	:	দলিল উদ্দিন
মায়ের নাম	:	সোকানুর
মায়ের পেশা	:	গৃহিণী
মায়ের বয়স	:	৬০ বছর
ভাই	:	৫ জন ১. মো: মিরাজ (৪৫), রিকশাচালক ২. মো: শাহিন (৪০), রড মিস্ত্রী ৩. মো: শামীম (৩৮), হোটেল কর্মচারী ৪. মো: রাকিব (৩৫), হোটেল কর্মচারী ৪. মো: শাকিল (১৯), শহীদ
বোন	:	১ জন, নুরুন নাহার (৪৩), বিবাহিতা
ঘটনার স্থান	:	বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
আক্রমণকারী	:	পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	:	১৯ জুলাই ২০২৪, জুমার পর
আঘাতের ধরন	:	গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	:	১৯ জুলাই ২০২৪, জুমার পর, বসিলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	PM32+M84

শহীদ মো: জামাল হোসেন

ক্রমিক : ৭০৫

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৭৬

শহীদ পরিচিতি

ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার দেউলা ৮ নং ওয়ার্ডের চরটিটিয়া গ্রামের মোঃ আবুল কালাম ও শাহিদা বেগম দম্পতির চার সন্তানের মধ্যে মোঃ জামাল হোসেন বড়। জীবিকার তাগিদে তিনি দিনমজুর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পরিবার নিয়ে তিনি ঢাকার মোহাম্মাদপুর চাদউদ্যান বসিলা রোডে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তার ১২ বছরের ১ জন কন্যা সন্তান রয়েছে। একমাত্র কর্মক্ষম জামাল হোসেন কে হারিয়ে পরিবারের সদস্যরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে নীরব নিস্তব্ধ শহীদ জামাল হোসেনের বাড়ি।

ঘটনার বিবরণ

গত ১৭ জুলাই বুধবার মো: জামাল হোসেন তার বাসার পাশেই মোহাম্মাদপুর বসিলা এলাকায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে একমত পোষণ করে তাদের সাথে আন্দোলনে যুক্ত হন। আন্দোলন চলাকালীন সময়ে পুলিশ সেখানে গুলি চালান। তখন জামাল হোসেন গুলিবিদ্ধ হন। সেখান থেকে পথচারীরা তাকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে নিয়ে যান । সেখানে ১৯ জুলাই দুপুর ১২ টার সময় কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে ১৯ জুলাই রাতে শহীদ জামাল হোসেনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তাঁকে শহীদ বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ জামাল হোসেন ছিলেন একজন দিনমজুর। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তার বাবা মৃত এবং মা বৃদ্ধা ও অসুস্থ। তার আয় দিয়েই বাসা ভাড়া, মায়ের চিকিৎসা ও সন্তানের লেখাপড়াসহ পরিবারের যাবতীয় খরচ চলতো। শহীদ জামাল হোসেনের অবর্তমানে তার সংসারের খরচ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তার পরিবার এখন মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছেন।

হত্যার বিচার চাইলেন শহীদ জামালের পরিবার

শহীদের স্ত্রী রুমা বেগম বলেন, আমার স্বামী খুব সহজ সরল নীরহ মানুষ ছিলেন। আমাদের কন্যা লামিয়া আক্তার কে খুব আদর ও যত্ন নিতেন। তাকে নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখতেন। যারা আমার স্বামীকে হত্যা করছে আমি তাদের বিচার দাবি করছি।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা
২. শহীদ জামাল হোসেনের ১২ বছরের মেয়ের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ নিশ্চিত করা
৩. পাশাপাশি শহীদের পরিবারের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা।

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, BIRTH AND DEATH REGISTRATION
LOCAL GOVERNMENT DIVISION
Back to Previous Page (/)

BIRTH REGISTRATION RECORD VERIFICATION

REGISTRATION DATE	REGISTRATION OFFICE	ISSUANCE DATE
29 SEPTEMBER 2022	ZONE - 5, DHAKA NORTH CITY CORPORATION	26 SEPTEMBER 2022
DATE OF BIRTH	BIRTH REGISTRATION NUMBER	SEX
15 AUGUST 1987	19872692533485807	MALE

নিবন্ধিত ব্যক্তির নাম	মোঃ জামাল হোসেন	REGISTERED PERSON NAME	MD JAMAL HOSSAIN
জন্মস্থান	ঢাকা	PLACE OF BIRTH	DHAKA
মাতার নাম	মোছাঃ সাহেদা বেগম	MOTHER'S NAME	MST SAHEDA BEGUM
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	MOTHER'S NATIONALITY	BANGLADESHI
পিতার নাম	মৃত আবু কালাম	FATHER'S NAME	LATE ABU KALAM
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	FATHER'S NATIONALITY	BANGLADESHI

NB: This record is retrieved from Birth and Death Registration Database. Location of the Register office : Zone - 5, Karwanbazar, Dhaka North City Corporation, Dhaka. everify.bdris.gov.bd (https://everify.bdris.gov.bd/) is the official website to verify the record.

Back to Previous Page (/)

© 2022 - Developed and maintained by Office of the Registrar General, Birth and Death Registration

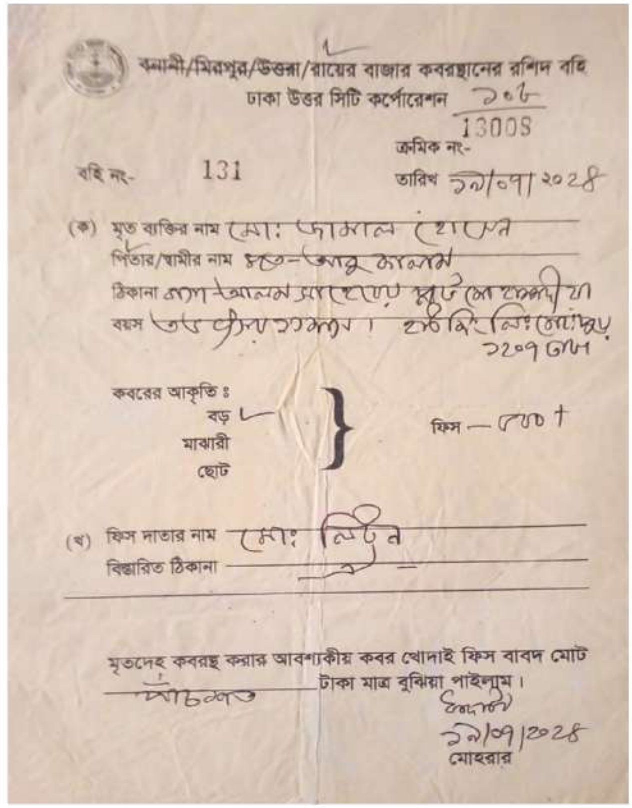
বনানী/মিরপুর/উত্তরা/রায়ের বাজার কবরস্থানের রশিদ বহি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

ক্রমিক নং- 13008

বহি নং- 131

তারিখ ১৯/০৭/২০২৪

(ক) মৃত ব্যক্তির নাম মো: জামাল হোসেন

পিতার/স্বামীর নাম মৃত- আবু কালাম

ঠিকানা

বয়স

কবরের আকৃতি ঃ বড় / মাঝারী / ছোট

ফিস — ৫০০/-

(খ) ফিস দাতার নাম মো: লিটন

বিস্তারিত ঠিকানা

মৃতদেহ কবরস্থ করার আবশ্যকীয় কবর খোদাই ফিস বাবদ মোট পাঁচশত টাকা মাত্র বুঝিয়া পাইলাম।

১৯/০৭/২০২৪

মোহরার

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	:	মো: জামাল হোসেন
জন্ম	:	১৫ /০৮ /১৯৮৭
পেশা	:	দিনমজুর
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: চরটিটিয়া, ইউনিয়ন: দেউলা ৮ নং ওয়ার্ড, থানা: বোরহানউদ্দিন, জেলা: ভোলা
পরিবারের তথ্য		
পিতা	:	মো: আবুল কালাম (মৃত)
মাতা	:	শাহিদা বেগম
ভাই-বোন	:	৩ জন
ঘটনার স্থান	:	মোহাম্মাদপুর , বসিলা রোড, ঢাকা
আক্রমণকারী	:	পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	:	১৭ জুলাই ২০২৪
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	:	১৯ জুলাই ২০২৪ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	শহীদ বুদ্ধিজীবি কবরস্থান

শহীদ আব্দুল গণি

ক্রমিক : ৭০৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৩৩

পরিচিতি

রাজবাড়ী জেলা বাংলাদেশের মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। ১৯৭৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এই জেলার আলিপুর, মুকুন্দিয়া এলাকায় আব্দুল মজীদ ও জাহানারা বেগম দম্পতির ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন তেজস্বীখ্যাত শহীদ আব্দুল গণি। শৈশব-কৈশোর নিজ জেলায় কাটালেও পরবর্তীতে পেশাগত কাজে পাড়ি জমান রাজধানীর গুলশান শহরে। শাহাদত বরণের পূর্বে সিক্সসিজন নামক আবাসিক একটি হোটেলের কারিগরি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। পরিবার নিয়ে উত্তর বাড্ডার গুপীপাড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। স্ত্রী লাকি আক্তার, ছেলে আলামিন শেখ ও মেয়ে জান্নাতকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সুখের সংসার। এই সুখকে সহ্য করতে পারেনি ফ্যাসিবাদ সরকার প্রধান খুনি হাসিনা ও তার নরখাদক দলবল।

শহীদের পরিবার বর্তমানে রাজবাড়ী সদর উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের নতুন বাজার এলাকায় অবস্থান করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ আব্দুল গনি
Name: Md. Abdul Gani
পিতা: মোঃ আব্দুল মজিদ
মাতা: জাহানারা বেগম
Date of Birth: 12 Sep 1978
ID NO: 8217612260653

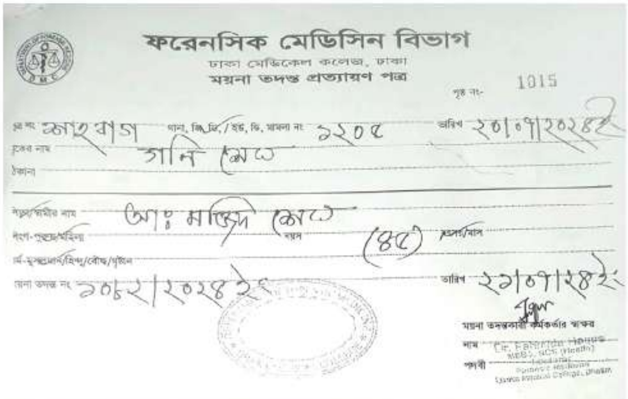
ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র
1015

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

বিগত ১৭ বছর রক্তখেকো হাসিনা দেশ ও দেশের বাইরে তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পাখির মত মানুষ হত্যা করেছে। এই নরপিশাচ ও তার পেটুয়া বাহিনী বাদ দেয়নি মাতৃগর্ভের আগত শিশুকেও। আওয়ামী মদদপুষ্ট ঘাতক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে দলটির নেতা-কর্মীরা সবচেয়ে নিকৃষ্টতম গণহত্যা চালায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে। তবে একপর্যায়ে আপামর জনতার রক্তের বন্যায় পদস্খলন হয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শীর্ষে অবস্থান করা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামক বিতর্কিত দলটির।

গত ১৯শে জুলাই সকালে ঢাকার উত্তর বাড্ডার গুপীপাড়ার বাসা থেকে কর্মস্থলের দিকে হেঁটে রওনা হন আব্দুল গণি। পথমধ্যে শাহজাদপুর বাঁশতলা এলাকায় তাকে হত্যা করে খুনি হাসিনার দোসর পুলিশ বাহিনী। এসময় মাথাকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি চালানো হয়। মাথার ডান পাশে গুলিবিদ্ধ হয়ে দীর্ঘক্ষণ তিনি রাস্তায় পড়ে থাকেন। চারিদিকে মুহুর্মুহু গুলি চলায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করতে কয়েক

ঘণ্টা সময় পেরিয়ে যায়। অতঃপর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জীবন বাজী রেখে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আওয়ামী গণহত্যার শিকার হয়ে বিদায় নিয়েছেন দেশমাতার এই সূর্য সেনা। মহান আল্লাহ দুই সন্তানের জনককে শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করুন। (আমিন)

নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদ আব্দুল গণি'র স্ত্রী লাকি আক্তার (৪৫) বলেন-

শেখ হাসিনা সরকারের পতনে আমি খুশি হয়েছি। ভয়ে আগে স্বামী হত্যার বিচার চাইতে পারিনি। এখন আমি অন্তবর্তীকালীন সরকারের কাছে আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই। তার মৃত্যুর পর থেকে আমি দুটি সন্তান নিয়ে খেয়ে না খেয়ে জীবনযাপন করছি। আমি আর্থিক সহযোগিতা চাই। সরকারের কাছে দাবী, আমার ছেলেকে যেন একটি চাকরি দেওয়া হয়।'

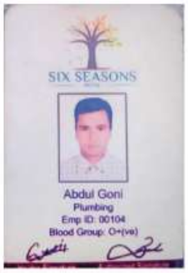

প্রস্তাবনা

১. সন্তানদের লেখাপড়ায় সহযোগিতা
২. মাসিক ও এককালীন ভাতা প্রদান করা

শহীদকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন পত্রিকার লিংক

1.https://matrikantha.com/main/article/17685
2.https://matrikantha.com/main/article/17896

দৈনিক নাগরিক ভাবনা

THE DAILY NAGORIK VABNA

ঢাকার শাহজাদপুরে আব্দুল গনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুতে স্ত্রী সন্তানদের আর্তনাতে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে

The Daily Star

We had to bribe hospital for his body

Says brother of Gani who died after being shot in Dhaka

SUZID DAS

With a trembling voice, Abdul Gani's wife, Lucky Akhtar, kept asking, "Who will take the responsibility of my son and daughter?"

A single bullet has devastated her family beyond imagination.

On July 19, Gani, 45, was heading to his workplace, a hotel in Gulshan, from Gupipara of Uttar Badda, when he was struck in the head by a bullet during a clash between law enforcers and protesters in the Shahjadpur Bashtala area.

Gani was declared dead at Dhaka Medical College Hospital later that day.

"He called me around 9:30am," Lucky recalled. "He wanted to know if everyone at home had breakfast. He said he was going to work after receiving an urgent call and warned me that the situation in Dhaka was tense. He asked me to Al-

SEE PAGE 4 COL 1

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	:	আব্দুল গণি, বয়স: ৪৭ বছর
জন্ম	:	১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
পিতা	:	আব্দুল মজীদ
মাতা	:	জাহানারা বেগম
স্ত্রী	:	লাকি আক্তার, বয়স: ৪৫ বছর, পেশা: গৃহিণী
সন্তান	:	১. ছেলে: আলামিন শেখ, বয়স: ১৯ বছর পেশা: ছাত্র, শ্রেণি: এইচএসসি পরীক্ষার্থী
		২. মেয়ে: জান্নাত, বয়স: ৬ বছর, পেশা: ছাত্রী, শ্রেণি: প্রথম
বর্তমান ঠিকানা	:	জেলা: রাজবাড়ী, উপজেলা: সদর, ইউনিয়ন: খানখানাপুর, মহল্লা: নতুন বাজার
স্থায়ী ঠিকানা	:	জেলা: রাজবাড়ী, উপজেলা: সদর, ইউনিয়ন: আলিপুর, ডাকঘর: মুকুন্দিয়া
শাহাদতের তারিখ	:	১৮ জুলাই ২০২৪, সময়: সকাল, স্থান: শাহজাদপুর, বাঁশতলা, ঢাকা
দাফন	:	নিজগ্রাম, পারিবারিক কবরস্থান

মো. শাকিনুর রহমান

ক্রমিক : ৭০৭

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৫১

শহীদ পরিচিতি

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি থানার কিশোরগাড়ি গ্রামে বাড়ি মো. শাকিনুর রহমানের। তিনি ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি করতেন ঢাকা ইপিজেডে। সাম্প্রতিক সময়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে মো. শাকিনুর রহমান আন্দোলনে যোগদান করেন। গত ৫ আগস্ট মো. শাকিনুর রহমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা আশুলিয়া থানার সামনে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

২০০৮ সালে নির্বাচনের পরে থেকে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে অন্যায় অবিচার কায়েম করা শুরু করে। শুরুতে ২০০৯ সালে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহের নাম দিয়ে ভারতের সহযোগিতায় পিলখানা হত্যাকান্ড ঘটিয়ে ৫৭ জন সেনা অফিসারসহ ৭৪ জনকে নির্ষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। পরবর্তীতে যারা যারা হত্যাকান্ড কাছ থেকে নিজ চোখে দেখেছিল তাদের একে একে হত্যা করা হয়। সমস্ত আলামত নষ্ট করা হয়। ২০১০ সালে ২৭ জানুয়ারিতে সাবেক স্বৈরশাসক, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সম্পদ ভারতের হাতে তুলে দিয়ে এবং প্রচন্ড রকমের লুটপাটের মাধ্যমে ৭৪ সালে দূর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী দল আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবকে বিপ্লবের মাধ্যমে যারা ক্ষমতাচ্যুত ও তার মৃত্যু ঘটিয়ে দেশকে মুক্ত করেছিল তাদের ৪ জনকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেয়া হয়। ঐ বিপ্লবে বজলুল হুদা ছিলেন অন্যতম নায়ক। তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে শেখ হাসিনা নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। শেখ হাসিনা ও তার হিংস্র সংগঠন আওয়ামীলীগ বুঝতে পেরেছিল এদেশে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে হলে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে ঘায়েল করা আবশ্যক। এই দলটির নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার, গুম, খুন, হত্যার মাধ্যমে দেশে অরাজক পরিস্থিতি জন্ম লাভ করে। ২০১৩ সালে ১২ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা কাদের মোল্লাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দেয়া হয়। এরপরে একে একে কামারুজ্জামান, মতিউর রহমান নিজামী, আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, বিএনপির বাঘা ইসলামী নেতা সালা উদ্দিন কাদের চৌধুরীসহ বিখ্যাত আলেম, জ্ঞানী-গুণীদের ঝুলিয়ে দেয়া হতে থাকে। প্রতিবাদী আলেমরা গুম হয়ে যায়। দেশের

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত

শাকিনুরের পরিবার এখন অসহায়

একলাছ হক

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি থানার কিশোরগাড়ি গ্রামে বাড়ি মো. শাকিনুর রহমানের। সে ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি করতেন ঢাকা ইপিজেডে। সাম্প্রতিক

বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটের সামনে

কোটা আন্দোল

মানুষ ফেইসবুকেও প্রতিবাদ করতে পারেনা। হুমকি-ধমকি, গ্রেফতারে দেশ ছাড়া হতে থাকে ছাত্র-জনতার একাংশ। দেশে একমাত্র আওয়ামীলীগ ছাড়া বাকি সবাই বৈষম্যের শিকার হয় সকল ক্ষেত্রে। শাকিনুর রহমান একজন সচেতন মানুষ ছিলেন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আওয়ামী লীগ সরকার যতদিন এদেশে থাকবে ততদিন তার মতো সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই।

মেধাবী ছাত্ররা সরকারী চাকুরীতে অদক্ষ, অযোগ্য, দলীয় কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনার প্রতিবাদ শুরু করে। শুরু হয় কোটার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। আওয়ামী লীগ যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্বিচারে গুলি করে হাজার হাজার ছাত্র-জনতাকে আহত ও নিহত করে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা আন্দোলনের মুখে টিকতে না পেরে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। পালানোর আগে তার দল থেকে নিয়োগ দেয়া পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও বিজিবিকে নির্দেশ দেয় গণহত্যা চালানোর। হাসিনা পালানোর খবরে শাকিনুর আনন্দে রাস্তায় নেমে আসেন। আনন্দরত শাকিনুরকে আশুলিয়া থানার সামনে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও পরিবারের বক্তব্য

নিহত সাকিনুর রহমান গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি থানার কিশোরগাড়ি এলাকার জালিম মিয়ার ছেলে। তিনি স্ত্রীসহ আশুলিয়ার ভাদাইল এলাকার রিয়াজ উদ্দিনের বাড়িতে ভাড়া থেকে স্থানীয় পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন

বড় ভাই আদম আলী সরকার জানান, আমার ভাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তার স্ত্রী ও ছোট একটি সন্তান রয়েছে। এখন আমাদের পরিবারে তেমন কোনো আয়ের পথ নেই। তার চাকরির টাকায় আমাদের সংসার চলতো।

মো. শাকিনুর রহমান ছোট বেলায় তার মাকে হারিয়ে ফেলেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯ জন। তার মধ্যে বড়ভাই পড়াশোনা চলাকালীন পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ফিরে জীবনযাপন করছেন। মেজো ভাই এখনো লেখাপড়া করছে। বাবা বয়স্ক অসুস্থ কোনো কাজকর্ম করতে পারেন না। পরিবারের দেখাশোনা তার নিজ হাতে ছিলো। শাকিনুর তার স্ত্রীসহ একটি ৫ বছরের ছেলে রেখে গেছেন। স্বামীকে হারিয়ে যেন দিশেহারা স্ত্রী। শিশু সন্তানকে নিয়ে এখন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। স্বামীর মৃত্যুতে শিশু সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়েও রয়েছে তার অনিশ্চয়তা। এসব নানা দুশ্চিন্তায় কাটছে তার দিন।

শাকিনুরের ভাই আদম আলী সরকার আরো বলেন, আমাদের পরিবার আর্থিকভাবে গরীব ও অসচ্ছল, তার রোজগারের টাকায় চলতো আমাদের সংসার। তার মৃত্যুতে এখন আমাদের সংসার চলাটা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমি বর্তমান সময়ের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্যারের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান থাকবে যেন রাষ্ট্রীয়ভাবে আমার ভাইকে শহীদ বীর উপাধি দেয় এবং তার নাবালক এতিম ছেলেসহ তার পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নজরদারি রাখার জন্য বিশেষভাবে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

মো. শাকিনুর রহমানের বাবা মো. জালিম মিয়া বলেন, আমার ছেলেতো নির্দোষ ছিলো, কি অপরাধ ছিল তার? যার ফলে তাকে আশুলিয়া থানার সামনে পুলিশ তার দিকে বুলেট নিক্ষেপ করে। সে তো কোন রাজনীতি করতো না, পরিবারের করুণ দশা দেখে সে ঢাকায় গিয়ে ইপিজেডে চাকরি নেন। তার চাকরির টাকা-পয়সা দিয়ে আমার পরিবারের ভরণ পোষণ চলতো। বড় ছেলের চিকিৎসার টাকা পয়সা দিত আমার বড় ছেলে সারা বছর অসুস্থ থাকে। মেজো ছেলে এখনো পড়াশোনা করে। সে মারা গেল তার স্ত্রীসহ নাবালক এতিম ছেলেকে আমার পাশে রেখে গেল। আমি তো একজন বৃদ্ধ লোক। আমি এখন বড় অসহায় কারণ আমার তো আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল না। যার ফলে আমি আমার পরিবার চালাতে পুরোপুরি অপারগ। আমার সন্তানের মৃত্যুতে আমি এখন অসহায় হয়ে পড়েছি। কোথায় যাবো কার কাছে যাবো বুঝতে পারছি না।

আমার সন্তানের মৃত্যুর বিষটি তদন্ত করে অপরাধিদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শাকিনুর ছোটবেলা থেকেই সহজ সরল ছিলো। প্রতিবেশি ও এলাকার মানুষের সাথে ছিলো তার গভীর সম্পর্ক। এলাকার বয়স্ক মুরব্বিদের সে খুবই সম্মান করতো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি ছিলো তার আদর ও ভালোবাসার সম্পর্ক। তার

এই মৃত্যুর শোক যেন এলাকার ছোট বড় কেউ মেনে নিতে পারছে না। তার এই হত্যার সঠিক বিচার যেন হয় সেই দাবিই করেন তারা। অল্প বয়সে সংসারের হাল ধরেছে সে। বাড়িতে রয়েছে তার স্ত্রী ও ৫ বছরের শিশু সন্তান। হতবিহ্বল বাবা ও বোনদের পাশে দেশের দায়িত্বে থাকা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতা পেলে কিছুটা হলেও কষ্ট কমবে পরিবারটির।

স্ত্রীর মামলা

১৯ আগস্ট রাত ১০টার দিকে ১৫৮ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত সাকিনুর রহমানের স্ত্রী মোছা. শারমিন আক্তার।

সাকিনুর হত্যা মামলার উল্লেখযোগ্য আসামিরা হলেন–আশুলিয়ার পাথালিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পারভেজ দেওয়ান (৬১), ইয়ারপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুমন ভূইয়া (৩৮), আশুলিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহাব উদ্দিন মাদবর (৫৮), আশুলিয়া থানা যুবলীগের আহ্বায়ক কবির সরকার (৪০), আ.লীগ নেতা মঞ্জু দেওয়ান (৫৮), মোয়াজ্জেম হোসেন (৫০), মোতালেব ব্যাপারী (৫৫), আওয়ামী লীগ নেতা লতিফ মন্ডল (৫৭), এনামুল হক মুন্সী (৫০), মতিউর রহমান মতি (৫২), সাদেক ভূইয়া (৫৭), নুরুল আমিন মন্ডল (৫২), আমিনুল ইসলাম (৪৮), বাহারউদ্দিন (৪৭), আ. কাদের মুন্সী (৫৯), আমিনুল ইসলাম খান (৩৭), লুৎফর রহমান জয় (৩৬), মমতাজ উদ্দিন মেম্বার (৫০), জাফর আলী (৫৫), শাহাদত হোসেন খান (৫৫), মইনুল ইসলাম ভূইয়া (৪০), শাহআলম মাস্টার (৫২), নাদিম (৩৫), রহম আলী (৪৫), সাইদ (৫৫), শাকিল (৪০), শেখ উজ্জল (৪৯) শফিক মাদবর (৩৬), সাইফুল শিকদার (৩৮), জাকির হোসেন (৫০), দেলোয়ার ভূইয়া (৪০), মনির ভূইয়া (৩৮), আকিজুল (৪০), আনোয়ার হোসেন (৪০) সহ ১৫৮ জন। এ মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামির সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি।

প্রস্তাবনা

১. মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

২. স্ত্রী ও ভাইদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	:	শাকিনুর রহমান
পিতা	:	ইবনে সাঈদ মন্ডল (জালিম মিয়া)
স্ত্রী	:	মোছা. শারমিন আক্তার
ঠিকানা	:	কিশোরগাড়ি, পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা

শহীদ আবদুল ওয়াদুদ

ক্রমিক : ৭০৮

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৭৭

শহীদ পরিচিতি

আবদুল ওয়াদুদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি বরিশালের বাকেরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। নিউমার্কেট এলাকায় প্রিয়াঙ্গন শপিং সেন্টারে তার কাপড়ের দোকান ছিল। আব্দুল ওয়াদুদ দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্য তৃতীয় ছিলেন। বাবা তাহের আলী আকন্দ (৬৮) এবং মা মাজেদা বেগম (৬০)। আব্দুল ওয়াদুদ ও শাহানাজ ২০১৩ সালের ৭ জানুয়ারি পারিবারিক ভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ২০১৭ সালে একমাত্র পুত্র হুজাইফা আকন্দ জন্মগ্রহণ করে। পলাশিতেই শশুরের সরকারি কোয়ার্টারেই স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে থাকতেন ওয়াদুদ। তার সাত বছর বয়সের সন্তান হুজাইফা আজিমপুর লিটলস্ এঞ্জেলস স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

১৫ বছরে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল হাসিনা সরকার। শেখ হাসিনা পরিকল্পনা নেয় চিরস্থায়ী ভাবে ক্ষমতায় থাকার। তারা সরকারী চাকুরীতে অযৌক্তিক মুক্তিযোদ্ধা কোটাকে ২০১৮ সালে প্রতিবাদের মুখে বাতিল করলেও ২০২৪ সালে আবার হাইকোর্টে দলীয় বিচারকের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনে। তাদের উদ্দেশ্য একসময়ের সন্ত্রাসী ও ধর্ষক সাবেক মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী মোজাম্মেলের মাধ্যমে দলীয় কর্মীদের ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট প্রদান করে তাদেরকে কোটার মাধ্যমে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ দিয়ে হাসিনা শাসন চিরস্থায়ী করা। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা ২০১৮ সালের মতো কোটা প্রথা নিষিদ্ধ করতে শুরু করে দেয় প্রতিবাদ। টোকাই ও ধর্ষক লীগ নামে খ্যাত ছাত্র লীগ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে লাঠিপেটা করে। জুলাই মাস জুড়ে পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আনসার ছাত্র-জনতাকে দমনে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। আহত ও নিহত হয় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে কারফিউ দেয়া হয়। ছাত্র-জনতাকে বাসা থেকে গ্রেফতার করা হতে থাকে। এরকম উত্তাল দিনে ১৯ জুলাই বিকালের দিকে নিউমার্কেট এলাকায় আবদুল ওয়াদুদ গুলিবিদ্ধ হন। তার মাথায় গুলিটি বিদ্ধ হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে শহীদের স্ত্রী বলেন, আমার স্বামী কাপড়ের ব্যবসা করতেন নিউমার্কেটে। আমরা আজিমপুর কলোনিতে থাকি। ১৯ জুলাই শুক্রবার কলোনির ভেতর দিয়ে নিউমার্কেট ১ নম্বর গেটের অপজিটে যায়। সেখান থেকে মসজিদে নামাজ পড়ে মার্কেটের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলছিল। আমার সঙ্গে কথা বলে মাত্র লাইনটা কেটেছে মোবাইলটা পকেটে রাখেনি। এসময় হঠাৎ করে পুলিশ নীলক্ষেতের দিক থেকে বিকালে গুলি করা শুরু করেছে। সেখানে ৫০-৬০ জনের মতো লোক দাঁড়িয়ে ছিল; এরমধ্যে ৫-৬ জন লোক স্পটে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায়, তারমধ্যে আমার স্বামী ছিল একজন। আহত অবস্থায় তাকে ধরে লোকজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমার স্বামী চেয়েছিল সেখান থেকে যদি পরিস্থিতি ভালো মনে হয় তাহলে সে মার্কেটের দিকে যাবে না হলে বাসায় চলে আসবে। গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে যায় রাস্তায়। মোবাইলটি নিয়ে সেখানে থাকা এক ভাই আমার নাম্বারে শেষ ডায়াল দেখে আমাকে কল করে ঘটনাটি জানান। গুলিবিদ্ধ হওয়ার ২-৩ মিনিট আগে আমার সঙ্গে কথা হয়। খবর শুনে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। প্রথমে আমরা কোন হাসপাতালে নিয়েছে এটি জানতে পারিনি। পরে আমার ভাইকে বললে সে দৌড়ে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে চলে যায় সেখানে গিয়ে দেখে আমার স্বামীর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালে নেয়ার আধাঘণ্টা পরে সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। আমি গিয়ে

আমার স্বামীকে আর দেখতে পাইনি। সরকারী সিদ্ধান্তে অনেক টালবাহানা ও টাকা খরচ করে মৃত্যুর তিন দিন পরে তার মরদেহ আমরা হাসপাতাল থেকে পাই। পরে তাকে গ্রামের বাড়ি বরিশালের বাকেরগঞ্জে নিয়ে দাফন করা হয়।

এ ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হয়। নিহত ব্যবসায়ীর শ্যালক আব্দুর রহমান বাদী হয়ে গত ২১ আগস্ট নিউমার্কেট থানায় এ মামলা করেন।

পরিবারের বক্তব্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা

শহিদ আব্দুল ওয়াদুদের শশুর সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারি আব্দুর রব জানান, মেয়েটার মাত্র ১২ বছর আগে বিয়ে দিলাম। নাতিটার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আমার জামাইটা খুব ভালো মানুষ ছিল। আল্লাহর নিকট একটাই চাওয়া সে যেন জান্নাতবাসী হয়।

শ্যালক আব্দুর রহমান বলেন, আসলে সেদিনের অবস্থা ও কষ্টের কথা বলা খুবই কঠিন। বড় বোনটা সব সময় মন খারাপ করে থাকেন। ভাগিনা'র মুখের দিকে তাকাতে পারি না। আর কোন পরিবারকে যেন এমন সমস্যায় পড়তে না হয় আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি।

ওয়াদুদ কাপড়ের ব্যবসা করতেন। হুজাইফা তাদের একমাত্র সন্তান। স্বামীর মৃত্যুতে সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন ওয়াদুদের স্ত্রী শাহনাজ পারভীন।

তিনি বলেন- 'কী করবো, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো, কী হবে আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ? আমার আট বছরের শিশুটি বাবাহারা হয়ে গেল। ওর বাবা তাকে অনেক ভালোবাসতো। সে সারাক্ষণ বুলেট-রক্ত, পুলিশের ছবি আঁকে, ছবি এঁকে তার ভেতরের কষ্টগুলো প্রকাশ করে।

"একজন নারীর স্বামী চলে গেলে তার পুরো পৃথিবীটাই শূন্য হয়ে যায়। আমার সংসারটি একেবারে শেষ হয়ে গেছে আর কিছু নেই। আমার সন্তানটি এতিম, অসহায় হয়ে গেছে। এখন আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে কিছু একটা চেষ্টা করতে হবে। এখন আমি কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। চাকরি না করলে আমি আমার সন্তানকে কীভাবে বড় করবো। তাকে কীভাবে মানুষ করবো? আমার বাবা-মা বয়স্ক, তাদেরও ইনকাম সোর্স বন্ধ হয়ে গেছে। আমি জানি না কীভাবে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবো। আমি আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্কিটেকচারে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করেছি। এরপর বিএসসি মাঝামাঝি এসে নানাবিধ সমস্যার কারণে আর শেষ করতে পারিনি। কিছুদিন একটি বেসরকারি কনসালটেশন ফার্মে চাকরি করেছিলাম। সন্তান হওয়ার পরে চাকরিটা ছেড়ে দেই। এই পরিস্থিতিতে আমার একটা চাকরি খুব দরকার। এখন যদি আমি চাকরি না করি তাহলে আমার সন্তানটিকে নিয়ে ভেসে যেতে হবে। সরকারের কাছে আমি এতটুকু চাই আমার একটা পুর্নবাসন হোক, একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হোক।

যখন বাবার জন্য কষ্ট হয় তখন বুকে হাত দিয়ে আমাকে দেখায়। বাবাকে ছাড়া নীরব হয়ে গিয়েছে আমার সন্তানটি।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া
২. স্ত্রীর জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করা

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম	:	আবদুল ওয়াদুদ
জন্ম	:	১৫ জুন ২০০2
পেশা	:	ব্যবসায়ী
বাবা	:	মো: তাহের আলী আকন
মা	:	মাজেদা বেগম
স্ত্রী	:	শাহনাজ পারভীন।
সন্তান	:	হুজাইফা
স্থায়ী ঠিকানা	:	দুধাল বাকেরগঞ্জ, বরিশাল
বর্তমান ঠিকানা	:	৩৮, (৪র্থ তলা), আজিমপুর রোড, ওয়ার্ড নং-২৬ লালবাগ, ঢাকা
ঘটনার স্থান	:	নিউ মার্কেট এলাকা
আক্রমণকারী	:	পুলিশ ও ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার সময়	:	১৯ জুলাই ২০২৪, আনুমানিক দুপুর ২টা
আঘাতের ধরন	:	গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	:	১৯ জুলাই ২০২৪ নিউ মার্কেট, ঢাকা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	বাকেরগঞ্জ, বরিশাল

" রাস্তায় একটা ময়লা পড়ে থাকলে নিজ হাতে উঠিয়ে ডাস্টবিনে ফেলতো "

শহীদ তাহির জামান প্রিয়

ক্রমিক : ৭০৯

আইডি : রংপুর বিভাগ ০৫২

শহীদ পরিচিতি

জনাব আবু হেনা মোস্তফা জামান ও সামছি আরা জামানের সংসারে নব্বইয়ের দশকে তাহির জামান প্রিয়র জন্ম হয়। রংপুর শহরতলীতেই পিতামাতার পরম স্নেহে লালিত পালিত হয়েছেন এই বীর যোদ্ধা। বড় হয়ে মেধা ও চৌকশ বুদ্ধিমত্তায় নিজেকে সৃজনশীল চিত্রকর হিসেবে তৈরি করেছিলেন। নিজেকে চিত্রকর্ম, ফটোগ্রাফিসহ যে-কোন সৃজনশীল কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখতে পছন্দ করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করার বিষয়ে তার ছিল বিশেষ দক্ষতা ও আগ্রহ।

পাঠশালা-সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট থেকে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি (পেশাদার আলোকচিত্র) কোর্সের ওপর ডিপ্লোমা অধ্যয়ন শেষ করেছিলেন। তবে দাম্পত্য কলহে স্ত্রী'র সাথে বিচ্ছেদ হওয়ার পর একমাত্র মেয়ে পদ্মপ্রিয় পারমিতাকে নিয়েই ছিল তাঁর বিচরণ। তবে চলতি বছর 'গুটিপা' নামের চামড়াজাত পণ্য তৈরির একটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে যোগদানের কথা ছিল সৃজনশীল এই তরুণের। তার আগেই আওয়ামী পশুদের নৃশংস হত্যার শিকার হয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন প্রিয়।

২০২১ সালের জানুয়ারিতে ফটো জার্নালিস্ট হিসেবে দ্য রিপোর্ট ডট লাইভে যোগ দিয়েছিলেন প্রতিভাবান এই তরুণ। ২০২৪'র ফেব্রুয়ারিতে মাল্টিমিডিয়া অনলাইন নিউজ পোর্টালটির ভিডিও জার্নালিস্ট পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন তিনি।

যেভাবে তিনি শহীদ হয়েছিলেন

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে গত ১৯ জুলাই ২০২৪ ধানমন্ডির সেন্ট্রাল রোডে আওয়ামী ঘাতক পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। ঘটনার দিন সকাল ১১টা থেকে প্রিয়র মমতাময়ী মা নিউমার্কেট থানায়

বসেছিল। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ কোনভাবেই মামলা নিতে রাজি হয় না। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর লোকজনের সমাগম বেড়ে যাওয়ায় এডিশনাল কমিশনার (ডিএমপি) এসে রাত ১২ টার দিকে মামলা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

প্রিয়জনদের অনুভূতি

সাবেক সহকর্মী দ্য রিপোর্ট ডট লাইভের নিজস্ব প্রতিবেদক মাহাবুব আলম শ্রাবণ বলেন, দীর্ঘ সময় এক সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে গেলে তাহির জামান প্রিয় অসম্ভব মেধাবী এবং বিচক্ষণ একজন মানুষ ছিল। দুর্দান্ত ক্যামেরা চালাতে পারতো। ছবি আঁকতে ভালবাসতো। ভীষণ আড্ডাবাজ মানুষ ছিল প্রিয়, আর সবচেয়ে বড় যে বিষয় সে একটা স্বপ্নবাজ মানুষ। নিজ দেশ নিয়ে সিনেমা বানানোর খুব ইচ্ছে ছিলো ওর। আমাকে প্রায় বলতো শ্রাবণ আমার মুভিটা খুব সুন্দর হবে দেখিস! তুই কিন্তু থাকবি। কোন কাজের আগেই প্লানিং করতো। ফুল খুব পছন্দ করতো, একটা মজার বিষয় ছিলো ও খুব ঘুমপাগল মানুষ ছিল। কখনও চলতি পথে রাস্তায় একটা ময়লা পড়ে থাকলে নিজ হাতে উঠিয়ে ডাস্টবিনে ফেলতো। কোনদিন কখনও এমন শুনিনি কারও

সাথে ওর ঝগড়াবিবাদ হয়েছে। সদাহাস্যজ্বল ওর নাম যেমন প্রিয় ও সবার কাছে তেমনই প্রিয় ছিলো। ওকে সবাই খুব স্নেহ করতো। অল্পতেই ভালোবেসে কাছে টানার অসম্ভব ক্ষমতা ছিলো প্রিয়র।

সর্বশেষ মেয়েকে নিয়ে লেখা শহীদ তাহির জামান প্রিয়র ফেসবুক পোস্ট হুবহু তুলে ধরা হলো-

শেয়ার করা সেই পোস্টের ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, "আমার মেয়ে পদ্মপ্রিয় পারমিতা। ৪ বছরে পা দিয়েছে পাখিটা। কাল থেকে ওর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু। প্রথম স্কুল পদ্মর। ওর বাবা ও মা একই সাথে আমিই। সিংগেল ফাদার, আবার মায়ের দায়িত্বও আছে। আমার অতীত যা ছিল সেটা সুখকর নয়। কিন্তু অনাগত ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অনেক অনেক সুখকর হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই দোয়া করবেন আমার মেয়েটার জন্য।"

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা
২. শহীদের একমাত্র মেয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	:	তাহির জামান প্রিয়
জন্ম	:	নব্বয়ের দশক
পিতা	:	আবু হেনা মোস্তফা জামান
মাতা	:	সামছি আরা জামান
সন্তান	:	মেয়ে: পদ্মপ্রিয় পারমিতা, বয়স: ৪ বছর, পেশা: ছাত্রী, শ্রেণি: প্রথম
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	:	জেলা: রংপুর, উপজেলা: সদর
শাহাদতের তারিখ	:	১৯ জুলাই ২০২৪, সময়: সকাল, স্থান: ধানমন্ডির সেন্ট্রাল রোডে, ঢাকা
দাফন	:	নিজগ্রাম, পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ কাজী আশরাফ আহমেদ রিয়াজ

ক্রমিক : ৭১০

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯

শহীদ পরিচিতি

কুমিল্লার জেলার নাঙ্গলকোটের বাগড়া গ্রামের ব্যবসায়ী কাজী বাবুল ও রোকেয়া আক্তার দম্পতির বড় ছেলে রিয়াজ। ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যায়নের পাশাপাশি পাঠশালা ইউনিভার্সিটিতে ফটোগ্রাফি নিয়ে লেখাপড়া করতেন। তিনি ছিলেন একজন ট্রাভেলার, দুর্দান্ত ফটোগ্রাফার আর কবি।

কাজী আশরাফ আহমেদ রিয়াজের কাব্য প্রতিভা

কিছুদিন আগে লেখা তাঁর একটা কবিতা সাড়া জাগিয়েছিল ভীষণ!
তাঁর লেখার শুরুটা ছিল এমন;
"আমি আসলে চেয়েছিলাম
মেট্রো স্টেশন হতে
যার ধ্বংসে কান্না ধরে রাখা যায় না!
(কিংবা টোল প্লাজা, ডাটা সেন্টার, সিটি কর্পোরেশনের ওয়েস্ট ডাম্পিং ট্রাক)

“কিন্তু আমাকে ছাত্র করে পাঠালেন,
যে মরলে কান্না আসে না ,
যার রক্তে কোটি টাকার লোকসান হয় না ,
যে মরলে কেউ দেখতে আসেনা ,
রাষ্ট্রীয় ক্ষয়ক্ষতির তালিকায় আসেনা আমার নাম,
যার লাশ মর্গে নিছক একটা সংখ্যা....
অথচ 'আমি কতো কি হতে চেয়েছিলাম.!”

মাত্র ৪ দিন আগে তিনি তাঁর ওয়ালে শেয়ার করল আরেকখানা অগ্নিঝড়া কবিতা;
এই শহরে পাখিদের ঘুম ভাঙ্গে গুলির শব্দে
এই শহরে ছাত্র পড়ে থাকে মগজ ভর্তি বারুদের গন্ধে
মস্তিষ্ক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে শকুন এর গুলি
রক্তের দাবানলে ভেসে যাচ্ছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা
ফ্যাসিষ্ট কারা? স্বৈরাচার কে?
শকুন এর ভয়ে থাকে ঘরে কে ?
মায়ের বুকের আর্তনাদ-
হামার বেটাকে মারলু কেনো?

এর মাঝে তাঁর ফেসবুকওয়াল জুড়ে কোমল পেলব নারীদের শরীরের ফাঁক গলে আর বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়ে ভরে উঠল কোটা আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তাল মাতাল করা রক্তভেজা ছবি। যার প্রতিটা ছবি ঠাই নিবে নিশ্চিত ভবিষ্যত ইতিহাসের পাতায়।

ঘটনার বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই রাজপথে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব ছিলেন এই শিক্ষার্থী। আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যয়নের পাশাপাশি পাঠশালা ইউনিভার্সিটিতে ফটোগ্রাফি নিয়ে লেখাপড়া করতেন।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হওয়া নির্যাতনের বহুচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করা হতো তার ফেসবুক পেইজ থেকে। আন্দোলনের নানা মূহুর্ত ক্যমেরাবন্দি করেছিলেন রিয়াজ। এর মাঝে তাঁর ফেসবুকওয়াল জুড়ে ভরে উঠল কোটা আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তাল মাতাল করা রক্তভেজা ছবি। যার প্রতিটা ছবি ঠাই নিবে নিশ্চিত ভবিষ্যত ইতিহাসের পাতায়। এর পর থেকেই নাকি ভীষন মানসিক যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। যে রাতে তাঁর শেষ প্রয়াণের ক্ষণ ঠিক হয়েছিল- সন্ধ্যেয় বাবাকে ফোন করে বললেন, পকেটে টাকা নেই- ডাব খেতে ইচ্ছে করছে টাকা পাঠাও। বাবা তাঁর আদরের ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে বিকাশে টাকা পাঠিয়ে দিল। তিনি যত ব্যস্তই থাকুক বাবা মায়ের ফোন রিসিভ করবেই। এর পর আর রিয়াজ ফোন ধরে নি। আন্দোলনের নানা মুহূর্ত ক্যমেরাবন্দি করেছিলেন রিয়াজ। রিয়াজের মৃত্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা গুঞ্জন, কাটেনি ধোঁয়াশা।

এলাকাবাসী বলছে, দেশের পরিস্থিতি অনেক খারাপ থাকায় তাকে চিকিৎসা দেয়া যায়নি। কিন্তু যারা গোসল করিয়েছে তারা রিয়াজের মুখে মারধরের চিহ্ন পেয়েছে। পিঠে একাধিক গুলির চিহ্ন পেয়েছে, মূলত আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে রিয়াজ আহত হন ।

জানাজা ও দাফন

সরকারবিরোধী আন্দোলনের তকমা থাকায় ১ আগস্ট অনেকটা নিভৃতেই কাজী আশরাফ আহমেদ রিয়াজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় রিয়াজের মরদেহ।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ রিয়াজ ছিলেন একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রফার, তার বাবা কাজী বাবুল ছিলেন গ্রামের একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। তার বাবার পাশাপাশি তিনিও পরিবারে আর্থিক সহায়তা করার চেষ্টা করতেন। শহীদ রিয়াজের অবর্তমানে তার বাবা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন। ব্যবসায় ভালো মনোযোগ দিতে পারছেননা, তাই ব্যবসার অবস্থাও ভালো যাচ্ছেনা। বর্তমানে সংসারের যাবতীয় খরচ চালানো তার একার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তার পরিবার এখন মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছেন ।

হত্যার বিচার চাইলেন শহীদ পরিবার

রিয়াজের মা রোকেয়া আক্তার বলেন, ছেলে বলতো, 'আম্মু বের হলেই ওরা আমাকে মেরে ফেলবে'। আমার ছেলে প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার ছিল। বহু হুমকি ধামকি পেলেও সে তার কাজ করে গেছে, থামেনি। বিভিন্নভাবে আন্দোলনে অংশ নিছে। আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের বিচার দাবি করছি।

এলাকাবাসী বলছে, দেশের পরিস্থিতি অনেক খারাপ থাকায় তাকে চিকিৎসা দেয়া যায়নি। কিন্তু যারা গোসল করিয়েছে তারা রিয়াজের মুখে মারধরের চিহ্ন পেয়েছে। পিঠে একাধিক গুলির চিহ্ন পেয়েছে। ছাত্রদের সাথে আন্দোলনের পাশাপাশি ফটোগ্রাফির মাধ্যমে সাংবাদিকতার ভূমিকায়ও রিয়াজ বেশ সরব ছিল বলেও জানান তারা। অভিযোগ, হয়তো এজন্যই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রিয়াজের মতো অকাতরে প্রাণ ঝরেছে আরও অনেকের। তাদের সবাইকে খুঁজে বের করে তালিকা তৈরির দাবি জানিয়েছে সাধারণ মানুষ ও এলাকাবাসী।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	:	কাজী আশরাফ আহমেদ রিয়াজ
পেশা	:	ফটোগ্রাফার
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: বাগড়া, ইউনিয়ন: বক্সগঞ্জ, থানা: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা
পরিবারের তথ্য		
পিতা	:	কাজী বাবুল
মাতা	:	রোকেয়া আক্তার
আক্রমণকারী	:	পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	:	৩০ জুলাই ২০২৪,
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	:	৩০ জুলাই ২০২৪ আনুমানিক রাত ১০ টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	:	পারিবারিক কবরস্থান

'মা, আমি যুদ্ধে যাইতেছি'

শহীদ মোঃ শ্রাবণ গাজী

ক্রমিক : ৭১১

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১৩৪

"টুনু নামে এক ছেলে আমাকে কল দেয়। আমাকে জানায় শ্রাবণের গুলি লেগেছে। গুলির কথা শুনে বুকটা ধক করে উঠলো আমার। জিজ্ঞাসা করলাম, গুলিটা কোথায় লেগেছে। ভাবলাম, হাতে পায়ে লাগলে তো তাও বের করা যাবে, কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে ছেলেটা কেঁদে উঠলো, বলে 'আঙ্কেল শ্রাবণের মাথায় গুলি লাগছে'। আমার আর কিছু বুঝতে বাকি থাকলো না," কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শ্রাবণের বাবা মান্নান গাজী।

পরিচিতি

মোঃ শ্রাবণ গাজী (২০) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন আশুলিয়ার গেরুয়া এলাকার মোঃ মান্নান গাজী ও শাহনাজ বেগম দম্পতির একমাত্র ছেলে। দুই ভাই-বোনের মধ্যে শ্রাবণ ছিল বড়। মালয়েশিয়ার টুঙ্কু আব্দুল রহমান ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছিল শ্রাবণ। গত ১৬ই জুলাই দেশে আসে সে।

এর আগে ২০২২ সালে সাভার ল্যাবরেটরি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৫৮ পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে শ্রাবণ। এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তার পরিবার তাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য মালয়েশিয়ায় পাঠায়। ছোট বোন মহিমা এলাহীর বয়স মাত্র ১০ বছর।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

ঘটনার দিন ৫ আগস্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে ছাত্র-জনতার যে পদযাত্রা শুরু হয়, সেই পদযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন শ্রাবণ। পদযাত্রাটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাভারে পৌঁছানোর পর হঠাৎ একটি গুলি এসে শ্রাবণের মাথায় লাগলে মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে আশুলিয়ার গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজে নেওয়া হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পদযাত্রায় অংশ নেওয়া আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, সেদিন বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১২টার দিকে প্রথমে পদযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে প্রধান ফটক হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে নেমে আসে। এরপর সেখানে কিছু সময় অপেক্ষার পর এটি ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথম দিকে পদযাত্রায় লোকসংখ্যা কম হলেও সময়ের সাথে সাথে এতে ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। পদযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। এরপর কয়েক দফায় এমএইচ হল গেটের সামনেসহ বিভিন্ন পয়েন্টে স্বল্প সময়ের জন্য বিরতি দেয়। বিরতির এই সময়গুলোতে বিভিন্ন স্থান ও এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী ও জনতা এই পদযাত্রায় যোগ দিতে থাকেন। পদযাত্রাটি যখন সাভারের নিউ মার্কেট এলাকায় পৌঁছায় তখন এতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১০/১২ হাজারে, যা কিনা শুরুর দিকে ছিল মাত্র ৭০০ থেকে ৮০০।

পদযাত্রাটি যখন সাভার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছায় তখন এর সামনের কাতারে থাকা শিক্ষকদের ৭/৮ জনের একটি প্রতিনিধি দল সামনে থাকা পুলিশ সদস্যদের সাথে কথা বলতে এগিয়ে যান। শিক্ষকরা চেয়েছিলেন কোনো সংঘর্ষ ছাড়াই পদযাত্রাটি এগিয়ে নিতে কিন্তু শিক্ষকদের প্রতিনিধি দল কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল নিক্ষেপ শুরু করে। শিক্ষকরা এসময় হাত উঁচু করে গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করলেও পুলিশ তা শোনেনি। এক পর্যায়ে পুলিশের ছোঁড়া টিয়ারশেল ও রাবার বুলেটের মুখে পদযাত্রার সামনের দিকে থাকা অনেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যান।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ৪৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী মো: বিপ্লব হোসেনের ভাষ্যমতে, "পুলিশ যখন গুলি শুরু করে তখন পুলিশের অবস্থান আমাদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমরা গুলির মুখে বেশ খানিকটা পিছিয়ে সাভারের নিউ মার্কেটের দিকে চলে আসি। তখন আশেপাশে পুলিশের আর কাউকে দেখাও যাচ্ছিল না। হঠাৎ শব্দ শুনে মনে হলো কাছাকাছি কোথাও থেকে গুলি করা হচ্ছে। আমি তখন শিমুলতলা এলাকা সংলগ্ন স্বরণিকা আবাসিক এলাকার বিপরীত দিকের রাস্তায়, অর্থাৎ নবীনগরমুখী লেনে অবস্থান করছি। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয় যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আমি তখন সামনে এগিয়ে যাই। এগিয়ে গেলে দেখি সবাই ধরাধরি করে একটা ছেলেকে নিয়ে আসছে, তার মাথায় গুলি লেগেছে, কোনো জ্ঞান নেই।" তিনি আরও বলেন, "সময়টা তখন ২টা বা তার আশেপাশে। আমি তখনও শ্রাবণকে চিনি না। পরে দ্রুত সেই পথ দিয়ে যাওয়া একটি অ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করিয়ে সেটিতে করে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে জানলাম ছেলেটির নাম শ্রাবণ গাজী, দেশের বাহিরে লেখাপড়া করতো সে।"

শ্রাবণের বাবা মান্নান গাজী বলেন, "বেলা সাড়ে ১২টার দিকে শ্রাবণকে আমি দেখেছি ডেইরি গেটের সামনে সড়কের আইল্যান্ডের উপর বসা। হাতে একটা রড। আমি তখন ডেইরি গেটের ওভারব্রিজের উপরে। শিক্ষার্থীরা সব তখন ওখানেই। আমি শ্রাবণকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেছি যেন সে দূরে না যায়, এখানেই থাকে। ওর সাথের ৩০/৪০ জন বন্ধুরাও সবাই সেখানেই ছিল। এক পর্যায়ে মিছিল সাভারের দিকে এগোলেও শ্রাবণ তখনও সেখানে বসা। ওকে স্থির দেখে কিছুসময় পর আমি নামাজ পড়তে ডেইরি ফার্মের ভিতরে চলে আসি। ভাবলাম ও হয়তো যাবে না। আমি আসার পর সম্ভবত ও আর দেরি করেনি, চলে গেছে মিছিলে।"

জানাযা ও দাফন

শহীদ শ্রাবণের শাহাদাতের পর গত ৫ আগস্ট ঘটনার দিন রাতে শ্রাবণকে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার (ডেইরি ফার্ম) এলাকার স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ শ্রাবণ সম্পর্কিত স্মৃতিচারণ

একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে যেমন দিশেহারা শ্রাবণের পরিবার, একইসাথে শ্রাবণের মৃত্যুতে এলাকায়ও নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

সেদিনের সকালের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, "সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঘুম থেইকা উইঠা, গোসল কইরা, নাস্তা কইরা ইউনিভার্সিটির টিচারগো লগে ইমেইলে কথা বলতেছিল শ্রাবণ। কথা শেষ কইরা আলনা থেইকা নিয়া জামা-কাপড় পড়লো। আমি কইলাম, "বাজান, তোমার না কত জামা-কাপড়, অন্য কিছু পড়ো।" পরে ওয়্যারড্রবের ড্রয়ারটা টান দিয়া মেরুন কালারের একটা গেঞ্জি পরলো। আমারে কইলো, "মা, ঘড়িডা কই?" কইলাম, তোমার ড্রয়ারে আছে।" এরপর ঘড়িডা হাতে দিয়া গায়ে সেন্ট দিয়া কয়, "মা, আমি যুদ্ধে যাইতেছি।" ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে ঘর থেইকা বাইর হইয়া গেল।"

"বাসা থেইকা বাইর হওয়ার আগে ছেলে আমারে কয়, "মা, আমি যুদ্ধে যাইতেছি"। ছেলের কথা শুইনা শরীরে কেমন জানি কাঁপুনি উইঠা গেল। ছেলের হাতটা ধইরা কইলাম, "বাজান, আমার যদি দুইডা ছেলে থাকতো, তাইলে তোমারে আমি যাইতে দিতাম। একজন গেলে আরেকজন তো আমার বুকে ফিরা আইতো। আমার তো একটাই মাত্র পোলা, তোমারে যাইতে দিলে আমি কী নিয়া

থাকুম, বাজান? তুমিই তো আমার একমাত্র ভরসা।" আমি হাত ধরছি দেইখা পোলায় আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কয়, "না মা, কোথাও যামু না, আমি ক্যান্টিনেই আছি।" এই কথা কইয়া যে পোলা আমার বাহির হইলো, আর ফিরলো লাশ হইয়া," – কান্না জড়ানো কণ্ঠে এভাবেই ছেলের সাথে নিজের শেষ মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করছিলেন শহীদ শ্রাবণ গাজীর মা শাহনাজ বেগম।

শহীদ শ্রাবণের বাবা মান্নান গাজী বলেন, "শ্রাবণ বা আমাদের কারোরই কখনো পরিকল্পনা ছিল না যে শ্রাবণ পড়াশোনা শেষ করে সরকারি চাকরি করবে। শ্রাবণ দেশে থাকা অবস্থায় ভালো রেজাল্ট নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর আমরা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ধারদেনা করে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে শ্রাবণকে চলতি বছর মালয়েশিয়ায় পাঠাই পড়াশোনা করতে। শ্রাবণ আমার একমাত্র ছেলে। আশা ছিল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা শেষে হয়তো দেশের বাইরেই ভালো কোনো চাকরি করবে কিংবা দেশে ফিরে প্রাইভেট সেক্টরেই ভালো কিছু করবে।"

"দুপুর ২টার পর আমরা সবাই ডেইরি ফার্ম ক্লাবে অপেক্ষা করছিলাম সেনাপ্রধানের ভাষণ শোনার জন্য। সেনাপ্রধানের ভাষণের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে তখন। এর কিছুক্ষণ পর টুনু নামে এক ছেলে আমাকে কল দেয়। কল দিয়ে জিজ্ঞাসা করে আমি কোথায় আছি। এক পর্যায়ে সে আমাকে জানায় শ্রাবণের গুলি লেগেছে। গুলির কথা শুনে বুকটা ধক করে উঠলো আমার। জিজ্ঞাসা করলাম গুলিটা কোথায় লেগেছে। ভাবলাম, হাতে পায়ে লাগলে তো তাও বের করা যাবে, কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে ছেলেটা কেঁদে উঠলো, বলে "আঙ্কেল শ্রাবণের মাথায় গুলি লাগছে"। আমার আর কিছু বুঝতে বাকি থাকলো না," কথাগুলো বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন শ্রাবণের বাবা মান্নান গাজী।

শ্রাবণের মা শাহনাজ বেগম বলেন, "ঘটনার দিন শ্রাবণের লগে আমার শেষ কথা হয় দুপুর দেড়টার দিকে ফোনে। নামাজ পইড়া উইঠা আমি শ্রাবণরে ফোন দেই। জিগাইলাম বাজান তুমি কই? কইলো "আমি ডেইরি গেইটে"। কইলাম, গেইট থেইকা বাজান তাড়াতাড়ি বাড়িত আসো। নামাজের পর আমরা সবাই একসাথে বইসা ভাত খাই। আমি তখন উইঠা পোলার লাইগা ভাত বাইড়া থুইয়া মহিমারে (মেয়ে) ভাত খাওয়াইতাছি। কিন্তু পোলা আর আমার আইলো না, আর কোনদিন ফিরা আইবো না আমার বুকে।"

এভাবে কান্নাজড়িত কণ্ঠে ছেলের সাথে নিজের শেষ মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করেন শ্রাবণ গাজীর মা শাহনাজ বেগম।

যেই বিজয়ের জন্য তার ছেলে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে, সেই সেই বিজয়গাঁথার কোথাও লেখা থাক তাদের সন্তানের এই মহান আত্মত্যাগ। এইটুকু সান্ত্বনা, একমাত্র ছেলের স্মৃতি আঁকড়ে ধরেই তারা আগামীর সময়টুকু বেঁচে থাকতে চান।

পারিবারিক অবস্থা

আর্থিকভাবে খুব একটা সচ্ছল নয় শ্রাবণের পরিবার। শ্রাবণের বাবা মান্নান গাজী দীর্ঘদিন পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন। ২০১৬ সালে পোশাক খাত ছেড়ে মাস্টাররোলে তিনি সাভারের কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামারের 'প্রজনন সহকারী' পদে যোগ দেন। তখন থেকেই পরিবার নিয়ে ডেইরি ফার্মের আবাসিক কোয়ার্টারে বসবাস করছেন তারা।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ শ্রাবণের ছোট বোনের পড়াশুনাসহ যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করা

২. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে দেয়া।

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	:	মো: শ্রাবণ গাজী
পেশা	:	ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	:	টুঙ্কু আব্দুল রহমান ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি, মালয়েশিয়া
বিষয়	:	সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং
বর্তমান ঠিকানা	:	বাসা: ডেইরি ফার্ম আবাসিক কোয়ার্টার, এলাকা: সাভার, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	:	মো: মান্নান গাজী,
পিতার পেশা	:	প্রজনন সহকারী
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	:	সাভারের কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামার
পদবী	:	মাস্টার
মাতার নাম	:	শাহনাজ বেগম
মায়ের পেশা	:	গৃহিণী
বোন	:	১ জন
		মহিমা এলাহী, বয়স: ১০ বছর
ঘটনার স্থান	:	সাভার
আক্রমণকারী	:	পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	:	৫ আগস্ট ২০২৪
আঘাতের ধরন	:	মাথায় গুলিবিদ্ধ
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	:	৫ আগস্ট, ২০২৪, সাভার, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় গেইট থেকে পদযাত্রার সময়

শহীদ (৭১২-৭১৭) অজ্ঞাতনামা

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শাহাদাত বরণ করা আরও ৬ জন শহীদের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাওয়া গিয়েছে। মৃতদেহগুলোর ডিএনএ ও পরিহিত আলামত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। এই মুহূর্তে সবগুলো লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ফরেনসিক হিমাগারে রক্ষিত আছে। সকলের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হলে তদন্তে পাঁচ জনের মৃত্যুর কারণ 'আঘাত জনিত' ও এক জনের (এনামুল) 'উপর থেকে নিচে পড়ে' মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শাহবাগ থানার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে লাশগুলো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের। তবে কবে এবং কয় তারিখে তারা লাশগুলো এনেছে সেটা স্পষ্ট করেনি।

অজ্ঞাত ৬ জন শহীদদের বিবরণী

শহীদ (অজ্ঞাত পুরুষ) বয়স ২০ বছর
ক্রমিক: ৭১২

শহীদ (অজ্ঞাত পুরুষ), বয়স ২৫ বছর
ক্রমিক: ৭১৩

শহীদ (অজ্ঞাত পুরুষ), বয়স ২২ বছর
ক্রমিক: ৭১৪

শহীদ (অজ্ঞাত পুরুষ), বয়স ৩০ বছর
ক্রমিক: ৭১৫

শহীদ (এনামুল), বয়স ২৫ বছর
ক্রমিক: ৭১৬

শহীদ (অজ্ঞাত মহিলা), বয়স ৩২ বছর
ক্রমিক: ৭১৭

কোটা প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সরকার পতন পর্যন্ত বিশ্ব মিডিয়ায় প্রতিফলিত বিভিন্ন চিত্র-

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
রাষ্ট্র
কারোর বাপের না
DU HOME ECONOMICS
তুমি নও... আমি নই... রাজাকার রাজাকার...
Jagonews24.com
বৃহস্পতিবার সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণা আন্দোলনকারীদের
প্রথম আলো
IT'S STRONG
IT'S DUCTILE
বাংলাদেশ
সারা দেশে আজ 'কমপ্লিট শাটডাউন', জরুরি সেবা ছাড়া সব বন্ধের ঘোষণা
নয়া দিগন্ত
কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচিতে
দৈনিক বাংলা
বৃহস্পতিবার সারা দেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণা
সংঘাত ছড়িয়েছে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে, মঙ্গলবার দেশজুড়ে বিক্ষোভের ঘোষণা
সুনসান ঢাবি, উত্তপ্ত রাজধানী
BBC NEWS
প্রথম আলো
বাংলাদেশ
১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' ঘোষণ
কোটা আন্দোলনকারীদের
ঢাকা টাইমস
পুলিশের 'ব্লক রেইডে' গণ-গ্রেফতার, নিখোঁজ, রিমান্ডে নির্যাতনসহ যত অভিযোগ
পুলিশের হাতে আটক ঠেকানোর চেষ্টা করছেন আন্দোলনকারীরা
জাতীয়
বৃহস্পতিবার সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন'

কোটা আন্দোলন ঘিরে সহিংসতা, কারফিউ, সেনা মোতায়েন, ইন্টারনেট বন্ধ-আরো যা যা ঘটেছে

বাংলাদেশে গত শুক্রবার রাত থেকে জারি করা কারফিউ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অফিস-আদালত খুললেও নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে মঙ্গলবার কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। টানা পাঁচদিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকার পর আবার সীমিত আকারে চালু হয়েছে। গত এক সপ্তাহের সহিংসতায় নিহত হয়েছে দেড়শোর বেশি মানুষ, গ্রেফতার হয়েছে সহস্রাধিক। চার দফা দাবি জানিয়েছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

রাজনীতি | বাংলাদেশ

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ

প্রথম আলো

রাজধানী

রাজধানীতে চার স্থানে সংঘর্ষ, ধাওয়া

BBC NEWS বাংলা

দিনভর সংঘাত ও সহিংসতায় রক্তাক্ত ঢাকা

...নঃ দেশজুড়ে সংঘর্ষে নিহত ২০

ntv online — বাংলাদেশ

জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন

সময়

বাংলাদেশ

আরও একদিন বাড়ল সাধারণ ছুটি

বিক্ষোভ-সহিংসতায় অগ্নিগর্ভ দেশ, সারা দেশে নিহত অন্তত ৯৪

BBC NEWS

প্রথম আলো

ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার দেশত্যাগ, ভারতের জন্য

শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর যে চিত্র দেখা গেল ঢাকার রাস্তায়

VOA

AMNESTY INTERNATIO

গণ-অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতন

কোটা আন্দোলন থেকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান

০৬ আগস্ট, ২০২৪

BBC NEWS বাংলা

দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা সেনাপ্রধানের

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘিরে এক 'গণঅভ্যুত্থানে' পতন ঘটলো শেখ হাসিনা সরকারের। গণভবন ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় সাধারণ মানুষের দখলে। অবশ্য তার আগেই ভারতের উদ্দেশে দেশ ছেড়ে গেছেন মিজ হাসিনা। বিকেলে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন সেনাপ্রধান। সারাদিনের সব আপডেট পেতে যুক্ত থাকুন বিবিসি বাংলার লাইভ পাতায়...

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

'২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা' শিরোনামে ৭১৭ জন শহীদের জীবনবৃত্তান্ত, শাহাদাতের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা নিয়ে প্রথম ধাপে (১ম - ১০ম) মোট ১০টি খন্ডে প্রকাশিত হলো।

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের আরও শহীদদের তথ্য-সংগ্রহ চলমান রয়েছে। তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত, শাহাদাতের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা নিয়ে পরবর্তী খন্ড সমূহও প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

শহীদের তথ্য যুক্ত করতে আমাদেরকে মেইল করুন-
julyshahid6@gmail.com

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم
مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

মুমিনদের মধ্যে কিছু বান্দা কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছে (শাহাদাত বরণ) এবং কেউ কেউ মৃত্যুর জন্য প্রতিক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।

-সুরা আহযাব-২৩

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

দশম খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী